ভাণ্ডার

VOL. 34
NO. 3
H03

জানুয়ারি ১৯৯৬

এই সংখ্যায় থাকছে

নতুন প্রজন্মের পথপ্রদর্শক ☐ সুনীল ঘোষ
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভ...শতবার্ষিকী সুব্রত বসু
শতাব্দীর সমবায় (১৮৯৫-১৯৯৫) মৈত্রী সঙ্ঘ ☐ অসীম রায়
ও
অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ❑ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ❑ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ❑ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে।
- ❑ মনে রাখবেন-এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ❑ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ❑ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা,
গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪পরগনা,
দক্ষিণ ২৪পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১ টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

আহ্বান সর্বত্র স্বাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভ্র বিশ্বে : শুভ্র বিশ্বের লোক। বেলাহন্ : আমি জানি।

059.9144
B409

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি ১৯৯৬

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়
নতুন প্রজন্মের দায়বদ্ধতা : সুনীল ঘোষ
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষপূর্তি সুব্রত বসু
শতাব্দীর সমবায় (১৮৯৪-১৯৯৫)
নৈরীনত্য : অমীম রায়
সমবায় আন্দোলন ও সরকারি নীতি : অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা

স্বপ্ন অন্বেষী : নবুদ্ধ দাশগুপ্ত
বেইলিগাছ বীজ অথবা ডালহৌসি স্কিয়ার : শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পাল চিতায় রহস্যময়ী বিভব : অন্তরকুমার সান্যাল
স্বপ্নের সওদাগর : মানবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : সানন্দবন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমবায় সমাচার :

সুনীলকুমার ঘোষ — সভাপতি
শিশির গুপ্ত — সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত — সদস্য
সুভাষ রায় — সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু — সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত — সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক — সম্পাদক

সম্পাদক : সুপ্রাতকুমার ব্যানার্জি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

B
059.9164
15407

কৃষিতে লগ্নি	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

P 9751

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

সম্পাদকীয়

২৩শে জানুয়ারি

উদার অর্থনীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জোর দেওয়া হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতির কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ওপর। চারদিকে একটা 'সাজ সাজ' রব শোনা যাচ্ছে।

সমবায় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি এখনও স্থিরীকৃত না হওয়ায় — সমবায়ের ভূমিকা কি হবে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামীণ সংগঠনগুলি যারা সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীকে নিয়ে চলেন তারা কিভাবে প্রতিযোগিতামুখী বাজারের প্রয়োজন মেটাবেন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে থাকছে তাদের কাছে।

এরকম একটা অনিশ্চিত অবস্থায় '২৩শে জানুয়ারি' বিশেষভাবে স্মর্তব্য। সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম মহাকাব্যিক সমুন্নতির উজ্জ্বল প্রকাশ। যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা যায় — যদি দেশানুবোধ ও আত্মত্যাগের আদর্শে জনসমষ্টি উদ্বুদ্ধ থাকে।

যদে দেশানুবোধ ও আত্মত্যাগের বিশুদ্ধতম অভিব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হচ্ছে। ২৩শে জানুয়ারি যে কারণে আজ এত বেশি অর্থবহ।

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state
governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing
units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering
growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce,
NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be
important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

নতুন প্রজন্মের পথপ্রদর্শক

সুনীল ঘোষ

রাজনীতির সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচিতি ঘটে ১৯৪৫ সালের একেবারে শেষের দিকে। ঐ সালেই গাঁয়ের এক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে গাঁয়েরই আর এক কলেজে ভর্তি হই হস্টেলে থেকে। '৪৫-এর সেপ্টেম্বরে জাপানের আত্মসমর্পণের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তার কয়েক সপ্তাহের পর থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ হতে রহস্যজনক অন্তর্ধান, তাঁর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিরাট কর্মকাণ্ডের কাহিনী যা কিনা তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তী নায়কে পরিণত করে।

বন্দোবস্তের রিফিউজিয়া স্টেশনে বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের একটি বিশাল ক্যাম্প ছিল। আমরা কলেজ থেকে ২৫-৩০ জনের এক একটি দল প্রতি শনি-রবি বার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে সেই ক্যাম্পে যেতাম, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতাম এবং তাদের অসীম বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের বিবরণ শুনতাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন অফিসার যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের সঙ্গে করমর্দনের সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা সেই মুহূর্তগুলির কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন, মানচিত্রে দাগ দিয়ে প্রতিটি যুদ্ধের অগ্রগতি, ক্ষয়ক্ষতি এবং এলাকা দখলের বিস্তার বিবরণ বোঝাতেন। ঐ বন্দী অফিসারদের মধ্যে কয়েক-জনকে আমরা আমাদের সঙ্গে ক্যাম্প থেকে বের করে আমাদের হস্টেলে নিয়ে আসতাম। ভারতীয় ফৌজী প্রহরীরা কোন বাধা দিতে সাহস করত না। এই অফিসারদের অধিকাংশই ছিলেন পঞ্জাব অথবা পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের মুসলিম। সাহস ও বীরত্ব ছাড়াও এদের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করতাম — একটি হিন্দু-মুসলিম-শিখ অপূর্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অপরটি প্রাদেশিকতা বর্জিত পারস্পরিক সম্পর্ক। আমরা এঁদের নিয়ে সৈন্দ নৌশের আলি প্রমুখ জাতীয়তা-বাদী মুসলিম নেতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই এবং ওঁরাও এদের সঙ্গে নিয়ে জনসভা ইত্যাদি করতেন। এই সব সভায় সুদূর মফস্বলেও প্রচুর জনসমাগম হ'ত। কেননা সামনের জানুয়ারিতেই সাধারণ নির্বাচন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছেন এবং ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এ আই সি সি অধিবেশন বসছে। ভারতবর্ষের কথা বলতে পারব না, কিন্তু বাংলার আকাশ-বাতাস তখন নেতাজির অবিস্মরণীয় প্রেরণায়, তাঁর আপোষ সংগঠন শক্তি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ, অদম্য সাহস ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জয়গানে মুখরিত। পরবর্তীকালে আই এন-এর শীর্ষ সেনানীদের বিচারকে কেন্দ্র করে কলকাতার রাজপথে ছাত্র-যুব-শ্রমিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং বাংলার প্রতিটি শহরে তার প্রতিফলন, বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ, বিহারের সশস্ত্র পুলিসের বিদ্রোহ, বাংলা-অসমের ডাক-তার কর্মী ধর্মঘট, কলকাতার ট্রামশ্রমিক ধর্মঘট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। নরিয়া ব্রিটিশ সরকার তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করল এই সব প্রগতিশীল আন্দোলন-এর বিরুদ্ধে মুসলিম লিগকে লেলিয়ে দিয়ে পঞ্জাব, বাংলা ও বিহারে রাতারাতী দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে। অবশেষে ভারতবর্ষকে তিনখণ্ডে ভাগ করে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগকে তাদের উত্তরাধিকার অর্পণ করে স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকি-স্তানের চুক্তি সম্পাদন করে এই উপ মহাদেশ থেকে পাততাড়ি গোটালো।

নেতাজি সুভাষের মুক্তি সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরব কাহিনীকে অবলম্বন করে কারামুক্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন আন্দো-লন পরিচালকদের আসনটিকে কব্জায়ত করতে ব্যস্ত তখন সত্যি কথা বলতে গেলে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী রাম মার্কীদের বিরোধটাকে ঠিক বুঝতাম না, কিন্তু দেখতাম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার, কেননা তারা ব্রিটিশের দালাল, বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু দিন বসে থাকে না, শাসক কংগ্রেসের কর্তা শাসনযন্ত্রের উপর যতই শক্ত হতে লাগল একে একে বামপন্থীরা হয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন অথবা তাদের বের করে দেওয়া হ'ল এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁদের নৈকট্য বাড়তে লাগল।

শাসক কংগ্রেসের নেতাজি বন্দনা অবশ্য চালু রইল প্রতিবৎসরই ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি জন্মদিন সাড়ম্বর উদযাপনের মধ্যে। আর সাধারণ নির্বাচনের বছরগুলিতে আড়ম্বরের মাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেত, কেননা নির্বাচনগুলি '৬৭ সাল পর্যন্ত ফেব্রুয়ারি মাসেই হত আর সেই উপলক্ষে নেতাজিকে স্মরণ করার নামে কমিউনিস্টদের মনের সুখে গালাগাল দেওয়া যেত।

অপপ্রচার বর্তমান যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। হিটলারকে নিন্দা করলেও তার গোয়েবলসের প্রচার কৌশল অনেকেই আয়ত্ত করেছেন। সরকারের হাতে যখন এর ব্যবহার হয় তখন এর প্রভাব হয় মারাত্মক। বিগত কংগ্রেস সরকারও এর ব্যতিক্রম নয়। এর প্রথম দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যখন নাকরাত খেতে সারা রাত দিল্লিতে উৎসব চলল এবং বড় বড় নেতারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করে দাবি করলেন। ভারতের স্বাধীনতা এসেছে গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখন সুভাষচন্দ্র বসুর নামটি কেউ-ই একবারও উচ্চারণ করলেন না।

কিন্তু সত্যকে চিরকাল চেপে রাখা যায় না। নেতাজি সুভাষ সম্পর্কে যে সত্যটা অপপ্রচারের মধ্যে চাপা পড়েছিল সময়ের সঙ্গে ধীর গতিতে হলেও তা আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন কেউই বিশ্বাস করেন না যে একক গান্ধীজি নির্দেশিত পথে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের অবদানও বিরাট এবং দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব তাঁর আদর্শের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধাশীল হলেও স্বাধীন ভারতের চেহারা অন্যরকম হ'ত।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ভারতবিরোধী উদ্ধত অধ্যাপক ওটেনকে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে

প্রহার করার ফলে তার জন্য দায় নেতা সুভাষচন্দ্রকে ঐ কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এটা হচ্ছে ১৯১৬ সালের ঘটনা এবং এটাই হচ্ছে তার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের সূচনা, যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৫ সালের ১৬ই আগস্ট সিঙ্গাপুর ছেড়ে যাবার আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের উদ্দেশ্যে তাঁর নিম্নলিখিত বিদায় বাণীতে : " ভারতমাতা মনের নিয়ে আজ আমি বর্মা ছেড়ে যাচ্ছি — যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৪ এর ফেব্রুয়ারি মাসে আজও তা নিঃশেষ হয়নি। — মুক্তি সংগ্রামের প্রথম পর্বে পরাজিত হয়েছি, কিন্তু সে পরাজয় প্রথম পর্বের পরাজয় মাত্র, শেষ নয়। —

আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে স্বাধীনতার বেদ-বেডীতে, পাশবদ্ধ জীবনে নয় : তোমাদের আত্মত্যাগের এই বিস্ফারিত আত্মদান তাদের জন্য সম্ভব করে তুলবে, স্মরণ করিয়ে দেবে তাদের কানে এই পরম তথ্য, তোমরাই তাদের পূর্বসূরী। — এই কথা বিশ্বাস করে যে, নব উষার পূর্বক্ষণ চিরদিনই থাকে দুর্ভেদ্য আঁধারে ঢাকা। আর একটি কথাও বিশ্বাস করে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং অচিরেই।"

দীর্ঘ এই ৫০ বছরের প্রথম ৪/৬ বছর বাদ দিয়ে বাকি ২৪/২৫ বছর বিচিত্র ঘটনা বহুল। আই সি এস পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলেও গান্ধীজি কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়াতে তিনি ইংরেজের গোলামী করবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দেন। দেশে ফিরেই গান্ধীজি ও দেশবন্ধুর অনুরোধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করেন ও জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা অচিরেই তাঁকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের প্রথম সারিতে নিয়ে আসে। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য আচার্য পি সি রায়ের সভাপতিত্বে যে 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠিত হয় তার সেক্রেটারি হিসাবে বন্যাত্রাণ কাজে তিনি অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় রাখেন। এর পর তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য দল' গঠন ও পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ; প্রথমে 'বাংলার কথা' ও পরে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৮ সালের শুরুতেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে বাম-পন্থীদের শক্তিকে সংহত করতে Independence League গঠিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজির পূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাবের এক সংশোধনী তিনি পেশ করেন, ঐ সংশোধনী ১৭৩-১৩৫০ ভোটে প্রত্যাখ্যাত হলেও কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থী শক্তি যে সংহত ও পুষ্ট তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কলকাতা কংগ্রেসের সফল পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের সর্বাধিনায়কত্বে সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়ে। ঠিক এর এক বছর পরই লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। মতিলাল নেহরু এই অধিবেশনেই ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাব পেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বললেন, এই কার্যসূচি যথেষ্ট নয়। এর জন্য তিনি কংগ্রেসী সংগঠনকে কৃষক, শ্রমিক ও যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে সর্বাত্মক বয়কটের কর্মসূচি গ্রহণের আবেদন জানিয়ে তাঁর ভাষণ বলেন যে, এর পরিণতি ঘটবে দেশে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের মাধ্যমে। গান্ধীজির আপত্তিতে তাঁর এই প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয়নি, নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটিতেও তাঁর স্থান হয়নি।

ঐ বছরই আগস্ট মাসে কঠিন অবস্থার মধ্যে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। এর আগে ১৯২৪ সালে তিনি কর্পোরেশনের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হিসাবে তৎকালীন মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই উভয় পদেই তিনি পুরো সময় কাজ করবার সুযোগ পাননি। কারণ, তাঁকে প্রায়ই ব্রিটিশ কারাগারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়। তবুও তিনি এই সর্ববৃহৎ স্বশাসিত সংস্থায় যথেষ্ট কর্মকুশলতার স্বাক্ষর রেখে যান।

১৯৩৩-৩৪ সালে অসুস্থ অবস্থায় ভিয়েনা প্রবাসকালে তিনি, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Indian struggle' বইটি লেখেন। তিনি তাঁর এই বইটি সম্পর্কে বলেন,"an objective study of the Indian movement from the stand point of an Indian nationalist." এই বইটিতে তিনি, অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন বলে মহাত্মা গান্ধী অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজির রাজনীতির বাস্তব সার্থকতা সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন।

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন। এই সময় চিন-জাপান যুদ্ধের পরিস্থিতি চিনের রাজধানী নানকিং-এর পতনের ফলে খুবই সংকটজনক আকার ধারণ করে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চিনের স্বপক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে চিনে মেডিকেল মিশন প্রেরণ করে এবং ভারতে চিনের স্বপক্ষে জনমত তৈরি করতে শুরু করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জাপানী বর্বরতার তীব্র নিন্দা করেন। সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে বিভিন্ন সভা সমিতিতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছিলেন। স্পেন, আবিসিনিয়া ও চিনের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের এক সমর্থনা সভায় সুভাষচন্দ্র বললেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এই নিপীড়িত জাতিসমূহের বিশ্ব সংগ্রামেরই অংশ। এই সময় ব্রিটেনের কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্ত বেন ব্রাডলে প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার ফলে সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার ভুলগুলি, বিশেষ করে ক্যাসিজম্ সম্পর্কে সংশোধন করে নিতে পেরেছিলেন।

ইউরোপে থাকতে থাকতেই সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এতে সমস্ত বামপন্থী মহলেই, বিশেষ করে সারা বাংলায় উল্লাসের ঢেউ বয়ে যায়। বাম-পন্থীদের শক্তি সংহত করবার জন্য সুভাষচন্দ্র আচার্য নরেন্দ্র দেব ও অচ্যুত পটবর্ধনকে ওয়ার্কিং কমিটিতে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওঁরা রাজি হননি। ওঁদের এই সিদ্ধান্তের পরিণামে পরের বছর ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে গভীর সংকট সৃষ্টি হয় এবং বাম ঐক্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনিই সর্বপ্রথম কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী ও বিশিষ্ট শিল্পপতিদের নিয়ে এক সম্মেলন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "If industrial revolution was an evie, it was a necessary evil, ...In the world as it is constituted today a community which resists industrialisation has little chance of servicing international competition " এই সম্মেলনেই একটি 'National Planning

Commission' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নয় সদস্যের এই কমিটিতে স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া ও ডঃ মেঘনাদ সাহা ছিলেন। কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে তিনি ইউরোপে জওহরলালকে চিঠি লেখেন।

বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী শক্তি সভাপতির পদে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবি জানাতে থাকেন। সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয় এবং পরিশেষে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থী প্রার্থী ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে প্রায় দুশ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পর গান্ধীজির সুভাষ বিরোধী প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত নগ্নভাবে অস্ত্র প্রকাশ করে। সমগ্র পৃথিবী যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখোমুখি তখন তার প্রকৃত রাজনৈতিক মূল্যায়নে দাবি করছিল জাতীয় কংগ্রেসের সাংগ্রামিক ঐক্য ; জাতির জনকের নাস্তারজনক কলকাঠির আবর্তনে সেই ঐক্য নস্যাৎ হয়ে গেল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাও গান্ধী-জওহরলালকে টলাতে পারল না। অন্যদের অনুরূপ সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন পরিত্যাগ করে গান্ধী নীতির কাছে আত্ম- সমর্পণ করে সভাপতির পদে আসীন-থাকা অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া তৃতীয় কোনো বিকল্প ছিল না। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ২৯শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালো দিন।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের সংঘবদ্ধ করতে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন আর ঐ সময়ই বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেশনায়ক রূপে আহ্বান জানান। অবশ্য গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ তখন মরিয়া, সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয় এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস থেকে তিন বছরের জন্য তিনি কোনও নির্বাচিত পদে থাকতে পারবেন না এই শর্তের নির্দেশ জারি করা হয়।

অদৃষ্টের পরিহাস, এই গান্ধীজিকেও ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার সময় নোয়াখালীতে আকবরের সঙ্গে বলতে হয়েছিল "আজ যদি সুভাষ আমার পাশে থাকত।" এরপর বিভিন্ন সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নতুন মাত্রা যোগ করতে ১৯৪০ সালের ১৭ই জানুয়ারি এলগিন রোডের বাড়ি থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দেশের বাইরে পাড়ি জমালেন।

১৯৪৭ সালের পর থেকে নেতাজি প্রসঙ্গ মাঝে মধ্যে দেশের সামনে এসে পড়েছে তাঁর মৃত্যু রহস্যের আবরণ উন্মোচনকে কেন্দ্র করে। শাসক দল অবশ্যই নেতাজি দ্রোহী, তাঁরা স্থির সঙ্কল্প যে তাইহোকু বিমান ঘাঁটিতে ১৮ই আগস্টের বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল, তাই তাঁরা সরলোতর ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মান জানান এবং তাঁর চিতা-ভস্ম ভারতে এনে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে বিসর্জন দিতে ব্যস্ততা দেখান। আর অন্যদিকে তাঁর অনুরাগীরা নানান যুক্তি তর্ক অবতারণা করে বিমান-দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু-কাহিনীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সযত্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল, কি হয়নি, তাপ্পেনের রেনকোজি মন্দিরে যে ভস্মাধার আছে তা নেতাজির কিম্বা নেতাজির নয়, তার ডি এন এ পরীক্ষা হবে কি হবে না — এটা গবেষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক না কেন? আমরা এই বিতর্কের মধ্যে নাক না গলিয়ে আজ তো বুঝতে পারছি এতো বছর বয়সী কোনো জীবিত ব্যক্তির পক্ষেও ৫০ বছর বাদে আত্মপ্রকাশ করে রাজনৈতিক রঙ্গ মঞ্চে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

তাই বলছি আসুন না, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে যে মহান ব্যক্তিত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান রেখে গেছেন, সেই খণ্ডিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যখন নতুন করে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দেশীয় নির্লজ্জ মুৎসুদ্দীদের দ্বারা ষড়যন্ত্রে চরমভাবে বিপন্ন, দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক নেরুদণ্ডকে যখন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে তখন এই মহান নেতার রাজনৈতিক জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনাকে সমৃদ্ধ করার কাজে হাত লাগাই।

আজকের ভারতকে নতুন করে কব্জাগত করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা কৌশলের পর কৌশল পরিবর্তন করছে। সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার ও বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে দেশকে ভারতের ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে ফেলেছে। বিনিয়োগ হয়েছে নাম মাত্র ; রপ্তানিমাত্রে আয় বাড়েনি অথচ আমদানি বাড়ছে হু-হু। দারিদ্র, বেকারী ও সামগ্রিক সমস্যাগুলি বেড়েই চলেছে। দেশের সরকারি সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তিরা দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। গত ১০ বছরের কংগ্রেস শাসন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেকরির কৃষ্ণ ঘুগ। বর্তমান সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে ভয়াবহ ভুকি নিচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিদেশি শক্তি ভারতের মাটিতে অবাধে আকাশ থেকে অস্ত্র বৃষ্টি করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রিকেটজ্বরের অগ্নিমূল্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি নীতিই জনজীবনে আনছে চরম বিপর্যয়।

এই অবস্থাকে রুখতে হবে, দেশকে বর্তমান অপশাসন মুক্ত করতেই হবে। আর এর জন্য চাই বাম, গণ্ড নিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শক্তির সর্বিক ঐক্যবদ্ধ লড়াই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সুভাষচন্দ্র যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস, সমসাময়িক দেশের অভ্যন্তরীণ ও বিশ্বের রাজনীতির পটভূমির বিশ্লেষণ কেন দক্ষিণপন্থীদের সম্মিলিত আক্রমণের মোকাবিলায় সেদিন সর্বিক বাম ও প্রগতিশীল ঐক্য গড়ে উঠেও পরে ভেঙে গেল তার মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি কেন তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে যেতে হল — এই সমস্ত ইতিহাসই বারবার তুলে ধরতে হবে দেশের যুব শক্তিকে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই-এ উদ্বুদ্ধ করতে। নেতাজি জন্ম শতবার্ষিকীতে এই কর্তব্য পালনই হবে নেতাজির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। □

"জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না, ভালবাসা না দিলে যেমন ভালবাসা পাওয়া যায় না, তেমনি নিজে মানুষ না হলে সমাজে মানুষ তৈরি করা যায় না।"

□ সুভাষচন্দ্র বসু

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি নেই।
পাখী না থাক
হাহা শব্দ আছে,
শীত পাকল আছে
আছে পিঠে
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী

সুব্রত বসু

শরৎচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ পুত্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র

১৯৯৬ সালের ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শততম জন্মদিন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নেতাজির জন্মশতবার্ষিকী ভালভাবে পালন করার জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের তরফে প্রকৃত উদ্যোগ কিছুই নেওয়া হয়নি। এই অবস্থার জন্য অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ভারতের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উদ্‌যাপন করে থাকেন সরকারের দিক থেকে বিশেষ কোন উদ্যোগ চাড়াই। কারণ ভারতের জনসাধারণের হৃদয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক গভীর স্থান দখল করে নিয়েছেন। তার ফলে গত পাঁচ দশক ধরে নেতাজি শারীরিকভাবে উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিবস পালনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব হয় না। নেতাজির অনুগামীরা এই দিনে বিশেষ করে মনে করেন যে স্বাধীনতার পর তিনি যদি দেশে আসতেন তাহলে দেশের বর্তমান অবস্থা অন্যরকম হত।

অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতে এতটা অনীহা কেন? তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যে তাঁরা মনে করেন যে নেতাজিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিলে তাঁরা যাদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন সেই নেতাদের ব্যর্থতা জনসাধারণ আরও বেশি করে উপলব্ধি করবেন। গত পাঁচ দশক ধরে যে দল ও দলীয় নেতারা বেশি সময় দেশ শাসন করেছেন ও করছেন তাঁরা মূর্তপ্রাণবন্ত উদার হৃদয়ের মানুষ নন এবং মানসিক সঙ্কীর্ণতায় ভোগেন। অপরদিকে নেতাজিকে লক্ষ্য করুন। যে মহাত্মা গান্ধী বহু বছর নেতাজির বিরোধিতা করেছিলেন, নেতাজি তাঁকে জাতির জনক (Father of the Nation) বলে অভিহিত করেছিলেন জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করার মহাত্মা গান্ধীর মহান অবদানের কথা স্মরণ করে। আর গান্ধীজির অনুগামী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামে আজাদ হিন্দ ফৌজের দুটি ব্রিগেডের নাম দিয়েছিলেন। নেতাজির সঙ্গে অপর নেতাদের পার্থক্য এইখানেই। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মন সঙ্কীর্ণ ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামে অপর নেতৃবৃন্দের অবদান, তাঁরা যতই নেতাজির বিরোধিতা করুন না কেন, নেতাজি মুক্তকণ্ঠে সেকথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। এইরকম মহান হৃদয়ের ব্যক্তিকে যে ভারতের আপামর জনসাধারণ আপনজন হিসাবে ভাববেন সেটাই তো স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের পূর্ব সীমান্তে সশস্ত্র সংগ্রাম যে আমাদের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করেছিল সে কথা স্বীকার করতে আজও কেন অনেকের বাধে। তাঁরা এটাই ভাবতে ও বলতে পছন্দ করেন যে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংসা সংগ্রামই কেবল আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছুই নেই। একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ব্রিটিশ ভারতীয় সেনা ও নৌবাহিনীর লোকেদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাতে ইংরাজ সরকার বুঝতে পেরেছিল যে তাঁদের পক্ষে আর ভারত শাসন করা বেশি দিন সম্ভব হবে না এবং এই উপলব্ধি হবার পরেই তারা ভারত থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। সেই উপলব্ধি কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অহিংসানীতিপূত নেতৃবৃন্দের হয়নি। সেটা যদি হোত তাহলে তাঁরা স্বাধীনতার সংগ্রাম আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষ করে দেশ ভাগ করে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' গ্রহণ করে কখনই বসে যেতেন না। সেইখানেই তাঁদের ব্যর্থতা। এই দেশবিভাগই এখন আমাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশকে আরও ভাগ করার জন্য কাশ্মীরে আন্দোলন দিন কে দিন জোরালো হচ্ছে, খলিস্তান করার জন্য দাবি করা হচ্ছে, হিংসাত্মক কর্মের মধ্য দিয়ে ও ভবিষ্যতে অন্য প্রদেশেও যে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করার প্রয়াস হবে না সেটাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। নানা জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ খুবই অশান্ত।

এই পরিস্থিতিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন, কর্ম ও আদর্শের কথা স্মরণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শুধু স্মরণ করাই নয়, নেতাজির আদর্শে ও কর্মে আমরা যদি আমাদের অনুপ্রাণিত হতে পারি, তবেই দেশে আবার আমরা ঐক্য স্থাপন করতে পারব। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের একমাত্র নেতা যিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেদের জাতীয় পতাকার তলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ তারই নিদর্শন। যে সব নেতারা ইংরাজদের সঙ্গে আপোষ করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনেছিলেন নিজেরা ক্ষমতা দখল করবেন বলে, তাঁদের নামে দেশের ঐক্য ফিরিয়ে আনা যাবে না। একমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে যদি আমরা দেশের মানুষদের ঠিকমত ডাক দিতে পারি তবেই দেশকে আবার ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে নেতাজির আদর্শের ও কর্মের প্রতি জনসাধারণকে আবার সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা। নেতাজির জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা এইকাজে যদি কিছুটা অগ্রসর হতে পারি তবেই তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা সার্থক হবে। □

"একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ —

সহযোগিতা আর সহমর্মিতার আশ্বাস নিয়েই
সাধারণ মানুষের সাথে এগিয়ে চলেছে 'সমবায়'।

সমবায় ব্যাঙ্ক তারই দ্যোতক। আপনার সহায়তাও আমাদের কাম্য।

সর্বসাধারণের জন্য সবরকম আমানতের ওপর ১/২% বেশি সুদ/আমানত বিমা দ্বারা সুরক্ষা/সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা রয়েছে।

তৎপর পরিষেবা আমাদের লক্ষ্য।

কৃষক/বয়নশিল্পী/চাকুরিজীবী তফসিলি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ -এর প্রকল্প রয়েছে।

আপনার নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করুন

আরামবাগ, খানাকুল, খামারগাছি, চুচুঁড়া, চাঁপাডাঙ্গা, ভাঙ্গিপাড়া,
তারকেশ্বর, ধনিয়াখালী, পাণ্ডুয়া, কামারপুকুর ও হরিপাল

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

চুচুঁড়া ● হুগলি

শতাব্দীর সমবায় (১৮৯৫-১৯৯৫) মৈত্রী সঙ্ঘ

অসীম রায়

১৯৯৫ সালের ১৮ আগস্ট আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ (ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্স-আই সি এ) তার শুভযাত্রা কালের শতবর্ষ পূর্ণ করেছে। পা রেখেছে পরিবর্তিত এক নতুন পৃথিবীতে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভৌগোলিক সীমারেখাকেও প্রভাবিত করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্নায়ুদ্ধ এক পাওয়ারের ভারসাম্যহীনতা ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক পুঁজিবাদকে বাধাহীন এক আগ্রাসী গতিকেও এনে দিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের ভারসাম্যও ধীরে ধীরে নিতে গেছে। সামাজিক মালিকানা ভিত্তিক সমাজতন্ত্র শঙ্কিত চোখে সমবায়বাদের দিকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় হাত বাড়াতে চাইছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের এই বাস্তবরূপে গত ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর ২০ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত ম্যানচেস্টারে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ শতবর্ষ পালন করলো। বিশ্বের সমাজবাদে বিশ্বাসী মানুষ স্বভাবতই এখন বেসরকারি সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধি স্থানীয় আন্তর্জাতিক সমবায় প্রতিষ্ঠানটির দিকে তাকিয়ে থাকবে। এই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের অতীত ও বর্তমানকে ঘিরেই এই নিবন্ধ।

সমবায় ব্যবস্থা যখন পৃথিবীর কোথাও তেমনভাবে দানা বাঁধেনি তখনই সমবায় আন্দোলনের বিশ্ব সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠেছিল। ১৮৪৮ সালে "কম্যুনিস্ট মেনি-ফেস্টো" প্রকাশের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের সমস্ত শ্রমিককে এক হওয়ার জন্যে কার্ল মার্ক্স (১৮১৮ - ১৮৮৩) তখনও ডাক দেননি: তার আগেই বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট আওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ১৮৩৫ সালে আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। পৃথিবীব্যাপী সমবায় ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এই জনহিতৈষিক আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। পৃথিবীর সব মানুষের সাধারণ সমস্যার প্রকৃতি সর্বত্রই মোটামুটি একই ধরনের। কোন দেশ বা জাতির ভৌগোলিক সীমা ও গণ্ডির জন্যে তা আবদ্ধ নয়। সমস্যার সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা আর তার সমাধান সূত্রের অন্তিত্বও সমবায়কে একটি 'আন্তর্জাতিক মতাদর্শের মর্যাদা দিয়েছে।

কালজয়ী সমবায় মতাদর্শ ও তার আন্দোলনকে সময়ের সীমানায় আইনের আবরণে ঠিক আটকে রাখা যায় না। তবু তার ধারাবাহিক সাফল্যের একটি সমযানুক্রমিক ইতিহাস তুলে ধরতে গেলে ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রচডেল ইকুইটেবল্ পাইওনিয়ার্স সোসাইটির কথাই বলতে হয়। তাদের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর ১৮৫০'র দশকের মধ্যেই গ্রেট ব্রিটেনের ক্রেডা সমবায়, জার্মানির কপ সমবায়, ফ্রান্সের শিল্প সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মূলত এই তিনটি দেশের মিলিত প্রচেষ্টায় বিশেষ করে ফ্রান্সের সমবায়ীদের আগ্রহে আন্তর্জাতিক সমবায় সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ১৮৬৭ সালে প্যারিসে এক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সম্মেলন অনুষ্ঠানের নৈতিক সমর্থন পাওয়া গেলেও শেষ মুহূর্তে সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায়নি। জার্মানির সুলজ্ ডেলিজের মত অনেকেই সম্মেলন বন্ধের খবর মাঝপথে পেয়ে ফিরে যান। সম্মেলন আবার ডাকা হল ১৮৬৯ সালে। লন্ডনে তা অনুষ্ঠিত হল বটে কিন্তু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল না। ১৮৯৫ সালের ১৮ আগস্ট লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় কংগ্রেসে সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের জন্ম হল। এই সফল সম্মেলনের সুদীর্ঘ প্রস্তুতি পর্বের অন্যতম নায়ক ছিলেন এডওয়ার্ড অ্যাপটিট নীল। ১৮৯২ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে গেলেও সঙ্ঘের জন্মলগ্নে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি।

ভারতবর্ষে তখনও সরকারিভাবে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়নি। তবু ভারত থেকে একজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৯০৪ সালে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত আইন পাস হয়েছিল। তার আগে ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক সমবায় কংগ্রেসে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারত থেকেই প্রথম একজন প্রতিনিধি গিয়েছিলেন। তাঁর নাম অম্বিকাচরণ উকিল। তিনি কেমব্রিজের সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের দর্শনের অধ্যাপক এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তিনি এই সম্মেলনে ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের ওপর একটি বক্তব্যও পেশ করেন। ১৯০৪ সালে বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সম্মেলনের প্রীতিবিক্তি দিয়েছিলেন। ইনি ছাড়া গিয়েছিলেন এইচ ই এল পি ডুপারনেক্স, আই সি এস। সেখানে উভয়েই বক্তব্য পেশ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বোঝা যায় সরকারের আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই ভারতবর্ষে সমবায় সংস্থা গড়ে উঠেছিল। আর তা বিদেশে প্রতিনিধি পাঠানোর মত যথেষ্ট শক্তিও তখনকার দিনে সঞ্চয় করেছিল। শুরু থেকেই যে ভারতীয় সমবায় আন্দোলন আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত তারও প্রমাণ পাওয়া গেল।

কলম্বস্ লন্ডন সম্মেলনের ঐতিহাসিক সাফল্যকে সম্ভব করে তুলেছিলেন হেনরি উলফ্ এবং এডওয়ার্ড আওয়েন প্রিনিঙ্। ঐ সময় থেকেই হেনরি উলফ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এই সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন আর প্রিনিঙ্ ১৯০২ সাল পর্যন্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থির দশকে এই সংস্থার সভা-পতি ছিলেন ফ্রান্সের সমবায়ী নেতা চার্লি জিনেড। তাঁর পরে গত ১২ বৎসর ধরে সভাপতি ছিলেন সুইডেনের সমবায়ী লার্স মরকাস। ১৯৯৫ সালের ২০-২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটির সম্পাদক প্রহান নেলসন সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৮১ সালের ২৭ এপ্রিল

পর্যন্ত এই সংঘের পরিচালক পদে ছিলেন একজন ভারতীয়। তাঁর নাম স্যার সুরেন্দ্র-নাথ সাকসেনা। তাঁর পরে ছিলেন সুইস নাগরিক আন্দ্রে - ই - মারেসমার। বর্তমান ডাইরেক্টরের নাম রুস বরডারসন। প্রতিটি রিজিওন্যাল ডাইরেক্টরও প্রধান কার্যালয়ের ডাইরেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করেন।

রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ প্রথম শ্রেণীর পরামর্শদাতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রসংঘের যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ সংগঠন রয়েছে যেমন বিশ্ব শ্রম সংস্থা (আই এল ও), খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফ এ ও), রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সংগঠন (ইউ এন ই এস সি ও) প্রভৃতির সম্মেলন ও উন্নয়নমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণের অধিকার এই সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,রাষ্ট্রসঙ্ঘ হ'ল বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রতিনিধিস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ হ'ল বিভিন্ন দেশের সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধিস্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

বিশ্ব সমবায় আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে পৃথিবীর ১০২টি দেশের সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছে এর নিবিড় যোগ। স্বভাবতই ঐ দেশগুলির প্রাথমিক পর্যায়ের একেবারে তৃণমূলস্তরের ৭৫ কোটিরও বেশি সমবায় সদস্যের সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে পরোক্ষ সম্পর্ক। তাছাড়া ২২৮টি জাতীয় ও ৯টি আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠনও এর সদস্যপদ নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সমবায় আন্দোলনের ওপরও সংখ্যাগত প্রসারে এই প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৮২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় ছিল লন্ডনের প্রসপেক্ট স্ট্রিটে। ১৯৮২ সালের ১ নভেম্বর থেকে তার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার পাঁচটি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির জন্যে দিল্লির আঞ্চলিক কার্যালয়টি ১৯৬০ সালের ১৪ নভেম্বর তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু তার ৭১তম জন্মদিনে উদ্বোধন করেছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১ অক্টোবর তানজানিয়ার মোশীতে যে আঞ্চলিক কার্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলি। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির জন্যে ১৯৭৯ সালে আইভরি কোস্টের আবিদজান-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর একটি আঞ্চলিক কার্যালয়। কোস্টারিকার স্যান জোস-এর কার্যালয়টি ১৯৯০ সাল থেকে মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলির জন্যে কাজ করছে। ১৯৯৩ সালে ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়া-তে প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক কার্যালয়টি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির সমবায় আন্দোলনের প্রসারে কাজ করে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির জন্যে নতুন দিল্লির আঞ্চলিক কার্যালয় একান্তই আমাদের কাছের। মৈত্রী সঙ্ঘের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির মধ্যে এটিই সব থেকে প্রাচীন। এই সঙ্ঘের উদ্যোগে সুইডেনের প্রখ্যাত সমবায়ী ডঃ কেলার এশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১৯৫৫ সালে একটি সমীক্ষা করেন। তাঁর প্রতিবেদনে এশিয়ার সমবায় আন্দোলনের ওপর বিশেষ-ভাবে নজর দেওয়ার সুপারিশ রাখা হয়। ১৯৫৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এশিয়ার প্রথম আঞ্চলিক সমবায় সম্মেলনে মৈত্রী সঙ্ঘের কার্যনির্বাহক কমিটির কিছু সদস্য যোগ দিয়েছিলেন। এশিয়ার সমবেত নেতৃবৃন্দও এই অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক কার্যালয় খোলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত মৈত্রী সঙ্ঘের লুসানে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই আঞ্চলিক কার্যালয়টি স্থাপিত হয়। আগে এই কার্যালয়টির নাম ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্র (ICA Regional Office-cum-Education Centre for South-East Asia)। বর্তমান নাম এশিয়া ও প্রশান্তমহাসাগরীয় দেশগুলির আঞ্চলিক কার্যালয় (ICA Regional office for Asia and the Pacific)। ঠিক এই সময়ে সুইডেনের সমবায় আন্দোলন সমবায় ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রসারে বিশেষ করে গুণগত মান উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা নিয়ে কিছু পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে চাইছিল। প্রারম্ভিক পর্যায়ে এই কার্যালয়টির সার্বিক আর্থিক দায়িত্ব সুইডেনের সমবায় আন্দোলনই নিয়েছিল। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধিকারক্ষেত্রের থেকে ২৬টি দেশের ৬৫টি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমবায় সংস্থা এই সঙ্ঘের সদস্যভুক্ত হয়েছে। তার ফলে ৪৫ কোটি ৪৪ লক্ষ ব্যক্তি-সদস্যের সাথে এই মৈত্রী সঙ্ঘের পরোক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। তার মধ্যে ভারতবর্ষেরই রয়েছে ১৭ কোটি সদস্য। ভারত ছাড়া দিল্লি কার্যালয়ের সাথে আর যে ২৫টি দেশের সমবায় আন্দোলন যুক্ত সেগুলি হ'ল - বাংলাদেশ, চিন, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইস্রায়েল, জাপান, জর্ডন, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, কুয়েত, কিরঘিজীস্তান, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার,পাকিস্তান, ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও ভিয়েতনাম। কাজাকস্তান ও তরিপাস পূর্ণাঙ্গ সদস্য না হলেও কিছু কিছু কাজকর্মে পর্যবেক্ষক হিসাবে অংশগ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ, সদস্যদের প্রত্যক্ষ সমস্যার সরাসরি কোন সমাধান সংস্থা নয়। যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবা এই সঙ্ঘ প্রসারিত করে তার সদস্যদের কর্তব্য হ'ল সেগুলির সদ্ব্যবহার করা। একটি সমবায় সংস্থার সাথে অপর সংস্থার সংযোগ স্থাপন করা ও যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া তার অন্যতম প্রধান কাজ। মোটামুটি যে লক্ষ্য সামনে রেখে এই সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে মৈত্রী সঙ্ঘের দুই অনুচ্ছেদে (আর্টিকেল) সেগুলি সম্পর্কে নিম্নরূপ বলা আছে :- (১) সারা বিশ্বজুড়ে পারস্পরিক সহায়তা ও গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমবায় আন্দোলনের উন্নতিসাধন, (২) সমবায় মূল্যবোধ ও নীতিকে সুরক্ষা দিয়ে তার যথাযথ বিকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটানো, (৩) সদস্যভুক্ত সমবায় সংস্থাসমূহের মধ্যে আর্থিক ও পারস্পরিক কল্যাণকর সম্পর্ক স্থাপন, প্রসারণ ও তার উন্নয়নে সহায়তা দেওয়া, (৪) মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তায় সহায়তা করা, (৫) এই সঙ্ঘ কখনই কোন রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সামিল করবে না। আর সব সময় সব

কাজকর্মে নিজস্ব স্বাধীনতা সে বজায় রাখবে।

মৈত্রী সঙ্ঘ কিভাবে এই লক্ষ্যসাধন করবে সে সম্পর্কে নিয়মাবলীর তিন অনুচ্ছেদে (আর্টিকেল) যা বলা আছে তা হ'ল :- (১)সমবায় আন্দোলনসংক্রান্ত গবেষণা, পরিসংখ্যান প্রভৃতি সরবরাহের উৎস ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, (২) সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক সহায়তা প্রসারিত করা, (৩) বহু শাখায় শাখায়িত সমবায় সংস্থা সমূহের বিভিন্ন উদ্যোগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, (৪) সমবায়ের ওকত্ব যারা উপলব্ধি করে ও তার লক্ষ্য সাধনে যারা প্রয়াসী বেসরকারি পর্যায়ের এমন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংগঠন এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের আনুকূল্য ও সহযোগিতা অর্জন করা, (৫) তাছাড়া সুযোগ-সুবিধানত অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে সঙ্ঘ তার লক্ষ্য সাধনের ব্যবস্থা নিতে পারে।

মৈত্রী সঙ্ঘের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হ'ল জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি। তার নীচে আছে একজিকিউটিভ কাউন্সিল। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক কার্যালয়ে রয়েছে রিজিওন্যাল অ্যাসেম্ব্লি ও তার অধীনে কাজ করে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। আগে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে বলা হত রিজিওন্যাল কাউন্সিল। ১৯৯২ সালের টোকিও অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে মৈত্রী সঙ্ঘকে সদস্যদের আরও কাছাকাছি আনার ব্যবস্থা হ'ল। আর তার প্লাটফর্ম হিসাবেই রিজিওন্যাল অ্যাসেম্ব্লির প্রতিষ্ঠা। প্রতি দুই বৎসর অন্তর রিজিওন্যাল অ্যাসেম্ব্লির অধিবেশন বসে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির রিজিওন্যাল অ্যাসেম্ব্লির প্রথম অধিবেশন ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি (৫-৬) মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর। আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল কৃষি, ক্রেতা সমবায়, মানবসম্পদউন্নয়ন, বাণিজ্য ও শিল্প, মৎস্য, অর্থ প্রভৃতি। কাজগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সাফল্য ও আর্থিক সমৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে রয়েছে বিভিন্ন সমবায় সংস্থার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ সংক্রান্ত লক্ষ্যে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবসাসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের আদান প্রদানের দায়িত্ব এই সঙ্ঘ তার আঞ্চলিক কার্যালয় মারফত পালন করে। সমবায় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য উপযুক্তভাবে সমাধা করার উদ্দেশ্যে এই সঙ্ঘের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি বইপত্রের একটি গ্রন্থাগারও পরিচালনা করে। দিল্লির আঞ্চলিক কার্যালয়ে সমবায় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ১৯ হাজার মত বই আছে। তাছাড়া ২০০টি পত্র-পত্রিকারও এরা নিয়মিত গ্রাহক।

মৈত্রী সঙ্ঘের সদস্যপদ যারা নিতে পারে তারা হ'ল (১) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন বা সমবায় সমিতিসমূহের ফেডারেশন, (২) জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সমবায় ব্যবসায় সংগঠন যেমন গাইকারি ক্রেতা সমিতি, ব্যাঙ্ক, বিমা সমিতি প্রভৃতি, (৩) আর আছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা। ব্যক্তিক্রম হিসাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রেও সদস্যপদ দেওয়া যেতে পারে, (৪) যদি কোন আঞ্চলিক ফেডারেশন বা ইউনিয়নের জাতীয় ইউনিয়ন না থাকে তাহলে সেই সমস্ত আঞ্চলিক ইউনিয়ন বা ফেডারেশন, (৫) যে সমস্ত সমবায় সমিতির জাতীয় বা আঞ্চলিক ইউনিয়ন নেই, (৬) শিক্ষা ও গবেষণামূলক সংগঠন সহ অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থা সমবার মতবাদ প্রসারে প্রয়াসী তারাও আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের সদস্যপদ পেতে পারে।

এই সঙ্ঘ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়। তাই নিজস্ব কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে এর কোন নির্দিষ্ট আয় আসে না। যেটুকু সামান্য আয় পত্র-পত্রিকা পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আসে তা দিয়ে এর নিজস্ব খরচ চলে না। আমাদের জেলা বা ক্ষেত্র পর্যায়ের সমবায় ইউনিয়ন — রাজ্য পর্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন আর জাতীয় পর্যায়ের ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের মতই এই সঙ্ঘের কাজ। তাই আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের অর্থ আসে বিভিন্ন সদস্য সংস্থার কাছ থেকে চাঁদা ও দান হিসাবে। তাছাড়া এর নিজস্ব কিছু অর্থভিও আছে।

পৃথিবীর সমবায় আন্দোলন যে মূল্যবোধ ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা এই মৈত্রী সঙ্ঘই স্থির করে দিয়েছে। সেগুলি হ'ল আত্মনির্ভরতা, গণতন্ত্র, সমতা, ন্যায্যতা, সততা-বন্ধুতা ও অপরের প্রতি যত্নশীলতা। সমবায় নীতির মধ্যে দিয়েই সমবায় মতবাদের এই মূল্যবোধের উপাদানগুলি প্রতিফলিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সমবায় আইনের মধ্যে দিয়ে এই নীতিগুলির অবশ্যিক নমনীয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। সমবায়ের নীতিগুলি কোন বিশ্বাসের মঞ্চ থেকে প্রচারিত হয়নি। কোন লেখকের লেখনী থেকেও রাতারাতি বেরিয়ে আসেনি। বিবর্তনের পথ ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই সমবায় নীতির কার্যকারিতা ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম অবদান অবশ্যই বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট আওয়েনের (১৭৭১-১৮৫৮)। তার পরই বলতে হয় ১৮৪৪ সালের রচডেল ইকুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটির কথা। এরাই প্রথম সমবায় মতবাদকে বৈষয়িক সাফল্যে প্রমাণ ও অর্থবহ করে তুলেছিল। রবার্ট আওয়েন প্রবর্তিত অবশ্যের ভিত্তিতে একটি ক্রেতা সমবায় সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে এরা কতকগুলি নিয়ম নিজেরাই তৈরি করে নেন। পরবর্তীকালে সেইগুলিই সমবায়ের রচডেল নীতি হিসাবে চালু ছিল। মৈত্রী সঙ্ঘের ১৯৩০ সালের ভিয়েনা সম্মেলনে প্রশ্ন উঠলো — ক্রেতা সমবায় সমিতির জন্যে অনুসৃত রচডেল নীতি পরিবর্তিত পটভূমিতে সার্বজনীনভাবে কতখানি গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি দেখার জন্য ১৯৩৪ সালের লন্ডন সম্মেলনে একটি কমিটি গঠিত হল। ১৯৩৭ সালের প্যারিস সম্মেলনে এই কমিটির পেশ করা "সমবায় আন্দোলনে রচডেল নীতির বর্তমান ব্যবহার" শীর্ষক রিপোর্ট অনুমোদিত হওয়ার পর থেকেই সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের প্রত্যক্ষভাবে স্থির করে দেওয়া সাতটি সমবায় নীতি সারা পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে। ১৯৬৩ সালের বোর্ন মাউথ সম্মেলনে আবার সমবায় নীতি পুনর্গঠনের প্রশ্ন উঠলে একজন ভারতীয় ডি-জি-কার্ভেকে সভাপতি করে মৈত্রী সঙ্ঘ ১৯৬৪ সালে সমবায় নীতি

কমিশন গঠন করলেন। কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর সম্মেলনে পুনর্গঠিত ছয়টি নীতি মৈত্রী সংস্থার আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি হিসাবে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর থেকেই মৈত্রী সঙ্ঘ ঘোষিত মোট সাতটি সমবায় নীতি বর্তমান পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের ভিত্তিভূমি হিসাবে কাজ করছে।

ছয়ের জায়গায় সাতটি সমবায় নীতি প্রবর্তনের অর্থ এই নয় যে মাত্র একটি নতুন নীতি সংযোজিত হয়েছে। আসলে পূর্বের তৃতীয় নীতি "অংশগত মূলধনের ওপর সীমিত প্রতিদান" আর "ন্যায্যবন্টন" সংক্রান্ত চতুর্থ নীতিটিকে সম্মিলিত করে (Member Economic Participation) "আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশ গ্রহণ"কে বর্তমানে তৃতীয় সমবায়-নীতি হিসাবে নেওয়া হয়েছে। পূর্বের সমবায় শিক্ষাসংক্রান্ত পঞ্চম নীতির মধ্যে নতুন দুটি উপাদান আনা হয়েছে। সেগুলি হ'ল "প্রশিক্ষণ ও প্রচার"। পঞ্চম নীতির পরিচয়-জ্ঞাপক নামকরণের মধ্যে এই দুটি নতুন শব্দ ব্যবহারের ফলে পেশাদারী ব্যবস্থাপনা আর প্রচারের মাধ্যমে জনমতকে সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে আনা ও শিক্ষার ভিত্তিভূমিকে আরো মজবুত করার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আসলে এবার নতুন দুটি সমবায় নীতি সংযোজিত হয়েছে। চতুর্থ নীতি হিসাবে এসেছে (Autonomy and Independence) "স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন" আর সপ্তম নীতি হিসাবে আনা হয়েছে (Concern for community) "সমষ্টির জন্যে ভাবনা"। চতুর্থ সমবায় নীতি "স্বশাসন ও স্বাবলম্বন"-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, "সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বশাসিত ও স্বনির্ভর সংস্থা। তারা যদি সরকার সহ অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় অথবা অন্যান্য বহিরাগত উৎস থেকে লগ্নি সংগ্রহ করে তবু সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ের স্বশাসন বজায় রাখার শর্তেই তারা সে কাজ করবে।" সমবায় আইনের অন্যতম দায়িত্ব হ'ল সমবায় নীতিকে সুরক্ষা দেওয়া। এই নীতিটিকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যে পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনের বিভিন্ন ধারার কিছু সংশোধন করতে হবে। যেমন (১) ২৮ ধারায় বলা আছে রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন সমিতিকে আর্থিক সাহায্য দিলে কোন সরকারি কর্মচারিকে রাজ্য সরকার মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হিসাবে পাঠাতে পারবেন। (২) ৩৩ ধারায় বলা আছে রাজ্য সরকার কোন সমিতিতে শেয়ার কিনে হোক বা অন্য যে কোনভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন লগ্নি করলে বা লগ্নির কোন সম্ভাব্য ঝুঁকি নিলে সেই সমিতির বোর্ডে তিনজন পর্যন্ত প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। তার পরিচালক হিসাবে তাদের সব রকমের ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা থাকবে। (৩) পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় নিয়মাবলীর ৬১ নিয়মে বলা আছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত কোন সমবায় সমিতি রাজ্য সরকারের পূর্ব অনুমতি না নিয়ে দুই হাজার বা তদোধিক বেতনক্রম বিশিষ্ট কোন পদ সৃষ্টি করতে পারবে না। এ ধরনের আরো কিছু আইনগত বিধান সংশোধিত না হলে নীতিভঙ্গের দায় আসতে পারে। নতুন আর একটি নীতি অর্থাৎ সপ্তম সমবায় নীতি "সমষ্টির জন্য ভাবনা"র মূল বক্তব্য হ'ল, সদস্যদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার প্রতি সমিতির প্রাথমিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেও সমবায় সমিতিগুলি সমষ্টির সার্বিক কল্যাণের জন্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবে। সমস্ত বহির্ভূত সমাজ ও সমষ্টির ভাবনার বিষয়টি নতুন করে সমবায় আইনের মধ্যে আনতে হবে। তাছাড়া সমবায় আইনের ১১ ধারার মধ্যে সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের পুনর্ঘোষিত নতুন সমবায় নীতিগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের উদ্যোগেই ১৯২৩ সালের ৭ জুলাই থেকে সারা বিশ্বের সমবায় আন্দোলন আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন করে আসছে। এই মৈত্রী সঙ্ঘেরই সক্রিয় ভূমিকা ও সার্থক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘও তার পূর্ণ স্বীকৃতী বর্ষে (১৯৪৫-১৯৯৫) আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত এই সিদ্ধান্তটি বিশ্বের ৭৫ কোটি সমবায় সদস্যের কাছে সত্যিই একটি সুখকর বিষয়। সমবায়ী হিসাবে প্রত্যেকেরই ভাবতে ভালো লাগবে যে, সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের সহযোগী হিসাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘও এখন থেকে প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম শনিবারে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনের জন্যে সারা বিশ্বের মানুষকে আহ্বান জানাবে।

প্রতীকের মাধ্যমে সংগঠনের আদর্শকে প্রকাশ ও প্রচার করার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিরাট সম্ভাবনা পূর্ণ এই আন্দোলনের পরিচয়-জ্ঞাপক একটি পতাকার ভাবনাও এসেছে এই মৈত্রী সঙ্ঘেরই কাছ থেকে। তারই প্রচেষ্টায় আমরা সমবায় পতাকার মধ্যে ১৯২৪ সাল থেকে উল্লম্বভাবে (ভার্টিক্যাল) ও ১৯২৫ সাল থেকে অনুভূমিকভাবে (হরিজন্ট্যাল) রামধনুর কল্পিত্রয়কে পেয়েছি।

ইবানিকোলে কনতস্ত্রের প্রতি যে একটা আকর্ষণ বিশ্বব্যাপী আনা হয়েছে সে সম্পর্কে মৈত্রী সঙ্ঘ যথেষ্ট সচেতন। সঙ্ঘের ডিরেক্টার জুল ওরডারসন "কো-অপারেটিভ আইডেন্ট্যাটি অ্যান্ড প্রিন্সিপিলস্" শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, "এই মোহ একারণেই সাময়িক। কারণ কনতস্ত্রের মূল প্রেরণা হ'ল লোভ ও তার চরিতার্থতা। লোভ কখনও স্থায়ীভাবে একটি আকর্ষণীয় আদর্শ হতে পারে না, বিশেষ করে তাদের কাছে যারা পিছিয়ে পড়লো বা যারা শাশ্বত মূল্যবোধের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। কনতস্ত্রের বিকল্প যখন আবার খোঁজা হবে সমবায় আন্দোলন যেন তার সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের বাণী নিয়ে সেই ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত থাকে।" গত ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে কলম্বোতে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির সমবায় মন্ত্রীদের সম্মেলনে ব্যক্তি-উদ্যোগ ভিত্তিক বাজার অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হ'ল (১) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সাম্প্রতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রবণতার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল নাগাদ সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা কি হবে তা সমবায় আন্দোলন ও সরকারকে যৌথভাবে তৈরি করতে হবে, (২) সমবায় ভিত্তিক পরিষেবা-মূলক ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে দেশের ভিতরে ও বাইরের বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠনের সাথে নতুন প্রেক্ষিতে ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন

আর্থিক নীতির পরিমণ্ডলে সমবায়কে নতুন নতুন আর বহুমুখী অর্থনৈতিক উদ্যোগ হাতে নিতে হবে। প্রযুক্তির হস্তান্তর, যৌথ উদ্যোগ প্রভৃতির সফল প্রয়োগে বাণিজ্যিক সাফল্য নিশ্চিত করতে হবে, (৩) সমবায় সংস্থাকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যাদির গুণগত মানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, (৪) সমবায় উদ্যোগকে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা বাড়াতে হবে ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে, (৫) সমবায় আন্দোলনের সার্বিক প্রসারে আগ্রহী এমন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে সমবায় সমিতিকে সহায়তা সংগ্রহে বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সব উৎসের সহায়তাই সদ্ব্যবহার করতে হবে, (৬) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি সরকার তাদের অর্থনীতিতে সমবায়মূলক ব্যবসা বাণিজ্য ও কারবারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে, (৭) জাতীয় ও বহুজাতিক ব্যবসা সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতার বিস্তৃত প্রান্তরে নেমে সমবায় তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধের নিজস্বতা ও নীতিগত স্বাতন্ত্র্য কখনই বিস্মৃত হবে না, (৮) কতকগুলি দেশে সমবায় আন্দোলন যথেষ্ট প্রসারতা ও সমৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের দৃষ্টান্ত অন্যত্র প্রয়োগ করতে হবে। তার জন্যে আনুষঙ্গিক আনুকূল্য ও সহায়তা চাওয়া যেতে পারে।

পৃথিবীর বেসরকারি সংস্থাসমূহের উদ্যোগে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম ও বৃহত্তম শীর্ষ সম্মেলন ১৯৯৫ সালের ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন অংশ নিয়েছিল। এখানে মৈত্রী সঙ্ঘ বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের পক্ষে একটি প্রতিবেদনও দাখিল করেছিল। তাতে পৃথিবীর সমাজ উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, মহিলাদের সমৃদ্ধি, আবাসন, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে মৈত্রী সঙ্ঘের অঙ্গীকার প্রভৃতি সম্পর্কিত সমবায় আন্দোলনের অবদানের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তবে বেসরকারি সংগঠন হিসাবে বিশ্বব্যাঙ্কের উপস্থিতিকে অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনগুলি সমালোচনা করেছে। তারা বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক ইতিপূর্বে রূপায়িত ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি প্রচারপত্রও বিলি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, বিগত ৪০ বৎসর ধরে বিশ্বব্যাঙ্ক ধনী দেশ ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির ক্লাব হিসাবে কাজ করেছে। গত ১৫ বৎসর ধরে তৃতীয় বিশ্বে ৮০টি দেশের ঋণ ভারকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে নতুন উদারনীতির নাম নিয়ে পুঁজিবাদকে রূপায়িত করতে বাধ্য করেছে। তাদের গৃহীত নীতির ফলে ধনীর সাথে দরিদ্রের তফাৎ আরও বেড়েছে — আফ্রিকার মানুষের দিন কাটছে উপবাসে। জনস্বাস্থ্য ও জননিকাশ ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়েছে। তাই স্লোক, আগামী দিনের করণীয় কাজ হিসাবে এই সম্মেলনে গৃহীত কোপেনহেগেন কার্যসূচিতে ১১৮টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এই কার্যসূচিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয় বৃদ্ধি, বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ, উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতিতে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ার বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘ এই সম্মেলনে সমবায় আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরতে পেরেছে।

অন্যতম আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি হ'ল স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় স্থাপন। এদিক থেকে সমবায় সংস্থা সমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদনে এই মৈত্রী সঙ্ঘ আরও গতিশীল ভূমিকা নিতে পারে। বিশ্ববাণিজ্য সংগঠন (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা সমূহের হেডকোয়ার্টার রয়েছে ব্রেটন উডস জনকারেন্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) শেষ হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৪৪ সালে অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনসের মতাদর্শে এই সম্মেলন তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের সুপারিশ করেছিল। সেগুলি হ'ল (১) ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড (২) ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও (৩) ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাই-জেশন (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা)। এদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার ভাবনা থেকেই ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি জেনেভায় ভারতসহ ২৩টি দেশ "জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন্ ট্যারিফস্ অ্যান্ড ট্রেড" বা গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। প্রস্তাব ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে মাঝে মাঝে বহুপক্ষীয় বাণিজ্যিক লেনদেনসক্রোন্ত গ্যাট নিয়মাবলীর পরিবর্তনও করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বৈঠক ডাকা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকার উরুগুয়ের পুন্টা-ডেল-এস্টি (Punta-del-este)-তে গ্যাটের অষ্টম দফার (রাউন্ড) বৈঠক বসে। মূলত দুটি কারণে উরুগুয়ের অষ্টম দফা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত এর আলোচনার পরিধিতে আনা হয়েছে কতকগুলি নতুন বিষয়, যেমন পরিষেবা, বিনিয়োগ ও মেধা বা বৌদ্ধিক পরিসম্পদ (ইনটেলেকচুয়াল অ্যাসেট)। দ্বিতীয়ত সৃতি বস্ত্র ও কৃষিতে কোন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যেগুলি এর আগে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতে গ্যাট দেখেনি। পৃথিবীর উন্নত সাতটি দেশের (আমেরিকা, কানাডা, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালি) সক্রিয় অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ এই গ্যাটের ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বর ৪০৬ পাতার অরেন্জবুক প্রস্তাব ব্রাসেলসে পেশ করলেন। ডাঙ্কেল সাহেবের নামেই এটি ডাঙ্কেল প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই প্যাকেজ প্রোগ্রামটি হয় পুরোপুরি গ্রহণ না হয় পুরোপুরি বর্জন করতে বলা হ'ল। মধ্যবর্তী কোন পথ খোলা রাখা হ'ল না। প্রস্তাবটি সাতটি শিরোনামে বিভক্ত, যেমন (১) বাজার, (২) কৃষি, (৩) জামাকাপড় ও পোষাক, (৪) পুঁজি ও বিনিয়োগ, (৫) মেধা পরিসম্পদ সংরক্ষণ, (৬) পরিষেবা ব্যবসা আর (৭) সংস্থাগত বিষয়। ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে চুক্তি সমর্থন করার যে শেষ সময় ছিল তা বাড়িয়ে ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর করা হ'ল। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ভারতসহ পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ নিয়ে মোট ১১৬টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এদের মধ্যে উন্নত সাতটি দেশ অবশ্যই আছে। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে মরক্কোর মারাকাশে গ্যাটের ১১৭টি সদস্য দেশের অনুমোদনের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গ্যাটের পরিবর্তে গঠিত হ'ল "ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লু টি

ও)"। এখন বিশ্ববাণিজ্যকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে এই বিশ্ববাণিজ্য সংগঠন। আসলে উন্নত সাতটি দেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেকটাই চাপানো হবে পৃথিবীর বাকি দুর্বল দেশগুলোর ওপর — এরকম একটা ভীতি ও আশঙ্কা অবশ্য কাজ করছে। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, উন্নত দেশগুলি কৃষির ওপর যে ভর্তুকি দেয় তা থেকে অনুন্নত দেশগুলির ভর্তুকির পরিমাণ বেশ কম, তাই সব দেশে ভর্তুকি উঠে গেলে কৃষি প্রধান অনুন্নত দেশগুলি তাদের পণ্যের বিনিময়ে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ভালো দাম পেয়ে তাদের অবস্থা ফেরাতে পারবে।

সমবায় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সমবায় মৈত্রী সম্বন্ধকে আরও দায়িত্ব নিতে হবে। বিভিন্ন সমবায় সংস্থার মধ্যে বাণিজ্যিক প্রসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সমবায় বাণিজ্য সংস্থা (কো-অপারেটিভ বিজনেস ইন্টারন্যাশনাল) বেশ ভালোই কাজ করছে। সমবায়মূলক বাণিজ্য প্রসারে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি বিশেষ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সমবায় সংস্থাগুলি চিন, ফিজি, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সাথে সমবায় পর্যায়ে বাণিজ্যিক সম্পর্কোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মালয়েশিয়ার সমবায় সংস্থাগুলি অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইতিমধ্যেই বাণিজ্য শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের কফির বাজারে উপাত্তার সমবায় সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ করার সুফল সেখানকার কফি উৎপাদক চাষী সমস্যারা ইতিমধ্যেই পেয়েছে। তারা আগে যে দাম পেত এখন তার দ্বিগুণ পাচ্ছে।

ভারত থেকে যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চা, কাঁচা পাট, মশলা, চাল, পশুখাদ্য, কফি, কোকো, মৎস্যজাত সামগ্রী, কাঁচা তামাক, পেঁয়াজ, আলু, আদা, শাকসব্জি, ডাল, তৈলবীজ, তুলা, চিনি, আঙ্গুর, সেলাই মেশিন, অ্যালুমিনিয়াম, রত্ন-মণি-অলঙ্কার, খনিজ লোহা প্রভৃতি। ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর রপ্তানিতে সিংহভাগ দখল করে আছে ব্যক্তি-উদ্যোগ ভিত্তিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এ কাজে সমবায় উদ্যোগের ভূমিকা খুবই নগণ্য। ভারতীয় সমবায় সংস্থাসমূহের দিক থেকে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম, জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন, জাতীয় সমবায় তামাক উৎপাদক ফেডারেশন, জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশন, উপজাতি সমবায় বিপণন ফেডারেশন প্রভৃতি রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ নিলেও সম্ভাবনার তুলনায় সমবায় সংস্থা সমূহের সামগ্রিক অবদান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সঙ্ঘের কর্তৃত্বাধীন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারণ সংক্রান্ত কমিটি সমবায়মূলক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে একটি পরিকল্পনা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে। তবে এই মৈত্রী সঙ্ঘের উদ্যোগে সমবায় সমিতি সমূহের নিজস্ব একটি সমবায় ভিত্তিক বিশ্ববাণিজ্য সংগঠন গড়ে উঠুক এই প্রত্যাশা অবশ্যই সমবায়ীরা করবেন। পরিণামী লক্ষ্য হবে বিভিন্ন দেশের সংশ্লিষ্ট সমস্য-সমবায় সংস্থা সমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত আমদানি রপ্তানির আদান্তরীণ বন্টন ও ব্যবসা হবে সম্পূর্ণভাবে সমবায় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। কখনই কোন ব্যক্তি-উদ্যোগকে এখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া যাবে না। সদ্যগঠিত বিশ্ববাণিজ্য সংগঠনের (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) মত সমবায় ক্ষেত্রে "ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ট্রেড অর্গানাইজেশন" গঠিত হলে পৃথিবীর সমবায়ী ও সমবায় অনুরাগীরা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত পুঁজিবাদী প্রভাবের প্রভাব কাটিয়ে সমবায়ের পথ ধরতে আরো বেশি অনুপ্রাণিত হবেন। তাতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সদ্য সঞ্চারিত ভীতি অনেকটা দূর হবে। আবার সমবায় নীতি, দর্শন ও মূল্যবোধের ভিত্তি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত একটা মজবুত স্তম্ভের ওপরও তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। □

- প্রতি বছর এপ্রিল মাসে বার্ষিক চাঁদা পাঠান এবং এপ্রিল মাসেই গ্রাহকত্ব পুনর্নবীকরণ করুন।
- ছয়টি অথবা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা ২৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে ভাণ্ডার একটি কার্যকরী মাধ্যম।
- পাঁচটি বা তার বেশি কপি ভাণ্ডার বিক্রয়ের জন্য ২০% কমিশন দেওয়া হয়।
- ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই মুখপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
- মাসিক ভাণ্ডারে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সমবায়ীর কাছে পৌঁছে যাবে।
- আপনার বার্ষিক গ্রাহকমূল্যের মধ্যেই পাবেন অপূর্ব প্রচ্ছদ ও প্রতিভাবান কবি-সাহিত্যিকদের মনোজ্ঞ লেখায় সমৃদ্ধ বৃহৎ আকারে এক 'সমবায় ভাণ্ডার'।
- ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের মাশুল 'West Bengal State Co-operative Union'-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক/ব্রাঞ্চ চেক অথবা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ব্রাঞ্চ/চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
- নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা সরাসরি জমা দিতেও পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

সম্পাদক, ভাণ্ডার

২৩৫, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০১

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং ঃ সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত ঃ ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিলাস দ্রব্য, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, মুনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং ঃ ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য ঃ

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

"আবার যদি ইচ্ছাই হয় তবে যেন এই বঙ্গের নীল-নীচের পর্ণকুটিরে ভগবান অনন্তের মধ্যে
পল্লীর স্বচ্ছ তোরা গ্রাম নদী, গাছপালা, বিবিধ বন্যের গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহকরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরফে সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সেক্সপিয়ার সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭১৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১০৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। ওরফে সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ কোটি — তার মধ্যে
  কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
  তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ,
  প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১% উপকৃত হয়েছে ঋণ চরিতার্থে।
- ওদাম ঘর ও হিমঘর প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
  এন সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আলুচাষী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এন এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাডকো)-র সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে তাই সি এম এ আর ডি (ইকনার্ড) কমপ্লেক্স (উ-টাকার) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রফুল্লকুমার ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

সমবায় আন্দোলন ও সরকারি নীতি

অজিতকুমার গাঙ্গুলি
সভাপতি, বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

কিছু সময় পূর্বেও এই রাজ্যে সমবায় আন্দোলন পরিচালিত হত মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের মানুষের দ্বারা যার সুফল সাধারণ কৃষক, কুটিরশিল্পী ও সমাজের অন্যান্য অংশের দুর্বলতর মানুষের কাছে পৌঁছান যেত না। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার জন্য সমবায় আইন পরিবর্তন করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হ'ল। সাধারণ কৃষক, সমাজের দুর্বলতর গরিব মানুষ, খেত মজুররা যাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন ও তাদের পছন্দমত প্রতিনিধি পাঠিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য তাদেরকে সার্বজনীন সদস্য পদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল ও সদস্য চাঁদা রাজ্য সরকার থেকে দেওয়ার বিধান করা হ'ল। প্রত্যেকটা সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকাল বাড়িয়ে ১ বছর বা ১৫ মাসের পরিবর্তে ৩ বছর করা হল যাতে প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার জন্য গ্রামোন্নয়নের দায়িত্বে নিযুক্ত নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও জিলা পরিষদের প্রতিনিধি পরিচালকমণ্ডলীগুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল।

যে প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মী সংখ্যা ৫ জন বা তার বেশি তাদের প্রতিনিধিকেও পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য করার বিধান রাখা হল এবং আরও কতকগুলি প্রগতিশীল পদক্ষেপ নেওয়া হল যাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি গণতান্ত্রিক পরিবেশে বেশির ভাগ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হতে পারে। ফলে সমবায় আন্দোলনের স্তম্ভস্বরূপ প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি প্রতি বছর নিয়মিত সাধারণ সভা ও ৩ বছর অন্তর অন্তর পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মকর্তা নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় গ্রামোন্নয়নের কাজে সামিল হল ও তাদের অগ্রগতির সাথে জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কেরও অগ্রগতি সম্ভব হল। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়লো ফলে আমানত বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। প্রাথমিক সমিতিগুলি নিজস্ব এলাকায় ব্যাঙ্কিং বিভাগ চালু করে স্থানীয় মানুষদেরকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে আমানত সংগ্রহ করতে লাগলেন ও তার একটা বড় অংশ নিকটবর্তী জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের শাখায় জমা রাখতে আরম্ভ করলো। জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি জেলার কৃষি, শেচ, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-এর চাহিদা পূরণ ক'রে উদ্বৃত্ত অর্থ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করলে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির চাহিদা পূরণ ক'রে ঐ অর্থ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করলো ইতিমধ্যে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে রাজ্য সরকার নিজস্ব ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজে লাগাবার কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্যে কৃষি ঋণ দাদন ও আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি মারফত নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজন মত কৃষি ঋণ ও কৃষি উপকরণ কৃষকদেরকে পৌঁছে দেওয়া, সেচের সুযোগ বৃদ্ধি ও উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য দামে বিপণনের ব্যবস্থা করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করার ফলে রাজ্যে কৃষি উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও জাতীয় স্তরে দেশে কৃষি উৎপাদন কমেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাজ্যে বিনিয়োগ বেড়েছে। এই অগ্রগতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আরও কিছু সহযোগিতার পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষি ঋণ পরিশোধ করলে রাজ্য সরকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকে সুদ ক্ষেত্রে (ইন্টারেস্ট সাবসিডি) দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা রোগ পোকার আক্রমণে ব্লক স্তরে ফসল হানির দরুণ কৃষকরা যাতে ক্ষতিপূরণ পান তার জন্য শস্য বিমা চালু করে শস্য বিমার আর্থিক প্রিমিয়ামের টাকা সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যদিও এই ফসল হানির তথ্য যাতে ব্লক ভিত্তিকের বদলে মৌজা ভিত্তিক সংগ্রহ করা যায় তার জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি সমবায় আন্দোলনকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা আশি ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে ও কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও দেশে কৃষি সংস্কার করে সেচের সুযোগ বাড়িয়ে কৃষিজীবীদের সহযোগিতা করার পরিবর্তে কৃষকদের সার ও বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার উপর ভর্তুকি তুলে নিয়ে এখন কম সুদে কৃষকদের কৃষিঋণ দাদন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করছে। জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি মারফত কৃষি ঋণ শতকরা ১ (নয়) টাকা সুদে নেয় এবং এই সূত্রে কৃষি ঋণ দাদন অব্যাহত রাখতে হলে অপেক্ষাকৃত কম সুদে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (ন্যাবার্ড) এর কাছ থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক মারফত পাওয়ার কথা। কিন্তু ন্যাবার্ড রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে রিসিয়াম ইনভলমেন্ট ক্রাইটেরিয়া (এম আই এ)-র নীতি ঘোষণা করে ব্যাঙ্কগুলির ইন্টারন্যাল লেভেবল রিসোর্স (আই এল আর) এর যথাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগ ও ৪০ ভাগ ধার্য করে আমানতকারীদের কাছে বেশি সুদ দিয়ে সংগ্রহ করা অর্থ অনেক কম সুদে কৃষি ঋণ দিতে বাধ্য করে। এর বিরুদ্ধে জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করার ও জাতীয় ক্ষেত্রেও দেশের সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিরোধীতার মুখে কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতি পরিবর্তন করার জন্য একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করে এবং ন্যাবার্ড সূত্রে জানা গিয়েছিল স্টাডি গ্রুপ এই নীতি শিথিল করার পক্ষে তাদের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু

ন্যাবার্ড-এর সাম্প্রতিক নির্দেশনামায় জানা গেল যে ঐ সুপারিশ বিবেচনা করার পরিবর্তে গত জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এম আই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরের বছর আরও বাড়ান হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর নির্দেশে ঋণ ও সুদের হার পরিবর্তন করার পর, সুদের হার ধার্য করার ক্ষেত্রে প্রথমে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বিনিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকেও আংশিক বিনিয়ন্ত্রণ করার এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাঙ্কগুলির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না রাখায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অসম প্রতিযোগিতায় নেমে বেশি সুদ দিয়ে আমানত সংগ্রহ করতে হবে এবং তার একটা বড় অংশ কম সুদে কৃষি ঋণ দিতে বাধ্য করা হবে। ফলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ন্যাবার্ড ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর কাছে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ সমস্ত জেলার ও রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি পাঠিয়েছে এবং পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করাও খুবই জরুরি।

এই পরিস্থিতি স্থানীয়ভাবে মোকাবিলায় কয়েকটি বিকল্প পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

(১) সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে আমানত ও ঋণদানের সুদের হার নির্ধারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছে। কৃষিঋণ দানের সুদের হার বাড়িয়ে নিতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে লোকসানের হাত থেকে বাঁচান যেতো যা অন্য রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি করেছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এটা সম্ভব নয় কারণ অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে বেশির ভাগ কৃষক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর এবং এই সুদের হার বৃদ্ধি তাদেরকে বিরাটভাবে আঘাত করবে।

(২) রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে নিজস্ব ব্যাঙ্ক হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, যা অর্থমন্ত্রী বিধান সভায় ঘোষণা করেছেন ও মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা সমবায় সপ্তাহের অনুষ্ঠানে বা অন্যান্য সভা সমিতিতে প্রকাশ্যভাবে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন, তা অবিলম্বে কার্যকরী করা হোক। তার ফলে রাজ্যের সরকারি, আধা-সরকারি ও স্থানীয় সরকারি বিভাগের যাবতীয় অর্থ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ও জেলার অনুরূপ তহবিল জেলা সমবায় ব্যাঙ্কে জমা রেখে লেন-দেন করার নির্দেশ দেওয়া হলে এর বেশির ভাগ অংশ উক্ত ব্যাঙ্কগুলিতে চলতি আমানত (কারেন্ট একাউন্ট) ও সঞ্চয়ী আমানতে (সেভিংস একাউন্ট) জমা থাকবে। সাধারণ আমানতকারিদের বেশির ভাগ অর্থ বেশি সুদে স্থায়ী আমানতে (কিস্তুত ডিপোজিট) জমা থাকে সরকারি আমানতের সুদের হার কম হওয়ায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির গড় কস্ট অফ ডিপোজিট অথবা কস্ট অফ ফান্ড কমে যাবে যার জন্য কম সুদে কৃষিঋণ দিলেও কোন লোকসান হবে না, এর জন্য পুরসভাগুলির অর্থ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে রাখার সরকারি নির্দেশ হয়েছে বলে শোনা গেছে কিন্তু অনেক পুরসভায় এই নির্দেশ কার্যকরী করছেন না। রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজের অর্থ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে রাখা ও শিক্ষকদের বেতন সমবায় ব্যাঙ্কে মারফত দেওয়ার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে কিন্তু এখনও কার্যকরী হয়নি। পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা ও সরকারের সমস্ত বিভাগের অর্থ যাতে সমবায় ব্যাঙ্ক মারফত লেন দেন হয় তারজন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করাও প্রয়োজন।

(৩) আর একটা বিকল্প পদক্ষেপ এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নিতে পারে যার জন্য পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন ও প্রাথ কৃষি সমিতিগুলির আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রাথ কৃষি সমিতিগুলির নিজস্ব এলাকায় (এরিয়া অফ অপারেশন) কৃষি ঋণ দানন বাড়াতে হবে। উক্ত এলাকার মধ্যে অনেক কৃষি পরিবার আছে যাদের কেউ সমিতির সভ্য হয়নি বা সভ্য হলেও অনেকে কোন কৃষি ঋণ পায়নি, এখনও অনেক কৃষক মহাজন স্থানীয় অবস্থাপন্ন মানুষের প্রভাবে রয়ে গেছে। অনেক সাধারণ কৃষক এখনও বীজ, সার কীটনাশক বাকি সংগ্রহ করে চাষ করে ও উৎপন্ন ফসল কম দামে বিক্রি করে ধার শোধ করে। এদের সকলকে সমবায়ের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে হবে। অনেক জায়গায় প্রাথ কৃষি সমিতিগুলি বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। তার মধ্যে যেগুলি চালু করা সম্ভব সেগুলি এলাকার মানুষকে সাথে নিয়ে পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় চালু করতে হবে এবং যেগুলি চালু করা সম্ভব নয় সেগুলিকে লিকুইডেশান-এ দিয়ে নতুন সমিতিগঠন করে এলাকার কৃষকদেরকে সমবায়ের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক-এ প্রাথমিক কৃষি সমিতিগুলির জন্য যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (ডি এ পি) তৈরি করা হয়েছে তার রূপায়ণেই এই কাজগুলি করতে হবে। ফলে এই প্রাথ সমিতিগুলি মারফত এলাকায় কৃষি ঋণ দানন বাড়বে। সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচের সুযোগ বাড়ান, উৎপন্ন ফসল ন্যায্য দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে। প্রত্যেকটা প্রাথ সমবায় সমিতি এলাকায় কৃষি ঋণ দানন বাড়লে জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কেরও কৃষি ঋণ দানন বাড়বে। ফলে ন্যাবার্ড উক্ত ব্যাঙ্কগুলির এম আই বাড়িয়ে ধার্য করলেও অনেক বেশি পরিমান অর্থ ন্যাবার্ড-এর কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে রিফাইনেন্স আদায় করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ন্যাবার্ড বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য এম আই ধার্য করেছে ৯ (নয়) কোটি টাকা এবং রিফাইনেন্স-এর জন্য ক্রেডিট লিমিট মঞ্জুর করেছে মাত্র ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। বাঁকুড়া জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক যদি গত বছরে ১১ (এগারো) কোটি টাকার পরিবর্তে এই বছর ১৪ (চৌদ্দ) কোটি টাকা কৃষি ঋণ দানন করতে পারে তবে মঞ্জুর হওয়া ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ন্যাবার্ড এর কাছ থেকে রিফাইনেন্স নিতে পারবে। বাঁকুড়া জেলায় কৃষি ঋণ দানন এই বছর যদি অন্তত ২০ কোটি টাকা করা যেতো তাহলে ন্যাবার্ড-এর কাছ থেকে ধার্য করা এম আই ৯ কোটি টাকা বাদ দিয়েও অপেক্ষাকৃত কম সুদে ১১ কোটি টাকা রিফাইনেন্স আদায় করা সম্ভব হোত এবং কৃষি ঋণ দাননে সমবায় ব্যাঙ্কের লোকসান হোত না।

এইভাবে জেলার সমস্ত প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলিকে সঞ্জীব ক'রে তুলতে পারলে এলাকার সমিতি পিছু ১০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দানন করা অনায়াসে সম্ভব এবং সকল সভ্যের ক্রেডিট লিমিট পূর্বের থেকে মঞ্জুর করার ব্যবস্থা করা হলে, ঋণ

পরিশোধের পরে পুনরায় জল পাবার আশ্বাস পেলে শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি জল আদায় করাও সম্ভব। ফলে শতকরা ৯ ভাগ সুদে জল গ্রহণ ক'রে শতকরা ১২ ভাগ সুদে জল বিলি ক'রে সমিতির যে ৩০,০০০ টাকা লাভ হবে তার থেকে সমবায় কর্মচারিকে সরকারি অনুদান বাদেও ভাল বেতন দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া এই সমিতিগুলিতে ব্যাঙ্কিং চালু করে এলাকার উদ্বৃত্ত সম্পদ সংগ্রহ করার কাজে যুক্ত করা যেতে পারে। কৃষকদের জন্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণের কাজে ও অকৃষি জল দানের মাধ্যমে এলাকার মানুষের অন্যান্য চাহিদা পূরণের কাজে লাগান যেতে পারে। এর জন্য সমস্ত স্তরে সমিতিগুলিতে উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করার কাজে যদি যেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে তবেই জনবিরোধী নীতির ফলে উদ্ভূত সমস্ত বাধা-বিপত্তি অপসারণ করে এই রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের এগ্রগতি অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে এবং এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশির ভাগ মানুষের স্বার্থে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কৃপনুল পর্যন্ত বিস্তৃত পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে (যা কোন সরকারি বা বে-সরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেই) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা আগামী দিনে অন্যান্য রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে প্রভাবিত করবে। □

কবিতা

স্বপ্ন অশ্বারোহী

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ত্যাগ ও রক্তের মূল্যে
স্বাধীনতা অর্জনের কথা
তুমি বলেছিলে —
বিস্ফোরক সময়ে সেদিন
বড় বেশি অন্ধকার ছিল —
তুমি বললে ছিঁড়ে যাবে
জবাকুসুমের ভোর —
লক্ষ্যচ্যুত হওনি কখনো।

'দিল্লি চলো'
তোমার সে উদাত্ত আহ্বানে
সমস্ত শাসকদল
অন্ধকারে ধুলো ওড়ে আকাশে বাতাসে
তোমার সফল স্বপ্ন —
প্রিয় জন্মভূমি
জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে
কারা কেড়ে দুর্বার ঘানের দল বলে
তোমারই তো নাম
নেতাজি সুভাষচন্দ্র অক্ষয় অক্ষরে লেখা আছে
এ দেশের নদী ও পাহাড়ে
অসমুদ্র হিমাচলে
এবং অখ্যাত কবি
তোমার জীবনকথা, আদর্শের কথা ভালোবাসা
ধরতে চায় শব্দের সম্বলে প্রতিদিন —

□

বেইলিজ বীড অথবা ডায়ামন্ড রিং

ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের জ্যোতিষ্কমণ্ডলে
সেদিন এক জাদুকর
নিসর্গ লোকের জন্যে
আয়োজন করেছিলো অমানুষিক মায়ার খেলা

তৃতীয় গ্রহের সৌভাগ্যবান কিছু দর্শক
ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝার আগেই
হঠাৎ বিবস্ত্রা বিবর্ণ হয়ে
ছড়িয়ে দিলেন অনাবিল নীলাভ এক
অপার্থিব জ্যোৎস্না
হঠাৎ কি নেমে এল শীত

ক্ষণিক অবগাহনে সুখে
সেই নীলাভ দহনে ভাসতে গিয়ে
কেউ দেখলো মুক্তোমালা
কেউবা চোখ ঝলসানো হীরের আংটি
প্রকৃতি বিমূঢ় নির্নিমেষ নীরবতায়

সহসা তিনি হাসতে শুরু করলেন
জাদুঘরের মায়াজাল এবার ভ্রমণ বিলীন
অবাক দর্শক ফিরে পেলো
তার সেই পুরনো পৃথিবী
যার অধীশ্বর হয়ে সূর্য আকাশে স্বরাট্।

□

P 9751

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

1.	Memari	Mem.-430 &282
2.	Shankarpur	Mem.-533
3.	Radhakantapur	Mem.-376; Stag - 70368
	Bohar	Stag - 70246
	Madhyamgram	Stag-70388
6.	Matiswer	
7.	Burdwan.	

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Pledging of

21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

পান চিতায় রূপোলী বিপ্লব

সন্তোষকুমার দালাল
অধ্যক্ষ, সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র, উত্তরপাড়া

"বেনফিস" অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মৎস্যজীবী সমবায় ফেডারেশনের নাম কলকাতাবাসীদের খুব পরিচিত নাম। যে সমস্ত সমবায় সমিতি বেনফিসের কাজকে সমৃদ্ধ করছে সেই রকম একটি প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতি হচ্ছে পানচিতা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। বনগাঁ ব্লকের এলাকাভুক্ত অশ্ব-খুরাকৃতি প্রায় ১১১ হেক্টর জলাশয় নিয়ে পানচিতা ও মনিকা বাঁওড়। ইছামতী নদী থেকে উৎপন্ন এই বাঁওড়ের সাথে আজও ঐ নদীর সংযোগ আছে। বিশাল জলাশয়ের ধারেই সমিতির সুদৃশ্য অফিস গৃহ। দুধারেই মৎস্যজীবীদের বাস। মিঠাজলের এই ভাণ্ডারে রয়েছে অঞ্জস্র রূপোলী ঝিলিক। মৎস্য দপ্তর এই রূপোলী ঝিলিককে ধরে রাখার জন্যই নানা প্রকল্প রূপায়ণে এগিয়ে এসেছেন। অসাফল্য থেকে সফলতা আসে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে পানচিতা মৎস্যজীবী সমবায়। ১৯৪৬ সালে ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫টি গ্রামের ২০৮ জন দরিদ্র মৎস্যজীবী সংগঠন করেছিলেন এই সমিতি, বাঁচার তাগিদে জোট বেঁধেছিলেন মৎস্যজীবীরা। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবলে পড়ে সমিতি তার সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারলো না। কোর্ট কেস ও নানা কারণে সমিতির কাজকর্ম অচল হয়ে পড়লো। সদস্যরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক পৃথক ভাবে মাছ চাষ করতে থাকেন এবং সমবায় একটি নিয়মবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, তা ভুলেই গেলেন। সমবায়ের কোন আইন-কানুনকেও গ্রাহ্য করলেন না। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা মৎস্য দপ্তর ও কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির প্রচেষ্টায় মামলা নিষ্পত্তি করিয়ে ১৯৯৫ সালেই বার্ষিক সাধারণ সভায় বোর্ড গঠন করে নূতন উদ্যোমে মাছ চাষ শুরু হয়।

ইতিমধ্যে অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষে বিশেষ করে বিল ফিসারিজ প্রকল্পে এন সি ডি সি অর্থাৎ জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম বেনফিসের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এক ব্যাপক প্রকল্প নেয়। পশ্চিমবঙ্গে বিল বাঁওড় আছে প্রায় ৪১৭৮১ হেক্টর। এই বিরাট জল সম্পদকে মাছ চাষে লাগাতে পারলে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়বে সেই সঙ্গে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নতিও ঘটবে। এই প্রকল্পে প্রাথমিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলায় (উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর) এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৬০০০ হেক্টর জলাশয়ে উন্নত প্রথায় এই প্রকল্পে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্য সরকার ও এন সি ডি সি ঋণ ও অনুদান হিসাবে বেনফিসকে প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে পূর্বে সামুদ্রিক মৎস্য ধরার প্রকল্প রূপায়ণে বেনফিসকে এন সি ডি সি আর্থিক সহায়তা করে পশ্চিমবঙ্গে মেরিন ফিসারিজ ক্ষেত্রেও এক বিরাট বিপ্লব আনতে সক্ষম করেছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ২৬টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ১৬১৭ হেক্টর জলাশয়কে এন সি ডি সি প্রকল্পে আনা হবে। ৫৩৩০ জন দরিদ্র মৎস্যজীবী সদস্য এর ফলে উপকৃত হবেন। বর্তমান বছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪টি ব্লকের মোট ১১টি প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে প্রথম অবস্থায় বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এন সি ডি সি প্রকল্প অনুযায়ী বেনফিসের উদ্যোগে এবং আর্থিক সাহায্যে সমিতি সদস্যের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ও কাজের সঠিক পথ দেখাবেন যারা, সেই ম্যানেজারদের ১০ দিনের একটা স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল উত্তরপাড়া শিক্ষণ কেন্দ্রে। উত্তর ২৪ পরগণা থেকে ১১টি সমিতির মধ্য থেকে ১০ জন ম্যানেজার যোগদান করেছিলেন। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ থেকে বাকি ২০ জন ম্যানেজার শিক্ষাক্রমে যোগদান করেন। উত্তর ২৪ পরগণায় যে ১১টি সমিতিকে প্রাথমিকভাবে বাছা হয়েছে এবং কাজ করছে তাদের তালিকা দেওয়া হলো।

ব্লকের নাম	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নাম
(ক) বাগদা ব্লক	১। কোলা
	২। মেহেরানী
	৩। কুঞ্জরবাগী অনিবাগী
	৪। নিজ্রানী
	৫। কুতুলিয়া
(খ) বনগাঁ	৬। চাঙটা
	৭। আলাইপুর ঘাষবালিনী
	৮। পানচিতা
	৯। বেলেডাঙ্গা বারাকপুর
(গ) গাইঘাটা	১০। জলেশ্বর ইউনিয়ন
(ঘ) বারাকপুর-১নং	১১। কাঁচড়াপাড়া রিক্রিউমি

উক্ত ১১টি সমিতির ৬৫৮.০৫ হেঃ জলাশয়কে বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং ২১০১ জন দরিদ্র মৎস্যজীবী এর উপকার পাবেন। প্রকল্প ব্যয় এ বছরের জন্য ধরা হয়েছে ৩১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম থেকে ঋণ, রাজ্য সরকার থেকে ভরতুকি, মূলধন এবং সমিতির নিজস্ব টাকাও থাকবে। সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব থাকবে রাজ্যস্তরে বেনফিস, জেলাস্তরে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও প্রাথমিকস্তরে প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় পূর্বে বনগাঁ কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবীর নাম পরিবর্তন করে উত্তর ২৪ পরগণা কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমিতি করা হয়েছে। এর ফলে সমবায় নীতির সমবায় সমিতির মধ্যে সমন্বয় তা করা সম্ভব হলো। এই উৎপাদনমুখী প্রকল্পে পালন পুকুরে তিন বা ততোধিক পোনা থেকে সদস্যরাই চারা পোনা তৈরি করবে এবং বিলের চাহিদা মত ৪"- ৬" মাপের চারা পোনা বিলে ছাড়বে। প্রকল্পের প্রথম বছরেই প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলি নিজস্ব পালন পুকুরে চারা পোনা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। ৫০ হেঃ জলাশয়ে ১ হেঃ পালন পুকুর করা হচ্ছে।

মাটির কাজ করার জন্য হেক্টর পিছু ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। পালন পুকুর চাষের জন্য হেক্টর পিছু ২৬০০০ টাকা ধরা হয়েছে, খইল, চুন, মাছের খাবার বাবদ সমস্তী কেন্দ্রীয় সমিতি সরবরাহ করছে। পালন পুকুরে ১/৪ অংশে গলদা চিংড়ির চাষ করা হবে। এর জন্যও হেক্টর পিছু ৬১০০০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এছাড়াও মাছ ধরার জন্য জাল, নৌকা, পাহারাদারীর নৌকা, চাষের জন্য পাম্প সেট, অগভীর নলকূপ ইত্যাদি দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। সমস্ত প্রকল্পটি ঘরে সঠিক রূপায়ণ হয় তারজন্য স্থানীয় জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েতকে নিয়ে একটা তদারকী কমিটিও করা হয়েছে।

এন সি ডি সি প্রকল্পভুক্ত সমিতিগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থা সঠিক পথে চালনা করার জন্য সমিতি সদস্য, পরিচালকমন্ডলী ও কর্মিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনি ম্যানেজারদের প্রতিমাসে ১২০০ টাকা করে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছে।

প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :—

১) উৎপাদনভিত্তিক প্রকল্প

২) বিজ্ঞানসম্মতভাবে গলদা চিংড়ির চাষ

৩) সুসংগঠিতভাবে সার, বীজ ও মাছ ধরার অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দেওয়ার ব্যবস্থা

৪) সহজ শর্তে ১০ বছরের ঋণ পরিশোধ

৫) প্রথম স্তরের সমবায় সমিতির মধ্যে সমবায়

৬) বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমস্যদের আর্থিক মান উন্নয়ন।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণা জেলাই হচ্ছে মাছ চাষ ও উৎপাদনে সমৃদ্ধ। জেলার প্রায় ১৫১০০ হেক্টর নদী, ওখানে রয়েছে প্রাকৃতিক মৎস্য ভাণ্ডার। সুন্দরবন এলাকায় মোহনা খাড়িতে এখনও পর্যাপ্ত চিংড়ি ও নোনা মাছ পাওয়া যায়। জেলায় ৬২টি প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রায় ৭০০০ সংগঠিত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলি রাষ্ট্রীয় উৎপাদনশীলতা পুরস্কার পেয়ে সম্মান বাড়িয়েছে।

এরকম একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যার নাম 'পানচিতা' সাফল্য ও অসাফল্যের মধ্যে দিয়ার মধ্যই সন্তর্পণে তার অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মৎস্য দপ্তর, কেন্দ্রিসের উদ্যোগে ১৯৮৮-৮৯ সালে বিল উন্নয়ন বাবদ ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু সমিতি তখন মাত্র ১.৫২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে কাজ আরম্ভ করেছিল, তারমধ্যে ৭১ হাজার টাকা ব্যয় হল। পরবর্তী সময়ে ৬৬ হাজার টাকা ঋণ বকেয়া থাকে, ব্যাকে আর টাকা দিতে রাজি হয় না। উক্ত ঋণ সুদে আসলে বর্তমানে ১.৪২ লক্ষ টাকা হয়। ব্যাকে ঋণ আদায়ের জন্য যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে আইনগতভাবে, তখন সমিতির পরিচালক কমিটি গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে সমিতি এন সি ডি সি প্রকল্পে ৩০০০ ভেড়ি চারা পোনা তৈরি করে সমিতির নিজস্ব জলাশয়ে ছড়াতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাঁশের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বর্তমানে সে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সমিতি এখন মাছ চাষে বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছে। গত ১৯৯৪-৯৫ সালে সমিতির লাভ হয়েছে ৮১৫০ টাকা। আশা করা যায় এ বছর এন সি ডি সি প্রকল্পে সমিতির কার্য পরিধি যেভাবে বেড়েছে, তাতে বর্তমান বছরে এবং আগামী দিনে সমিতি সমস্যদের আর্থিক উন্নতি করে মৎস্য সরবরাহ ক্ষেত্রে একটা সাড়া জাগাতে পারবে।

সমিতির কার্য পরিধি ওখুনার নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে এলাকার মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য গত ২৮ নভেম্বর'৯৫ তারিখে সমিতির কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলাস্তরে জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন দিবস পালনের মাধ্যমে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, পঞ্চায়েত সমবেতভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ সভাধিপতি নন্দদুলাল ভট্টাচার্য জলাশয়ে মাছের চারা পোনা ছাড়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। শ্রী ভট্টাচার্য সমবেত সমস্য ও অন্যান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশে সমবায়ের বিভিন্ন দিক ও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের দুর্বল মৎস্যজীবীদের জন্য নানা রকম উন্নতিমূলক কাজের কথা জানান। তিনি মৎস্য দপ্তরের কাজের প্রশংসা করে মৎস্যজীবীদের উদ্দেশে জানান যে তাঁরা যেন বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন। উক্ত অনুসন্ধানে মৎস্য দপ্তরের অতিরিক্ত ডাইরেক্টর-বিজন রায় জলাভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানান যে রাজ্য স্তরে ১লা আষাঢ় বা ১৬ জুন এই দিবস পালন করা হয় এবং এ বছর ঔচড়াপাড়া। বিডিউটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিতে রাজ্যস্তরে এই উৎসব পালন করা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক গুলশানারী বিশ্বাস জলাভূমি সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাদেব রায় জেলা পরিষদের কার্য সরবরাহ কর্মাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ সরকার, পরিমল চক্রবর্তী সহ-নিয়ামক (মৎস্য), জেলা মৎস্য আধিকারিক উপস্থিত থেকে সমবায় ও জলাভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে একজন মৎস্যজীবী মহিলাকে আপাতত প্রতীক হিসাবে মাসে ১০০ টাকা হিসাবে ৬০০ টাকা বার্ষিক ভাতা, ২ জন মৎস্যজীবী বিধবা স্ত্রীকে ২৫০০০ টা করে বিমা প্রকল্পের টাকা, মৎস্যজীবীদের আইডেন্টিটি কার্ড ও পানচিতা সমিতিকে এন সি ডি সি প্রকল্পে জাল দেওয়া হয়। তাছাড়া সমিতি এলাহাবাদ ব্যাংকের রিজিওন্যাল ম্যানেজারের হাতে এক এক ডি এ ও ডি আর ডি এ ফল বাবদ ১.৪২ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন এবং পার্শ্ববর্তী কুলিপুর মৎস্যজীবী সমিতি ১.৩১ লক্ষ টাকার ঋণ শোধ করেন। তাছাড়াও পানচিতা সমিতি ৩০ হাজার টাকা এক স্থায়ী আমানত জমা দেন ব্যাংকের রিজিওন্যাল ম্যানেজারের হাতে। সমবায় ঋণ শোধ করে না বলে যে অপবাদ আছে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা মৎস্যজীবী সমিতি কিন্তু তার ব্যতিক্রম। কিছুদিন পূর্বে ছুমা মৎস্যজীবী সমিতি ১৪.৭৫ লক্ষ টাকার ব্যাংক ঋণ শোধ করেছে। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সভার সভাপতি বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিদ্যুৎ মালাকার।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানচিতা সমিতি যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করছে তার ফল সমিতির সমস্যরা নিশ্চয় পাবে। দুর্বল মৎস্যজীবীরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে এবং আর্থিক উন্নয়নও সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে রূপোলী বিপ্লবের মাধ্যমে বাঙালীর আমিষের পাতে এক টুকরো মাছের ব্যবস্থা করতে পারবে। □

স্বপ্নের সওদাগর ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির শিক্ষাদান প্রসঙ্গে এক বিখ্যাত মনীষী একবার মন্তব্য করেছিলেন- "The purpose of a University is to bring the horse near the water and to make it thirsty." আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের সেই উদ্দেশ্য পূরণে কতটা সফল হয়েছে সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। বিশ শতকের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জ্ঞানার্জনের সাথে সেই জাগরণের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কর্মসংস্থানের আকাঙ্ক্ষা। বলাবাহুল্য বর্তমান সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে, ছাত্রস্বার্থে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এই ধরনের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে আরও এগিয়ে আসা উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের পথটি সুগম হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই সামাজিক দায়িত্ব পালনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বাঙালি ঐতিহাপ্রিয় জাতি। নিজের মনে, অবচেতনে সবসময়ই সে ঐতিহ্যের সোনালি আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শিক্ষিত বাঙালি তার স্বাভাবিক সামাজিক অবস্থান ভুলে কর্মসংস্থানের জন্য যে কোন আঘাতই হাতে তুলে নেয় না। আর প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তাকে কর্মসংস্থানের সহজ কোন সুযোগও তৈরি করে দেয় না। ফলে আর্থ-সামাজিক শোষণের যূপকাষ্ঠে তাকে বলিপ্রদত্ত হতে হয়। এই ধূসর পটভূমি, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিন্তু অন্যরকম ভাবছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯০৬ সালে স্থাপিত হয় ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ তৎকালীন বাংলাদেশের অনেক মনীষীরাই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। শ্রী অরবিন্দ ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। শুরু হয় ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এক নতুন শিক্ষার লড়াই। জেগে ওঠে আপামর জনসাধারণ। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত যোগ্য লোকের হাতে এই আন্দোলন এক নতুন গতি লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের বেশ কিছুদিন পরে ১৯৫৫ সালে এই ন্যাশনাল কাউন্সিল অব বেঙ্গলের গর্ভ থেকে জন্ম নেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম থেকেই শিক্ষিত বেকারদের জন্যে, প্রবীণ যুবকদের জন্যে গঠনমূলক কিছু করার কথা তৎকালীন উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেনের মাথায় ছিল। পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলার পথে ১৯৭৯ সাল থেকে মূলত প্রফেশনালদের জন্যে নিরন্তর শিক্ষা কেন্দ্র তাদের কাজ শুরু করে। ১৯৮৪ সাল নাগাদ ইউ জি সি এর প্রস্তাব ও নিয়মবিধি মেনে এই বিভাগ বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র হিসেবে (Adult, continuing education and extension centre) আরও সংঘবদ্ধ-ভাবে তাদের কাজ শুরু করে। বর্তমানে এই বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র পরিচালিত প্রায় ৫৭টি বিভিন্ন মেয়াদি পাঠক্রম চালু আছে যার সহযোগে ছাত্রছাত্রীরা তাদের কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

মূলত সমাজের সমস্ত স্তরে শিক্ষার সুযোগ-সাক্ষরোত্তর কর্মসূচিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ খোঁজা এবং ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে টেকনিশিয়ানদের পেশাগত সুবিধার কথা মনে রেখেই এই কর্মকাণ্ডের শুরু। এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের উত্তরে বিভাগ প্রতিকর্তা জানান, যদিও বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র কোন ডেসমেন্টের দায়িত্ব নেয় না তথাপি ছাত্রশিক্ষক বিভাগ সুসম্পর্কের টানে বাঁধা পড়ে বিভিন্ন সংস্থায় তারা তাদের ছাত্রছাত্রী পাঠায় প্রতি বছর। একথায় সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন পাঠক্রমের বহু ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবর্ষের পরে সফলিই বিভিন্নজিত সংস্থাগুলিতে চাকরি পেয়ে এসেছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে পত্রাকে হলেও বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র তার সামাজিক দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে আসছে।

বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র পরিচালিত কয়েকটি পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

(১) আকুপাংচার ঃ বারো সপ্তাহের পাঠক্রম। চৈনিক ঔষধের বিভিন্ন বিবরণ, আকুপাংচার প্রয়োগবিধি, আকুপাংচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও সাম্প্রতিক উন্নতি এই পাঠক্রমে শেখান হয়। আমাদের দাতাহিক জীবনে অসুখের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আকুপাংচারের গুরুত্বও বাড়ছে। রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা (যাদের এম বি বি এস/ বিএইচ এম এস/ ডি এম এস/ বি এ এম এস/বি ডি এস বা সমমানের ডিগ্রি আছে তারা) এই পাঠক্রমের যোগ্য।

(২) ব্রাকইম্যানশিপ ঃ (মেকানিক্যাল)- ষোল সপ্তাহের পাঠক্রম। উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বা সমমানের ছাত্রছাত্রীরা এই পাঠক্রমে ভর্তি হতে পারে। ড্রয়িং স্কেলস-আইসো-মেট্রিক ড্রয়িং-সিম্বলিক ড্রয়িং -অবজেক্টিভিক প্রজেকশনস শিখে ছাত্রছাত্রীরা তাদের জীবিকা অর্জনের পথটি সুগম করতে পারে।

(৩) বুক বাইন্ডিং ঃ চৌদ্দ সপ্তাহের পাঠক্রম। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া যে কোন ব্যক্তি এই পাঠক্রমের যোগ্য। এখানে কাগজের মান, কালির প্রকার, বোর্ডের মান বিভিন্ন বই বাঁধাই শেখান হয়। এই পাঠক্রমে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসেরও ব্যবস্থা। প্রবীণ ও শহরে নিঃস্বিত্ত, স্বল্পশিক্ষিত যুবকরা এই পাঠক্রমের সহায়তা নিয়ে তাদের জীবিকা খুঁজে নিতে পারে।

(৪) বেসিক টেকনিক্স ইন ফটোগ্রাফি ঃ ষোল সপ্তাহের পাঠক্রম। শিক্ষার যোগ্যতার মাপ উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বা সমমানের। ফটোগ্রাফির ইতিহাস ও বিবর্তন, ক্যামেরা, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, কালার ফটোগ্রাফি (প্রসেসিং সহ) এখানে শেখান হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই পাঠক্রমের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে।

(৫) মাস কমিউনিকেশন ঃ শিক্ষোন্নয়নের ঢেউ এখন সারা দেশ ছুঁয়ে পশ্চিমবাংলায়ও

এসে পৌঁছেছে। অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং যে খোলা বাজারভিত্তিক মুক্ত অর্থনীতির কথা বলেছেন তার ফলে জনসংযোগ বা মাস কমিউনিকেশন এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক চাকরির বাজারে এই পাঠক্রমের ফলে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পেশায় যাওয়ার সুযোগ পান। এই মাস কমিউনিকেশন প্রথমে তিন মাসের পার্ট কোর্স নিয়ে শুরু হয়। পরে সেটা ছয় মাসের এবং এখন দশকের গোড়ায় থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা হিসেবে এক বছরের পাঠক্রম চালু হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এই পাঠক্রমে মাস কমিউনিকেশন, পাবলিক রিলেশনস, জার্নালিজম, অ্যাডভারটাইজিং প্রিন্ট মিডিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

কলকাতা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দূরদর্শনের খ্যাতনামা সাংবাদিক স্নেহাশিষ সুরও মাস কমিউনিকেশনের এই পাঠক্রমের সাথে জড়িত। তাঁর কাছে এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি জানান, এই পাঠক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম বিশেষ করে যখন একটি পাঠক্রমেই এতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ান হচ্ছে তখন পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা যে কোন একটি বিষয়ে তাদের জীবিকা বেছে নিতে পারবে। এছাড়াও সম্বাদের মাধ্যমে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা নিউজপেপার, ম্যাগাজিন বা বুক পাবলিশার্স গঠনের চিন্তাভাবনাও করতে পারে। সমবায় ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র পরিচালিত পাঠক্রমগুলির সহায়তা নিলে ব্যাপক হারে বেকার সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি মনে করেন।

পি কে বই এই পাঠক্রমের অ্যাডভারটাইজিং বিষয়টির সাথে জড়িত। বর্তমান সময়ে শিল্পের উপযোগী পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। এর ফলে বিজ্ঞাপনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সাথে সাথে এই পাঠক্রমের গুরুত্বও দিনকে দিন বাড়ছে বলে তিনি মনে করেন।

এই পাঠক্রমের কো-অর্ডিনেটর জানন্দ সীল জানালেন বিগত বছরগুলিতে এই মাস কমিউনিকেশনের ছাত্রছাত্রীরা উড়ল্যাণ্ড নার্সিংহোম, রেল, ওয়েবেল, ডি ভি সি, টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রতিদিন, সোনার বাংলা, স্যনডে, নানা এ্যাড এজেন্সিতে চাকরি পেয়ে এসেছে। বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে তাই এই পাঠক্রমের গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা দুইই হাতে হাত মিলে বাড়ছে। বিভাগ অধিকর্তা অশোক ভট্টাচার্য জানালেন, বিভিন্ন পাঠক্রমে পাশের হার শতকরা ১০ ভাগ।

বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র পরিচালিত আরও অনেক পাঠক্রম রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে উৎসাহী পাঠকদের জানাই যে, প্রতিবছর নতুন বছরের শুরুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ, সংবাদপত্রের মারফত বিভিন্ন পাঠক্রমে ভর্তির জন্যে আবেদন জানায়। ভবিষ্যতে এই বিভাগের কর্তৃপক্ষ নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার গুরুত্বের নিকটি উপলব্ধি করে বিভিন্ন পাঠক্রম চালু সাজানোর ব্যবস্থা করবেন বলে জানান। ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানদের লেটেস্ট নো হাউ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে।

গ্রামীণ যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি ইউ জি সি-এর সুপারিশ ও প্রস্তাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে। এদের জন্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ গঠনের মাধ্যমে এদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা কিছুটা কাটান সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশ যেমন জাপান বা ডেনমার্কের তুলনায় এদেশের সমবায় নানা দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে বলে আক্ষেপ জানান বিভাগীয় অধিকর্তা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রেশন দিতে অথবা নেয়া হয়। " সমবায় বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যকারী মনোভাবের অভাব আছে বলেও অশোকবাবু অভিযোগ জানান। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান প্রচলিত সমবায় আইনের অধিলম্বে কিছু পরিবর্তন করা উচিত। শহরে হাউস বিল্ডিং সমবায় ও গ্রামীণ নানা বিষয়ভিত্তিক সমবায় তখনই এক মূলগত আইনে পরিচালিত হতে পারে না। এ বিষয়ে আরও বাস্তব সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। তবেই গ্রামীণ ও শহরে মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে উপকৃত হতে পারবে। বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের বিভাগীয় অধিকর্তা ও প্রকল্প আধিকারিক সমবায়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি যারা এই বিভাগের কাজকর্মে নানাভাবে নানাসময়ে সাহায্য করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানান।

যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই একভাবে সমাজ, উন্নয়ন-গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। থাকে অর্থ, সময় ও নানা জরুরি বিষয়ের অভাব। তবু এসব প্রতিবন্ধকতার মাঝেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক, নিরন্তর শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র গ্রামীণ উন্নয়নের কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যেই তারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালিকাপুর ১, ২ ও প্রতাপনগরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এখানে তারা স্বাক্ষরোত্তর কর্মসূচি চালান। বিগত দিনে এখানে হাঁস, মুরগি, গরু পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। একটি লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাকে কেন্দ্র করে গ্রামে গড়ে উঠেছে সংস্কৃতিমুখী এক চেতনা। এই লাইব্রেরিতে টিভি, টেপ, গল্পের বই, দৈনিক সংবাদপত্র আছে। সকাল থেকেই সেখানে নানা গ্রামীণ মানুষের ভিড়, গানবাজনা, বিতর্ক, খেলাধুলোর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এসব অঞ্চলে সুস্থ আবহাওয়া গড়ে উঠেছে। এজন্যে এই বিভাগ অবশ্যই ধন্যবার্হ।

বাইরের আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল, গাছের ছায়া ঢাকা সরণিতে পাতা ঝুঁরে ঝুঁরে জল ঝরে আসছিল রূপসী অন্ধকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেটাল্লর্জিক্যাল বিল্ডিংয়ের একতলায় বসে কথা বলছিলাম আনন্দবাবুর সাথে। একটি দুটি করে কলমলে কথাকে আলীরা, মেহাশিদ, সাবীনা, সুমিত্রা, মুকুল, রমারা এসে ঢুকছিল জলের আবছা পরশ মেখে। ওদের কাজর চোখে কিন্তু দেখলাম না স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা। এখানেই সার্থক এই কর্মযজ্ঞ। এখানেই সার্থক এই শুভ প্রয়াস। □

"যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দরিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে ফিরেও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী মনে করি।"

□ স্বামী বিবেকানন্দ

জন্ম : ১২ জানুয়ারি, ১৮৬৩
মৃত্যু : ৪ জুলাই, ১৯০২

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1995-96

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the courses	Duration	Period		Intake Capacity	Remarks
				From	to		
C. T. C. UTTARPARA	1.	S. T. course on Management and development for Primary Fisheries Coop. Society (Under N.C.D.C. Beel fisheries scheme).	1 Week	4.12.95	8.12.95	30	In collaboration with BENFISH.
		Panchayat course for Karmadhya kshya for the Dist of Nadia, Hooghly & Howrah.	3 Days		13.12.95	40 No. of actual participants will be 52 in each course.	In collaboration with D.P.O., Hooghly
	3.	do	3 Days	14.12.95	16.12.95	-do-	-do
	4.	Training for the Assistants of S. C. B & C. C. B.	2 Weeks	19.12.95	29.12.95	40	In collaboration with the W. B. S. C. B.
	5.	Panchayat course for Karmadhya kshya for the Dist. of Hooghly, Nadia & Howrah	3 Days	30.12.95	1.1.96	40	In collaboration with Zilla parishad, Hooghly
	6.	- do -	3 Days				do
	7.	- do -	3 Days				-do
	8.	-do-	3 Days				do
	9.	-do-	3 days				do
	10.	Panchayat course for Karmadhya kshya for the Dist. of Nadia, Hooghly & Howrah	3 days				In collaboration with Zilla parishad, Hooghly
	11.	-do-	3 days	18.1.96			do
	12.	-do-	3 days	23.1.96			do
	13.	S. T. Course on Salesmanship.	2 weeks	29.1.96			In collaboration with Tantuja
	14.	Training for DWCRA Group Leader.	6 days	12.2.96			In collaboration with D. R. D. A. Hooghly
		S. T. Course on management dev. of Chairman/Secretary/Directors of PACS.	1 Week	19.2.96			In collaboration with D. C. C. B. Hooghly
	18.	Training for DWCRA Group Leaders	6 days	26.2.96			In collaboration with D. R. D. A. Hooghly
		PMRY Beneficiaries training course.	20 Working days (4 Weeks)	4.3.96			In collaboration with D. I. C., Hooghly
		S. T. Course for Officers & Employees of Urban Coop. Bank and Credit Socy.	1 Week				In collaboration with different Urban Coop. Bank and Coop. Credit Societies
	19.	Weavers Leadership Development Course.		11.3.96	15.3.96	30	In collaboration with Coop Education Fund
	20.	Second Diploma Course in Coop. Management.		8.4.96	26.7.96	55	Institution candidates and Departmental Auditors
C. T. C. BARRUL	1.	Leadership Dev. Course.	1 Week	18.12.95	22.12.95	30	In collaboration with B. C. C. B.
	2.	Course on B. D. P.	1 Week	26.12.95	30.12.95	30	Employees and Directors of PACS.
	3.	E. D. P. Course under PMRY.	3 Weeks	1.1.96	19.1.96	40	In collaboration with D. I. C Burdwan
	4.	E. D. P. Course under PMRY.	3 Weeks	20.1.96	17.2.96	40	do
	5.	Leadership Dev. Course (Fishery)	1 Week	19.2.96	23.2.96	30	Non official leader of Fishery Cooperatives.
	6.	Course on Deposit Mobilisation.	1 Week	26.2.96	1.3.96	30	Employees of PACS & Employees of Coop. Bank
		Leadership Dev. Course.	1 Week	11.3.96	15.3.96	30	In collaboration with Nadia Dist. C. C. Bank Ltd.
	8.	Leadership Dev. Course for Primary Marine Coop. Fishermen Society.	10 days	18.3.96	29.3.96	30	In collaboration with BENFISH.

Calendar of Course For The Year 95 - 96

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	8.	2nd Diploma Course in Coop. management (Basic Course).	16 Weeks	8.4.96	26.7.96	40	Institutional Candidates.
C. T. C. JHARGRAM	1.	L. D. Course on for Housing Co operatives	1 Week	8.1.96	12.1.96	20	For Directors & Members of Housing Cooperative In Collaboration with CHA DI
		Course on B. D. P		15.1.96	19.1.96	30	Managers & Directors of PACS.
		2nd Diploma Course in Coop. Management (Basic Course).	16 Weeks	22.1.96	10.5.96	40	Institutional Candidates.
C. T. C. BALURGHAT	1.	Course on B. D. P.	1 Week	16.1.96	19.1.96	25	Chairmen & Managers of PACS.
	2.	Deposit Mobilisation Course	1 Week	5.2.96	9.2.96		Employees of PACS.
	3.	Leadership Dev. Course for Women	1 Week	19.2.96	23.2.96		Non official leaders of Women Coop. Socys.
		Course on B. D. P.	1 Week	4.3.96	8.3.96		Chairmen & Managers of PACS.
	5	Leadership Development Course (Industrial)	1 Week	18.3.96	22.3.96		Non-official Leaders of Indl. Coop. Societies.
	6	2nd Diploma Course in Coop. Management (Basic Course).	16 Weeks	8.4.96	26.7.96	25	Institutional Candidates.
C. T. C. ISLAMBAZAR	1.	1st Diploma Course in Coop. Management (Basic Course).	16 Weeks	8.1.96	26.4.96	40	Institutional Candidates.
C. T. C. JALPAIGURI	1.	S. T. Course for Gr. Leaders & one Additional member of DWCRA	6 days	15.1.96	20.1.96	30	In Collaboration with DRDA, Jalpaiguri.
		— do —	6 days	29.1.96	3.2.96	30	— do —
		— do —	6 days	12.2.96	17.2.96	30	— do —
		1st Diploma Course in Coop. management (Basic Course)	16 Weeks	26.2.96	14.9.96	40	Institutional candidates

There is little doubt that the current fascination with capitalism will not last for ever. Greed is not an attractive message. especially for those who are left out, or who have other values. When an alternative is once again sought, the cooperative movement must be ready with its own message for the future."

• *Bruce Thordarson*
Director, ICA, Geneva.

"সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করার আছে। শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কাজও করতে হবে।"

(১৯২১ সালের ২রা মার্চের পত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে লেখা নেতাজির চিঠির অংশ।)

সাধারণ সংখ্যায় ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার

চতুর্থ প্রচ্ছদ	ঃ	৭০০ টাকা।
ভিতরে এক পৃষ্ঠা	ঃ	৪০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা		২৫০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা		১৫০ টাকা

ভাণ্ডারে গ্রাহক চাঁদা

প্রতি সংখ্যার মূল্য	ঃ	৫ টাকা।
শারদীয় সংখ্যা	ঃ	২৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	ঃ	২৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	ঃ	৫০০ টাকা

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষণক্রমে নাম পাঠাবার প্রোফর্মা

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE UNION

4, Gangadharbabu Lane, Calcutta - 700 012

Name of the candidate (in block letters)

(a) Present Address

Permanent Address*

3. Age/Date of birth
4. Academic Qualification
5. Training in co-operation, if any
6. Name & Address of the Society to which the candidate is attached
   (a) Designation —
   (b) Experience —

   Where the Society has any dues payable to C. E Fund in terms of Audited Balance Sheet of the society.
8. Name of the Centre in which admission is sought
9. Whether undergone any Leadership Development Course (in the State/outside the State). If the answer is yes, kindly mention the name of Centre, year and period of undergoing the course.
10. Whether the candidature has been approved in the Board Meeting of the Society/Chairman's order under Rule 50 (enclose true copy of relevant resolution).
11. Any other information Short note on performance of the sponsoring society along with problems faced which requires discussion in the course.

I, the undersigned, declare that the above information are correct. I agree to abide by the rules of the concerned Co-operative Training Centre. I further agree to join the course, if selected.

Date :

.....

Signature of the participant

Memo No.....

Forwarded in original to the Principal, C.T.C. ..... for information and necessary action. Candidates may be admitted in the Leadership Development Course commencing at his Centre from ..... Concerned candidate may be informed directly from his end well ahead of commencement of the course with an intimation to this office.

Signature of the Secretary / Chief Executive Officer of the
Sponsoring Society / Dist. Co-op.Union

।।নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষণক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আমরা যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি।।

আমাদের শিক্ষণ কার্যক্রমের সমস্ত পরিবেশকে আকর্ষক, উদ্দেশ্যসাধক ও ফলপ্রসূ করার জন্য এটি সাধারণত আবশ্যিক। যে সুযোগ সুবিধা এখানে পাওয়া যায় তা হলো —

- উত্তরপাড়া, বড়ুপুল, রাড়ুগ্রাম, ইলামবাজার ও জলপাইগুড়ি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদানকারীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ২৫ টাকা হারে ভাতা দান। জলিম্পং শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য এই হার মাথাপিছু দৈনিক ৩০ টাকা।
- বিনা খরচে বাসস্থান ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা।
- খাট, টেবিল, চেয়ার ও বিছানা সমেত সাজান ঘর।
- সুসজ্জিত রন্ধনশালা ও ভোজনকক্ষ এবং হস্টেল থেকে বিনা খরচে পরিবেশ (খাবার খরচ অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব এবং এ বিষয়ে অগ্রিম যাবতীয় অর্থ অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবার পর হস্টেলের দপ্তরিতে থাকা অধ্যাপকের কাছে জমা দিতে হয়)।
- শিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন সুসজ্জিত পাঠাগার।
- অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াতের ব্যয়ভাতা নিম্নবর্ণিতভাবে দেওয়া হয় :-
  (ক) যাতায়াতের ২য় শ্রেণীর প্রকৃত রেল/বাস ভাড়া

  এছাড়া- ● খরচা দিয়ে টেলিফোনের ব্যবহার,
  ● ঘরে বসে খেলার সুযোগ, এবং
  ● শিক্ষা-ব্যয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অংশগ্রহণকারীদের নাম পাঠানো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে 'সেটার ফি' জমা দিতে হয়। এই ফি অংশগ্রহণকারী শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবার পর কিংবা শিক্ষাক্রম চলাকালীন যে কোন দিন জমা দিতে পারেন। সাধারণত একটি সমিতি একজনের নাম পাঠাতে পারেন।

শিক্ষাক্রমে যোগদানের জন্য অন্য কোন ফি বা ডোনেশন নেই।

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রমে পছন্দমত যে-কোন শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করা যায়। তবে সেই অঞ্চলের সন্নিহিত শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো চাই।।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৪৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯০১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের পরিধির সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হ্যাঁ, বেঙ্গলি বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.
Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :
- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

- ভাণ্ডার প্রতি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
- ভাণ্ডারে সমবায়মূলক লেখা পাঠাতে আগ্রহী লেখকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
- খবরের সাথে রঙিন ছবি পাঠাবেন না।
- লেখা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা টাইপ করে এক পৃষ্ঠায় লিখে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠান।
- অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।
- গ্রাম বাংলার সমবায় সমিতিসমূহের খবরাখবর পাঠান।
- ভাণ্ডার বিক্রয়ের জন্য আকর্ষণীয় শর্তে এজেন্ট হওয়ার জন্য সম্পাদকের নিকট লিখুন।

- সমবায় শিক্ষা তহবিলের পরিচালনা ও তদারকী রাজ্য সরকারের সমবায়বন্ধুক কর্তৃক গঠিত কমিটির উপর ন্যস্ত ;
- সমবায় শিক্ষা তহবিলের সাহায্যে সমবায় জনশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার এবং সমবায় আন্দোলনের বিকাশমুখী অন্যান্য পরিকল্পনা ও কর্মসূচি রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে;
- সমবায় আইনে প্রতিটি সমিতির বার্ষিক লাভের ৫ শতাংশ হার সর্বোচ্চ সীমা ৭৫০০ টাকা সমবায় তহবিলে প্রদেয়;
- যে সকল সমিতি তাঁদের প্রদেয় অর্থ নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের জানাই উষ্ণ অভিনন্দন, আর যারা দিচ্ছেন না তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন অবিলম্বে তাঁদের দেয় অর্থ সমবায় শিক্ষা তহবিলে জমা দেন ;
- মনে রাখবেন 'সমবায় শিক্ষা' সমবায়ের অন্যতম মূল নীতি। যাঁরা এই খাতে প্রদেয় টাকা দিচ্ছেন না অথচ দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাঁরা এই নীতি লঙ্ঘন করছেন;
- অতএব সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে আপনার সমিতির দেয় সমাংশ সমবায় শিক্ষা তহবিল খাতে এখনই রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে জমা দিন।

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রকাশিত বই

	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী (৩য় সংস্করণ)	অসীম রায়	১০০.০০
২।	সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (২য় সংস্করণ)	হৃষিকেশ লাহিড়ি ও অরুণ চক্রবর্তী	২০.০০
৩।	ঋণ-প্রদান সমবায়ের নানা দিক	মণিকা পালিত	১২.০০
৪।	সমবায় বিষয়ক বিবিধ কমিটি	অসীম রায়	৫০.০০
৫।	পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ও প্রয়োগ বিধি (২য় সংস্করণ)	অমিয় মজুমদার ও সুনীল মিত্র	১০.০০
৬।	রি-অর্গানাইজেশন অফ রুরাল ক্রেডিট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল	ডঃ ডি ডি রায়	৫৫.০০
৭।	পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন (১৯৮৩) প্রসঙ্গে		৬.০০
৮।	মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সমবায়	নির্মল বসু	০.৭৫
৯।	সমবায় আবাসন	অমিয় মজুমদার	১০.০০
১০।	সমবায়ে মহিলা	—	১.৫০
১১।	সোসাইটি সহায়ক	উষা প্রোডাক্ট	৮.৫০
১২।	ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাপেক্স স্টেট কো-অপারেটিভ ল (নিঃশেষিত)	অমিয় মজুমদার ও সত্য ব্যানার্জি	
১৩।	সমবায় ও পরিকল্পিত উন্নয়ন (২য় সংস্করণ) (নিঃশেষিত)	অসীম রায়	
১৪।	অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট (নিঃশেষিত)		
১৫।	অ্যান অ্যাপ্রেইজাল অফ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি রুলস (নিঃশেষিত)		
১৬।	সমবায় সমিতি নিরীক্ষণ পদ্ধতি (নিঃশেষিত)	রতন সুরধর ও রূপনারায়ণ সাউ	
১৭।	১৯৮৩ সালের সমবায় আইনের সর্বশেষ সংশোধনী (নিঃশেষিত)		
১৮।	বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের বাই-লজ (উপ-বিধি) ও ওই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য		প্রতি কপি

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সিটি অফিস কাউন্টারে প্রতি কাজের দিন ৫টা পর্যন্ত বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সমবায় সমাচার

সপ্তম বার্ষিক সান্ধ্যকালীন সপ্তাহব্যাপী সমবায় নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি

গত ২৬ অক্টোবর ১৯৯৫ থেকে ১লা নভেম্বর '৯৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ঘরে ৮বি, আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা- ১-তে সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৭-৩০ টা পর্যন্ত সপ্তম বার্ষিক সান্ধ্যকালীন সপ্তাহব্যাপী সমবায় নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। শনিবার বেলা ২-৩০ মিনিট থেকে ৫-৩৫ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এই শিক্ষাক্রম কর্মসূচি উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষা তহবিল এই শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থার বহন করেন। ১৭টি সোসাইটি থেকে ক্রেতা সমবায়ের ৭ জন, আবাসন সমবায়ের একজন মহিলা সমবায়ের একজন ও ক্রেডিট সমবায়ের ২৫ জন, মোট ৩৪ জন সমবায়ী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন যদিও ৪২ জন শিক্ষার্থী এই কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করেন। নেতৃত্বের সংজ্ঞা,গুণ ও কর্তব্য বিষয়ক পাঠ্যসূচি নিয়ে শিক্ষাক্রমের সূচনা হয় এবং বক্তব্য রাখেন সুনীলকুমার ঘোষ। হাউসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি নিবন্ধিকরণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সমবায় উপ-নিবন্ধক অর্জুন মণ্ডল এবং বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি পরিচালনায় সমবায় নীতি প্রয়োগের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায়। মহিলা সমবায়ের উপর ও নাবার্ড বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সমবায়ের প্রকাশনা আধিকারিক দীপালি ঘোষ। সঞ্চয় সঞ্চয় ও ব্যবহারের উপর বক্তব্য রাখেন পি কে পাত্র। জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জোলানাথ দত্ত। ঋণ প্রস্তাব, প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি ও এস এস আই রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মিহির বসু। সমবায় পরিচালনায় কম্পিউটার প্রয়োগ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কল্যাণ দাস। কর্মচারী ভবিষ্যৎ সমিতির উদ্দেশ্য ও তার বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর বক্তব্য রাখেন নন্দ গোস্বামী। ক্রেতা সমবায়ে ঋণ সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পি কে পাত্র ও সুধাংশুকুমার বাগচী। নতুন অর্থনীতির পাশাপাশি সমবায়ের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অসীম রায়। সমবায় সমিতির হিসাবপত্র রাখা ও পরিচালকমণ্ডলীর ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এস ভট্টাচার্য সমবায় নিরীক্ষক, কলিকাতা। সমবায় সমিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অনিলকুমার বসু, সমবায় সহ-নিবন্ধক, কলিকাতা। কস্ট অডিট ও পারফরমেন্স বাজেটের উপর বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন ঘোষ। লাভজনক প্রকল্প ও ঋণ গঠনের উপর বক্তব্য রাখে পি দত্ত। অডিট-এর গুরুত্ব ও ধারণা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন শিশির সেন। পরিচালনা নীতি, পরিচালনা কৌশল ও মানব সম্পদের উন্নতি ও বিকাশের উপর বক্তব্য রাখেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক কমল ঘোষ।

১লা নভেম্বর '৯৫ রাত ৮ টায় শিক্ষাক্রমের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মইনুল হাসান। তিনি শিক্ষার্থিদের পুষ্প ও প্রশংসিকা প্রদান করেন। সভা পরিচালনা করেন কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি নিরুপম চক্রবর্তী। কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক শ্যামাপদ ঘোষ সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্যকালীন নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ৪ঠা নভেম্বর '৯৫ রবিবার সকাল ৮টায় কর্মসূচির নেতৃত্বে শ্রীরামপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থিরা স্টাডি ট্যুরের জন্য রওনা হন অধিক রাত্রিতে শিক্ষার্থিরা ফেরেন এবং স্টাডি ট্যুর খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। স্টাডি ট্যুরের খরচ বহন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। সমগ্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং এর ধারা অব্যাহত রাখা সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে আশু কর্তব্য।

☐ জোলানাথ দত্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সমবায় সপ্তাহ

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও জেলার সমবায় ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরের সমবায় সমিতির সহযোগিতায় ও ব্যবস্থাপনায় সমবায় সপ্তাহ পালিত হয়েছে।

১৪ নভেম্বর সমবায় মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন দিবসকে কেন্দ্র করে বিপুল উৎসাহে জেলা সমবায় ইউনিয়নের কার্যালয়ে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সাথে যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের তরফ থেকে সমবায়ের সাত রঙা পতাকা উত্তোলন করে সমবায় সপ্তাহের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অনিল অধিকারী। পরে সবাই মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

১৫ নভেম্বর সমবায় দক্ষতা দিবস অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয় বেহালা হোসিয়ারি কর্মচিউমার্স কো-অপঃ সোসাইটিতে।

১৬ নভেম্বর সমবায় বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ এবং উপভোক্তা দিবসটি জেলার বাসন্তী ব্লকে অবস্থিত বক্ষিম মন্দিরিয় বহুমুখি এস কে ইউ এস এ বাসন্তী কৃষি সমবায় বিপণন সমিতির সাথে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, অমলকুমার চ্যাটার্জি এ আর সি এস দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

১৭ নভেম্বর চতুর্থ দিবসটি পালিত হয় কুলতলী ব্লকে অবস্থিত আলাবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। আলোচনার বিষয়বস্তু

ছিল সমবায় ঋণ সভা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালক মানিক নস্কর, কুলতলী ব্লকের বি ডি ও প্রমুখ।

১৮ নভেম্বর সমবায় পরিষেবা ও সমবায় আবাসন দিবসকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানায় বিষ্ণুপুর ব্লকে অবস্থিত কল্পিংটি হাস কো-অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির অফিস গৃহে একটি আলোচনা সভা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ, জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অনিল অধিকারী ও সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক।

১৯ নভেম্বর অলিপুর সার্কেলে অবস্থিত দক্ষিণ সহরতলী মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায়। মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবসকে কেন্দ্র করে এক আলোচনা সভা এ সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বিদ্যুৎকুমার সেনগুপ্ত, সমিতির সভানেত্রী তাপসী পাল, রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মহিলা শিক্ষা নিয়ামিকা কৃষ্ণা কর ও সরলা কনস্ট্রাকশনস কো-অপঃ স্টোরস্-এর প্রাক্তন সম্পাদক পুলক সেন রায় প্রমুখ।

২০ নভেম্বর বজবজ মিউনিসিপাল এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় বজবজ মিউনিসিপাল টাউন হলে 'সমবায় নেতৃত্ব দিবস' টি পালিত হয়।

পরিচালকমণ্ডলীর ক্লাস

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে জেলার সহনিয়ামকের অফিসের সহযোগিতায় গত ২২ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর এই তিন দিন ব্যাপি এক পরিচালকমন্ডলীর ক্লাস পার্ভেনচিফ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে অলিপুর সার্কেল ও মহেশতলা ব্লকের ১১টি কর্মচারী ঋণদান সমিতির মোট ৩২ জন পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসটির উদ্বোধন করে জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অনিল অধিকারী।

এই ক্লাসে সমবায় আইন ও বিধি, কর্মচারী ঋণদান সমিতির বিভিন্ন কার্যকলাপ যার মধ্যে ছিল আদায়ের সঞ্চয় ও ঋণ বন্টন, সমিতির উপবিধি সংশোধন, পরিচালকমন্ডলীর গুরুত্ব, সমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য, লভ্যাংশ বন্টন, উন্নয়ন পরিকল্পনা, অ্যাকাউন্টস্ ও সমিতির খাতাপত্র লিখন, রক্ষণাবেক্ষণ, অডিট, সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, পরিচালক পর্ষদ গঠন পরিচালকমন্ডলীর সভা সমিতির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জেলা সমবায় ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ ও ইউনিয়নের কার্যকলাপ, সমবায় শিক্ষা প্রচার ও ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সমবায় উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচিত হয়।

আলোচনার বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পারদর্শী বক্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা হলেন প্রবীরকুমার পাত্র, ডি আর সি এস ও সমবায় শিক্ষা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন; অমলকুমার চ্যাটার্জি, অনিল অধিকারী, ক্ষীতীন মন্ডল, প্রবাসর তলাই ও নীহার ঘোষ প্রমুখ।

ক্লাসের শেষ দিনে শিক্ষার্থিদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগ জেলার সহ-নিয়ামক সযত্নে সহকারে শোনেন এবং তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ দেন। সহনিয়ামক ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং ক্লাসগুলি পরিচালনা করেন শিক্ষা নির্দেশক।

☐ শুভেন্দ্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান-১ এ সমবায় সপ্তাহ

১৪ নভেম্বর'১৫ বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে ব্লক-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অমল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায় সপ্তাহে পতাকা উত্তোলনের দ্বারা সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির সূচনা করেন। এই উপলক্ষে টাউন হলে "সমবায় মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ণ দিবস" উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভাষণ দেন বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিখিলানন্দ সর। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি, বর্ধমান ব্লক -১ সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সমবায় সহ-নিয়ামক ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, উপনিয়ামক দিবাকর দাস, ব্লক-১ সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক নবকুমার ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এরপরে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন নিখিলানন্দ সর। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫৪ জন ব্যক্তি রক্তদান করে সমবায় আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন জনগণের মধ্যে। বর্ধমান ইন্ডিনিয়ার্স কো-অপঃ অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে রক্তদাতাদেরকে পুষ্প স্তবক ও একটি করে মানিব্যাগ প্রদান করেন। ১৫ নভেম্বর 'সমবায় দক্ষতা দিবস' উদ্‌যাপিত হয় নবগ্রাম ইউনিয়ন কো-অপঃ এগ্রি ক্রেডিট সোসাইটি প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ব্লক-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি, সহ-সভাপতি বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, সহ-নিয়ামক বর্ধমান ব্লক-১ এবং প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোঙার।

১৬ নভেম্বর - সমবায় বিপণন, প্রচার ও ভোক্তা দিবস উদ্‌যাপিত হয় ওসকরা থানা কো-অপঃ মার্কেটিং সমিতি এবং গলসী - ব্লকের মসজিদপুর ইউ সি এ সি এস লিঃ এর অফিস সংলগ্ন প্রাঙ্গণে।

ওসকরা মার্কেট সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি প্রীতম মালিক, বিধায়ক ; সৈয়দ মহঃ মুসীহ, শামসুল আলম, সভাপতি, আউসগ্রাম ১ নং পঞ্চায়েত সমিতি ; বর্ধমান ব্লক-১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নিখিলানন্দ সর, সভাধিপতি, বর্ধমান জেলা পরিষদ এবং গলসীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান ব্লক- ১ ইউনিয়নের সভাপতি, উপনিয়ামক ইদ্রিস মন্ডল, বিধায়ক প্রমুখ।

১৭ নভেম্বর 'সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস' পালিত হয় সহচুই এস কে ইউ এস লিঃ এর ময়দান প্রাঙ্গণে।

১৮ নভেম্বর — 'সমবায় পরিষেবা ও সমবায় আবাসন দিবস' উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মিগণের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে।

১৯ নভেম্বর '১৫ — 'মহিলা, যুব ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমান ব্লক- ১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের অফিস গৃহে।

২০শে নভেম্বর '১৫ — 'সমবায় নেতৃত্ব

বিকাশ' উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমান জেলা ১ জেলা সমবায় ইউনিয়নের অধিভূক্ত সমিতি বহরমপুর মিলন সংঘ এর কে ইউ এর এ।

☐ তপন মুখার্জি

ইন হাউস- লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স

২৪ নভেম্বর '৯৫ — বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে ইন-হাউস লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট কোর্স হয়। অংশগ্রহণ করেন বর্ধমান পৌর এলাকার ১৩ টি কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলীর ৪৭ জন সদস্য।

এই কোর্সের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং সমবায় উন্নয়ন তহবিল কমিটির সভাপতি তথা জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সুনীল-কুমার ঘোষ।

৯ পাঁচদিনের এই শিক্ষা শিবিরে যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই শিক্ষা শিবিরটি শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টি লাভ করে, তাঁরা হলেন- হেমন্ত রায়, অমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জি, দিবাকর দাস, ভবানীপ্রসাদ ঘোষ, নবকুমার ঘোষ, সেখ কাশেম আলী, শিবরাম নোহন্ত। শিক্ষা শিবিরের প্রধান কোর্স কোঅর্ডিনেটর-এর দায়িত্বে ছিলেন তুলসী প্রসাদ মুখার্জি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সচিব, রাজ্য কমিটি।

☐ তপন মুখার্জি

নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরআওতায় সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলী

গত ১৪ থেকে ২৮ অক্টোবর এবং ৭ থেকে ৯ নভেম্বর পর পর তিনটি সমবায় সমিতির পরিচালক ও ম্যানেজারদের নিয়ে তিনটি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ি চম্পাসারী অঞ্চলে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এলাকার তিনটি ল্যাম্পস সমিতির পরিচালক ও ম্যানেজার উপস্থিত হয়েছিল। শিবিরে সমবায় সমিতিগুলির প্রশাসনিক পদ্ধতি, সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। সমিতিগুলি কি ভাবে আরও ভালোভাবে পরিচালনা করলে ও পরিচালকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলে। সমবায় আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে পরিচালকগণ তাঁদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং বহু অজানা তথ্য জানতে পারেন। শিক্ষণ শিবিরের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য-নির্বাহী আধিকারিক মানসকুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলের সহ নিবন্ধিকৃতিক বাসুদেব মুখার্জি, পীযূষ মোহান্ত ও শিলিগুড়ির তপশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ আধিকারিক। শ্রী রায় পরিচালকবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে ল্যাম্পস্ সমিতিগুলি আরও সঠিক পরিচালনার মধ্য দিয়ে কি ভাবে লাভজনক হয়ে উঠতে পারে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমিতিগুলি কিভাবে আরও নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারে তার পথ বাতলে দেন। শ্রী মুখার্জি ও তপশিলি জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ আধিকারিক এই দীর্ঘ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ও সমবায় সমিতিগুলি যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার পরামর্শ দেন। সিধু-কানু-বিরসা ল্যাম্পসের সভাপতি কার্তিক মুর্মু ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক বাইদু হেমব্রম তাঁদের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ল্যাম্পস পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। এই শিক্ষণ শিবিরে সমবায় আইনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক শিলিগুড়ির একটি অংশগ্রহণের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রও সমবায় সমিতি বিভিন্ন পরিদর্শন করেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠান আকাশবাণী শিলিগুড়ির কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়। এই শিক্ষণ শিবিরে ২১ জন পরিচালকের মধ্যে মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২য় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বাগডোগরা বড়বাড়ি ও সেবক এলাকার তিনটি এমপ্লয়িজ কো- অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালক ও কর্মিদের নিয়ে বাগডোগরা 'চিত্তরঞ্জন হলের সেকেন্ডারি স্কুলে. তিনটি সমবায় সমিতি থেকে মোট ১৭ জন পরিচালক ও ১ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সহ-নিবন্ধিকৃতিকরিক। প্রশিক্ষণ সূচির বক্তি দিন খুলোতে সমবায় আইনের নানা দিক ও আইনের ব্যবহার, হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরিচালকদের অনেকেই এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন যে এই অল্প সময়ে কোন বিশেষ সমিতির জন্য কর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা খুবই অসুবিধাজনক। এর চাইতে পূর্বের পরিকল্পনা অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল, যাতে সমিতির কাজকর্ম নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার সুযোগ ছিল।

৩য় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলার রাজাভাত খাওয়ার ঘটিয়া কলি মেয়ে শুভম্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ-এ। এই কর্মসূচিতে এলাকার ৫ টি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মোট ৪৪ জন সদস্যের ভেতর ৩১ জন পরিচালক ও ৫ জন ম্যানেজার উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ সূচির বিভিন্ন দিনে সমবায় আইন, ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি, হিসাব নিরীক্ষা ও সমবায় সমিতিগুলোর বিশেষ অসুবিধা ও পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী মোহে সাদসুল হক, জলপাইগুড়ি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি স্বপ্ন-মেরাদি ঋণ নিয়ে আলোচনা করেন। সমাপ্তি দিনে প্রতিটি সমবায় সমিতির একজন করে পরিচালক তাদের বক্তব্য বলেন সমবায় সমিতিগুলি যাতে আরও বেশি কার্যকর করতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হবেন। সব অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক।

☐ উত্তম ভৌমিক

সমবায় সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়ন

"সমবায় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ দিবস" - ১৪ নভেম্বর '৯৫ মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায়

ইউনিয়নে উদযাপিত হয়। ৪২টি প্রথীণ ছাত্রিয়ে সমবায় আন্দোলনকে স্বাগত জানান নবারুন দেবার কো- অপারেটিভ্ সোসাইটির সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির ও উপস্থিত অন্যান্য সমবায়ীগণ। জেলা সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক অক্ষয়কুমার মজুমদার মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমবায় আন্দোলনের কথা, সমবায় নীতির কথা, সমবায় মূল্যবোধের কথা এবং জেলার মধ্যে সমবায় প্রচার ও প্রসার নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

"সমবায় দক্ষতা দিবস" - ১৫ নভেম্বর ১৪ বহরমপুর সি এ ডি সি এফ এস সি এস-এর এলাকাভুক্ত বোয়ালদি গ্রাম পঞ্চায়েতে পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি।

১৬ নভেম্বর - "সমবায় বিপণন প্রকরণ এবং উপভোক্তা দিবস" — বহরমপুর থানা কো-অপারেটিভ্ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটিতে উদ্‌যাপিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সমরেশ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের নির্বাহী আধিকারিক অক্ষয়কুমার মজুমদার। ইউনিয়নের সভাপতি সমবায় বিপণনের কর্মধারা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সমবায় বিপণনের মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করা হয়। এই দ্রব্য সামগ্রী যদি আমরা প্রতিটি ঘরে ঘরে সমবায়ের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে গ্রাম বাংলার মানুষ আরও উপকৃত হবে। সঠিক দ্রব্য সঠিক মূল্যে দেওয়ার জন্য সমবায় বিপণন সর্বদা মানুষের সেবা করে থাকে।

১৭ নভেম্বর — সমবায় কৃষি সঞ্চয় এবং গ্রামীণ উন্নয়ন দিবসটি মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে সারা জেলায় প্রাথমিক কৃষিঋণ সমবায় সমিতিতে পালিত হয়। পদযাত্রা, মিছিল, ইত্যাদির সহযোগে দিনটি পালন করে।

১৮ নভেম্বর — সমবায় আবাসন ও পরিষেবা দিবসটি পালিত হয় ভাগীরথী যুক্ত সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে কেলভাবা চিলিং প্ল্যান্টের প্রাঙ্গণে। জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্যগণ ও পরিচালকমন্ডলী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯ নভেম্বর "মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণী" - দিনটি মুর্শিদাবাদ আরবান মহিলা সমবায় সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমিতির সভানেত্রী শিক্ষা সহকার সভায় পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জেলার সহ-নিয়ামক রক্ষাকর দাস। সভাপতি মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়ন, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং অশোককুমার হোড়, এরিয়া ম্যানেজার, ন্যাবার্ড প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

"সমবায় নেতৃত্ব দিবস" — ২০ নভেম্বর - মুর্শিদাবাদ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও মুর্শিদাবাদ হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ হোলসেল কনজুমার্স সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সমরেশ দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন জেলার সহ-নিয়ামক রক্ষাকর দাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ন্যাবার্ডের এরিয়া ম্যানেজার অশোককুমার হোড় এবং মুর্শিদাবাদ কৃষি ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ইমানুদ্দিন। এছাড়াও জেলার বিশিষ্ট সমবায়ী ও সমবায় কর্মিবৃন্দ উপস্থিত থাকেন।

পরিশেষে জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি বলেন, সমবায় নেতৃত্বের সামগ্রিক উন্নতি বিকাশ ঘটাতে হলে সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। তাই সকলের উচিত সঠিক নেতৃত্বের সাহায্যে সমবায় আন্দোলনকে আরও সুদৃঢ় করা।

☐ অসীমকৃষ্ণ চক্রবর্তী

বর্ধমান — ২ সমবায় সপ্তাহ

১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ৪২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌যাপিত হয়। বর্ধমান রেঞ্জ -২ জেলা সমবায় ইউনিয়ন এ বিষয়ে বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

সপ্তাহের প্রথম দিনটি ইউনিয়নের মোট হাটহিত নিজস্ব ভবনে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন সমিতির বোর্ডের সদস্যসহ সাধারণ সদস্য ও কর্মচারিগণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সমবায়ের পতাকা উত্তোলন করে সমবায় সপ্তাহের সূচনা করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক প্রবীন নেতা কৃষ্ণকান্ত দত্ত। সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং মহিলা নেত্রী মাধবী দাসের নেতৃত্বে একটি পদযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রছাত্রী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিষয় ছিল 'সামাজিক উন্নয়নে সমবায় ও যুব সমাজ'। প্রতিযোগিদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন কাটোয়া কলেজের অধ্যাপকদ্বয় অরুণ ব্যানার্জি ও দিলীপকুমার সাহা। এবং উপস্থাপনিক রেবতীরঞ্জন বিশ্বাস। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হন কাটোয়া কালীরামবাস বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণীর ছাত্র অংশুমান ঘে এবং দ্বিতীয় হন কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কনকী মহান্ত এবং কালীরাম দাস বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণীর ছাত্র অনন্ত দত্ত।

এই সভায় ১৯৯৪ সালে রাজ্যস্তরের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ১ম স্থানাধিকারী তথা ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থানাধিকারী কৌশিক দত্ত প্রানাণিককে বর্ধমান রেঞ্জ-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত করা হয়।

সমবায় দক্ষতা দিবস কেতুগ্রাম ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে উদ্‌যাপিত হয়।

১৬ নভেম্বর "সমবায় বিপণন, প্রকরণ এবং উপভোক্তা দিবস" পূর্বস্থলী ১ নং ব্লক আহান নগর আদর্শ তাঁত শ্রমিক সমবায় সমিতি প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন চিত্ত রাজবংশি। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মন্টু কর্মকার।

১৭ নভেম্বর সমবায় সপ্তাহের চতুর্থ দিনটি বিশিষ্ট সমবায়ী মানবেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পৌরোহিত্যে মন্তেশ্বর ব্লকের ঘুসঘোরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি চত্বরে উদ্‌যাপিত হয়। "সমবায় ঋণ, সঞ্চয় ও গ্রামীণ উন্নয়ন" শীর্ষক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে স্থানীয় বিধায়ক আবু আরেশ মন্ডল বলেন, পরিব মানুষের স্বার্থে সমবায় আন্দোলনকে কাজে

জানাতে হবে। সমিতির সভাপতি উৎপল মিত্র ওঁর সমিতির অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরেন।

১৮ নভেম্বর "সমবায় পরিষেবা ও সমবায় আবাসন দিবস" ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল বারার পৌরোহিত্যে নবলকোট থানা সমবায় কৃষি বিপণন সমিতি প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয় এবং ঐদিন একই সময়ে বিশিষ্ট সমবায়ী পরমেশাধিপ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে কাটোয়া কালনা সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কালনা ব্রাঞ্চেও উদ্‌যাপিত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রেঞ্জের সহনিয়ামক বৃন্দাবন ভট্টাচার্য।

১৯শে নভেম্বর "মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস" কালনা ব্লক সমবায় কৃষি বিপণন সমিতিতে উদ্‌যাপিত হয়। পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুধীরকুমার ঘটক।

২০ নভেম্বর "সমবায় নেতৃত্ব দিবস" রূপে সহ নিয়ামকের অফিস চত্বরে বর্ধমান রেঞ্জ-২ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এবং রেঞ্জ-২ সমবায় পৌরোহিত্যে উদ্‌যাপিত হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য ২০শে নভেম্বর '৯৫, সমবায় সপ্তাহের শেষ দিনটি পৃথকভাবে কাটোয়া-কালনা সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক তার নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে অতি মর্যাদার সঙ্গে 'নেতৃত্বদিবস' রূপে পালন করে। উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী কর্মকার, প্রাক্তন বিধায়ক হরনাথ সিংহ, কাটোয়া এস ডি ও -র পক্ষে সুরজিৎ রায়চৌধুরী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (কাটোয়া), সহ নিয়ামক বৃন্দাবন ভট্টাচার্য। কর্মচারিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষ্ণদাস ব্যানার্জি ও কৃষ্ণকুমার দে।

☐ প্রবীর দাস

সমবায় সপ্তাহে মেদিনীপুর

চন্দ্রকোনা রোড (মেদিনীপুর) ঃ-সমবায় সপ্তাহের প্রথম দিনটি "সমবায় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ দিবস" হিসাবে প্রতিপালিত হ'ল মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ৩ নং ব্লকের অন্তর্গত কুলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে। সভার প্রারম্ভে সমবায় পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার বিশিষ্ট সমবায়ী ও গড়বেতা দক্ষিণ-চক্র প্রাইমারি টিচার্স কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সদস্য রতনকান্ত ভাণ্ডারী। সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের বিষয়গুলি আলোচিত হয়। এলাকার সমবায় পরিদর্শক অসিতকুমার ঘোষও সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

২০ জন অনগ্রসর মহিলাদের দুটি দলে বিভক্ত করে তাঁদের গৃহীত দুটির শিল্প-গুলির(বাবুই দড়ি, বুড়ি তৈরি ইত্যাদি) উন্নয়নের লক্ষ্যে স্টেক হেল্প ফিনে আনার জন্য নেওয়া হয় এবং পাশ বই দেওয়া হয়। এই উদ্যোগে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও দরিদ্র শিল্পীগণ উৎসাহিত হন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আরও কয়েকটি গোষ্ঠি এগিয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সমিতির ম্যানেজার কৃষ্ণপদ ব্যানার্জির উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে দিনটি সার্থকতার সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

☐ অসিতকুমার ঘোষ

বালিতে সমবায় সপ্তাহ

৪২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ১৯ নভেম্বর '৯৫ রবীন্দ্রভবনে এক সভার আয়োজন করেছিলেন। ঐ সভায় বালি অঞ্চলের অতীত ও বর্তমানের বহু বিশিষ্ট সমবায়ীগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও শিল্প পুনর্গঠন মন্ত্রী পণ্ডিত পাবন পাঠক, পৌরসভার পৌরপ্রধান গোপীবল্লভ ভাদুড়ী, বিধায়ক পঙ্কনিধি ধর, নিখিলবঙ্গ সমবায় কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তপন বোস প্রমুখ। সভার মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক অসীম রায়। ঐ সভায় বক্তাগণ বর্তমান উদার অর্থনীতির পরিবর্তনে সমবায় আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত হবে তার উপর আলোচনা করেন। শ্রীরায় ভারতের নয়া অর্থনীতি এবং মহানতি লেনিনের নয়া অর্থনীতির সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন, তার এই বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতায় উপস্থিত সকলেই সমৃদ্ধ হয়েছেন। ঐ সভায় বালি ব্যাঙ্ক এলাকার সমস্ত স্কুলের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং পুরস্কৃত করা হয়। সভাতে ব্যাংকের প্রবীণা সদস্যা নিশালী গোস্বামী ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবাকে উন্নততর করার উদ্দেশ্যে একজালীন ৪০,০০০ টাকা দান বাবদ ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ সুধীর ব্যানার্জির হাতে তুলে দেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি দেবকুমার বোস মাননীয় মন্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য ২০০১ টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাংকের প্রাক্তন সভাপতি প্রবীন সমবায়ী বিমলরঞ্জন ঘোষ।

☐ সুধীরকুমার ব্যানার্জি

সমবায় ঋণ ও গ্রামীন উন্নয়ন দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাবড়া থানার হাটপুকুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে সমিতির প্রাঙ্গণে সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস পালিত হয়। ওই দিন যে সমস্ত সদস্য সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সময়মত পরিশোধ করেছেন, তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বেঁধে সুদের অনুদান বন্টন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিতোষ সরকার। প্রধান অতিথি ছিলেন অশোকনগর কেন্দ্রের বিধায়ক নন্দী কর, সমবায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। সমিতির ম্যানেজার বিদ্যুৎকুমার মুখার্জি উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে সমবায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদারনীতি ও মুক্ত বাজার নীতি গ্রহণ করার ফলে ভারতের সমবায়গুলির যে ভয়াবহ অবস্থা হবে তার জন্য প্রতিবাদ জানিয়ে এবং দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমিতির

সভাপতি, সম্পাদক সলিলকুমার মুখার্জি, ম্যানেজার প্রমুখ। সমিতির সদস্য সংখ্যা বেশি বিধায়ক মহাশয়কে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, অকালবৃষ্টির জন্য চাষিদের ৯০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়েছে, তার জন্য শস্য বিমা থেকে যাতে কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শ্রীঘোষের অনুরোধে বিধায়ক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে আশ্বাস দেন। ওই দিন বিধায়ক শ্রীকর ৮৫ জন সদস্যকে ১৮ হাজার ৭ শত টাকা ঋণের অনুদান বন্টন করেন। সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০১ টাকা বিধায়কের হাতে তুলে দেন। নিখিল ভারত ৪২তম সমবায় সপ্তাহ উ পলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাঁকুড়ায় সমবায় সপ্তাহ

বাঁকুড়ায় সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয় বাঁকুড়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সভাধিপতি জ্ঞান-শংকর মিত্র। এ উপলক্ষে জেলার বিশিষ্ট সমবায়ীবৃন্দ, সহকারী নিবন্ধক, বিশিষ্ট কর্মিবৃন্দ অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনাচক্রে বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

জেলার ছাতনা ব্লকের ক্ষীরসোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এদিনের "সমবায় মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ দিবস"টি উদ্‌যাপন করেন। এখানে পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত। ইউ-নিয়নের পরিচালক ও বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্সের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার উপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বক্তাগণ দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

১৫ নভেম্বর "সমবায় দক্ষতা দিবস" উদ্‌যাপিত হয় বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। হোলসেলের সভাপতি বীরেন্দ্রকুমার উপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক আলোচনাচক্রে প্রবীণ সমবায়ী চিত্ত মিত্র কর্মচারিদের ও নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার গুরুত্ব দেন। অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক (স্যাপ-১) শ্যামল ঘটক বলেন সমবায়ের অনুষ্ঠানগুলোতে মানুষের আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে। এর কারণ আছে। মধ্যে বাউরী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ার কথা বলেন। অনেক গ্রাম এই দিনটি হোলসেলে পালন করার জন্য ইউনিয়নকে ক্যাবাস দেন।

১৬ নভেম্বর সমবায় বিপণন প্রকাশন ও উপভোক্তা দিবস উদ্‌যাপিত হয় পাত্রসায়রের ঘনা সমবায় বিপণন সমিতির স্বাবস্থাপনায়। বক্তাগণ তাঁদের বক্তব্যে সমবায় বিপণন গঠনের ইতিহাস বলেন। এই মার্কেটিং সমিতি যে কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করছে তার উল্লেখ করেন।

১৭ নভেম্বর সমবায় কল, সভর ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস পালিত হয় বিষ্ণুপুর ব্লকে প্রত্যন্ত গ্রাম জিয়াকান্দী এল কে ইউ এসে। সমবায় সদস্যদের এক বৃহৎ সমাবেশে বক্তাগণ কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলির স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৮ নভেম্বর সমবায় পরিষেবা ও আবাসন দিবস উদ্‌যাপিত হয় কেন্দাক্লেশ্বর ও আরবন কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির উদ্যোগে বাঁকুড়া হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভাগৃহে। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সমবায়ী চিত্ত মিত্র। শুরুতে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত। বংশীধর দত্ত বলেন বেশির ভাগ সমিতি রুগ্নিলিতে হয়ে যাচ্ছে। সমিতিগুলির কাজ নিয়ে লোকের ধারণাও অস্পষ্ট। পরিচালক বহুবিহারী কর বলেন অনেক কিছুই সমবায় মাধ্যমে করা যায়। প্রচারও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। যুক্তিপ্রসূত মূবে বলেন পরিষেবামূলক সমিতিগুলির সাফল্য বেড়েছে।

মহিলা ও দুর্বলতর শ্রেণী দিবস পালিত হয় ১৯ নভেম্বর জয়পুরে বিষ্ণুপুর সাব ডিভিশনাল মহিলা বী-কিপার্স কো-অপা-রেটিভ সোসাইটিতে। জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি পালের সভাপতিত্বে এক আলোচনাচক্রে ইউনিয়ন সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত মহিলা সমিতিগুলিকে প্রতিকূলতা অতিক্রমের আহ্বান জানান।

শেষ দিন সমবায় নেতৃত্ব দিবস পালিত হয় সিমলাপাল ব্লকের সঙ্গুর ভূতলেশ্বর এল কে ইউ এসে। সমিতির সভাপতি ভবেশচন্দ্র সন্ন্যিধারীর সভাপতিত্বে এই সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ সরকারি টালবাহানায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অকৃষি ঋণদান সমিতির জন্য অত্যধিক সুদ হওয়ায় ক্ষোভ জানান।

এছাড়া এদিনের প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে। উদ্বোধনী সংগীত ও আবৃত্তির পর স্বাগত ভাষণে ব্যাঙ্কের সভাপতি অজিত গাঙ্গুলি ব্যাঙ্কের অতীত ও বর্তমান বর্ণনা করে বলেন এখন ব্যাঙ্কের আমানত ৩৬ কোটি ও দাদন ১৪ কোটি টাকা, কার্যকরী মূলধন ৫৬ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের আমানত ৮০ ভাগ জেলায় খাটে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের ব্যাঙ্কের টাকা রাখতে বলেন। এ আর সি এস ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৩৩০টি প্যাকসকেই ব্যাঙ্কিং করতে হবে বলে জানান। ইতিমধ্যে ৩৭টি কৃষি সমিতি জেলায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে।

বিধায়ক পার্থ দে বলেন এই জেলায় হোলসেল ও সি সি বি বরফে গিয়ে বেঁচে ফিরেছে। ১৮ বছরে এই জেলায় ফসল উৎপাদন ১ ওপ বেড়েছে। উদ্যোগীদের প্রয়োজনে দু'বার সুযোগ দানের কথা বলেন। জেলাশাসক পাহাড়ী রায় ব্যাঙ্কি মূলধন তৈরির আবেদন জানিয়ে বলেন জেলায় অনেক কিছু করার আছে। প্রধান বক্তা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন জেলায় একসময় ১২টি সমিতির ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। এখন আদায় ৬ থেকে বেড়ে ৭৮ শতাংশ হয়েছে। তিনি বলেন কৃষি ছাড়াও কৃষিভিত্তিক ঋণ দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ঋণের বেশির ভাগই পায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী।

সভাশেষে বিভিন্ন কৃতী প্যাকসগুলি ও তার কর্মী এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে আদায়ে কৃতিত্ব দেখানোয় পুরস্কৃত করা হয়।

☐ সন্তোষ ভট্টাচার্য

বিষ্ণুপুর সমবায়ে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

বিষ্ণুপুর কো-অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি লিমিটেডের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর অক্ষরকাস নগরে (স্থানীয় কৃষ্ণমঞ্চে) ভূদেব মঙ্গল মঞ্চে সুবর্ণ

জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমিতির প্রাঙ্গণে সমবায় পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমার পর উৎসবের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ রঞ্জিত চ্যাটার্জি। প্রথম দিনটি 'বয়স্কদের দিবস' ও দ্বিতীয় দিনটি 'সমবায় দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হয়। দু'দিনব্যাপী সেমিনার, শিল্পী সম্মেলন, শিল্পী সাক্ষাৎকার স্মৃতিচারণ, গুণীজন সম্বর্ধনা, প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে আবৃত্তি, নৃত্য, গীতিনাট্য, অভিপ্রদর্শনী, সঙ্গীত, কবিতা সম্মেলন প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

এই উৎসব কমিটির কর্মপরিষদে ছিলেন সভাপতি — অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায়, পরিবেশ ও বন দপ্তরের মন্ত্রী, কার্যকরী সভাপতি — সুধীর সেনাইত, মুখ্য-সম্পাদক — সুবল দালাল ও অশোক কর্মকার, কোষাধ্যক্ষ — শিবদাস পাল প্রমুখ।

☐ অশোক কর্মকার

উত্তর ২৪ পরগণায় সমবায় সপ্তাহ পালন

সারা ভারতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর পরগণা জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এবারের সমবায় সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।

১৪ নভেম্বরের নির্ধারিত দিনটি উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের কার্যালয়ে পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন চিত্তরঞ্জন সরকার। বক্তব্য রাখেন অনিল অধিকারী, সুভাষ রাহা প্রমুখ। সমবেত সকলে সুযোগ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক মিছিল সহকারে যোগদান করেন জলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে।

সমবায় রক্ষতা দিবসটি পালিত হয় ব্যারাকপুর সেন্ট্রাল জোন হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এ। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি এবং ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সুনীল ঘোষ। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

প্রধান অতিথি বলেন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বাঁচার হাতিয়ার হিসাবে দুটি আন্দোলনকে গড়ে তুলেছেন — শ্রমিক আন্দোলন এবং সমবায় আন্দোলন। বিদেশি শক্তির চাপে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক বিরোধী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতি — অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত উদার অর্থনীতির অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিতে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অপরিসীম গুরুত্ব ও দায়িত্বের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আন্তর্জাতিক সমবায় মহাসংঘের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে সামগ্রিক মূল্যবোধের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ফলস্বরূপ সংযোজিত হয়েছে সপ্তম নীতি "সমষ্টির জন্য ভাবনা" (Concern for Community)। ব্যারাকপুর সেন্ট্রাল জোন হোলসেল কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ-র প্রাক্তন সভাপতি সমরেন্দ্রমোহন সান্যাল বলেন সমবায় আন্দোলনকে জনমুখী করে তুলতে হলে সমবায় শিক্ষা, সমবায়ে চেতনা এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন মুক্ত অর্থনীতিতে সমবায়কে টিকে থাকতে হলে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং পেশাদারিত্ব ও দক্ষ কর্মচারির প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে উত্তর ভারতের মূল মার্কেট ও কর্মীদের সম্বন্ধে সচেতন এবং সহযোগিতার প্রয়োজন।

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অনাতম পরিচালক সুভাষ রাহা বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ওথাকথিত নয়া অর্থনীতির প্রকোপে সমবায় সমিতিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে সমবায় ব্যবস্থাকে জোরদার করতেই হবে।

সমবায় সপ্তাহের সমবায় বিপণন, প্রকরণ এবং উপভোক্তা দিবসটি পালিত হয় খড়দা কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিঃ-তে। বক্তব্য রাখেন চিত্তরঞ্জন সরকার, নৃপেশ ঘোষ প্রমুখ।

সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন দিবস বসিরহাট মহকুমার পলিলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-তে আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইব্রাহিম সরদার, কালিদাস বিশ্বাস প্রমুখ।

১৮ নভেম্বর দিনটি পালিত হয় পানিহাটি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ-তে। সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবসটি পালিত হয় বারাসাত মহিলা শিল্প সমবায় সমিতিতে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সুনীল ঘোষ, প্রভাত ভট্টাচার্য, স্বপ্না বসু ও মমতা ভট্টাচার্য। পৌরোহিত্য করেন নুপুর সান্যাল।

প্রধান অতিথি শ্রী ঘোষ বলেন মিলিত শ্রমশক্তির মধ্যে শতকরা ১৯ জন হচ্ছেন মহিলা। নয়া অর্থনীতি ও শিল্পনীতি সমবায়কে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে উন্নত ধরনের প্রযুক্তি, কাজের ধরার পরিবর্তন এবং সমবায় মানসিকতার প্রতি আস্থা স্থাপন একান্তই প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি বেশি মাত্রায় মহিলাদের আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানান।

মমতা ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা অবহেলিত এবং একঘরে হয়ে থাকেন। বেকার সমস্যা সমাধানে এবং বঞ্চনার অবসানে একমাত্র অবলম্বন সমবায়। বর্তমানে মহিলা সমবায়ের প্রসারে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

শেষ দিনটির ছড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির অধীন সমবায় সমিতিসমূহের সহযোগিতায় এবং ছড়োয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এবং ঘাসবেলান্দা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রভাত ভট্টাচার্য বিধায়ক ক্ষিতি মণ্ডল এবং ফজির আহমেদ।

বিধায়ক বলেন, সমবায়ের মাধ্যমেই গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব। সমবায়কে শুধুমাত্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করলে চলবে না, বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি সমবায় শিক্ষা ও চেতনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন পরিচালক-মণ্ডলীকে সুষ্ঠু নেতৃত্ব এবং সমবায় আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রবীন নন্দী, স্বপন রায়চৌধুরী,আবদুল লতিফ, সুবল মণ্ডল, নহর রবিউল প্রমুখ।

☐ সুভাষ চ্যাটার্জি

চিঠিপত্র বিভাগ

প্রসঙ্গ : লেখক সমবায় সমিতি / *বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু*

সমবায় আন্দোলন এখন থেমে নেই। সর্বত্র একটা গতি এসেছে। আইনে নানাতর সমবায় সমিতির কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় সমবায় কলান সমিতি, সমবায় আবাসন সমিতি, ইঞ্জিনিয়ারদের সমবায় সমিতি, কৃষি সমবায় সমিতি, শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এছাড়াও প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় কলান সমিতির কথাও আইনে বলা আছে। আইনের কোথাও 'আরবান' সমবায় সমিতি এবং লেখক সমবায় সমিতির কোন উল্লেখ নেই। বর্তমান সময়ে সকল স্তরে সমবায় সাধারণ মানুষের বাঁচার হাতিয়ার। আজকের আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় সমবায়ের একটি অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে।

আজকের দিনে এমন অনেক প্রতিভাবান অথচ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন যাঁরা নিজেদের আর্থিক দৈন্যের কারণে কোন বই-পুস্তক প্রকাশ করতে পারছেন না। লেখক-কবিরা সমবায় সমিতি গঠনের জন্য জেলা সমবায় ইউনিয়নে বাই-ল নেবার জন্য আসেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন মডেল 'বাইল' নেই। যে কারণে ২/১টি জেলা বাদে কোথাও লেখক সমবায় সমিতির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

সমবায় দপ্তরের কোন কর্তাব্যক্তি এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন না। মুখে উপদেশ দিয়ে থাকেন 'আপনারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বাই-ল তৈরি করুন, আমরা দেখে দেবো।' সময় দেবে কে? এ দায়িত্ব ইউনিয়নের।

লেখক সমবায় গড়ে তোলা কোন কঠিন কাজ নয়। তবুও একথা মনে করার কারণ আছে যে, যারা সমবায় ভিত্তিতে লেখক সমবায় সমিতি গড়ে তুলছেন তারা কেউই 'বাই-ল'র কপি দেখেন না। চাইলেও পাওয়া যাবে না। লেখকরা প্রতিভাবান হতে পারেন, কিন্তু 'বাই-ল' তৈরি তাদের পক্ষে সম্ভবপর নাও হতে পারে। আমরা এমনতর লেখকের খবর রাখি যারা সমবায় ভিত্তিতে দৈনিক পত্রিকা (ছোট আকারে) প্রকাশ করতে উদ্যোগী কিন্তু কোন আদর্শ বা মডেল বাই-ল না থাকায় তাও বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

নতুন নিয়মে ন্যূনপক্ষে দশ জন সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠনের কথা বলা আছে। একথা বলার কারণ এই যে, সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে অভাবী বা প্রতিভাবান লেখক-কবি-সাহিত্যিক জীবনযাপনের একটা পথ খুঁজে পেতে পারেন।

আলোচনার স্ক্রেকাপট বিস্তৃততর না করে একথা বলতে চাইছি যে, অবিলম্বে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে লেখক সমবায় সমিতির জন্য 'বাই-ল' তৈরি করা দরকার। সমবায় এখন বাঁচার হাতিয়ার। ঐ 'বাই-ল'-তে ক্ষুদ্র সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থার কথাও থাকা দরকার।

শারদীয় ভাণ্ডার প্রসঙ্গে

১

শারদীয়া, ১৪০২ সংখ্যায় অসীম রায়ের প্রবন্ধ 'গেড সেক্রেটারি বা চিফ্ এক্সিকিউটিভ চাই' প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও স্বনির্ভরশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে দ্বিধাহীনচিত্তে আইনের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিপূর্বে কোন বিভাগীয় আধিকারিক সমবায়ের পেশাদারী ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইনে 'সম্পাদক' কে বা কাকে বোঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সেই পঞ্চাশ বছরের পূর্বেকার নীতিকে অবলম্বন করে সমবায় সমিতিগুলির কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে চলেছেন সমবায় বিভাগের আধিকারিকগণ। সময়ের সাথে সাথে গতিপথ পরিবর্তন করা প্রয়োজন সেটা উপলব্ধি করছেন না। সমবায় আইনে সভাপতিকে যে চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে 'সম্পাদক' কে সে ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। বুক অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়ে সমবায়কে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হলে পেশাদারী ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার সেটা ইদানিংকালে বহু আধিকারিকগণ বিশ্লেষণ করতে পারেননি। অবশ্য সমবায় আইন প্রণেতাগণ সমবায়কে গণমুখী করার উদ্দেশ্যে সমিতির কাজকর্ম সঠিকভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে চলছে কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সমিতির যে কোন নথিপত্র বা প্রতিবেদন সম্পাদকের নিকট চেয়ে পাঠানোর বিধান রেখেছেন।

শ্রীরায় তার লেখনীতে আইন ও নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা দিয়ে বৃহদায়তন সমিতির ক্ষেত্রে একান্তভাবে বেতনভুক সম্পাদক বা মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রয়োজন মর্মে লিপিবদ্ধ করেছেন। সারা রাজ্যে Strengthening of PACS/Business Development Planning চালু হওয়ায় প্রায় চলমান সমিতিতে আমানত লেনদেন ব্যাহত হয়েছে। এইরকম এক পরিস্থিতিতে শ্রীরায় তার বৈয়ক্তিক চিন্তাধারা প্রকাশ করে সমবায় সমিতিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে যে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অতি সহজ সরলভাবে আইনের ধারাগুলি ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন যিনি কার্য সম্পাদন করবেন তিনিই সম্পাদক। এই তত্ত্বগত দিক ইতিপূর্বে কেউই প্রকাশ করেননি বা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেননি। লেখনীর প্রত্যেকটি অংশ প্রণিধানের দাবি রাখে।

সুধাংশুকুমার প্রধান, ম্যানেজার, মহিলা পাইকবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, দক্ষিণ ভাউরি, কাঁথি।

২

আপনাদের এবারের শারদসংখ্যা আরও সুন্দর হয়েছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে ড. নজরুল ইসলামের লেখাটি একটি মূল্যবান সংযোজন। বিষয়টি যথেষ্ট ভাবনার কারণ। কবিতার বিভাগটি আমার খুব ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদ, ছাপার পরিমার্জিত রুচি করে। আগামিদিনে ভাণ্ডার সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলুক, এই প্রার্থনা করি।

কাজী মুহম্মদ আবেদিন, খোলাপোতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা।

IN THE

CHANGING SCENARIO

AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION

INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind

In Eastern India, rendering services

for 76 years by a net work of 34 branches

throughout the district in the field of

Agriculture, Cottage and Small Industries, etc

SAVE WITH

BARDHAMAN BANK

FOR

YOUR SAFETY

BHANDAR ☐ Regn No. 5451/62 January-96 ☐ Vol XXXIV Postal Regd. No. W/B/CC-199

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ কর্তৃক (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) পুনর্ঘোষিত

সমবায় নীতি

স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ

◆

সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

◆

আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ

◆

স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন

◆

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার

◆

সমবায়ের সাথে সমবায়ের [redacted]

◆

সমষ্টির জন্য ভাবনা

কলিকাতার মহা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অমীয় রায় কর্তৃক ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড (অষ্টম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং ভারতী প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত। এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

এই সংখ্যায় থাকছে

সমবায় ও সমাজ ভাবনা	সুনীল ঘোষ
সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞান মনস্কতা	ভোলানাথ দত্ত
ও	
অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ	

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গলস্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা
মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ❑ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ❑ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ❑ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে।
- ❑ মনে রাখবেন-এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ❑ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ❑ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :
২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :
ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা,
গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগনা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১ টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

আয়ন্তু সর্বতঃ ধাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুধন্তু বিশ্বে : শুনুক বিশ্বের লোক। বেদাহম্ : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

সমবায় ও সমাজ ভাবনা : সুনীল ঘোষ

সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞান অনিবার্য : ভোলানাথ দত্ত

অন্ধ্রপ্রদেশে সমবায় : দীপালি ঘোষ

তাঁত শিল্পে সমবায় প্রথা : বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের শতবর্ষের পৌষ উৎসব :

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার : উৎপল চক্রবর্তী

কৃষির উপর নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব : অধ্যাপক অমল চ্যাটার্জি

পৌরাণ উৎপাদী হলেও সবার সহ্য হয় না : ড. মুকুলচন্দ্র সেন

ডেভালাপমেন্ট ডায়লোগ : দীপালি ঘোষ

মানবসম্পদ উন্নয়নে সমবায়ের ভাবনা : সুস্মিত ভট্টাচার্য

সমবায় সমাচার

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রায়	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসন্ন বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২ ১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪১)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায় শাখা সংখ্যা	অংশগত মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩০.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+) ২০.৩০
৩১-৩-৯৫	১০৪০	১০৮	১২	২০৮.০৯	৩৯৩৫.৯২	২৫১১.৪৮	(+) ৮৬.৯১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। স্বর্ণালঙ্কার ঋণ শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি

মৃণালকান্তি ঘোষ
সভাপতি

সম্পাদকীয়

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক কৃষি সমবায়ের আমানত সংগ্রহ অভিযান

প্রাথমিক কৃষিঋণ দান সমিতিগুলির আমানত সংগ্রহ অভিযান সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমানত সংগ্রহ করিয়াছে — এমন সমিতির সংখ্যা এখন আর খুব কম নহে। গ্রামীণ মানুষ যে ক্রমশ সমবায় সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহ ও আস্থা প্রকাশ করিতেছে — এই অভিযানের প্রগতি তাহা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

কিন্তু এই অভিযানের অগ্রগতির সহিত সমিতির পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মিবৃন্দের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মিদের দায়িত্ব ও কর্মভার বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। সংগৃহীত আমানতের সুরক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগে যথাযথ বিনিয়োগ — এই বিষয়গুলি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাহা নূতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

তথাপি বিষয়গুলি যে পুনর্বার মনে করিতে হইতেছে — তাহার কারণ যে গতিতে আমানত সংগ্রহ অভিযান চলিতেছে তাহা যদি সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে না রাখা যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে সংকট ঠেকানো কষ্টসাধ্য হইতে পারে।

❑

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমদানত	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে ।

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

সমবায় ও সমাজ ভাবনা

সুনীল ঘোষ

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক স্তর থেকেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলা ও তাকে বজায় রাখার জন্য গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টার শুরু। এই ভাবনা-চিন্তাকে কোনো সময়ের সীমানায় বাঁধা যাবে না।

মানুষ যখন চাষবাস করতে শিখল তখন থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পদ আহরণের প্রবৃত্তি মানুষের অস্থি-মজ্জাতে ক্রমশ সঞ্চারিত হতে শুরু করে। কিন্তু তবুও ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রথমে নিজ নিজ পারিবারিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিলেও সমাজকে মোটামুটি সুস্থ সুন্দর রাখতে আগ্রহী ছিল। মাঝে মধ্যে অবশ্য ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অর্থসম্পদের দাপটে সামাজিক অবক্ষয় ও অধঃপতন যেমন ঘটেছে অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে দার্শনিক চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারকগণও সোচ্চার হয়েছেন এবং এইসব সংঘাতের মধ্য দিয়ে কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তাও জন্মলাভ করেছে।

রাজশক্তি কর্তৃক অনুসৃত অর্থনীতির গতি প্রকৃতিই মূলত সামাজিক পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই কৃষি ও কৃষির শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি সামাজিক সুস্থিতিকে খুব একটা নষ্ট করতে পারেনি।

সমাজ ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন হল শিল্প বিপ্লবের ফলে বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে মানুষের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে। একদিকে শ্রমিক ও কৃষিজীবী মানুষদের উপর পুঁজির শোষণ ও বঞ্চনার মাধ্যমে সমাজের উপরতলায় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ধন-সম্ভার, বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্য ও জীবন যাত্রার লাগামছাড়া উদ্দামতা আর অন্যদিকে অর্ধাহার, অনাহার, বিদ্যাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা দিন যাপনের ক্লিষ্টতা, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বা এককথায় সামাজিক অবক্ষয়ের নানাস্তর। একদা প্রগতিশীল শিল্প বিপ্লব কালক্রমে পুঁজিবাদের স্বস্তাগত হওয়ার ফলে এই অবস্থার উদ্ভব।

এই পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দার্শনিক, ভাবুনিক, সমাজতন্ত্রী ও চিন্তাবিদেরা সামাজিক সুস্থিতি বজায় রাখতে ও পুঁজির নির্মম শোষণ থেকে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষকে রক্ষা করতে নানারকম তত্ত্ব হাজির করতে লাগলেন। ফলে কলে কারখানায় গড়ে উঠতে লাগল শ্রমিক আন্দোলন যা পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধভাগে কিছু দার্শনিক পুঁজির শোষণে জর্জরিত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে সমবায়ের তত্ত্ব হাজির করলেন ; তাঁদের বক্তব্য ছিল মানুষকে বিমর্ষ করে সমাজকে কর্মমুখর করে তোলা যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে সমবায় আন্দোলন সার্থকভাবে গড়ে উঠল এবং কালক্রমে সমবায় আন্দোলন পৃথিবীর বেশ বড় সব দেশে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আপন করে নিয়ে মধ্য ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনে আর্থিক সহায়তা সুনিশ্চিত করতে পেরেছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সমাজ-ভাবনার মধ্য দিয়েই সমবায়ের জন্ম।

বিগত কয়েক দশক ধরে ভারত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপট যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নততর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য মানুষই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজি এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তাণ্ডব শুরু করেছে। যথাযথ প্রয়োগের অভাবে ভেঙে

। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুঁজিবাদকে আরও শোষণমুখী হবার সুযোগ করে দিয়েছে। তারসঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের বিশাল জনসমষ্টি আজ দিশাহারা। অর্থ-নৈতিক গতি প্রকৃতির এই অশুভ যুগসন্ধিক্ষণে সমাজ-ভাবনা থেকে উদ্ভূত সমবায় ব্যবস্থাকে সমাজকে রক্ষা করতে, সামাজিক অবক্ষয়কে রোধ করতে, সামাজিক মূল্য বোধগুলিকে ধরে রাখতে আরও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৯৯৫-এর সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় মহাসংঘের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলন বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করে এ যাবৎ অনুসৃত সমবায়ের ছয়টি মূল নীতির সঙ্গে সপ্তম যে মূল নীতিটি সংযুক্ত করেছে সেটি হল 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' (Concern for Community)।

সমবায়ের মূল নীতিগুলি যৌথভাবে সমবায় আন্দোলনের জীবনীশক্তি। সমবায় মূল্যবোধগুলি মানুষকে সমবায়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, তার সংগঠনগুলিকে পুষ্ট করেছে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন একটি নতুন সৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করতে পেরেছে যার ফলে মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেড়েছে। এগুলো শুধু কিছু দার্শনিকের তত্ত্বকথা নয়, কয়েক প্রজন্মের বাস্তব প্রয়োগের ফলশ্রুতি। সুতরাং এই নীতিগুলি ক্ষেত্রবিশেষে সম্প্রসারণযোগ্য. বিভিন্ন প্রকারের সমবায়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু কিছু বিষয় প্রয়োগের তারতম্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয় বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। অবশ্য সবক্ষেত্রেই সমবায় সদস্যদের মতামত নিয়েই তা করতে হবে। সমবায়গুলি তাদের নিজ নিজ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সদস্যদের যতদূর সম্ভব স্থায়ী আর্থিক ও অনুষঙ্গিক বিষয়ের উন্নয়নের জন্য কাজ করে। সপ্তম মূলনীতির বক্তব্য হচ্ছে সমবায় একটি আন্দোলন, এই আন্দোলন শুধু সদস্য পরিষেবার নিযুক্ত না থেকে যে জনসমষ্টির মধ্যে কাজ করছে সেই সমষ্টির জন্যও স্থায়ী কল্যাণকর কিছু কাজ করবে। আন্দোলনের স্বার্থে বেশি বেশি মানুষকে সমবায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল করে তুলে, সামাজিক অস্থিরতা দূর করে সমাজকে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলবে। এই জনগোষ্ঠীর

পরিবেশগত সুরক্ষার দায়ভারও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিতে হবে। সমস্যাই ঠিক করবেন কোথায়, কতটা এবং কীভাবে। তা অবশ্যই উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে। সপ্তম মূলনীতির ব্যাখ্যায় sustainable development কথাটি যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ শুধু কল্যাণকর কাজ করলেই হবে না সেই কাজগুলোকে স্থায়ী রূপ দিতে হবে, শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে হবে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের অজুহাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সঙ্কোচন বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। এগুলি ক্রমশঃই পণ্য হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে অর্থাৎ যার পয়সা আছে সে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুযোগ তার পরিবারের জন্য কিনতে পারবে, কিন্তু যার নেই সে পারবে না। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও সে নীতির বাস্তব সর্বাত্মক প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না, কারণ অর্থনীতির চাবিকাঠিটি দিল্লির হাতে। সুতরাং সরকারি প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণতা সবক্ষেত্রেই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু জনসাধারণের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। তাই সমবায়গুলির যৌথভাবে নিজ নিজ এলাকার এইসব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এলাকার জনসাধারণের যাতায়াতকে সুগম করবার জন্য রাস্তা তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ স্রোতই জলবাহিত। সেক্ষেত্রে সুপেয় পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ক্ষেত্রবিশেষে নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় জনসাধারণকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে নতুন নতুন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মাঝে মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা তাদের চেতনার স্তরকে উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায়ের দিকে আকৃষ্ট করা যাবে। আরও কোন কিছু কাজ আছে যেগুলি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে করা যায়। এই কাজগুলি খাপছাড়াভাবে করলে হবে না ; স্থায়ী উপকার পেতে গেলে উপযুক্ত কর্মসূচি নিয়ে এগোতে হবে। সমবায় সমিতিগুলি নিজ নিজ স্বরূপগত পরিধির সীমাবদ্ধতার বাইরে এসে যদি এই কাজে ব্রতী হয় তাহলেই তার সমাজ-ভাবনা পূর্ণতা পাবে এবং আপামর জনসাধারণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে।

□

কোচবিহারে সমবায় সপ্তাহ পালন

কোচবিহারে ১৯৯৫ সনের সমবায় সপ্তাহ সাড়ম্বরে পালিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে সমবায় সপ্তাহের বিভিন্ন দিনগুলি পালিত হয়।

১৪-২০ নভেম্বরের সপ্তাহের দিনগুলি পালিত যথাক্রমে কোচবিহার কো-অপারেটিভ ইউনিয়নে, তুফানগঞ্জ ১ ও ২ নং ব্লকের সমবায় সমিতি সমূহের সহযোগিতায় তুফানগঞ্জ মার্কেটিং সোসাইটিতে, কালচিনি কো-অপারেটিভ স্টোর্সে, স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের জলপাইগুড়ি শাখায়, কোচবিহার কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও লেবার সোসাইটি-তে, কোচবিহার সেন্ট্রাল ফিশারম্যান্স সোসাইটি ও দিনহাটা মহাবিদ্যালয় কর্মচারী ঋণদান সমিতিতে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কোচবিহার সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি গজেন্দ্রনাথ রায়, সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দেব, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক নিরঞ্জন চৌধুরী, অজয়কুমার প্রসাদ, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ডেপুটি ম্যানেজার কৃষ্ণপদ বসু, অধ্যাপক অলোকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট সমবায়ীগণ।

বিভিন্ন জনের বক্তব্যে সমবায়ের যোগ্য নেতৃত্ব, জনগণের মধ্যে সমবায় চেতনার বিকাশ অর্থাৎ শোষিত নিপীড়িত মানুষদের সমবায়ের সাথে যুক্ত করা, সমবায়ে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করার জন্য সকল সমবায়ীর কাছে আহ্বান জানান হয়।

□

কোচবিহারে প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

কোচবিহার সমবায় ইউনিয়নের পরিচালনায় গত ২৩ ডিসেম্বর কোচবিহার জেনকিন্স্ স্কুলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মোট ১৩ জন ছাত্র নিয়ে "সমবায় শিক্ষা-শিক্ষা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত" বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রেখে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে বাণেশ্বর খাবসা হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র অরূপকুমার দাস, জেনকিন্স্ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সুব্রত নন্দী এবং শেটলেন পাড়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র অরূপ অধিকারী। বিচারক ছিলেন কোচবিহার জেলার সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক জ্ঞানচন্দ্র দেব, মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের অর্থবিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক মোঃ নাসিরউদ্দিন এবং ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক অজয়কুমার প্রসাদ।

এই ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির সহযোগিতায় গত ১৯ ডিসেম্বর কোচবিহার জেনকিন্স্ স্কুলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্র নিয়ে "সামাজিক উন্নয়নে সমবায় ও ছাত্র সমাজের ভূমিকা" বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বাণেশ্বর খাবসা হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র যথাক্রমে অনুপকুমার রায় ও অরূপকুমার দাস, তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে পেটলা নবিবকস উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র ধনঞ্জয় বর্মন ও শেটলেনপাড়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র প্রদীপকুমার তালুকদার যৌথভাবে। প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক অজয়কুমার প্রসাদ এবং জেনকিন্স্ স্কুলের সহকারী শিক্ষক তুষার কান্তি নিয়োগী। বিচারক ছিলেন সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক নিরঞ্জন চৌধুরী, ভক্তদাস পাল, এবং জেনকিন্স্ স্কুলের অর্থবিজ্ঞানের শিক্ষক পঙ্কজকুমার সাহা।

□ অরুণ রায়

সমাজ পরিবর্তনে বিজ্ঞান মনস্কতা

ভোলানাথ দত্ত

সমাজ হলো পরস্পর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী আর মানুষ হলো সামাজিক জীব। সমাজ কবে থেকে শুরু হয়েছে? আর মানুষের আবির্ভাব কবে হয়েছে? মানুষের আবির্ভাব আনুমানিক ৪০,০০০ বছর আগে, সম্ভবত শেষ বরফযুগে, ইউরোপে আজকের মানুষের পূর্বপুরুষেরা বাস করত যাদের বলা হতো ক্রোম্যাগনন। এরা সবাই ক্রমে আধুনিক মানুষে বিবর্তিত হয়ে নিয়ানডারথাল মানুষে পরিণত হয়েছে যা হোমোস্যাপিয়েনস নামে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠে, সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। মানুষের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাসে একটা কার্য-কারণের ধারা থাকে। সমাজে দুর্বল মানুষ-জনেরা নিজেদের শক্তিগুলিকে একত্রিত করে, সংহত ও সমন্বিত করে একতার দ্বারা প্রাকৃতিক ও অপরাপর শত্রুর মোকাবিলা করে মানুষ বাঁচতে সক্ষম হয়েছে। যে সমাজ এক সময়ে বহির্জগতের বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে সেই সমাজের মধ্যে আজ এক-শ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীকে বঞ্চিত করে মনুষ্যজীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে; সমাজের প্রথম কর্তব্য হলো সমাজভুক্ত মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, বিশ্রাম, বিনোদন, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদির সুষম ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে আমরা এই চিত্র দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে অসম ব্যবস্থা ও চূড়ান্ত শ্রেণী শোষণ এবং বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

সকলেরই আশা -

মানুষ জ্ঞানের মশাল জ্বালাবে, অন্ধকার তাড়াবে, পৃথিবীকে জেনে পৃথিবীকে বদলাবে, আর নতুন প্রজন্মকে উপহার দেবে নির্মল, উন্মুক্ত, সুন্দর পৃথিবী।

প্রকৃতি হলো নিয়মের রাজত্ব আর এই নিয়মকে অনুসন্ধান করাই হলো বিজ্ঞানের কাজ। মানুষই এই বিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত এবং এই কাজের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ থেকেই নিয়মের উৎপত্তি এবং সমাজের সর্বত্র বস্তু জগতে এই নিয়ম বিরাজ করছে। আমরা কখনও কখনও প্রাকৃতিক ঘটনাকে আকস্মিকতা ও অলৌকিকতা হিসাবে মনে করি। কিন্তু পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে সেই ঘটনার নিয়মবদ্ধতা ধরা পড়ে। প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসেই নিয়ন্ত্রণ শৃঙ্খলা বর্তমান। এই নিয়ম আমরা জানি বা না জানি, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যত সামাজিক ঘটনাবলীও নিয়মবদ্ধ। আমাদের অনেকে এই নিয়মাবলীকে ভাগ্য বা নিয়তিবাদের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেন। কেননা মানুষ কখনও কখনও প্রাকৃতিক কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে অপারগ হওয়ার বিষয়টি এখন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয় বা নিয়তিবাদের শরণাপন্ন হয়ে পড়েন। মানুষ যদি সমস্ত ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারতো তবে বিজ্ঞানই ঈশ্বর রূপে চিহ্নিত হতো ; ধর্ম, সংস্কার, ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব আর থাকতো না। বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে কিন্তু এখনও বহু জিনিসের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়নি — এইখানেই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞান এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত কিছুই একদিন ব্যাখ্যা করতে পারবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে, তখন সমস্ত কিছুর ধোঁয়াশা দূরীভূত হবে। বিজ্ঞান মনস্কতাই হল যুক্তিবাদ।

ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে যাঁরা জন্মগত বলে থাকেন, তাঁরা ভূতগ্রস্ত ছাড়া আর কিছু নয়। আজ আধুনিক সভ্য জগতে মানুষ অধিকাংশই আপাত ঈশ্বর বিশ্বাসী নন। প্রাগৈতিহাসিক গুহামানবও গুহাচিত্রগুলিতে ধর্ম বিশ্বাসের কোন চিহ্ন রেখে যায়নি। ধর্মের উদ্ভব হয়েছে মানুষের জীবিকা উৎপাদনের জন্য সমাজ গঠন এবং তাহার কিছুটা বিকাশ সাধনের পরে। ধর্মের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে দাস ও সামন্ত যুগের প্রভু শ্রেণীর আমলে। আসলে ধর্মের সমস্ত কল্পনা, দেব-দেবীর উৎপত্তি এই দাস এবং সামন্তযুগেরই প্রতিবিম্ব।

বিজ্ঞান কলেজে পড়াশুনা করলেই বা বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলেই বা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হলেই বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস আর বিজ্ঞান-মনস্ক একই সঙ্গে হওয়া যায় না, এই দুই ধরনের জগাখিচুড়ি মানসিকতা বহু ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান গবেষক-শিক্ষক-অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ারদের দেখিয়ে থাকেন। আবার এমন অনেক মানুষজনেরা আছেন তারা হয়ত বিজ্ঞান নিয়ে শিক্ষা নেননি কিন্তু তাদের যুক্তিবাদী মন আছে, অনুসন্ধিৎসা আছে, বাস্তববাদী বিশ্লেষণের অনুশীলন প্রয়াস আছে; তারা বিজ্ঞানমনস্ক। প্রকৃতির চার পাশের ঘটনাকে যাচাই-বাছাই করার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, মনকে যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করা ভালো তাই বলে অন্ধকার পরিবেশে রাখা উচিত নয়। মননশীল পরিচর্যা হবে কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে। ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হবে বস্তুবাদী যুক্তির খণ্ডনে। তাই দেখা যায় সভ্যতার শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী মানুষেরাই সাধারণত বিজ্ঞানমনস্ক হয়।

বিজ্ঞানমনস্কতা একটা বোধ যা যুক্তি দিয়ে, তথ্য দিয়ে, সাধারণ জ্ঞান দিয়ে আয়ত্ত করা যায়। সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা অনন্য। শিক্ষার কাজ হলো শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলে পথ নির্দেশ করা। শিক্ষা মানে জীবন বোধ। বৈজ্ঞানিক সত্য ও তথ্যাদি দিয়ে এই বোধকে সমৃদ্ধ করা ও শক্তিশালী করা। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির বিজ্ঞানে হাজারো ডিগ্রি ও ডক্টর ডেকে বা ডক্টর হয়ে ডিগ্রি অর্জন করেও যদি এই বোধ না আসে তবে তাকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না। কোন ব্যক্তির মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে এই বোধের ধারাবাহিক অনুশীলনের প্রয়োজন। এই অনুশীলনে গোঁড়ামি, অন্ধ-বিশ্বাস, ভূ-সংস্কার, ঈশ্বর-দেব-দেবী ও ধর্মের কোন স্থান নেই। আত্মা, ঈশ্বরিকশক্তি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পারলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক নানা কাজের কোন বাস্তবতা বিজ্ঞান মনস্কতায় ঠাঁই পায় না।

ক্রস, মসুলি, তুকতাক্ বিভিন্ন প্রহরত ধারণ বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপন্থী কাজ। উক্ত ক্রিয়াগুলি আদিকাল থেকে বংশ পরম্পরায় সমাজে চালু রয়েছে — খুবই কম সংখ্যক মানুষ এর যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন ; বেশির ভাগ মানুষই গতানুগতিকতার প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগুলি মেনে চলেন, তাই সমাজে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠেনি ও সমাজ এক ভয়াবহ সঙ্কটের আবর্তে নিমজ্জিত। জীবনমুখী শিক্ষা বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টিতে সহায়তা দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেশি বিজ্ঞান মনস্কতার অভাব দেখা যায়। তাদের মধ্যেই যাবতীয় অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন কাজের নমুনা পাওয়া যায়। আজকের দিনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উলম্ফ অগ্রগতি মানুষের মনও মননকে সহায়ক নয়।

বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টির প্রতিবন্ধক হলো ধর্ম, ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বর ও দেব-দেবীর যোগাযোগ, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার, ধর্মের বিধান ও অনুশাসন পালন করা ইত্যাদি এক সামাজিক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। এর বেড়াজাল থেকে সাধারণ মানুষের বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন কাজ। লোক-ভয় মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। মানুষ ধর্ম-ঈশ্বর-দেব-দেবী সৃষ্টি করেছে ; ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি। ধর্মের জন্য মানুষ অনিবার্য নয়; বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই — নেই জৈন ধর্মে। ধর্ম মানুষকে আত্মবিস্মৃত করে তোলে। আদিযুগে মানুষ ধর্মকে আত্মচেতনার শিক্ষিত রূপে দেখতো। ধর্মে ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছিল সবার আগে ও উপরে কেননা প্রাকৃতিক শক্তির কার্যকারণ তখন মানুষের অজানা ছিল. ; এই শক্তির বিভিন্ন আধারকে নানা দেব-দেবীর রূপে চিহ্নিত করতো। ভাববাদী দর্শন ধর্মের বিরোধিতা করে না ; তাদের মতো ধর্মের সঙ্গে দর্শনের ঐক্য সাধন করা উচিত। ভলতেয়ার বলেছিলেন ঈশ্বরের জ্ঞান আমাদের অভ্যাসের প্রকৃতি প্রসূত নয়। যদি তাই হতো তবে সমস্ত মানুষ একই সময়ে একই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারতো। কিন্তু আমরা কেউই এরকম জ্ঞান নিয়ে জন্মাই না। মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করে, ধর্ম মানুষকে নয় — এই রাষ্ট্র এবং সমাজ ধর্মকে সৃষ্টি করে। সেজন্য ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই মানে অপ্রত্যক্ষভাবে এই রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই। আধ্যাত্মিক প্রভা-মণ্ডল বা ভাবধারা থেকেই এই ধর্মের উৎপত্তি। ধর্ম হচ্ছে বিপদ সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগৎ সংসারের মনোভাব , যা কিনা আত্মহীন পরিস্থিতিতে আত্মার স্বরূপ। মানুষের কাছে ধর্ম আফিমের মতো। মার্কস বলেছিলেন — "ধর্ম এক ভ্রমাত্মক সূর্য, মানুষ যতক্ষণ না তার নিজের চারদিকে ঘুরতে শুরু করে, ততক্ষণ সূর্য মানুষের চারদিকে ঘোরে।" তাই ইতিহাসের কাজ হলো পরলোকের সত্যকে অবলুপ্ত করে এই পার্থিব জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। এইভাবে স্বর্গের খণ্ডন পৃথিবীর খণ্ডনে, ধর্মের খণ্ডন নিয়মের খণ্ডনে, দেহবাদের খণ্ডন রাজনীতির খণ্ডনে রূপান্তরিত হবে। মানবজাতির কাছে মানুষই সবচেয়ে সত্য। সুতরাং যে সব পরিস্থিতি মানুষকে দাস, উপেক্ষিত, ঘৃণাস্পদ প্রাণীতে পরিণত করে সেগুলিকে ধ্বংস করতে হবে।

কয়েকটা ঘটনার উদাহরণ নিয়ে প্রাসঙ্গিকতা টানা যায়। যেমন গত ২২ সেপ্টেম্বর '৯৫ চামচের সাহায্যে গণেশের দুধ খাওয়ানোর ঘটনা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একদিনের জন্য আলোড়িত করেছিল। শুধু ভারতে কেন। ভারতের বাইরেও এর প্রভাব পড়েছিল। বহু যুক্তিবাদী মানুষও হ্যালোসিনেশনের দ্বারা ক্ষণিকের জন্যে হলেও উদ্ভ্রান্ত এবং বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় দিনে কিন্তু মানুষের মধ্যে তেমন কোন কৌতূহল ছিল না যখন এই ঘটনার পিছনে যুক্তি, কার্য-কারণ খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তরলের সারফেস্ টেনশনের ফলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি গণেশ ও সাদা দুধ একসঙ্গে চোখে ভ্রমের কারণ হয়, মনে হতে পারে গণেশ দুধ খাচ্ছে। কার্যত দুধ গণেশের গা বেয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে; গণেশ কখনও দুধ খায় না। চামচে দুধে ভর করে যাচ্ছে সারফেস টেনশনের দরুণ। এটা কিন্তু চোখে দেখা যায়। মাস হিস্টিরিয়ার ফলে মানুষ যা দেখতে চায় তা দেখে, কিন্তু আসল জিনিস কি ঘটছে তার সম্বন্ধে সে ভ্রূক্ষেপ করে না, কেন না যে সময়ে মানুষের ধর্মে মতি থাকে তারা ধর্মের চোখে ঘটনা ঘটছে বলে মনে করেন এবং সেইদিন ব্যাপকভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। এর পেছনে পরিকল্পিত বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের হাত ছিল।

গত ২৪ অক্টোবর '৯৫ ইতিহাসের আর এক বিরল ঘটনা ঘটে গেল ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি স্থানে — পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। ক্ষণিকের জন্য ডায়মন্ড রিং দেখা এক প্রাকৃতিক বিরল দৃশ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থাকে ধন্যবাদ যে এই বিরল ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আহ্বান জানালেন কুসংস্কারের বেড়াজাল ছেড়ে। মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার বাঁধভাঙ্গা দেখা গেল গ্রহণ চলনা সংগ্রহের মাধ্যমে। ছুতচ্ছুৎ কুসংস্কার তাবলো সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে — ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার আর মানুষ মানবে না : গ্রহণের কয়েকদিন আগে হই হই রব — গেল গেল — যারা গ্রহণ দেখবেন তাদের সব চোখ খারাপ হয়ে যাবে — যে কোন প্রতিষেধক চশমাই পরুন না কেন। এমনকি রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও গলা মেলালেন অন্যভাবে। এটা খুবই করুণ ঘটনা। প্রাকৃতিক এক মহৎ দর্শনীয় বস্তু হলো পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এই সময়ে জীব-জগতের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা বিশেষ করে পশু পক্ষীর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালানো। গ্রহণের সময় খেতে নেই, রান্নাবান্না করতে নেই, এমনকি মলমূত্র ত্যাগ করাও সমীচীন হবে না — এই সমস্ত কুসংস্কার এবার মানুষ বেশি করেই মানেননি। যে সমস্ত স্থানে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে সেখানে মানুষের ঢল নেমেছিল — এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার অর্জিত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেয় তার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল বালক ব্রহ্মচারী মরে যাওয়ার পরে। ভক্তকুলের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বর স্বরূপ। চেলাচামুণ্ডারা তার পচা-গলা মৃতদেহ আগলে রাখলো দিনের পর দিন, মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা হলো যে এটা মৃত্যু নয়, নির্বিকল্প সমাধি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বেঁচে উঠবেন। পরবর্তী ঘটনা সকলেরই জানা। এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির উদাহরণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। অন্ধ বিশ্বাস ও ভক্তির ঢোরা স্রোত আজ সমাজে বয়ে চলেছে ; এর বিরুদ্ধে

সহানুভূতি নিয়ে অন্ধ ভক্তদেরকে বোঝাতে হবে, কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে তাদের মানসিক বোধ কষ্ট না পায় — এ এক কঠিন কাজ। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর" — এই আপ্তবাক্য আমরা প্রায়ই শুনি। যার অর্থ হলো — সব কিছু নির্বিচারে মেনে নিলেই বাঞ্ছিত ফল লাভ সম্ভব, যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এই আপ্তবাক্য মানতে চাইবে না কেননা এর দ্বারা মানবিক গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে বুদ্ধিহীন ভেড়ায় পরিণত হতে হয়। ভেড় হাঁচলে বাইরে যাওয়া চলবে না; টিক্‌টিকি টিক্ টিক্ করে ডেকে ওঠার মানে সত্যি-সত্যি, জলবাতে নখ-চুল কাটা অমঙ্গল ডেকে আনে, ডান হাতের তালু চুলকানো মানে অর্থপ্রাপ্তি — এই ধরনের অন্ধত্ব আজওবি কুসংস্কার সমাজকে ছেয়ে ফেলেছে — এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে।

নিজেদের বুদ্ধি আর যুক্তির বিকাশ ঘটাতে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে, মানুষের মন থেকে অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালাতে যুগে যুগে এসেছেন কত মনীষী - তাঁদের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে এমনকি জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় এই ধরনের কত ঘটনা সাক্ষ্য দিচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে গ্যালিলিওর চরম লাঞ্ছনার কথা আমরা জানি; ব্রুনোকে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করে মারা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — মনুষ্যের মনঃশক্তির সবচেয়ে বড়ো দান হল বিবেক বা বিচারবুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নান্দনিক সৃষ্টি-কর্মের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর জীবন সায়াহ্নে এসে 'বিশ্ব পরিচয়' বইতে বিজ্ঞানের মনা জটিল তত্ত্বে অবগাহন করেছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহস আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হতেও পারে। সেই কারণে তিনি নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই বইটির ভূমিকায় লিখেছেন যে দেশের কল্যাণের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সহজলভ্য করার আজ জরুরি প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন বলে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে এ পথে কেউ তেমন এগিয়ে আসছেন না বলে আক্ষেপ করেছিলেন, ফলে এক প্রবল দায়িত্ববোধ থেকে তাঁকে একাজে হাত দিতে হয়েছে। তাঁর ভাষায় "আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোন মনীষী যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্য বর্ষে নামেন, তাহলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।" "বিশ্ব পরিচয়" বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। সম্ভবত প্রথম জীবনে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাহচর্য ও বসুর বিজ্ঞানের প্রতি কবির অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গভীর বিজ্ঞানানুরাগ দেখে বলেছিলেন — "তুমি যদি কবি না হতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হতে পারতে।"

এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি হলেন নবজাগরণের প্রধান-পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায় তৎকালীন অবস্থায় যুক্তিবাদী মননশক্তার উত্তরাধিকারী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কুসংস্কার, জাতপাত, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রসারে ও যুক্তিবাদী মন গঠনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ডারউইনের গবেষণা থেকে জানা যায় বিবর্তনের ধারা বিজ্ঞান নির্ভর , জীবকুলের মৃত্যুর পরে আবার উদ্ভাবার প্রশ্ন ওঠে না। পাপের ফলে পরমায়ু হ্রাস করতে হয় — এসব আপ্তবাক্য কতটা ভ্রান্ত যায় উক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে। তবুও হিন্দুধর্মে দশ অবতারের উল্লেখ থাকলেও কার্যক্ষেত্রে এর সংখ্যা অগণতি — যাদের নাম করে ভালো ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মানুষের সহজ সরলতা, সংস্কার, ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস আর প্রথাগত মুক্তির বাসনাকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে অবতারবাদ-রূপ ব্যবসাকে পাকাপোক্ত করা হচ্ছে — এ এক চরম ও বীভৎস ধান্ধা। চার্লস ডারউইন যখন জন্তুদের বিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করেন তখন গোঁড়া খ্রীস্টানরা তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন তখন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের চরম সংঘাত সৃষ্টি হয়। বর্তমান সময়ে মুসলমান ধর্ম পরিবার পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরোধিতা করে, ফলে এদের মধ্যে দরিদ্র, ক্ষুধা, রোগ ও অসামাজিকতা তুলনামূলকভাবে বেশি। ডাইনিবিদ্যা বা জাদুর আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। এটা আসলে পৌরাণিক গাথা বা গ্রামাঞ্চলের কুসংস্কারের আধার যা অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা বা পশু করে চলেছে। বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বহু সমস্যা নিরসনে সাহায্য করতে পারে। অনেক বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু গবেষণা-গারে সীমাবদ্ধ থাকে, ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে না। তারা রহস্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন আবার রাহু-কেতুর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেন।

ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন বা চার্বাকদের লড়াই প্রতিনিয়ত চলছে। চার্বাকদের তাই জয় পায় ভাববাদীরা ও স্থিতাবস্থাকামীরা। স্থিতাবস্থাকামীদের কাছে বিজ্ঞানের প্রয়োজন প্রযুক্তির উন্নতির জন্য। বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠুক তা তারা চান না। । কারণ বিজ্ঞানমনস্কতা জন্ম দেয় নতুন সমাজ-চেতনার যা সমাজের স্থিতাবস্থাকে ভাঙার কাজ করে। এই বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকাশ সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় দেখা গেছে, দেখা যাচ্ছে ও দেখা যাবে।

সমাজের অগ্রগতিতে যেমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার প্রকাশ ও বিস্তার। কৃষির বিকাশ, শিল্পের প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা, প্রকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক তথ্য-জ্ঞান আহরণ। বিজ্ঞান মনস্কতা মানুষের জীবনযাত্রাকে সৃষ্ঠু, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও উন্নততর করে তোলে। মানুষের যুক্তিবাদী মন গড়তে, সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে সহজভাবে অংশগ্রহণ করতে বা সমাজ-বিকাশের জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে বিজ্ঞানমনস্কতা সাহায্য করে থাকে। সেইজন্য বিজ্ঞান আন্দোলন অন্যান্য আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে থাকে।

আমাদের দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা শতকরা ৬৪ ভাগ। শিক্ষার বিষয়সমূহ নির্বাচনে ও পদ্ধতিতে ত্রুটি ও সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অবস্থান খুবই

সীমিত। বিজ্ঞান শিক্ষাকে জনগণের দৈনন্দিন জীবনে অঙ্গীভূত করার ক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষাক্রমে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এই বিরাট সংখ্যক নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি বা বিজ্ঞান-মনস্কতা বৃদ্ধি — কোনটাই ত্বরা সম্ভবপর নয়। তাই সাক্ষরতা আন্দোলন ও বিজ্ঞান আন্দোলন একই সূত্রে গাঁথা।

বিজ্ঞান আন্দোলন অধুনা সংগঠিত রূপে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানিক স্তরের প্রয়াসের ফলে বিজ্ঞান আন্দোলন দানা বেঁধেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব এই কাজে ব্রতী হয়েছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনী, জাঠা, পথ পরিক্রমা, সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদি দ্বারা প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে মানুষ এতে বেশি বেশি করে অংশগ্রহণ করছেন। এই স্রোতধারায় ব্যক্তিগত উদ্যোগও কম নয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রমন, মহেন্দ্রলাল সরকার, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজ শেখর বসু প্রমুখ মনীষী ও অন্যান্য বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-আন্দোলনের কর্মীদের ভূমিকা ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসারিত ছড়াতে হবে তরুণ-তরুণী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেননা তারাই হবে আগামী দিনের নাগরিক। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে যোগাযোগ মাধ্যম বা মাস মিডিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র পত্রিকার সঠিক অংশগ্রহণ বিজ্ঞান-আন্দোলনকে গতিশীল ও জীবনমুখী করতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মাধ্যম এই ব্যাপারে এগিয়ে আসবে কি? □

সম্প্রতি যেসকল সমবায় সমিতি পাঁচশ' টাকা দিয়ে ভাণ্ডারের আজীবন গ্রাহক হয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা নিচে দেওয়া হ'ল

ক্রমিক সংখ্যা — সমিতির নাম ও ঠিকানা

১৭৯. শিশির ঘোষ, ম্যানেজার
বেরুগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ সাবিপুর, জেলা ঃ বর্ধমান।

১৮০. দি ভাগীরথী কো-অপঃ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিঃ
পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৮১. মহিলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ মহিলা, মেদিনীপুর।

১৮২. ইন্ডালুমিন এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
প্রকল্পে ইন্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোম্পানি লিঃ, হাওড়া।

১৮৩. সিদ্ধার্থশঙ্কর ভট্টাচার্য, জেনারেল সেক্রেটারি
বাগনান কো-অপঃ ব্যাঙ্ক লিঃ
পোঃ বাগনান, হাওড়া।

১৮৪. জাগুলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ এক্কারপুর, হুগলি।

১৮৫. ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
ব্লক - ডি কে, সেক্টর- II, সল্টলেক সিটি
কলিকাতা - ৯১

১৮৬. ইন্ডপুর আদিবাসী ল্যাম্পস লিঃ
গ্রাম ঃ গৌরবাজার, পোঃ চৌরাবাহির, বাঁকুড়া।

১৮৭. কলনা ল্যাম্পস লিঃ কলনা স্টেশনপাড়া
পোঃ কলনা, পুরুলিয়া।

১৮৮. বাঁকুড়া মহিলা সমাজ কল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ
শ্রীমতী শান্তি ভট্টাচার্য
রামপুর, মনোহরতলা, বাঁকুড়া।

১৮৯. দিবাকরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ ইন্দাস, বাঁকুড়া।

১৯০. এইচ এস সি এল এমপ্লয়িজ কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
কমিশারিয়েট রোড, হেস্টিংস, কলিকাতা - ২২।

১৯১. দি ম্যানেজার এন্ড স্টাফ অফ সাহানুই সমবায় কৃষি
উন্নয়ন সমিতি লিঃ, পোঃ রসুলপুর, বর্ধমান।

১৯২. আলুয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ জেরখান, মেদিনীপুর।

১৯৩. সুজাতা মিশ্র, প্রযত্নে শৈলেন মিশ্র
শিউলিটুচি, কোচবিহার

১৯৪. কল্যাণী ইউনিভার্সিটি কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ। কল্যাণী, নদীয়া।

১৯৫. বিষ্ণুপুর বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

১৯৬. হাটশুবা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ হাটশুবা, উত্তর ২৪ পরগনা

১৯৭. পাত্রসায়রের খানা কো-অপঃ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ
পাত্রসায়র, বাঁকুড়া।

১৯৮. ঘুটগোরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
পোঃ ঘুটগোরিয়া, বাঁকুড়া

১৯৯. দলুইবাজার ইউনিয়ন কো-অপঃ এগ্রিকালচারাল
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, পোঃ পাঞ্চারোড, বর্ধমান।

২০০. সেক্রেটারি, কলিকাতা টেলিফোন ডিস্ট্রিক্ট
কো-অপঃ লিঃ, হেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা।

২০১. ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক্যাল ডি ডি এন-II এমপ্লয়িজ
কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ,
পূর্তভবন, - সদরঘাট, বর্ধমান (২৩ পাতায় দেখুন)

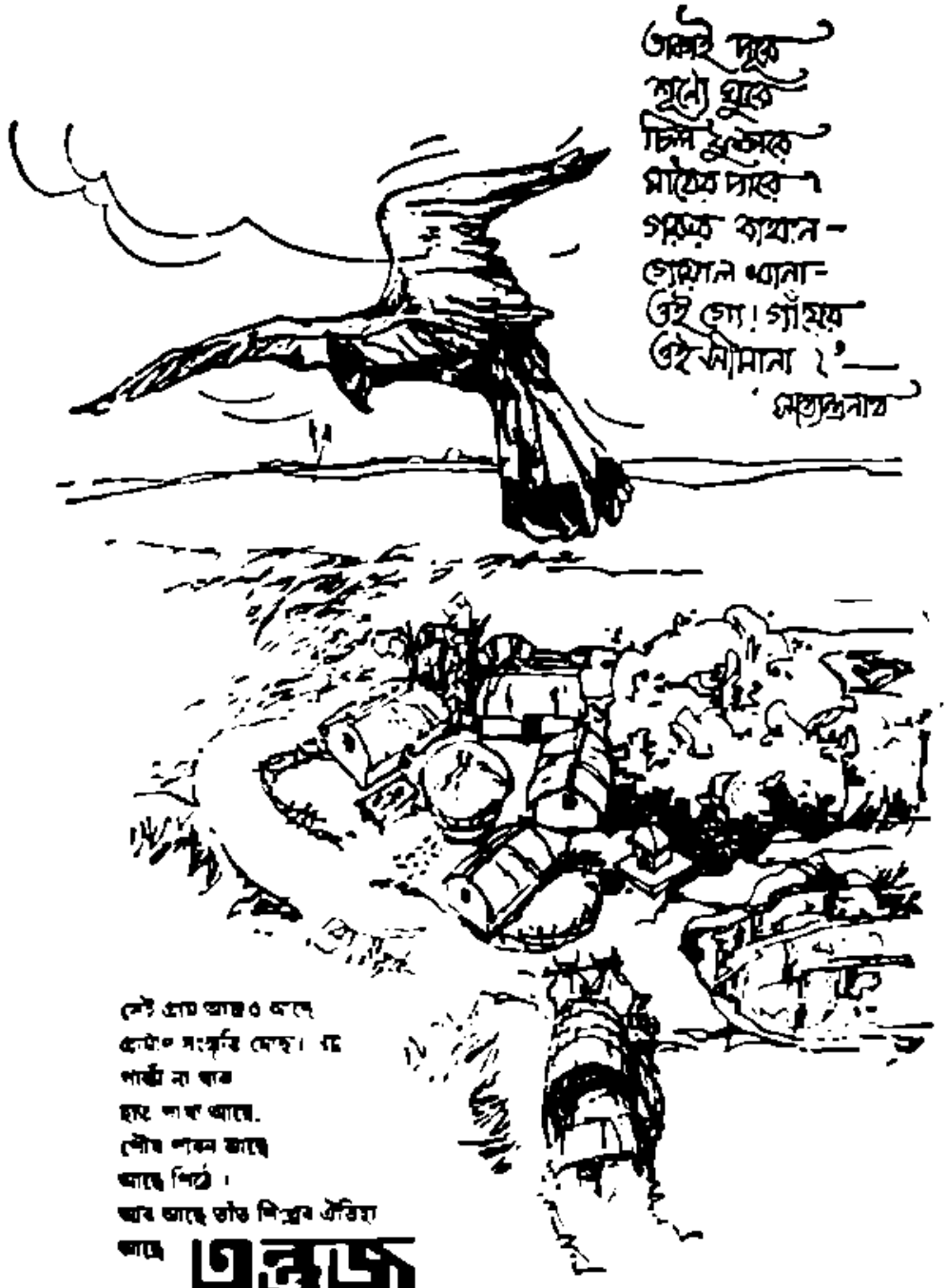

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি নেই। যে
পাখী না থাক
হাহে শাখা আছে.
পৌষ পালন আছে
আছে শিল্প।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপঃ সেল্‌স ইঃ লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

মহারাষ্ট্রে সমবায়

দীপালি ঘোষ

ইংরেজ রাজত্বে মহারাষ্ট্রেই প্রথম সমবায় আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৮৭৫ সনে মহারাষ্ট্রের চাষী সম্প্রদায় মহাজনদের কাছে গচ্ছিত কোম্পানির কাগজ, বন্ধকি দলিল ইত্যাদি জ্বালিয়ে করে বিদ্রোহে গর্জে উঠেছিল। এই উত্তমর্ণরা বছরের পর বছর ধরে পরম্পরায় সুদের কারচুপি করে চাষিদের চির দারিদ্রে ঠেলে দিয়েছিল।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার নড়েচড়ে বসেন এবং স্যার ফ্রেডরিক নিকলসনের প্রস্তাবে সমবায় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম সমবায় আইন পাশ হয় ১৯০৪ সনে। এই আইনের উদ্দেশ্যই ছিল যেন প্রাথমিক ঋণদান সমবায়গুলি সস্তুত সুদের হারে চাষিদের সময়মত এবং যথেষ্ট ঋণ দেয়। ১৯১২ সনের আইনের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং সদস্যভুক্ত অন্যান্য সমিতিকেও এই আইনের আওতায় আনা হয়। বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় আইন ১৯২৫ সনে বিধিবদ্ধ হয় এবং এর পরিধি আরও বিস্তৃত ছিল। ১৯৬০ সনে প্রণীত মহারাষ্ট্র সমবায় আইন বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত সমবায় আন্দোলনকে পরিচালিত করে।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মহারাষ্ট্রের সমবায় আন্দোলন অনুধাবন করেছেন, তারা একটা বিষয়ে একমত যে এই আন্দোলন, প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ঋণ সমস্যা সমাধান করে গ্রামের চাষিদের স্বনির্ভর করতে পেরেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হলেও মহারাষ্ট্রের অর্থনীতি খুব একটা টাল খাবে না কারণ সেটা এই শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আর একটি বিরাট সাফল্য হচ্ছে এখানকার সমবায় সংস্থাগুলি বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকাকে উপার্জনশীল, কর্মমুখর সংস্থায় রূপান্তরিত করতে পেরেছে। জল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ডেয়ারি-পোলট্রি এবং সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে ভরে গেছে মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চল।

কিন্তু এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিরা স্বীকার করবেন সব সমবায় সংস্থাগুলি দুর্নীতি মুক্ত নয়। সরকারি বিধিনিষেধ সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতির গভীর সংযোগ ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে এসব একটু আধটু দুর্নীতির কালিমা অবশ্যম্ভাবী বলেই ভেবে নিতে হবে। তবে সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ উন্নতিতে জোয়ার এনে দিয়েছে বলতে পারা যায়।

এই আন্দোলনের সাফল্যের একটি বিরাট নজির হচ্ছে, মহারাষ্ট্রে বিশাল সংখ্যক চিনির কারখানা স্থাপন। মহারাষ্ট্রের সমবায় চিনি কারখানাগুলি সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের সত্তরকরা ৪০ ভাগ চিনি সরবরাহ করে থাকে। ১৫০টি লাইসেন্স প্রাপ্ত চিনি কারখানার মধ্যে ১০৮টিতে উৎপাদন হচ্ছে এবং এদের মধ্যে মাত্র ৩টি কারখানা ব্যক্তিমালিকানাধীন। যদিও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প এই রাজ্যে অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে বা অন্য ধরনের শিল্প গড়েছে, চিনিশিল্পে কিন্তু তারা প্রবেশ করতে ভরসা পায়নি এবং সেটা এই শিল্পে সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে 'সমবায়' শব্দটি গভীর অর্থবহন করে। মুম্বাইতে 'ওক্সা' নামে একটি পুরো-বস্তুর হাসপাতাল সমবায় মডেলে চালিত হয়। গ্রাম ও শহরতলীতেও সমবায় বিপণী আছে দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত ক্রেতাদের জন্য। সমবায় মাধ্যমে লিফট ইরিগেশন পদ্ধতি এত সাফল্য লাভ করেছে যে ব্যাঙ্কগুলি এদের ঋণ দিতে ইতস্তত করে না। সমবায় মাধ্যমে পরিচালিত গালাপুরের গোকুল ডেয়ারি এত দুধ উৎপাদন করছে যে ওরা শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশে দুধ রপ্তানি করতে চাইছে। সোলাপুর জেলার সাংগোলা তালুকের খরা-আক্রান্ত চাষিরা একত্র হয়ে বিশেষ এক ধরনের ফল (Jujube) চাষে মন দেয়। এ ব্যবসা করে এখন তারা বিদেশি মুদ্রা আয় করছে।

সমবায়ের খারাপ দিকটা হল গ্রামে সমবায়গুলি ক্ষমতার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক, ঋণদান সমিতি, চিনিকল, বিপণন সংস্থা, ডেয়ারি, এমনকি স্কুল ও কলেজগুলির কার্যনির্বাহী ক্ষমতা একদল ব্যক্তি বা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রিভূত হয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলি গ্রাম, তালুক এবং জেলার রাজকর্ম তদারকি করে। কোন মন্ত্রী বা উঁচুতলার রাজনৈতিক নেতার স্নেহধন্য বা আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই তারা ক্ষমতার দম্ভ দেখায়। এই গোষ্ঠীরাই সমস্ত রাজনৈতিক লেনদেনের ওপর কর্তৃত্ব করে। তাদের কাজকর্মে বিরোধিতা না করলে তারা খুব ভাল। নইলে, বড় বড় সমবায়গুলির, বিশেষ করে চিনি সমবায়গুলির সাধারণ সভা কুরুক্ষেত্রের রূপ নেয়।

সংবাদ মাধ্যমের মতে, এই অবস্থার জন্য দায়ী গ্রামে হঠাৎ ধনী হওয়া একশ্রেণীর লোক বা হঠাৎ ক্ষমতায় আসা কোন গোষ্ঠী। অন্যদিকে, তাঁরা এই সমালোচনার জন্য সংবাদ প্রতিনিধিদের 'শহুরে বৌদ্ধিকদের মনগড়া কাহিনী বলে আক্রমণ করেছেন। গ্রামের উন্নতিতে ওই শহুরে তথাকথিত বিদগ্ধরা ঈর্ষান্বিত হয়ে এসব খেয়ুরে গল্পের অবতারণা করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে দু'দলেরই কিছু কিছু যুক্তি আছে। এটাও যেমন সত্যি যে মহারাষ্ট্রের বর্তমান সমবায় আন্দোলন দুর্নীতিতে ভরা, তেমনি এটাও ঠিক যে বড় বড় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষুদ্র ও স্বার্থস্বার্থ চিন্তন্ত শিল্প না হলে তারা ওই সমবায়গুলির ওপর আক্রমণের বন্যা বইয়ে দেয়।

কিন্তু কিছু বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে শহরে ধনী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন আসছে। সমবায় পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজগুলিতে তারা নিজের সন্তানদের ভর্তি করার জন্য আগ্রহী হয়েছেন এবং সমবায় আন্দোলন শিক্ষা সম্পর্কিত নূতন ও লাভজনক ব্যবসায়ে ঢুকে

পড়েছে। আহমেদনগর জেলার প্রভারানগর চিনি সমবায় সংস্থা এবং সাতারা জেলায় কৃষ্ণা চিনি সমবায় সংস্থা পরিচালিত মেডিকেল কলেজগুলি সরকারিভাবে স্বীকৃত সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এই দশ বছর আগেও প্রভারানগরের লোনি ছিল একটি সুপ্ত গ্রাম, এখন সেটা বিশ হাজার ছাত্রের বাসস্থানে প্রাণচঞ্চল।

কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্য সমবায় আন্দোলনের প্রশংসা। কেন কিছু বছর ধরেই চিনি সমবায়গুলি সামাজিকভাবে লাভজনক প্রকল্প, যেমন লিফট ইরিগেশন, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রযুক্তির পরিবর্তন ইত্যাদি কাজগুলি করছিল। সোলাপুর জেলার আকলুজ গ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ স্থাপন করেছে। তিন দশক আগে খরার জন্য দারিদ্র্য তাড়িত হয়ে শঙ্কর রাও মোহিতে নামে একজন অশিক্ষিত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সরকারি সাহায্যে একটি চিনি সমবায় শুরু করেন। বর্তমানে ওই গ্রাম মহারাষ্ট্রে সর্বাধিক উন্নত স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে সারা দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ পোলট্রি ফার্ম ও অনেকগুলি বাণিজ্যিকভাবে সফল ডেয়ারি অবস্থিত।

পশ্চিম মহারাষ্ট্রের পাঁচটি জেলা — পুণে, আহমেদনগর, সাতারা, সাংলি এবং কোলাপুর নিয়ে প্রধান চিনি উৎপাদন অঞ্চল। স্বভাবতই সমবায় আন্দোলন এই অঞ্চলেই বিশেষ শক্তিশালী।

সমবায় আন্দোলনের সমৃদ্ধি ও বিস্তারে সরকারি সাহায্য ও সহায়তা কিন্তু খুবই সামান্য। বর্তমানে এই সাহায্য ও ক্রমকীয়মান কিন্তু আন্দোলন আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তিতে ছড়িয়ে পড়ছে, যেমন খামার, পণ্যাগার, রপ্তানি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ও কৃষি গবেষণা।

বর্তমানের উন্মুক্ত অর্থনীতির আবহাওয়ায় সমবায় প্রক্রিয়া চাইছে সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের অপসারণ, একটা অর্থভাণ্ডারের সৃষ্টি যা সরকারের কাছে অর্থের জন্য নির্ভরতা কমিয়ে দেবে ও মুনাফার ফাটাফাটির অবলুপ্তি ঘটাবে। সমবায় আন্দোলনে মুনাফা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেইজন্য এসব দাবি ও যুক্তির অবতারণা। এসব দাবি অনেকটাই যুক্তিযুক্ত কারণ সরকারি বাধানিষেধ ছাড়াই বৃহৎ বিদেশি শিল্পগোষ্ঠী সাধারণ গাঁতের মাজন ও কর্নফ্লেক্স বিক্রি করে প্রতি মাসে কোটি কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা নিয়ে চলে যাচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে শতকরা ৫০ ভাগ গ্রামীণ অর্থ সংস্থান সমবায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। মদ তৈরি, চিনি উৎপাদনের বর্জ্যপদার্থ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি আবর্জনা থেকে পার্টিকল বোর্ড তৈরি, মধ্যম চাষ ও রেশম চাষের উন্নতি ইত্যাদি বহু প্রকল্প এখানকার সমবায়গুলি নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে তারা চায় কম নিয়ন্ত্রণ, কম বাধা ও বেশি মাত্রায় সুযোগ সুবিধার খোলা রাস্তা।

এক নজরে মহারাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলন

	জুন ৩০,১৯৮১	জুন ৩০,১৯৯১
সমবায়ের সংখ্যা	৬০,৭৪৭	১,১৮,৪৫৭
সমবায়ের সদস্য (লক্ষে) সংখ্যা	১৪৮	৩১৭
আদায়ীকৃত মূলধন (কোটি টাকা)	৬০০	২,৪৬৪
আদায়ীকৃত মূলধনে সরকারি অংশ (কোটি টাকা)	১০৫	৪৬৩
ঋণ দেওয়া হয়েছে (কোটি টাকা)	১,১৮০	৭,১৫৫

রেফারেন্স : ফ্রন্টলাইন, জানুয়ারি ১৯৯৬

চিঠিপত্র বিভাগ

সফল সমিতির কথা আরও লেখা হোক

আমাদের সমিতি নিবাকরবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি (ইশলাম-বাঁকুড়া) ভাণ্ডার পত্রিকার আজীবন গ্রাহক, সেই সূত্রে নিয়মিত ভাণ্ডার পত্রিকা পড়া হয়। এই পত্রিকার নভেম্বর '৯৫ সংখ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণ ব্যানার্জির "সমবায় কোল্ড স্টোরে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ" লেখাটি পড়ে খুবই ভালো লেগেছে। উনি উক্ত সমবায় স্টোরের সমস্যাগুলি খুব নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর সমাধান করেছেন ধারাবাহিকভাবে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

আমাদের বক্তব্য শুধুমাত্র শহরের সমবায়গুলির চিত্র তুলে না ধরে গ্রামের যে সকল সমবায় সমিতি নূতন পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের চিত্রগুলি অর্থাৎ কেন একটি গ্রামের একটি সমবায় সমিতি কোন কোন ব্যবসা পরিকল্পনা নিয়ে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে সেগুলি তুলে ধরুন। তাহলে অন্যান্য সমিতিগুলিও তাদের পথ অনুসরণ করবে।

অসীম চক্রবর্তী

সম্পাদক, নিবাকরবাটী সমবায় সমিতি

তাঁত শিল্পে সমবায় প্রথা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর নতুন করে বলার কিছু নেই। সত্যি বলতে কি জীবন যতই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, পণ্যের বাজার যত ঘন ঘন চরিত্র বদল করছে ততই সমবায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ যূথবদ্ধ জীব এবং একা সে কখনই বাঁচতে পারে না — সমাজবিজ্ঞানের এই গোড়ার কথাটিই সমবায়ের সার কথা। সকলে মিলে মিশে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সমস্যার মোকাবিলা — এটাই সমবায়ের মূল মন্ত্র।

একসময় আমাদের দেশে মূলধনের বাজারে মহাজনী প্রথার দৌরাত্ম্য ছিল খুবই। মহাজনরা চড়া সুদে তাদের অর্থ গরিব চাষিদের ধার দিতেন এবং সুদেমূলে সর্বস্ব আদায় করে নিজেরা স্ফীত হতেন। এই মহাজনীপাহার কবল থেকে মুক্তি পেতেই সমবায়ের জন্ম।

কারবারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আর্থিক ও নৈর্ব্যক্তিক যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম অবশ্যই মুনাফা। এই মুনাফা যেমন কারবারের প্রেরণা-শক্তি, তেমনই মুনাফা অর্জন কারবারীর এক নৈতিক উদ্দেশ্য হয়ে উঠলে সমাজের প্রতি কারবারের দায়িত্ব হ্রাস পায়। মুনাফার অদম্য নেশা কারবারীকে পণ্যের তৎমান অবনমন, ফাটকা প্রভৃতিতে উৎসাহ দেয়। ফলে বৃহত্তর মানব-সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমবায় যদিও পণ্য বা সেবার লেনদেন করে তথাপি কারবারী চরিত্রযুক্ত হয়েও কারবারের উপরোক্ত নারায়ণ ত্রুটি থেকে সমবায় মুক্ত। কারণ মুনাফা অর্জন কখনই সমবায়ের মূলনিহিত উদ্দেশ্য নয়। তবে পণ্য লেনদেনের স্বাভাবিক নিয়মে মুনাফা যা কিছু হয়, সমবায় তার সভ্যদের স্বার্থে সেই মুনাফার যথাযথ বণ্টন করে যা মুনাফাকৃত অর্থে অধিকতর পণ্য সংগ্রহ ও বণ্টনে তৎপর হয়।

সমবায়ের এই সাধু প্রচেষ্টাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় প্রথাকে জনপ্রিয় করেছে। আমাদের রাজ্যে কৃষির পরেই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁতিরাই এই শিল্পের প্রধান মূলধন। কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁতিরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাননি। ফলে বাজারে তাঁতবস্ত্রের দাম যতটা বৃদ্ধি পেলেও তাঁতিরা তাদের আর্থিক অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি ঘটাতে পারেননি।

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সংগ্রামরত তাঁতিদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে প্রথম পদক্ষেপ যে তাদের সংগঠিত করা, এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই এবং তাঁতিদের সংগঠিত করার প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই সমবায়ের কথা এসেছে।। কারণ একমাত্র সমবায় প্রথাই তাঁত শিল্পীদের এক শোষণমুক্ত ভবিষ্যতের সন্ধান দিতে পারে।

তাঁতশিল্পের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য ১৯৭৪ সালে ভারত সরকার শিবরামন কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। সেই কমিটি সুপারিশ করেছিলেন, পঞ্চম পরিকল্পনার (১৯৭৪-৭৯) মধ্যে অন্তত ছাঁটি লক্ষাংশে তাঁতিকে সমবায়ের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক তাঁত-শিল্পে সমবায় প্রথা চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনাকে সমবায়ভিত্তিক করে গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হয়। মূলধনী বাজারে মহাজন প্রথার কুফলের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এবং মহাজনদের কবল থেকে সাধারণ তাঁতিদের রক্ষা করার জন্য সরকার তাঁতিদের হাতে কার্যকরি মূলধন (Working Capital) সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি, তন্তুজা সমবায় সমিতি-গুলিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্যে এবং সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে আর্থিক পুঁজি-জমের ব্যবস্থাও হয়েছে। এছাড়া উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম ব্যবহার বা ক্রয়ের জন্য, কম আধুনিক নক্সা বিতরণ, পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা বিক্রয়ের ওপর ছাড়, কাঁচামাল, বস্ত্রনমুনা প্রভৃতি সংগ্রহে সাহায্য করা এবং কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। পরোক্ষে যুক্ত তাঁতিদের জন্য তাঁত, তাঁতঘর, চলনা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং তাদের পরবর্তী জীবনের নূন্যতম জীবন যাপনের জন্য পেনসন প্রভৃতির ব্যবস্থা যে হয়েছে, তা মূলত সমবায় প্রথারই সুফল।

রাজ্যের জেলায় জেলায় তন্তুবায় সমবায় সমিতিগুলি দিনে দিনে স্ফীতকায় হচ্ছে। এই সমিতিভুক্ত তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতো সরবরাহ করেন এবং তাঁতিরা যে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করেন, সরকার তা ক্রয় করে নিজস্ব বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিপণনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ স্পিনিং মিলস ১৯৬৮ সালে উদ্বোধিত হয় এবং ১৯৭০ সালে ৩৬৪৮ টি টাকু নিয়ে মিলের কাজ চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে মিলটি কার্যত কাজ শুরু করে। এই মিলের সমস্ত উৎপাদন তন্তুজই কিনে বিক্রয় করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গরিব তাঁতিদের মহাজনের শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর স্থাপিত হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স সোসাইটি লিমিটেড। এই সমবায় সমিতিটি সাধারণে 'তন্তুজ' নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল (ক) পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পকে সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত করা ও তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন ও বিক্রয়ে অনুমোদিত সমিতি-গুলিকে সহায়তা করা এবং (খ) উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে সভ্য সমিতিগুলিকে যোগান দেওয়া। 'তন্তুজ' নামক বিক্রয় কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রাজ্যের ভিতরে এবং 'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম কেন্দ্রিকস

মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর মাধ্যমে রাজ্যের বাইরে সমবায়ের অধীনে উৎপন্ন তাঁতবস্ত্রাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। গোড়ার দিকে সমিতির পরিচালনার ভার ছিল একটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির হাতে। ১৯৭৩ সালে রাজ্য সরকার এটি অধিগ্রহণ করে একটি বোর্ডের হাতে পরিচালনার ভার দেন। বর্তমানে তন্তুজ-র বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা উল্লেখের দাবি রাখে।

কেবল হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রেই নয়, ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে এ রাজ্যে ১০০টি সমবায় সমিতিতে মোট ১৬০টি শক্তিচালিত তাঁত নিয়ে একটি প্রকল্প চালু হয়। সরকার ৫১ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য দেন। ১৯৭১ সালে শক্তিচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সংখ্যা বেড়ে হয় ১২২টি। সরকার নানাভাবে এই সমিতিগুলিকে সাহায্য করেন। বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে বিদ্যুতের খরচ কমানোর জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৯) একটি পাওয়ার সাবসিডি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। তবে হস্তচালিত এবং শক্তিচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে অসংগঠিত তাঁতিদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। ঐ তন্তুবায় শ্রেণীকে সমবায়ের আওতায় আনতে পারলে এ রাজ্যে তাঁতশিল্প যে আরও উন্নতি ও ব্যাপকতা লাভ করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ☐

বাঁকুড়ায় পুরস্কৃত সমবায় সমিতি

১৯৯৪-৯৫ বর্ষে উল্লেখযোগ্য দাদন ও ঋণ আদায়ের জন্য বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তার কেন্দ্রীয় এলাকাভুক্ত কৃষি উন্নয়ন সমিতি কর্মচারী ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে সমবায় সপ্তাহের শেষদিনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করেছেন। যেসব বিচারের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয় সেগুলির মধ্যে সমিতির সদস্য সংখ্যা, আদায়ীকৃত অংশের মূলধন, আমানত সংগ্রহ, ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণদান ও আদায়, কার্যকরী মূলধন, অডিট, বার্ষিক সাধারণ সভা, ডিভিডেন্ড উল্লেখযোগ্য।

জেলায় প্রথম তিনটি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মধ্যে যথাক্রমে জয়পুর ব্লকের মহলাপুর.পাত্রসায়রের ব্লকের কুকুরদাঁড়ি ও জয়পুরের রঘুনাথপুর বিবেচিত হয়।

ব্লকভিত্তিক যেসকল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসেবে বিবেচিত হয় তাদের মধ্যে- বাঁকুড়া-১ এর ধরঁসি, বাঁকুড়া-২ এর কেলেবোলা, হাতনার ক্ষীরশোল, বড়জোড়ার ভৈরবপুর, ওন্দার পুকা, তালডাংরার দেউলভিড়া, সিমলাপালের মুকুন্দপুর, রাইপুর-১-এর সাতপাট্টা, রাইপুর-২-এর রাঙ্গাপতিহা, খাতড়া -১-এর গোড়াবাড়ি, রানীবাঁধের নাগসোডা, খাতড়া-২-এর হাতিরামপুর, ইন্দপুরের কল্যাণী, বিষ্ণুপুরের জিয়ারবাদী, জয়পুরের গেলিয়া এল/এস প্লান্ট, কোতলপুরের গোপীনাথপুর, সোনামুখীর রাধারমণ পুর, পাত্রসায়রের-এর নারিচা, ইন্দাসের জোতবিহার, ছেদিয়ার রানীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া, প্রত্যেক সমিতির কর্মচারিদের জন্য দুশ' টাকা করেও পুরস্কৃত করা হয়।

শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মধ্যে প্রথম জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতিকে ১০টি, দ্বিতীয় পাত্রসায়রের পঞ্চায়েত সমিতিকে ৬টি এবং তৃতীয় ইন্দপুর পঞ্চায়েত সমিতিকে ৪টি করে মিল্ক কেন্ডিং চেয়ার দেওয়া হয়। যা সমিতিগুলিতে খুবই কাজে লাগবে। যে সমস্ত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলিতে শতকরা একশ' ভাগ ঋণ আদায়ের কৃতিত্বের জন্য একটি দেওয়াল ঘড়ি ও কর্মচারিদের জন্য একশ' টাকা দেওয়া হয় সেগুলি হল-বাঁকুড়া-১-এর ডাকবাঁধ, কালাবতী, জামবনী, কেন্দাবাসা : বাঁকুড়া-২-এর ক্ষীরাইজুড়ি মালিনবাসী, শালবনী ; হাতনার বেলোরা : জি মাটির একাদশ পল্লী, ডাংমুরিয়া ; বড়জোড়ার বাওনী, বারাবোনা, হাটআওরাদা, ওটপড়িয়া, নাখোদ্যা, কোচডোডা, মানগ্রাম রাজরাসাদপুর। ওন্দার নতুনগ্রাম, গামিদ্যা ঘুড়েশ্বর। রাইপুর-১-এর চেলেপাড়া ; বিষ্ণুপুরের আওনকুমারী ; জয়পুরের জয়পুর, হেটিয়া, উত্তরবাহু, রাধাগ্রাম, মধুরপুর, রাউতখন্ড, জগন্নাথপুর, বুচিয়াকোল ; তালডাংরার ভীমরা-কেলেডোড়া ; কোতলপুরের বনদুর্গা, নির্জাপুর, লেগো-হাজরাপুকুর, দারাপুর, পদুয়া, সাঁতরা-হেঁতুলমুড়ি ; সোনামুখীর মাঝির ডাঙ্গা, রসেটগঞ্জ, ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, মহেশপুর, পাঁচাল, বীরসিংহেপুর, পশ্চিম পাত্রসায়র, অনুকপাড়া, নবাসন ; পাত্রসায়রের -এর পতিত, শালখাড়া, দারুা কোচনগর, সাধাপুর, জানকুড়ি ; ইন্দাসের দিবাকরবাটী, নিতালী, চিচিরা-কাটিকা, ঘুসনুরী, জোতবিহারী, করিসোডা, বীরাসিমুল-শাঁকরাইল, উঁদরন, জোসবিলি, মঙ্গলপুর, ছেলেটি।

এই পুরস্কার প্রদানে সমিতিগুলিতে বিপুল উৎসাহ দেখা যায় এবং নিঃসন্দেহে সমবায় আন্দোলনের গতি প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়।

☐ সন্তোষ ভট্টাচার্য

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর, তাঁর বক্ষপ্রীতির তুলনা নেই।"

☐ জীবনানন্দ দাশ
জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯
মৃত্যু : ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪

শান্তিনিকেতনের শতবর্ষের পৌষ উৎসব ঃ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

উৎপল চক্রবর্তী
(পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক)

৭ই পৌষ, ১৮৯৪ না ৭ই পৌষ ১৮৯৫ — কবে সূচনা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবের? প্রশ্ন উঠেছিল ১৯৯৪ সালে পৌষ উৎসবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আগে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ধূসর পৃষ্ঠা ঘেঁটে সাম্প্রতিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন ১৮৯৪ সালের ৭ই পৌষই প্রথম পৌষ উৎসব ও মেলার সূচনা হয় শান্তিনিকেতনে। আর এখন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর 'শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী' বইতে জানাচ্ছেন যে ১৮৯৫ সালেই প্রথম পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও সন তারিখের জটিল খুঁটিনাটি আমাদের আলোচ্য নয় এখানে, ওগুলো থাক প্রাজ্ঞের পণ্ডিতদের জন্য। আজ, একশ বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাস পার হয়ে এসে আমাদের জানতে ইচ্ছা করে কোথায়, কেন আর কিভাবেই বা সূচনা হয়েছিল এই উৎসবের আর দীর্ঘ একশ বছরে এর বিবর্তন কী ধারা বহন করে আনে।

১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (বাংলার ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কুড়ি জন অনুরাগীকে নিয়ে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই পরবর্তী স্বল্প সময়কালের মধ্যেও বহু অনুরাগী অনুপ্রাণিত হন এই ধর্মের প্রতি। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মহর্ষি ভেবেছিলেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত তাঁর সতীর্থ ও অনুগামীদের নিয়ে একটি মেলা ও উৎসব করার কথা। তিনি তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন ঃ "তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য হৃদয়ের মিল ছিল। ..... পরস্পর এমন সৌহার্দ্য দেখিলাম, তখন আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। আমি মনে করিলাম যে, নগরের বাহিরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাদের প্রতি পৌষমাসে একটা মেলা হইলে ভাল হয়। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সদ্ভাববৃদ্ধি ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা হইয়া সকলের উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি এই উদ্দেশ্যে ১৭৬৭ সালের ৭ই পৌষ (১৮৪৫,২০ ডিসেম্বর, শনিবার) পলতার পরপারে আসার গেরিটির বাগানে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। ৮/১টা বোটে করিয়া সকল ব্রাহ্মকে কলিকাতা হইতে আমি ওই বাগানে লইয়া যাই। ইহাতে তাঁহাদের সদ্ভাব ও মনের প্রীতি ও উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া বাগানে ব্রাহ্মদের একটি মহোৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ব্রহ্মের জয়ধ্বনি করে করিলাম। ফলতরুতে শোভিত বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইলাম।"

দেখা যাচ্ছে পৌষ উৎসবের সূচনা দেবেন্দ্রনাথের আমলে যদিও তা শান্তি-নিকেতনে নয়, কলিকাতার কাছে গেরিটির বাগানে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় বাংলার ১২৬৮ সালে। সেই বছরই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ভুবনমোহন সিংহের আমন্ত্রণে বোলপুরের কাছে রাইপুর গ্রামে এসেছিলেন প্রথমে। এই সময়েই এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। তিনি যেন ব্রহ্ম উপাসনার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এরকমই একটি জায়গা যেখানে আসা যাবে, আছে তাঁর 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' পরের বছর মহর্ষি পাঁচ টাকা খাজনায় কুড়ি বিঘা জমির সব নেন তিনি ভুবনডাঙা গ্রামে। ১৮৬৩ সালের ১৯ মার্চ এই কাজ সম্পন্ন হলে শুরু হয় শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজ। তারও পঁচিশ বছর পর ১৮৮৮ সালের ৯ মার্চ মহর্ষি ট্রাস্ট ডিড করে সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং আশ্রমের খরচ চালাবার বরাদ্দ রাখেন জমিদারির ১৮,৪৫২ টাকার সম্পত্তি। এই ট্রাস্ট ডিডে বলা আছে — "ধর্মতত্ত্ব উদ্দীপনের জন্য ট্রাস্টিগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এ মেলাতে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবে। এই মেলার উৎসবে কোনো প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিৎ আমোদ উল্লাস হইতে পারিবে না; অন্য মাসে ব্যতীত এই মেলার সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনরূপ আয় হয় তবে ট্রাস্টিগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন ___।"

মহর্ষির এই ট্রাস্ট ডিড অনুযায়ী শান্তিনিকেতনে প্রথম মেলা অনুষ্ঠিত হবার আগেই অবশ্য ১৯৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হয় উপাসনা মন্দির। এই উপলক্ষে প্রথম সূচনা হয় পৌষ উৎসবের, পৌষ মেলার নয়। এর বর্ণনা পাওয়া যায় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত "শান্তি-নিকেতনে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা" রচনা থেকে —

'পরদিন [সাতই পৌষ] প্রত্যূষেই প্রত্যূষের নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া সংকীর্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়িল। সকলে একত্র মিলিয়া কীর্তনচ্ছলে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে অট্টালিকা [শান্তিনিকে-তনের বাড়ি] হইতে মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। যেখানে হইতে আসিতে আরম্ভ করেছেন ব্রাহ্মবন্ধু মুক্তকণ্ঠে "প্রাণ ভরে আজ গাও হরি, ভবে আসা পথে আর নাহি হরি, [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত] গাহিতে গাহিতে অগ্রে চলিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিবামাত্র কীর্তন থামিল। [এরপর দ্বিজেন্দ্রনাথ মহর্ষির ট্রাস্ট ডিড-এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করে 'প্রতিষ্ঠান পত্র' পাঠ করেন] অনন্তর সকলে মন্দিরে প্রবেশপূর্বক উপবেশন হইয়া সমস্বরে অর্চনা পাঠ করিলেন।'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী ১৮৯৪ সালের ২১ ডিসেম্বর মহর্ষির ট্রাস্ট ডিড অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম আয়োজিত হয় পৌষ উৎসব ও পৌষ মেলা। অর্থাৎ গেরিটির বাগানবাড়িতে যে উৎসবের

সূচনা হয়েছিল, পঞ্চাশ বছর পর সেই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা ও মন্দিরের উত্তরের মাঠে। মহর্ষির চিন্তা চেতনাকে এই উৎসবে বাস্তবায়িত করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল এই তথ্যঃ "সর্বপ্রথমে ঘণ্টারব, তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং ব্রহ্মাস্পদবাবু ,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্তী করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। ___ পরে আচার্যের বেদী গ্রহণ করিলে ব্রহ্মাস্পদবাবু দ্বিতীয়নাথ ঠাকুর ____ সকলকে উদ্বোধিত করেন। ..... পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বরচিত্যের সহিত স্বীনং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের একটি হৃদয়স্পর্শী উপদেশ পাঠ করিলেন। ..... পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মধুর গম্ভীর স্বরে ভক্তিভরে প্রার্থনা করিলেন। ___ অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। ..... ব্রহ্মাস্পদ রবীন্দ্রবাবু তথায় বর্তমান ছিলেন। এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন — "অদ্য পৌষমাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতি কামনায় এই সমস্ত সম্বল ভোজ্য অনাথ দীন, দুঃখী ও আতুর-দিগের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট হইল" বিদ্যা বিতরণ। চতুর্দিকে দোকানপসার বসিয়াছে এবং স্থানীয় লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ওই সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। ____ সান্ধ্যকালীন উপাসনা উদ্বোধন করেন গিরিন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, অন্যান্য আচার্যদের মধ্যে ছিলেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রমুখ। উপাসনার পর আতসবাজী। পরে সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচট শব্দে বহুৎসব পর্ব আরম্ভ হইল।"

এই ছিল পৌষ উৎসব ও মেলার সূচনার ইতিহাস। মহর্ষি প্রয়াত হন ১৯০৫ সালে। স্বাভাবতই এরপর এই উৎসব ও মেলা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব বর্তায় রবীন্দ্র-নাথের উপর। একদিকে মহর্ষি পিতার ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষার দিনটির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অপরদিকে তাঁর নিজস্ব দর্শন ও বিশ্বমানবতা-বোধ এই দুইয়ের সমন্বয়ে এই উৎসবকে নব কলেবরে সজ্জিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্র-নাথ। এই কারণেই ১৯১০ সালে এই মেলার অতিরিক্ত অঙ্গ হিসাবে তিনি যুক্ত করেছিলেন ব্রীস্ট উৎসবকে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্ত-কুমার পাল অবশ্য মনে করেন যে, এই মেলার অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর কিশোর বয়সে দেখা নব গোপাল মিত্র আয়োজিত হিন্দু মেলা বা ন্যাশনাল মেলা থেকে, যার সঙ্গে ঠাকুর পরিবার ছিল ওত-প্রোতভাবে জড়িত। সেই মেলা ও অধিবেশনে গাওয়া হোত দেশের জাগরণ, দেশানুরাগের কবিতা পাঠ করা হোত এবং দেশীশিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শনীর মাধ্যমে গুণীব্যক্তিদের পুরস্কৃত করা হোত। পরবর্তীকালে পৌষ-মেলার অনুষ্ঠানসূচি লক্ষ্য করলে এই দুই মেলার একটা নিবিড় সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। পাশাপাশি 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীর কাছে যে মেলার পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন সেখানে তাঁর প্রস্তাব ছিল দেশবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য 'যাত্রা, কীর্তন, কথকথা, বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজী, আত্রোমনের। তাঁর আশা ছিল যে, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। তাঁর নিজের ভাষায় "আমাদের এই কল্পিত মেলা সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের দ্বারা, আনন্দের স্রোত, বাংলার পল্লীদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করতে পারে তবে এ শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।" দেখা যাচ্ছে এই মেলার গঠনগত বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর যেমন ছিল মহর্ষির ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষার দিনটির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অন্যদিকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার নিবিড় আকাঙ্ক্ষা। "তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে বালক ও বৃদ্ধকে জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ উৎসবে আনয়ন করে আনছে।" আবার তিনি লিখেছেন "সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততার ভুলিয়া থাকি উৎসবের দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন — এই জন্য এই উৎসবের মধ্যে মিলন চাই।" তিনি চেয়েছিলেন এই উৎসবের মধ্যে থাক এমন নিবিড় হাতছানি যেখানে গ্রাম আর নগরের সেতুবন্ধন এসেসে এক মিশ্র সংস্কৃতির সোপান রচনা করবে। লিখেওছেন তিনি। "একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে — কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্রিত হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে, সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীওলি যেদিন হাল লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে সেই দিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।" একটা কথা খুব সহজেই পরিষ্কার হয়ে আসে তা হোল মহর্ষি প্রবর্তিত এই মেলাকে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্ত করে তাকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ আর মানবতার মুক্ত প্রাঙ্গণে।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতে দুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে এই মেলার। দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে এই মেলায় সমাদৃত হয়েছেন বিদেশীরা। একদিনের মেলা দু'দিন থেকে রূপান্তরিত হয়েছে তিনদিনে। আদি মেলার স্থান ছিল উত্তরায়ণের পূর্বে, টাটা বিল্ডিংয়ের উত্তরে। পরে জনসমাগমের চাপে এই মেলা স্থানান্তরিত হয়েছে পূর্বপল্লীর মাঠে। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই মেলা পরিচালনার দায়িত্ব আসে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের হাতে। ১৯৪৪ সাল থেকে এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় একটি নতুন অনুষ্ঠান— "বিশ্বভারতীর সমাবর্তন।" কলাভবন, সঙ্গীতভবন, লোকশিক্ষাসংসদ এবং বিশ্বভারতীর পাঠ্যক্রম অনুসারে শিক্ষাভবন থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের এই অনুষ্ঠানে দেওয়া হয় অভিজ্ঞানপত্র। আগে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই এই অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয়। যদিও তাতে মেলার আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়নি কোনোভাবে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর দুর্ভিক্ষ, বিশ্বযুদ্ধ এবং বিরাজিদের আন্দো-লনের দরুণ মেলা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর মেলায় আবার প্রাণ ফিরে আসে।

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি পায় বিশ্বভারতী। আচার্য হিসাবে এই মেলার অতিরিক্ত আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলেন

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসূরীরা। মেলার আকর্ষণের মূল দিকটি যা আজও অব্যাহত আছে তা হোল সারা বাংলা থেকে আগত গ্রামীণ হস্ত ও কুটির শিল্প তথা অন্যান্য সামগ্রী। পাশাপাশি আছে রাজ্য সরকারের ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক স্টল। আর একটি দিক হোল বিনোদন। দীর্ঘদিন এই দিকটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে আসছেন শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। বাউলগান, ভক্তির দরবেশের গান, গম্ভীরা, কীর্তন, কবিগান, পুতুলনাচ, সাঁওতালি বাদ্য, বিভিন্ন শারীরিক দক্ষতা পরিবেশন এবং সর্বোপরি আতসবাজির রোশনাই আজও সহস্র মানুষকে নিবিড় হাতছানি দেয় এই মেলায়।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এই উৎসবে ব্রহ্মোপাসনা, প্রাতঃস্নানের উৎসব, পঞ্চম অনুষ্ঠান, খ্রীস্ট উৎসব এ সবই অব্যাহত আছে। যুক্ত হয়েছে একটি নতুন অনুষ্ঠান, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতার প্রবর্তন। মেলার খরচ চালাবার জন্য মহর্ষি জমিদারির যে টাকা নির্দিষ্ট রেখেছিলেন, সেটা বন্ধ হয়ে যাবার পর মেলার খরচ চলে মেলার আগত স্টল থেকে ভাড়া বা খাজনা বাবদ আয় থেকে। উদ্বৃত্ত থাকলে মেলার উন্নতির জন্য তা খরচ করা হয়। এছাড়া আছে প্রদর্শনীর জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

ঠাকুরবাড়ির দুই কীর্তিমানের চিন্তা চেতনার ঢেউ আজও প্রবাহিত হচ্ছে এ মেলার রক্তে রক্তে। কিন্তু ঐতিহ্য আর উত্তরাধিকারের এক অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব রেহাই দেয়নি এই উৎসবকেও। পরিবর্তন যুগোপযোগী। নিশ্চয়ই কাম্যও তা। কিন্তু ততক্ষণই যতক্ষণ তা বিকৃত আর আড়ম্বরে রূপান্তরিত না হয়। কালের বিবর্তনে নিশ্চয়ই এ উৎসব তার পল্লীর চেহারা হারিয়েছে। আর তা তো অবশ্যম্ভাবী। এতো কবির নিজেরই কথা, "পল্লী মাকে যখন আপনার মর্মগত বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বহিরিকে অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয় — তাহার দ্বার খুলিয়া যায় আর গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য।" কিন্তু এই দান আজ এদেশের মনে দিয়ে কোন্ সংস্কৃতি প্রবাহিত হচ্ছে এই উৎসবের নিরা-ঐশ্বর্যের আর কতদিনে, কোন্ দূর বার্তা আর বহন করে আনছে এই মিলনের বাণী। আতঙ্কিত প্রবীণ কর্ণধার শান্তিদেব নিজেও। তাঁরই কথায়, "কলকাতার বড়লোকেরা এখানে বাগানবাড়ি বানাচ্ছেন, ওঁরা আসেন আরামে ছুটি কাটাতে, ওদেরকে টানে কতটা আসেন বলতে পারব না।" কিম্বা যেমন বলেছেন অমিতা সেন, "আগে পাশের সকল গ্রামের সঙ্গেই আশ্রমবাসী আমরা কাজেকর্মে, সুখে-দুঃখে, পালা-পার্বণে গভীর-ভাবে যুক্ত ছিলাম, আজও আছি। প্রতিবেশী সকল গ্রাম নিয়েই শান্তিনিকেতন আশ্রম, তাদের বাদ দিয়ে না। শহরের ধনীজনের চাহিদা মেটাতে এইসব প্রয়াসের একটিও যদি আজ বিলুপ্ত হয়, তবে শান্তিনিকেতনের অবহানি হবে। রবীন্দ্রনাথের কালের আমরা সে আঘাত সহ্য করতে পারব না।" কিন্তু একথা কি আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আশ্রম সংলগ্ন প্রতিবেশী পল্লীগুলির সঙ্গে এই উৎসবের নাড়ির যোগাযোগ আজও অব্যাহত। প্রান্তিক, সাঁওতাল পল্লী, বরদাবিহি আর গোয়ালপাড়া এখন দুর্গাপুর, কল্যাণী আর সল্টলেক হয়ে বৃহত্তর কলকাতার প্রবেশের অপেক্ষায় দিন গুণছে। এখানকার 'প্লট' পদ্ধতিতে বিক্রিত জমিগুলির অধিকাংশেরই ক্রেতা কলকাতার নব্য আধুনিকেরা।

কি দেখলাম আমরা শতবর্ষের উৎসবে। যে মেলায় নিষিদ্ধ ছিল মদ্য মাংসের প্রবেশ, আজ মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের মুখে রাস্তার দুপাশে নজরে পড়ে তার ব্যাপক আয়োজন। হোটেল-রেস্তোরাঁর সংখ্যা শান্তিনিকেতনে বর্তমানে পঁচিশটি। সেখানে পাওয়া যায় শহর কলকাতার আধুনিক রুচির সমস্ত খাবারই। লঙ্গরের ভাত্র শতবর্ষে সর্বোচ্চ দৈনিক পাঁচশত টাকার গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানেও ঠাঁই হয়নি বহু মানুষের আর তাতে খুশি নয় অনেকেই। মেলার অভ্যন্তরেও আছে এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের স্বাক্ষর। আছে কলকাতার ময়দানের মেলার অনুকরণে কফির স্টল। তাতে বিজ্ঞাপণ, "The ,coffee for modern living." আছে বিদ্যুৎ চালিত দোলনার ঘোড়া, অষ্টাদশীর আদল্য বেপরোয়া অমোঘ, আছে 'বালুচরীর' স্টলে মেয়ের বুধবুধ। নেই শুধু বাউল-ফকির-দরবেশের শ্রোতা, নেই খাপড়ার বাসনের ঘোষাইকারের মনের মর্মরা। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা শুধু একটি গান শোনবার জন্য আকাঙ্ক্ষা বুকে চেপে ফিরে যাওয়া একাধিক বাউল-ফকিরকে অভিমানে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছে এই উৎসব। বাংলার লুপ্তপ্রায় এইসব নিজস্ব সংস্কৃতির বিশেষ সে আর অন্য নেই আমাদের কাছে, তা আরো একবার প্রমাণ করলো, একদা এইসব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এই উৎসব। এসব দেখে , "গেল গেল" রবে আজ যারা হাহাকার করে উঠছি আমরা, প্রশ্নাকুলভাবে তারাও কি গলা মেলাচ্ছে না প্রবহমানতার সুরে?

তবু আছে। অমিতা সেনের ভাষায়, "এখনও শিক্ষা আছে এখানে, যার থেকে সহজ প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া যাবে।" কিন্তু তারই বা শক্তি কতটুকু? একদিকে জ্বালানীর সংকট, অন্যদিকে বাইরের দমকা হাওয়া। এরমধ্যে কতদিন আমরা জ্বালিয়ে রাখতে পারব সুস্থ সংস্কৃতির, সৌভ্রাতৃত্বের আর মনুষ্যত্বের এই দীপশিখাটিকে। কবির এই সতর্কবাণী আমরা কি বিস্মৃত হব, "যেখানে অহঙ্কার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিদ্বেষ যাতি প্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে নরনারীকে লোকে লুব্ধভাবে, গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অত্যন্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত — সেখানে সমস্ত আয়তন, সমস্ত ভঙ্গি, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাবে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্ব যজ্ঞোৎসবের আয়োজন উপস্থিত হইয়া ফিরিয়া আসে।" □

সূত্র : (১) রবিজীবনী- প্রশান্তকুমার পাল।
(২) শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
(৩)Santiniketan and Sriniketan -Uma Dasgupta
(৪) রবীন্দ্র রচনাবলী (শ ত সংস্করণ)

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত : ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ দ্রব্য, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রানাঘাট, বোলপুর, শাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৫৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

কৃষির উপর নয়া অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব

অধ্যাপক স্বপন চ্যাটার্জি
(সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝাড়গ্রাম)

ভারতীয় কৃষির উপর এল ই পি-র প্রভাব বিশ্লেষণে পাঁচটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়। তা হ'ল : (ক) আর্থিক অ্যাডজাস্টমেন্ট (খ) পরিকাঠামোগত অ্যাডজাস্টমেন্ট, (গ) বিশ্বজনীনতা (ঘ) আর্থিক সংস্কার (ঙ) অন্যান্য।

আর্থিক অ্যাডজাস্টমেন্ট । আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য খাদ্য ও সারের উপর সাবসিডি হ্রাস করার সরকারি উদ্যোগ হ'ল এর প্রাথমিক বিষয়। খাদ্যে সাবসিডি হ্রাস প্রসঙ্গে সরকারি বক্তব্য হ'ল সংগ্রহ-মূল্য বাড়ালে কৃষকরা কিছুটা সুবিধা ভোগ করবে এবং যতদিন গণবন্টন আউটলেটগুলিতে কৃষি পণ্যের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সামঞ্জস্য থাকবে ততদিন এই সাবসিডি হ্রাস কৃষকদের ক্ষতি করবে না বলে সরকার মনে করেন।

সারের ক্ষেত্রে সরকারি বক্তব্য হ'ল যে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এই শিল্পে সাবসিডির হার বেড়ে চলেছে। তাই সাবসিডির হার কমালে চাষের খরচা বেড়ে গেলেও তা সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে পুষিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে সারের খরচা সাশ্রয় হবে ও পরিবেশ দূষণ কমবে বলে সরকার মনে করেন।

সাবসিডি হ্রাস কৃষির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে প্রভাব ফেলেছে তা অবশ্য সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যাই হোক এতে সরকারের অপরিকল্পিত খরচা কমবে এবং বাজেটারি রিসোর্স বেঁচে যাবে তা কৃষি উন্নয়ন ও গ্রামীণ পরিকাঠামো গঠনে ব্যয় করা যাবে।

সরকারের আর্থিক ঘাটতি কমাতে (যা আই এম এফের সঙ্গে চুক্তির একটা অংশ) সেচ ব্যবস্থা, মৃত্তিকা, কৃষি গবেষণা, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে এই সাবসিডি হ্রাস জরুরি। সরকার কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ভার ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর দিতে চান তার জন্য নানারকম ছাড়, সুযোগ ঘোষিত হয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, কৃষি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে অকৃষি ক্ষেত্র ও কার্ব-সার্ভিস পক্ষ থেকে চাপ আসবে যাতে সেচ করের হার, বিদ্যুতের দাম কমানো হয়, নইলে পাওয়ার সেকটরে বিদেশি বিনিয়োগ, বিশ্বব্যাঙ্কের লোন পাওয়া অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে। তাই সরকার এ জিনিস করতে বাধ্য। অবশ্য অনন্তকাল ধরে কোন সাবসিডি চালু রাখা যুক্তিযুক্ত নয় এবং আর্থিক দিক থেকে সম্ভব নয় বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। তবুও ন্যায়বিচারের স্বার্থে পরিবর্তনের জন্য চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

পরিকাঠামোগত অ্যাডজাস্টমেন্ট । নয়া অর্থনৈতিক নীতির সার কথা হ'ল পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন ও জি ডি পি-র হার বৃদ্ধি করা। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা এতদিন অগ্রাধিকার পেয়েছিল। বর্তমানে তার গুরুত্ব কমিয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে ও প্রয়োজনে আমদানি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্বয়ম্ভরতার এই সংশোধিত মতবাদ যে অনুমানের উপর তৈরি হয়েছে তা হ'ল মুক্ত অর্থনীতি কৃষি ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দক্ষ করে তুলবে এবং এই ব্যবস্থা বিদেশি মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হবে। পরিকাঠামোগত অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রভাবে ভারতীয় কৃষি এত বেশি বাণিজ্যিক হয়ে পড়বে যে FIRM ও FARM এর মধ্যে আর তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কৃষি শিল্পের মর্যাদা পাবে ও উৎপাদনমূলক শিল্পের ন্যায় কৃষি ও কৃষিভিত্তি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিনিয়োগ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য খোলা থাকবে, ফলে কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃহৎ সংস্থার দ্বারা আন্তর্জাতিক মান অনুসারে সংগঠিত হবে। উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তির ও যান্ত্রিকিকরণের সাহায্য নেওয়া হবে, জমির গড় আকার বাড়ানো হবে এবং কৃষি ব্যবস্থা বেশি করে পুঁজি নির্ভর হয়ে পড়বে।

ষাটের দশকের শেষ দিকে পাঞ্জাবের যে সিদ্ধান্তপুরে প্রক্রিয়াজাত টোমাটো। সরবরাহের উদ্দেশ্য ৩০০০ একর জমিতে কৃষ্ণ চন্দ্রিমের জোর করে উৎখাত করে পেপসি কৃষকদের তত্ত্বাবধানে জমি সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে একটি ইউনিট স্থাপন করা হয়। এইভাবে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিতে ও কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে ও শহরে শিল্পপতিদের কৃষি ব্যবসা হতে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হবে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টিকারী আইনগুলি জমির উর্ধ্বসীমা আইন, বাস্তুতান্ত্রিক সংগ্রহ বা লেভি, এফ সি আই কর্তৃক বৃহৎ ক্রয় এসবের পরিবর্তন হবে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা এতে জমি কিনতে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের নিজের জন্য কাঁচামালের প্রয়োজনে শস্য চাষ শুরু করবে। কৃষির এই রূপান্তরও অনুসৃত বাজার অর্থনীতি সরকারকে সংগ্রহ নীতি ও খাদ্য ভাণ্ডার সংরক্ষণের নীতি সংস্কারে বাধ্য করবে। বাজারে অভাব প্রবেশের জন্য সরকার বাফার স্টক রক্ষা করবে। তবে গণবন্টন আউটলেটগুলির সংখ্যা কমিয়ে আনা হবে এবং ধীরে ধীরে কৃষি অর্থনীতিকে বিশ্বজনীন করে তোলা হবে ও আভ্যন্তরীণ ঘাটতি আমদানির সাহায্যে মেটানো হবে।

এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কৃষি বৈষম্যের সৃষ্টি করবে এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের এর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই ক্ষতি দেশের পক্ষে অপরিমেয়।

কৃষি উন্নয়নের নামে গ্রামীণ প্রতিবেশের কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদের উৎখাত করা সাম্য, অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আর্থিক সংস্কার । বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে অর্থকরিতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা আনতে ও লোকসানের বোঝা কমাতে নরসিংহম কমিটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে গ্রামীণ ঋণ

কমাতে ও গ্রামীণ ব্যাঙগুলিকে কিছুমুখী ব্যবসার সম্ভাসারণ ঘটাতে সুপারিশ করেছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙের মূলধন ও সম্পদ কাঠামো সুদৃঢ় করতে এল এল আর কমানো, সুদের হার কমানো, বিনিয়োগের উপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা চালু করা, শিল্প ও রপ্তানির জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বণ্টনের সুপারিশও করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত কৃষি বিনিয়োগে নিযুক্ত সমবায় ব্যাঙের জন্য কমিটির বিবেচনার মধ্যেই আসেনি। এই সুপারিশগুলি পরিবর্তনের কথা বলবে না বলে সরকারের ধারণা, কারণ পরিবর্তনের চাবী নাকি অনুসন্ধানমূলক ঋণ নেয় না। আশির দশকের মধ্যভাগে বিশ্বব্যাঙের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা যায় ঐ সময় কেবলমাত্র শতকরা চল্লিশ ভাগ কৃষক বাণিজ্যিক ব্যাঙের ঋণ নিয়েছিল এবং মেয়াদি ঋণের ২/৩ অংশ বৃহৎ চাষিদের কাছে গিয়েছিল। লোকসানকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙের শাখা-গুলিকে স্বয়ম্ভরতার নিরিখে বন্ধ করার নির্দেশ রিজার্ভ ব্যাঙ দিয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ শাখাগুলিকে কার্যকরী মূলধন ও লাভের অনুপাতে বিচার করলে দেখা যায় লাভজনক শাখার কাজ বেশি হতাশাব্যঞ্জক। অনাদায়ের জন্য ব্যাঙগুলিকে যে অপবাদ দেওয়া হয় তাও টেকে না কারণ অনাদায়ের একটা বৃহৎ অংশ সৃষ্টি হয় বৃহৎ জোত থেকে। এছাড়া বিভিন্ন গিমিক যেমন লোন মেলা, লোন মকুব এমন তো আছেই। বস্তুত শিল্প ব্যবসার অনাদায়ী ঋণ গ্রামীণ কৃষি অনাদায়ী ঋণের থেকে অনেক বেশি। তাদের প্রদত্ত ক্যাশ ক্রেডিটের অনাদায় সহজে হিসাবভুক্ত হয়নি যেমনটি কৃষি ও মেয়াদি লোনের ক্ষেত্রে হয়।

নরসিংহম কমিটি গভীরভাবে কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনের কথা ভাবেনি। কমিটির দৃষ্টি কেবলমাত্র আর্থিক পদ্ধতি তথা ব্যক্তি উদ্যোগ পরিচালিত শিল্প ও রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনের উপর নিবদ্ধ ছিল।

সরকার বাণিজ্যিক ব্যাঙের বেসরকারি-করণের পদক্ষেপ নিলে তা গ্রামীণ কৃষির ক্ষেত্রে হবে গোলের উপর বিষফোঁড়ার সামিল। কারণ গ্রামীণ ঋণের বাজার কখনও কৃপ্ত চাষিদের কাছে সমান্তরাল ভূমি নয়।

কমিটির অবশ্যই সমবায় ব্যাঙের কাঠামোর বিন্যাস সম্পর্কে ভাবনা দরকার ছিল। সমবায় ব্যাঙগুলি পুনর্গঠনের জন্য তহবিল যোগানে গ্রামীণ লোকদের চাহিদা মিটত। কিন্তু সমবায় বিষয়টি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সরকারের কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি।

বিশ্বজনীনতা ও কৃষি : কৃষিকে নিয়ে পরিণত করতে ও ভারতীয় অর্থনীতির সাথে বিশ্ব অর্থনীতির সাযোগ স্থাপনে সরকার আগ্রহী। এর কারণ সরকার মনে করেন এতে স্থানীয় উৎপাদকরা, বিদেশি প্রতিযোগিতার আগমনের ফলে উৎপাদন মূল্য কমিয়ে আনতে পারবে। দ্বিতীয়ত উৎপাদন খরচা হ্রাস পাবে এবং মুক্ত আমদানির ফলে ভারতের রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হবে। তৃতীয়ত বিদেশি বিনিয়োগের পূর্ণ স্বাধীনতা আসবে। বিদেশি মূলধন, সম্পদ ও প্রযুক্তি ভারতের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। এই উদ্দেশ্যে আমদানি শুল্ক হ্রাস, কাস্টম ডিউটি ও ফেরার নিয়ম কানুন শিথিল করা হয়েছে। টাকার আংশিক রূপান্তর ক্ষমতা ঘটানো হয়েছে যাতে করে এল আর আই এবং আই-দের বিনিয়োগ সহজতর হয়।

গ্যাট চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন বিধিনিষেধ, লাইসেন্স প্রথা ইত্যাদির অপসারণ ঘটিয়ে কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এগুলির ফলে কৃষিতে সম্পদ ব্যবহার ও দক্ষতা বাড়বে বলে সরকার মনে করেন। কিন্তু একটু পিছনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই গ্যাট চুক্তি চালু হওয়ার আগেই বিদেশি বিনিয়োগের রাস্তা তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট নিয়ম কানুনের সরলীকরণ ও টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে। বন্ধ নেওয়া হক এর ফলে কৃষি উপকরণের দাম সস্তা হয়েছে, নতুন প্রযুক্তি ভারতে এসেছে, উৎপাদন খরচা কমেছে, কিন্তু রপ্তানি বাড়েনি। কারণ রপ্তানি বৃদ্ধি নির্ভর করে কৃষি পণ্যের উচ্চদানের স্থিতিস্থাপকতা, পরিবহণের সুবিধা, অর্থের সহজলভ্যতা, বাজার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও আইনের বাধা দূরীকরণের উপর। ভারতের মত আরও বহু দেশ আছে যারা ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে তাদের কৃষি পণ্য রপ্তানি বাড়াতে চায়। এই অবস্থায় বিদেশের বাজারের দাম ও আভ্যন্তরীণ দামের মধ্যে তফাৎ খুব সামান্য থাকবে এবং কৃষি উৎপাদনকারীর কাছে বিদেশি মুদ্রা খুব বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে না।

রপ্তানি সম্পর্কে আরও বলা যায় যে — কোন একটি বিশেষ বছরে অস্বাভাবিক মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি ভাল হলে ফসল ভাল হবে। সংগ্রহের পরিমাণ বাড়বে। তার জন্য আমরা মনে করতে পারি না যে আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেড়েছে। বস্তুত দেখা যাবে খাদ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে খুব অল্প পণ্য রপ্তানির জন্য থাকবে। রপ্তানি বাড়ানোর পূর্ব শর্ত হ'ল প্রভূত উৎপাদন বৃদ্ধি ও আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো। আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে রপ্তানি বাড়ালে কিছু লোককে অর্ধভুক্ত, অভুক্ত থাকতেই হবে। তাই কোনভাবেই খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিকে বিশ্বজনীনতার পরিবেশে আমরা সরিয়ে রাখতে পারি না।

রপ্তানি বাড়ানোর পরিকাঠামো যদি তৈরি করাও যায় তবে যে সমস্ত শস্যের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা আছে তার চাষ করতে হবে। খাদ্যশস্য যে সমস্ত জমিতে চাষ হয় সেই জমিগুলিতে অন্য ধরনের শস্য চাষ করতে হবে। এই রূপান্তরের ফলে খাদ্যশস্যের যে ঘাটতি হবে তা আমদানি করে মেটানো সম্ভব হবে না।

এগুলি ছাড়াও গ্যাটের বিভিন্ন শর্ত ভারতীয় কৃষি তথা কৃষকের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে, কৃষক প্রয়োজন ও বিনিময়ের জন্য পেটেন্ট করা বীজের থেকে নতুন জাতের বীজ তৈরি করতে পারবে না, যদিও সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে কৃষকদের নিজস্ব শস্যের অংশ থেকে ব্যবহার ও বিনিময়ের অধিকার থাকবে। পেটেন্ট হোল্ডারদের রয়্যালটি দিয়ে তবেই উচ্চ ফলন-শীল আমদানিকৃত বীজ দেশীয় জাতের সঙ্গে মিশিয়ে ভারতীয় কৃষির উপযোগী করে তোলা যাবে। বীজ ছাড়াও নানা ধরনের চারাগাছ, জৈব পদার্থ, নব উদ্ভাবনের পর পেটেন্ট করা যাবে এবং পেটেন্টের মালিক হবেন রয়্যালটি পাওয়ার অধিকারী। ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০, ১০-১৫ বছরের পরিবর্তে ২০ বছরের জন্য বৈধ হবে। উৎপাদিত দ্রব্যের পেটেন্ট

স্বিধীকরণ, সময়সীমা, পেটেন্ট নীতি পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ভারতবর্ষে পেটেন্ট আইন এখনও গৃহীত হয়নি।

সম্পূর্ণ অন্য পদ্ধতিতে বীজের উদ্ভাবন করলেও রয়্যালটি দিতেই হবে। অবশ্য গ্যাট চুক্তিতে এই ধরনের বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে যাওয়ার পথ খোলা রাখা হয়েছে, কিন্তু একজন গরিব কৃষক আন্তর্জাতিক মীমাংসা পদ্ধতির মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্থার (পেপসি, নেসলে) ও অন্যান্য বৃহদাকার বিদেশি নিগমের বিরুদ্ধে সমস্যার সুরাহা করতে যেতে পারবে না। বড় চাষিদের সুযোগ সুবিধা এন ই পি-র প্রভাবে কিছুটা বাড়লেও ক্ষুদ্র চাষীরা উন্নয়নের অংশ ভোগ না করেই অনেক অসুবিধা মেনে নিতে বাধ্য হবে।

অন্যান্য ঃ উৎপাদক ও ব্যবসাদারদের উৎসাহিত করতে পরিকাঠামোর আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে কৃষি ক্ষেত্রের স্বয়ম্ভরতার উপর দৃষ্টি পড়বেই। স্বয়ম্ভরতার খাতিরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঋণদান পদ্ধতির রূপান্তর ঘটাবে। কৃষিঋণ বাদ দিয়ে বাণিজ্যিক ঋণ চালু হবে। বিশ্ব অর্থনীতির অভিমুখ সুদ হ্রাসের প্রভাবে বৃহৎ ঋণ গ্রাহকরা সস্তায় ঋণ পাবে। বৃহৎ ক্ষোভ সৃষ্টি করবে তার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে কৃষিসংস্কার কর্মসূচি স্থগিত রাখতে হতে পারে যাতে প্রতিষ্ঠানিক ঋণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান যোগান দেওয়া, খাদ্যশস্য চলাচলের বাধা দূর করা ও অবাধ বাণিজ্য চালু করার কথা সরকার ব্যবস্থা করলেও বাস্তবে কৃষির বাণিজ্যকরণে এই সুযোগ সুবিধা পাওয়া খুব সহজসাধ্য হবে না।

নতুন এই ব্যবস্থা গরিব চাষিদের কাছে অবহুলুপ্ত হয়ে দাঁড়াবে এবং প্রতিযোগিতার শিকার হটে তাদের মরন বাঁচন সমস্যা তীব্র হবে। অর্থনীতির ভাষায় অনেক সময় বলা হয় বৃহদায়তন ক্ষেত্রে মূলধন নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হলে উৎপাদন মূল্য কমে। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও কিন্তু উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব যদি সুষ্ঠু জল ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন শস্য চাষ পদ্ধতির অনুকরণ, জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও উচ্চ ফলনের প্রমাণ ইসরায়েল, চিন, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে পাওয়া গেছে।

সরকারের তরফ প্রস্তাবিত শিল্পায়ন ও কৃষির গ্রামীণ বেকারত্বের সমস্যা মেটাবে। কৃষির অতিরিক্ত শ্রমিককে উৎপাদক ও সেবামূলক সংস্থাগুলি নিয়োগ করতে সমর্থ হবে। এই ধরনের অনুমানেরও যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কঠোর প্রতিযোগিতার তাড়নায় রক্তস্রোত বয়ে যেতে পারে, অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে শিল্প থেকে বেকার হয়ে যাওয়া শ্রমিকের যেখানে পুনর্নিয়োগের গ্যারান্টি নেই সেখানে কৃষি শ্রমিক তো দূর অস্ত।

এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে তাল রেখে বাজার অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণ করতে হবে ও অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সরকারের একেবারে সরে আসা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কৃষি পুনর্গঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং কৃষি পুনর্গঠনের অঙ্গ হিসাবে সমবায় আন্দোলনকে দেখতে হবে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ ও বিপণন সমবায়গুলির উপস্থিতি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও মার্কেটিং কোম্পানিগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এই সমবায়গুলির সম্ভাবনা প্রচুর। এগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। যুক্ত অর্থনীতিতে যুগ্ম উৎপাদক সমিতি, কৃষক সমিতিকে ব্যবহার করতে হবে। কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলির কাজের সম্প্রসারণের জন্য নাবার্ডকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমবায়ের উন্নতিকল্পে পেশাদার দক্ষতা ও স্বল্প পরিকল্পনা অনুসরণ করতে হবে তবেই কৃষি তথা কৃষকের পক্ষে মঙ্গল হবে। □

সূত্র সংকেত ঃ

(১) ইকনমিক সার্ভে ১৯৯২-৯৩
(২) রিপোর্ট অব দি কমিটি অন ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম।
(৩) এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট আন্ডার দি নিউ ইকনমিক রিজিম।
(৪) ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রিভিউ।
(৫) কে এস কৃষ্ণস্বামী।

সম্প্রতি যেসকল সমবায় সমিতি পাঁচশ' টাকা দিয়ে ভাণ্ডারের আজীবন গ্রাহক হয়েছেন তাদের নাম ও ঠিকানা নিচে দেওয়া হ'ল (১০ পাতার পর)

ক্রমিক সংখ্যা	সমিতির নাম ও ঠিকানা
২০২.	সামন্তি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পোঃ সামন্তি, বর্ধমান।
২০৩.	কিরণোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পোঃ বৈদ্যলক্ষীসোল, বাঁকুড়া
	শরৎনগর - যোগিজননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, পোঃ শরৎনগর, দক্ষিণ ২৪পরগনা
	হাট-আসুরিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পোঃ হাট-আসুরিয়া, বাঁকুড়া।
২০৫.	রাজারবাগান সমবায় তন্তুবায় সমিতি লিঃ পোঃ জয়পুর, বাঁকুড়া।
	বালি ঘুট লিল এমপ্লয়িজ কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, পোঃ বালি, হাওড়া।
	বীরকুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ পোঃ আজারা, মেদিনীপুর

□

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state
governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing
units, spinning mills — even poultry hatcheries and fisheries — offering
growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities,
to setting up plants, to marketing and distribution of the produce,
NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be
important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

পেঁয়াজ উপকারী হলেও সবার সহ্য হয় না

ড. দুলালচন্দ্র সেন
অধ্যাপক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

পেঁয়াজের ব্যবহার আজকাল প্রায় সব ঘরেই। এই পেঁয়াজের মধ্যে বড়গুলির সঙ্গেই আমাদের পরিচিতি বেশি। ছোট আরেক ধরনের পেঁয়াজও পাওয়া যায়। সেগুলি দেখতে ডিম্বাকৃতি এবং বাজারে এগুলির আজকাল প্রায় দেখাই পাওয়া যায় না। এই পেঁয়াজগুলি স্বাদে এবং পুষ্টিগুণে বড় পেঁয়াজের তুলনায় ভাল। এই পেঁয়াজগুলিকে সাধারণত ছুঁচো পেঁয়াজ বলা হয়ে থাকে। তবে শীতকালে পেঁয়াজের যে কলি অর্থাৎ গাছ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু বড় পেঁয়াজের কলি খেতেই বেশি সুস্বাদু।

পেঁয়াজের রঙ সাদা ও লাল এই দুই প্রকারের হতে দেখা যায়। এরা আকারে ছোট বা বড় যাই হোক না কেন এদের বৈজ্ঞানিক নাম কিন্তু একই, *Allium cepa Linn.* এবং এরা সবাই *Amaryllidaceae* পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পেঁয়াজের উৎপত্তিস্থল সম্ভবত উত্তর পশ্চিম ভারত, আফগানিস্থান এবং ব্রাসিয়ার কিছু অঞ্চল জুড়ে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও পঞ্জাবে এর উৎপাদন হয় সবচেয়ে বেশি।

পেঁয়াজের পুষ্টিগুণ :

পেঁয়াজের মধ্যে কম বেশি যতগুলি উপাদানগুলির প্রায় সবকটিই বর্তমান। যেমন প্রোটিন, ক্যাল্ট, মিনারেলস, ফাই বার, কার্বোহাইড্রেটস, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রণ, ক্যারোটিন, থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন, নায়াসিন এবং ভিটামিন সি। এর মধ্যে ছোট পেঁয়াজ অর্থাৎ ছুঁচো পেঁয়াজ বড় পেঁয়াজের তুলনায় বেশি পরিমাণে প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেটস, আয়রণ এবং ক্যারোটিন বহন করে। অবশ্য ছোট পেঁয়াজে কোন রকম ভিটামিন-সি থাকে না। দুই ধনিজ লবণ যথা সোডিয়াম এবং পটাসিয়াম ছোট পেঁয়াজের মধ্যেই বর্তমান। বড় পেঁয়াজে ওই দুই মৌল অনুপস্থিত। এদের পরিমান প্রতি ১০০ গ্রামে যথাক্রমে ৪ মিলিগ্রাম ও ১২৭ মিলিগ্রাম। ছোট পেঁয়াজে যদিও আয়রনের পরিমান বড় পেঁয়াজ অপেক্ষা বেশি কিন্তু ছোট পেঁয়াজে কোনও রকম ফোলিক অ্যাসিড নেই। অপরদিকে বড় পেঁয়াজে আয়রণ এবং ফোলিক অ্যাসিড দুই-ই থাকাতে এটি শরীরে রক্ত তৈরির পক্ষে সহায়ক। এছাড়া অনেকটি অপরিহার্য অ্যামিনোঅ্যাসিডও পেঁয়াজে বিদ্যমান। প্রতি ১০০ গ্রাম ছোট ও বড় পেঁয়াজে থেকে যথাক্রমে ৪১ ও ৫০ কিলো ক্যালরি এনার্জি পাওয়া যায়।

পেঁয়াজের গন্ধ :

পেঁয়াজের মধ্যে একটা উগ্র কাঁজালো গন্ধ আমরা পেয়ে থাকি, অনেকে আবার এই গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। পেঁয়াজের মধ্যে "অ্যালকাইল ডাইসালফাইড" ও "অ্যালাইল প্রোপাইল ডাইসালফাইড" নামে দুই যৌগের উপস্থিতির জন্যই প্রধানত এই কাঁজালো গন্ধ হয়ে থাকে। সাধারণত পেঁয়াজ কাটলে পরে তবেই এই গন্ধ পাওয়া যায়। পেঁয়াজ কাঁচা অবস্থায় খাওয়াই ভাল। কারণ এটি শরীর ঠাণ্ডা রাখে। কিন্তু রান্না পেঁয়াজ শরীর গরম করে।

যে কোনও পেঁয়াজকে কেটে ছেলে যখন ভাজা হয় তখন তার প্রথম অবস্থায় এটি দলা পাকিয়ে আঠালো মতো হয়ে ওঠে এবং এর কাঁজালো ভাবটিও কমতে থাকে। কারণ গরম করার ফলে পেঁয়াজের মধ্যে উপস্থিত এনজাইমগুলি এবং উদ্বায়ী এনরিচড উপাদান-সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর যখন আরও ভাজা হয় তখন পেঁয়াজ তার নিজস্ব রঙ হারিয়ে গাঢ় বাদামী রঙ ধারণ করে। সেইসঙ্গে স্বাদেও এটি মিষ্টি মিষ্টি লাগে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটিকে "ক্যারামেলাইজেশন" বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে পেঁয়াজ প্রধানত রান্নায়, স্যালাড অথবা আচার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পেঁয়াজের ঔষধি গুণ : কবিরাজী মতে পেঁয়াজ শরীরের শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পেঁয়াজ শরীরের ভিতরকার অনিষ্টকারী জীবাণু নষ্ট করে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এবং ছত্রাকের যে কোনও রোগে এর রস খুব কাজে দেয়। এমন কি টিবি রোগীরা যদি সাদা পেঁয়াজ ঘিয়ে ভেজে বেশ কিছুদিন করে খেতে পারেন, তা হলে তাদের শরীরও সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে। এ সবই সম্ভব হয় সম্ভবত পেঁয়াজের মধ্যে উপস্থিত অ্যালকাইল ডাই-সালফাইড ও অ্যালাইল প্রোপাইল ডাই-সালফাইড যৌগ দুটির জন্য। এবার দেখা যাক কোন কোন রোগে কিভাবে পেঁয়াজকে ব্যবহার করা হয়েছে।

রক্তার্শে : অর্শের জন্য যদি কারও রক্ত পড়ে, সে ক্ষেত্রে এক চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে যদি কয়েকদিন খাওয়া যায়, তা হলে ওই রক্ত পড়া ধীরে ধীরে কমে যাবে।

পায়খানা অপরিষ্কারে : আপনার যদি পায়খানা পরিষ্কার না হয়, তবে দেড় চামচ পেঁয়াজের রসের সঙ্গে সমপরিমাণ গরম জল মিশিয়ে খেতে পারলে, ওই অসুবিধা দূর হবে।

লু-লাগলে : লু বা গরম বাতাস সাধারণত উত্তর-পশ্চিম ভারতেই বেশি চলে। যদি ভীষণ গরম লাগে, তাহলে ওই সময় জল খাওয়াটা ঠিক নয়, বরং কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারলে, গরম লাগা বা লু লাগা কমবে।

নাক থেকে রক্তপাতে : বিভিন্ন কারণে নাক থেকে রক্তপাত হতে পারে। তবে হাতের কাছে পেঁয়াজ থাকলে, সেই পেঁয়াজ ছেঁচে, তার রস এক থেকে দু-ফোঁটা নাকে টানলে, নাক থেকে রক্তপাত বন্ধ হবে।

কাঁচা সর্দিতে : কাঁচা সর্দি হওয়া মানেই শরীরে জ্বর জ্বর বোধ, সেই সঙ্গে মাথা ভার ও নাক বন্ধ হয়ে থাকে। এই রকম অবস্থা হলে,

সে ক্ষেত্রে কাঁচা পেঁয়াজ খেতে হবে। এতে মূর্ছাভাব, জ্বর বোধ এবং অন্যান্য উপসর্গও কমবে।

হিক্কায় ঃ এ ক্ষেত্রে ৩০ ফোঁটা পেঁয়াজের রস সামান্য একটু জলে মিশিয়ে, ওই জল সারাদিন একটু একটু করে খেতে পারলে, হিক্কা ওঠা বন্ধ হবে।

বমিতে ঃ কারও বমি হতে থাকলে, ৫ ফোঁটা পেঁয়াজের রস অল্প জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে, বমি বন্ধ হবে।

কানের ব্যথা ও জ্বান পরকারে ঃ কারও যদি কানের বাইরে ব্যথা হয়, তবে সাদা পেঁয়াজের রস গরম করে এক থেকে দু-ফোঁটা মাত্রে লাগালে ওই ব্যথা সারবে। এমন কি কান থেকে পুঁজ পড়াও বন্ধ হবে, যদি এক থেকে দু-ফোঁটা পেঁয়াজের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে কানে ফেলা যায়।

পচা ঘা, দাদ ও চুলকানিতে ঃ এই সব ক্ষেত্রে, পেঁয়াজের রস সামান্য জলে মিশিয়ে ঘা ধুতে পারলে এবং দাদ ও চুলকানিতে লাগাতে পারলে, উপকার পাবেন।

ক্ষৌড়ায় ঃ ক্ষৌড়াতে যদি খুব ব্যথা করে, সে ক্ষেত্রে পেঁয়াজের রস একটু গরম করে ক্ষৌড়ায় লাগাতে পারলে ব্যথা কমবে। এমন কি পেঁয়াজকে খুব সরু করে কেটে, সেদ্ধ ভাত মধ্যে হলুদ মিশিয়ে ক্ষৌড়ার উপর লাগালেও ক্ষৌড়া তাড়াতাড়ি পাকে, সেই সঙ্গে ব্যথাও কমে।

অম্বলে ঃ করলা এবং পেঁয়াজ দুটিই আলাদাভাবে রস তৈরি করে, সমপরিমাণ নিয়ে একটি ছোট কাপের আধ কাপ খেয়ে নিলে অম্বল কমবেই।

বদহজমে ঃ এ ক্ষেত্রে একটি সর্ষে দানার মতো হিং, দু-চামচ পেঁয়াজের রস, এক চামচ আদার রস এবং সামান্য নুন, অল্প একটু জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দু-ঘণ্টা অন্তর খেতে পারলে; উপকার পাবেন।

বিবাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে ঃ হঠাৎ করে আউকে বিছে, বোলতা, মৌমাছি প্রভৃতি বিবাক্ত পোকামাকড়ে কামড়ালে, হাতের কাছে পেঁয়াজ থাকলে তৎক্ষণি থেঁতে যেখানে কামড়েছে তার উপর প্রলেপ লাগালে জ্বালা যন্ত্রণা কমবে।

পেঁয়াজের অপগুণ

যাদের রেচনের গণ্ডগোল আছে ও পিত্ত ভাল না, তাদের পেঁয়াজ বেশি খাওয়া ঠিক নয়। পেঁয়াজ গুরু, সেইজন্য এটি হজম করাও কষ্টসাধ্য, যারা পেঁয়াজের উগ্র গন্ধ সহ্য করতে পারেন না অথচ পেঁয়াজ খেতে ভালবাসেন, তারা যদি রসুনের মতো পেঁয়াজকে চার টুকরো করে কেটে টক দইয়ে সারা রাত্রি ভিজিয়ে রাখতে পারেন, পরের দিন দেখবেন; ওই পেঁয়াজ গন্ধহীন হয়ে গেছে। সাধারণভাবে পেঁয়াজ খেলে মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। কথা লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় অস্বস্তি লাগে। তবে পেঁয়াজ খাবার পর মুখের মধ্যে যদি ধনে, এলাচ বা লবঙ্গ কিছুক্ষণ রেখে চিবিয়ে খাওয়া যায় তা হলে পেঁয়াজের ওই গন্ধ দূর হবে। আর যাদের শরীরে সালফারের কোনও কিছুই সহ্য হয় না, তাদের ক্ষেত্রে পেঁয়াজ ও রসুন দুই-ই উপকারের বদলে অপকার করে। কারণ উভয়ের মধ্যেই সালফারের যৌগ বর্তমান। তাই এই কন্দ জাতীয় সবজি যদিই উপকারী হোক না কেন, নিজ নিজ শরীর বুঝে তবেই গ্রহণ করা উচিত।

পেঁয়াজকলির পুষ্টিগুণ

পেঁয়াজকলির মধ্যে পেঁয়াজের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটস, আয়রণ এবং ক্যারোটিন উপস্থিত। এদের পরিমাণ প্রতি ১০০ গ্রামে যথাক্রমে ৮.৯ গ্রাম, ৭.৫ মিলিগ্রাম এবং ৫১৫ মাইক্রোগ্রাম। খাদ্যশক্তি ছাড়া প্রায় সমস্ত উপাদানই এতে কমবেশি বর্তমান। এছাড়া এতে পেঁয়াজের তুলনায় খনিজ পদার্থগুলিও ভাল মাত্রায় উপস্থিত থাকে। যেমন ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, কপার ইত্যাদি। প্রতি ১০০ গ্রাম পেঁয়াজকলিতে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫ মিলিগ্রাম, ২.২ মিলিগ্রাম, ১০৯ মিলিগ্রাম এবং ০.১৪ মিলিগ্রাম। সামান্য পরিমাণ অক্সালিক অ্যাসিড এবং কাইটিন থাকিও বিদ্যমান কিন্তু তাতে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। পেঁয়াজকলিতে ভাল পরিমাণ আয়রণ ও ক্যারোটিন থাকায় শীতকালে যে কদিন পেঁয়াজকলি পাওয়া যায় ওই সময় পেঁয়াজকে ছেড়ে ওর কলি স্যালাড করে অথবা তরকারি রান্না করে খেতে পারলে ভাল হয়।

শাকের রাজা বেতো

খেতে বসে পাতে দেখি নতুন এক ধরনের শাক। মাকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, "বেতো শাক"। আগে তো কখনও এই শাক খাইনি। অমনি তাড়াতাড়ি করে মা বলে উঠলেন, "এ শাক যে কৃষ্ণদেবতার লাগে। এবার বৃন্দাবনে গিয়ে দেখে এসেছি, কৃষ্ণ ঠাকুরের খুব প্রিয় এই শাক। এই শাক খেলে নাকি শরীর শুদ্ধ হয়। আর ভগবানের দিকে মন যেতে।" কৃষ্ণ ঠাকুরের প্রিয় শাক যখন, তখন তো এর নিশ্চয় কোনও বিশেষত্ব আছে। খুঁজতে গিয়ে দেখি এই শাকে এক নয়, এতাধিক বিশেষত্ব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এবারে এক একে তাই ওইসব বিশেষত্বের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

বেতো শাক সাধারণত শীতকালেই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই এই শাক মেলে। এর জন্মস্থানও এই ভারতবর্ষে। এর বোটানিক্যাল নাম *Chenopodium album Linn*।

বেতো শাক ভাইটামিনের বিরাট বড় এক ভোশাখানা। প্রতি ১০০ গ্রামে ১৭৪০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন এতে বর্তমান। আয়রণ এবং ক্যালসিয়ামও বেতো শাকে বেশ ভাল পরিমাণ বিদ্যমান। প্রতি ১০০ গ্রামে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৪.২ মিলিগ্রাম এবং ১৫০ মিলিগ্রাম। প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস, ফসফরাস এবং ভিটামিন-সির পরিমাণও এতে কম নয়। প্রতি ১০০ গ্রাম বেতো শাকে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৭ গ্রাম, ২.৬ গ্রাম, ২.৯ গ্রাম, ৮০ মিলিগ্রাম এবং ৬৫ মিলিগ্রাম। এছাড়া স্বল্প পরিমাণে ফ্যাট, ফাইবার, থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন এবং নায়াসিনও এই শাকে উপস্থিত। বেতো শাকে কোনও রকম অক্সালিক অ্যাসিড বা কাইটিন থাকে না বলে এর ভিতরকার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান আমাদের শরীর সহজেই গ্রহণ করতে পারে। ফলে এগুলি আমাদের

শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়ে ওঠে।

বৈদ্যকের মতে এই শাক প্রচুর তন্তের অধিকারী এবং নির্দোষ প্রকৃতির। তাঁরা অন্যান্য শাককে খাবার আগে যেমন সিদ্ধ করে, জল ফেলে, সাঁতলে খেতে বলেছেন, বেতো শাকের ক্ষেত্রে কিন্তু সে রকম কিছু বলেননি। এবং শাকের মধ্যে বেতো শাককেই তাঁরা শাক রাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ক্ষুধা সারাতে, খিদে বাড়াতে, নেবা বৃদ্ধিতে এবং কিমি নাশে এই শাক খুবই কাজে দেয়। এখন দেখা যাক বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে কীভাবে এই শাককে ব্যবহার করা হয়েছে।

লিভারের দোষে ঃ লিভার ঠিকমত কাজ না করলে শরীরে তখন দেখা দেয় বিভিন্ন সব রোগ, যেমন অম্বলের অসুখ, পায়খানা অপরিষ্কার, শরীর জ্বালা, আন যাত ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বেতো শাক, শাকের মতো রান্না করে খেতে পারলে, খুবই উপকার হয়।

রক্ত পড়া অর্শে ঃ এক্ষেত্রে মহিষের দুধ হলে ভাল হয়। দুধের সঙ্গে ৩-৪ চামচ বেতো শাকের রস সমান্য গরম করে মিশিয়ে খেলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

ওকনো কাশিতে ঃ যে কফিতে কফ ওঠে না অথচ খক খক করে কাশি হতে থাকে, সে ক্ষেত্রেও এই শাক কিছুদিন ধরে খেতে পারলে কাজ হবে।

কোলাইটে ঃ প্রস্রাব অপরিষ্কার, সেই সঙ্গে হাত পা ফুলে গেলে বেতো শাক সিদ্ধ জল খেলে এবং ওই শাককে ভালভাবে বেটে, ফোলা জায়গায় প্রলেপ লাগালে ওই অসুবিধা দূর হবে।

কিমিতে ঃ বাচ্চাদের পেটে ছোট কিমি হলে এই শাক খুব উপকার করে। বড়দের পেটেও যে এই কিমি হয় না এমন নয়। এ ক্ষেত্রেও শাক হিসাবে বেতো শাক রান্না করে খেলে অথবা ২-৩ চামচ এই শাকের রস অল্প গরম করে খেলে, উপকার হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এক থেকে দু-চামচ রস খাওয়ালেই চলবে।

হিক্কা বন্ধে ঃ টাটকা ঘোল ১২৫ মিলিলিটার মতো নিয়ে তার সঙ্গে বেতো শাকের রস এক চামচ মিশিয়ে খাওয়ালে হিক্কা বন্ধ হবে।

বেতো শাক লিভারের যে কোনও রোগের পক্ষেই বিশেষ কার্যকরী। এই শাক আমাদের পায়খানা ও প্রস্রাব পরিষ্কার করতে এবং লিভার শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে। এই সব কারণের জন্যই সম্ভবত কৃষ্ণ ঠাকুরের নিকট বেতো শাক এত প্রিয় ছিল। □

"উৎপাদন ক্ষমতা হাতে এলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ অব্যাহত হয় না, হাজার হাজার বছরের স্তূপীকৃত মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জঞ্জাল অপসারণ, মনের কাঠামো, অভ্যাস পরিবর্তনের সংগ্রাম না চালালে সংশোধনবাদ বারে বারে ফিরে আসে।"

□ কবি সমর সেন
সম্পাদক, ক্রান্তিকাল

ভাণ্ডার

- ছয়টি অথবা তার বেশি সংখ্যক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে শতকরা ২৫ টাকা ছাড় দেওয়া হয়।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের পক্ষে ভাণ্ডার একটি ফলপ্রসূ মাধ্যম।
- পাঁচটি বা তার বেশি কপি ভাণ্ডার বিক্রয়ের জন্য ২০% কমিশন দেওয়া হয়।
- ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপন দিয়ে সমবায় আন্দোলনের এই বুধপত্রের আর্থিক বনিয়াদ শক্তিশালী করুন।
- মাসিক ভাণ্ডারে আপনার দেওয়া বিজ্ঞাপন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অগণিত সমবায়ীর কাছে পৌঁছে যাবে।
- আপনার বাৎসরিক গ্রাহকমূল্যের মধ্যেই পাবেন অপূর্ব প্রচ্ছদ ও চিত্তাকর্ষক কবি-সাহিত্যিকদের মনমাতানো লেখায় সমৃদ্ধ বৃহৎ কলেবরে এক 'শারদীয় ভাণ্ডার'।
- ভাণ্ডারের গ্রাহক চাঁদা এবং বিজ্ঞাপনের মাশুল 'West Bengal State Co-operative Union'-এর অনুকূলে ব্যাঙ্ক ড্রাফট/চেক অথবা মানি-অর্ডার যোগে পাঠাতে হবে। তবে ড্রাফট/চেক কলকাতার উপরে হওয়া চাই।
- নিজে এসে কিংবা প্রতিনিধি মারফত টাকা সরাসরি জমা দিতেও পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

সম্পাদক, ভাণ্ডার
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ ঃ ৩৪-৪৯৩১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ঃ ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ঃ ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ঃ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঃ উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় মুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

ব্যাঃ কেবলমাত্র বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.
Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :
- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidelines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

ডেভালাপমেন্ট ডায়ালোগ

দীপালি ঘোষ

১

১ থেকে ২১শে নভেম্বর ময়দানে যে কুটির শিল্প মেলা হয় তার উদ্যোক্তা ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর। বিশাল মঞ্চের আয়োজনে ছোট ছোট দলগত উদ্যোগকে যেমন সুযোগ দেওয়া হয় তেমনি ব্যক্তি উদ্যোগের লিখিত সুলোভন অজস্র নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ময়দান প্রাঙ্গণে, রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে।

এ উপলক্ষ্যে জানা যায় সরকারের এই দপ্তরের উদ্যোগে প্রতি জেলার শিল্প কেন্দ্রের সহায়তায় এই মরশুমেই আরো ৫/৬টি জেলায় কুটির শিল্প মেলা হবে। উদ্দেশ্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রচারের দ্বারা বাজার বাড়ানো লুপ্ত প্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার, শিল্পের মাধ্যমে ও শিল্পীর আয় বাড়াতে উৎসাহ দান, নতুন নতুন শিল্পে পরিকল্পনা মাফিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো বেকারদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা।

এইসব মেলা বেচার হাটে বেশ কিছু সমবায় সমিতি এবং মহিলা পরিচালিত সমবায় সমিতিও ছিল।

তন্তুজ, বস্ত্রশ্রী ছাড়াও ছিল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ। এদের ছত্রছায়ায় অনেক প্রাথমিক মহিলা শিল্প সমবায়ের তৈরি জিনিস ছিল। এছাড়া ঐকতান মহিলা শিল্প সমবায়ের ছিল পৃথক থাকার স্টল। বিক্রিবাটা খুব মন্দ হয়নি। উল্লেখযোগ্য, মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যাদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ শিল্প কাজের জন্য অনেকে পুরস্কারও পেয়েছেন।

২

ইউ এন ডি পি-র অধীনে ইনস্টিটিউট অফ ফুট টেকনোলজিতে জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে শুরু হয়েছে ১ ও ৩ মাসের "পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিকেন্দ্রিত ব্যবহার" সম্পর্কে এক প্রশিক্ষণ সূচি। ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণক্রমে থাকছে দিনে ১৫ টাকা হারে স্টাইপেণ্ড। অনুপস্থিতি ও ছুটির দিনে কোন ভাতা দেওয়া হবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম মান ও তদূর্ধ্বে। বয়স ১৮ থেকে ৪০, বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য। ঠিকানা ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯।

প্রকাশ থাকে যে এখানে থাকার কোন হস্টেল নেই, বহিরাগত অন্য জেলার প্রার্থীদের নিজ উদ্যোগে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

মহিলা কিংবা শারীরিক প্রতিবন্ধীরাও এরূপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে যৌথ উদ্যোগে স্ব-নিযুক্তির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

৩

বারুইপুরের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রিক সংস্থা অনুভলাল কলেজের উদ্যোগে নিখিল ভারত হস্তশিল্প সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে 'হস্তশিল্প সম্ভাবনা' বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ১৪ই ডিসেম্বর '৯৫। সংগঠক-সম্পাদক প্রাক্তন এম এল এ হেমেন মজুমদার ছাড়াও জেলা শিল্প কেন্দ্রের ম্যানেজার, বারুইপুর কলেজের প্রধান ডঃ চারু মণ্ডল ও বেশ কিছু বর্তমান এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল শিল্পের চর্চার মাধ্যমে কিভাবে লুপ্ত শিল্প পুনরুদ্ধার করা যায়, ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা কত দ্রুতগতিতে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায়। নিত্য নূতন কত শিল্পের জগৎ শিল্পীর অনুসন্ধিৎসার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে পরিত্যক্ত মত সহজলভ্য কাঁচা মাল দিয়ে বিচিত্র ও বিক্রয় যোগ্য সামগ্রী তৈরি করা যায়, কিভাবে উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা প্রতিদিন সমস্যার মোকাবিলা করা যাচ্ছে এসব তথ্য বিভিন্ন বক্তা উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন।

এই কলেজ প্রাঙ্গণেই জানুয়ারি ৭ থেকে ১৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক শিল্প মেলা। দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলা শিল্প কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে এবং অনুভলাল বৃত্তি শিক্ষণ কলেজের উদ্যোগে। ৫০টি স্টল নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণ জমাট। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ, মহিলা সমবায় সমিতি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মহিলা সমিতি এই মেলায় প্রবেশ নিয়েছিল। তিন, মেলা কমিটির সবচে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বিশেষ মাত্রা পেয়ে যায় জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার দেবীপ্রসাদ সিংহ রায়ের বক্তব্যে। তিনি বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নার্স সেন্টার বারুইপুর। এখান থেকে বা সংলগ্ন এলাকা থেকে অনেকেই জেলা বা রাজ্য স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন।

শ্রী সিংহ রায়ের কথাতে জানা যায় সরকার এখন কি ধরনের সহায়তা দিচ্ছেন, যেমন —

- ৬০ বছর অতিক্রান্ত শিল্পী বার্ধক্যভাতা পান। চেষ্টা চলছে এরূপ ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বাড়াতে।
- মেলা করার জন্য খরচের তিন অংশ বহন করা হয়।
- মেলাতে প্রচার ও বিক্রি দুটোই সম্ভব হয়।

প্রসঙ্গত তিনি জানান এ জেলাতে টেরাকোটা করা হয় না বলে যে ধারণা ছিল সেটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে টেরাকোটা এখানে বেশ ভালই হয়।

হস্তশিল্প সামগ্রী মানুষ যাতে কেনেন সে বিষয়ে জনসাধারণের আরো সচেতন ও সহমর্মী হতে হবে।

- ঘরি ভিত্তিক কাজে নূতন নূতন প্রকল্প আছে, অনগ্রসর শ্রেণী, দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য রয়েছে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা। প্রতি জেলার জেলা শিল্প অফিসারের কাছে পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় তথ্য।

৭-১-৯৬ তারিখের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য ক্রমে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে প্রশাসনিক আধিকারিক এবং তিনি এ সংস্থার সমবায় শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিস্তৃত বিবরণ দেন। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের মত সহযোগী সংস্থা গঠনে রাজ্য সমবায়ের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়।

জেলা পরিষদের পক্ষে সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মুক্তি মজুমদার। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের পক্ষে মহাসংঘের কর্মসূচি তুলে ধরেন আরতি ভট্টাচার্য। মল্লিকপুরে মহিলা সমবায়ের (প্রস্তাবিত) পক্ষে তাদের প্রচেষ্টার আরম্ভ ও মেলায় অংশগ্রহণের পরিণতি পর্যন্ত অগ্রগতির কথা বর্ণনা করেন মমতা সেন। ভবিষ্যতে আরো সহযোগিতার আশ্বাস দেন সমাজসেবী আসরাফ আলী ও স্থানীয় ব্যবসায়ী হলেন দাস।

সমগ্র মেলার আহ্বায়ক, সংস্থার সম্পাদক হেমেন্দ্র মজুমদার তুলে ধরেন মেলায় উদ্দেশ্য ও কলেজের বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের বিবরণ। সভাপতিত্ব করেন বারুইপুরের সন্তান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের প্রাক্তন সহ অধিকর্তা শ্রী ঘন। কর্মাঢ্য এই অনুষ্ঠান ও মেলা প্রাঙ্গণে বহু মানুষের সমাগমে প্রকৃতই স্থানীয় মানুষের মিলন মেলা হয়ে উঠেছিল।

৪

তৃতীয় পৃথিবীর খবর

আপনারা কি শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য কোন প্রজেক্ট পরিচালনার আগ্রহী? যদি সেটা 'কিচেন গার্ডেন' কিংবা 'হ্যান্ডবল মেডিসিন প্লান্ট' সম্পর্কিত হয় তাহলে চাকুরিয়া অঞ্চিলাপদের বিপরীতে 'সার্ভিস সেন্টার' আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এসব বিষয়ে এরা স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণও দেন। ঠিকানা — ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) চাকুরিয়া, কলকাতা-৩১। আধুনিক প্রযুক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতার দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ নির্ভর প্রকল্প হলো ওষধি লালন প্রক্রিয়া। এই প্রকল্পে একটি পরিবারে একটিমাত্র ওষধিকেই বেছে নিতে বলা হবে।

কিচেন গার্ডেন প্রকল্পে থাকবে শুধু সেইসব বিষয়ের চাষের কথা যা মেয়েরা নিজেরাই করতে পারে।

সার্ভিস সেন্টারের অন্য প্রকল্প রূপায়ণে ব্রতী আছে -

১) স্বনির্ভর — মহলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

২) কুটিরশিল্প বিকল্প জনশিক্ষা কেন্দ্র, আমডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা

৩) কাজলা জনকল্যাণ সমিতি, কন্টাই-২, মেদিনীপুর

৪) সিস্টার নিবেদিতা জনকল্যাণ সমিতি, উলুবেড়িয়া, অমরকানন, বাঁকুড়া

৫) জনকল্যাণ ট্রাস্ট, সর্ষলেহলা, বীরভূম

৬) সংস্কৃতি সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, ডানলপ

৭) মলতলা হাসপাতাল, সরিষাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রসঙ্গত জানাই 'তৃতীয় পৃথিবী' নামে বাংলায় এঁরা একটি উন্নয়ন সংক্রান্ত কাগজ প্রকাশ করছেন ১৯৮৯ থেকে। কাগজটি ত্রৈমাসিক। মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে ক্ষতিকর নয় এমন আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পদ্ধতিতে জৈব সারের সাহায্যে চাষবাস, অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সঙ্গে একযোগে সাক্ষরতা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনের মান উন্নয়নের নানা কাজে সংস্থার কাজের পরিচয় পাওয়া যাবে তৃতীয় পৃথিবীতে।

এছাড়া এদের ইংরেজী ত্রৈমাসিক রয়েছে Debacle নামে, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সনে, আছে Awareness Letter, ইংরেজী দ্বিমাসিক, প্রকাশকাল ১৯৮৪। ১৯৯২ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে Bengali News and Features। সংবাদপত্র সাময়িকীর পক্ষে প্রয়োজনীয় , বাংলায় খবর ও ফিচার সরবরাহ করে প্রধানত পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের খবরাখবর যা তৃতীয় দুনিয়ার নেটওয়ার্ক ও ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার থেকে পাওয়া যায় সেসব এখানে প্রকাশিত হয়।

১৯৯০ সনে সার্ভিস সেন্টার কিছু কর্মীকে পশ্চিমবাংলায় কৃত্রিম সার বর্জিত কৃষি প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিল। ১৯৯১ সনে এরা অনুরূপ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরো চারটি সংগঠনের সঙ্গে একযোগে সাসটেনেবল এগ্রিকালচার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে সমস্ত কাজ ও মনযোগ এই কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয় করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে।

সার্ভিস সেন্টার ছাড়া কাজলা জনকল্যাণ সমিতি (কন্টাই), কুটিরশিল্প বিকল্প জনশিক্ষা কেন্দ্র, স্বনির্ভর (বসিরহাটের কাছে) এবং মলতলা গ্রাম সংঘের (ডায়মণ্ড হারবারের কাছে) প্রত্যেকের নিজস্ব প্রদর্শন তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এদের জেলা স্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও চাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে।

এরা প্রত্যেকেই আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও তৎপরতা বৃদ্ধি কেন্দ্র (রিসোর্স সেন্টার) রূপে নিজেদের উন্নতি ঘটাচ্ছেন, নির্বাচিত কৃষকদের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে বিকল্প চাষ পদ্ধতি অবলম্বনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। সমন্বয়ের অগ্রগতির সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, নানা ধরনের চাষের পদ্ধতিতে বেসরকারি সংগঠন ও চাষীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে ও তাদের এসব কাজে আগ্রহের সঙ্গে সংখ্যাও বাড়ছে।

কৃত্রিম সার ব্যবহার না করে, প্রাকৃতিক পদ্ধতি বজায় রেখে উন্নত কৃষি কাজের যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে সে কাজে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছে সার্ভিস সেন্টার একাজে সার্ভিস সেন্টার ১ দিনের, ৩-৪ দিনের প্রশিক্ষণ স্টাডি সার্কল, পথনাটক পরিচালনা, পোস্টার, পুস্তিকা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে চাষি ও গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৃথিবীকে আরো আকর্ষণীয় ও বাসযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে তারা সরকারি বেসরকারি সংস্থা, শুভার্থী ও উন্নয়ন আগ্রহী মানুষের সহযোগিতা পেতেও আগ্রহী। □

"The ultimate goal of farming is not the growing of crops but the cultivation and perfection of human beings."

□ Fukuoka

" Make your future Happy " with Calcutta Mahila Cooperative Credit Society Ltd.
Contact : Block-14, CIT Scheme VIII M. Uliadanga, Calcutta - 67

মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

সুজিত ভট্টাচার্য
উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ আধুনিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "বিশে শতাব্দীকে পিছনে ফেলে একবিংশ শতাব্দীতে পদক্ষেপের প্রাক-মুহূর্তে মানুষ তার নিজের এই সমৃদ্ধি সম্পর্কে সচিহান হয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উন্নতি বস্তুগত দিক থেকে সামাজিক সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম হলেও প্রত্যাশিত মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর এই অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রধান কারণ মানসিক আতঙ্ক। এই আতঙ্কের মূল উৎস হ'ল জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা। প্রত্যেক সমাজ বর্তমানে উপলব্ধি করছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধি করতে না পারলে তার জীবন বিপন্ন হবে। তাই বর্তমান বিশ্বের যে কোন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের সমস্যা। এতদিন সম্পদ বলতে বোঝাত খনিজ, উদ্ভিদ জাত, সমুদ্রজাত বিভিন্ন সামগ্রীকে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ বা ব্যক্তিকে জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়ন কথাটি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে। সমাজে মানব সম্পদ এর উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে কেবলমাত্র বস্তুমুখী উন্নয়নের দ্বারা সামাজিক অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখা সম্ভব হবে না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Paul. J. Noyar বলেছেন 'The greatest natural resource of our country is its people'.

যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জাতীয় অর্থনীতিতে উন্নতির সহায়তা করে, তেমনি ব্যক্তিও একক ভাবে এবং যৌথভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আধুনিক বিশ্বে কারিগরী বিদ্যার যতই উন্নতি হোক না কেন, এই উন্নতির প্রত্যক্ষ ফল লাভের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, কোন দেশের জাতীয় আয় (GNP) যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি অন্যদিকে দেশের মানুষের গুণগত মানের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তিদের সক্রিয় সহায়তা ছাড়া, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এইদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় — সমাজ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যে বিনিয়োগ করে বা যে মূলধন ব্যবহার করে তার সবটুকুই জড়সম্পদ নয়। মানবসম্পদ ও তার একটি বড় অংশ। সুতরাং সমাজ অন্তর্গত মানুষকে আমরা যদি সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করি, তাহলেই পরিপূর্ণভাবে সামাজিক বিনিয়োগের ওপরে ও পরিমাণগত মূল্যায়ন সম্ভব হবে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ Karl Marx মানুষকে তাই মূলধন হিসাবে বিবেচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার যে মানবীয় মূলধনকে সমাজ স্বাভাবিক নিয়মে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মত ব্যবহার করে থাকে। তাই মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে জনসংখ্যার যে অংশ সামাজিক উৎপাদনে সহায়তা করে বা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাই হল মানবসম্পদ।

সামাজিক জীবনের সফলতা, মানুষের দলবদ্ধ সক্রিয়তা এবং উপযুক্ত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে কোন জাতির সংগঠনিক কাঠামোর দৃঢ়তা নির্ভর করে মানুষের দলগত সংহতির উপর। এই অর্থে দলগত সংহতি সমাজের মূল সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতাই হল সমাজ-বৈজ্ঞানিক অর্থে মানবসম্পদ। মানুষের দৃঢ়বদ্ধতার প্রবণতা পরিবর্তনশীল এবং উন্নয়নমুখী। মানব সম্পদ অংশত অর্জিত, সেহেতু তার উন্নয়ন সম্ভব। এই কারণে বর্তমানে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মানব সম্পদের উপাদান।

(১) স্বাস্থ্য : যে সমস্ত দেশে সামগ্রিক উন্নয়নের হার কম, সেইসব দেশে মৃত্যুহার বেশি এবং পৃথিবীর অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি হয় না।

(২) দক্ষতা : কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় উৎপাদন দিতে সক্ষম হবে তখনই সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। তাই উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষ মানুষ কর্মী প্রয়োজন। দক্ষতা মানব সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৩) সাক্ষরতা : সাক্ষরতা মানুষের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটায় এবং জীবন ও পরিবেশকে যথার্থভাবে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। ব্যক্তির চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটলে সে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

(৪) নিযুক্তিকরণ : মানব সম্পদের একটি আবশ্যিক উপাদান হল তার যথাযথ প্রয়োগ বিধি বা ব্যবহারবিধি।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু সমবায়ের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন। একথা অনস্বীকার্য যে সমবায়ের বহুমুখী সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সমবায় আন্দোলনের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেনি। মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে সমবায়ের যে সামগ্রিক তাৎপর্য আছে, তার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যে কোন সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। আবার সম্পদের উন্নয়ন অর্থের যোগানের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে। যেহেতু বিষয়টি মানবসম্পদ উন্নয়ন তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একাজে প্রচুর আর্থিক সম্বলের প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের সাধারণ

মানের উন্নয়ন ঘটানো।

সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমবায়ী চেতনার বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে অনেক আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যদি যথেষ্ট পরিমাণে সহায়ক হিসাবে কাজ না করে তাহলে মানবসম্পদ উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হতে বাধ্য। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্য, দক্ষতা, সাক্ষরতা ও নিযুক্তিকরণ মানব সম্পদের মূল উপাদান এবং এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন করে মূলধন গঠন ও তার বিনিয়োগ সম্ভব। আবার একথাও মনে রাখতে হবে আমাদের দেশে প্রবীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ব্যতিরেকে সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গঠন করে তা যথাযথভাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ কৃষিঋণ দান ও পরিশোধের মাধ্যমে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবীণ অর্থনীতির অনগ্রসরতা দূর করা সম্ভব। তাছাড়া পাশাপাশি হস্তশিল্প, হাঁতশিল্প ইত্যাদিগুলিকে একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

একথা অবশ্যই স্মরণে রাখা দরকার যে উন্নয়ন ঘটাতে গেলে যেমন পুঁজির প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন দক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর এবং পরিচালকবর্গের। দক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ও পরিচালকবর্গের দ্বারাই একদিকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে, উৎপাদিত পণ্যের বা সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মানবসম্পদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান নিযুক্তিকরণ। নিযুক্তিকরণ ব্যতীত সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই সমবায়ের মাধ্যমে এই নিযুক্তিকরণ বিষয়টিরও উন্নতি ঘটাতে হবে। এই নিযুক্তিকরণ ঘটতে পারে নানা উদ্যোগের মাধ্যমে। বৃহৎ শিল্পকে এই মুহূর্তে সমবায়ের মাধ্যমে স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বৃহৎ ভারি শিল্পের সহায়ক শিল্প গড়ে তুলতে। পাশাপাশি একথাও অনস্বীকার্য যে শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার হিসাবে সমবায় পরিচালিত হয় না। কারণ শিল্প সমবায়ের শ্রমিকগণ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক। বৃহৎ শিল্পে যে পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন তা সমবায়ের মাধ্যমে যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ওপর আরোপ করতে হবে পূর্ব বর্ণিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর। পশুপালন ও কৃষিতেও সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। যার ফলে একাধারে খাদ্যের সমস্যা মিটতে পারে, অপরদিকে নিযুক্তিকরণ, আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এই পারস্পরিক নির্ভরশীল বিষয়গুলিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পারে। এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিপুলভাবে জড়িত করতে হবে শ্রমিক কর্মচারিদের পেশাদারী দক্ষতা।

সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হল যোগাযোগের অভাব। যা খুব সহজেই সম্পদের চলাচল বিঘ্নিত করতে পারে এবং যার ফলস্বরূপ সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ব্যাহতপ্রাপ্ত হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষত দেশের অনুন্নত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৃদ্ধিতে ব্যবসায়িক পুঁজি নিয়োজিত হয় না কারণ তাতে প্রত্যাশিত আর্থিক লাভ ঘটে না। কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে স্বল্প লাভের উদ্দেশ্যে এসকল অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব।

বণিকের মানদণ্ড কিভাবে রাজদণ্ড হয় তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর আছে। গ্যাট আজ বাণিজ্যের সীমা ছেড়ে জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে উদ্যত। গ্যাট কিন্তু মূলত একটি বেসরকারী সংস্থা। পারস্পরিক সুবিধার জন্য যে কোন দেশের সমস্যা হতে পারতো। আজ তা প্রকৃতপক্ষে একটি জবরদস্তিমূলক সংস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। গ্যাটের পাঠানো যে ডাঙ্কেল প্রস্তাব নিয়ে এত হইচই বিতর্ক হচ্ছে, সেই প্রস্তাব রচনার কাজ শুরু হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাশ করে নতুন বাণিজ্য আইন এবং এতে দুটি ধারা যুক্ত করা হল — সুপার ৩০১ এবং স্পেশাল ৩০১।

ডাঙ্কেল প্রস্তাবে বলা আছে বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্যের পথের বাধা তুলে দিতে হবে। নিজ দেশের শিল্পের স্বার্থে বিদেশি পণ্যের প্রবেশে যে সব বিধি নিষেধ আরোপ করেছে তা তুলে দিতে হবে।

কৃষির ক্ষেত্রে আঘাত আরও মারাত্মক। প্রস্তাবের নিট ফল হবে এদেশে কোন উন্নত জাতের বীজ কৃষিজাতে ব্যবহার করা যাবে না। যদি তা করতেই হয় মার্কিন মুলুকে বা বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থা থেকে ওদের ঠিক করা দামে তা কিনে আনতে হবে। এই দেশের মাটিতে উৎপন্ন কোন ফসলের অংশকেই বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। উন্নত মানের সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহারেও ঐ একই প্রকার বাধা। কৃষিজাতে আগামী এমন কোন দ্রব্যে সরকার ভর্তুকি দিতে পারবে না। কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে যাতে লাভজনক দামে বিক্রি হতে পারে তার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিতে পারবে না। কৃষি পণ্য রপ্তানিতে সরকারি ভর্তুকি বন্ধ করতে হবে। কৃষি পণ্যের উৎপাদন দেশের মধ্যে যত বেশিই হোক না কেন দেশের মোট চাহিদার আপাতত দুই শতাংশ এবং পরে তিন শতাংশ মার্কিন দেশ থেকে আমদানি করতে হবে। তার দাম ঠিক করবে ওরা।

ডাঙ্কেলী অত্যাচার এখানেই থেমে থাকেনি। আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক, পরিবহণ, বিমা, শিক্ষা, পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রকেও ওদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। বিদেশি ব্যাঙ্কের দৌরাত্ম্য বাড়তে থাকবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খবরদারীর বাইরে থেকে ব্যবসা করার সুযোগ ওদের দিতে হবে। এমন কি ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করার প্রক্রিয়ার এদের হাতে সঁপে দিতে হবে। এই প্রকল্পকে অধিক লোভনীয় করে সঞ্চয় ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে যদি ওরা দখল করতে পারে তাহলে কিবা কেন্দ্রীয় সরকার, কিবা রাজ্য সরকার সবাইকেই আর্থিক দিক দিয়ে ওরা খোঁড়া করে দিতে পারবে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের কোন অস্তিত্ব থাকবে কি?

আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলন উন্নত নয় — তবে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। বস্তুত সমবায় আন্দোলনের প্রয়াস ছাড়া সাধারণ মানুষ এবং কৃষির সাথে জড়িয়ে আছেন যাঁরা তাদের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়।

ভারত সরকারের পরিবর্তিত অর্থনীতি, শিল্পনীতি ও বাণিজ্যনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনায় সমবায়ের জন্য কোন কর্মসূচি রাখা হয়নি।

কোন রকম প্রস্তুতির সুযোগ না দিয়ে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক অসম প্রতিযোগিতায় সামিল করা হচ্ছে, এর ফলে বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিরই নাভিশ্বাস উঠছে। ছোটদের তো কথাই নেই। কিন্তু সমবায় মূলত একটি আন্দোলন। তাই জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন জাতীয় সমবায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে কতকগুলি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ও করছে, যাতে নতুন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়। অবশ্য এই কর্মসূচির অনেকগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অনুকূল্য ছাড়া সফল করা সম্ভব হবে না। এর মধ্যে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জনসাধারণের চেতনার স্তর উন্নীত করে তাদের সমবায়মুখী করা এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে সেগুলির সম্পর্ক জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা। একটি জাতীয় সমবায় নীতি প্রস্তুত করে জনসাধারণের স্বার্থে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী করে তুলতে অবিলম্বে সর্বসম্মতি নিয়োগ করতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রসারক্ষেত্রে নতুন আর্থিক নীতির যে ঘোষণা হয়েছে সমবায় ক্ষেত্রকেও এগিয়ে এসে এই নীতির লাভ ওঠাতে হবে। নতুন উদ্যোগের জন্য নতুন ক্ষেত্র বেছে নিতে হবে। যে সমস্ত সমবায় সংস্থায় বিনিয়োগযোগ্য মূলধন আছে, নতুন আর্থিক নীতিতে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নিতে হবে সমবায় সংস্থাগুলিকে — সরকারি অর্থের উপর নির্ভরতা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এতে মোদের আর্থিক বিকাশে সমবায়ের ক্ষেত্রের নিজস্ব অবদান থাকবে। ☐

ক্যালকাটা মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি থেকে ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়া যায়

১ থেকে ১১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে ১৯৯২ সালে রেজিস্ট্রি হয় ক্যালকাটা মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ। সদস্যা ছিল তখন ৩৮২। এখন সদস্যার সংখ্যা ৮২৫। প্রথম ৬ মাস বড়ির সদস্যাদের ঋণ সমিতি বিশেষ কাজ করতে পারেনি।

কিন্তু বহুবিধ প্রতিকূলতা কাটিয়ে ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ বর্ষে সমিতির লাভ যথাক্রমে ১৮,০৮৩ ও ১৪,৩১৬ টাকা।

ইতিমধ্যেই সমিতির দ্বিতীয় ব্রাঞ্চ খিদিরপুরে চালু হয়েছে। সদস্যার সংখ্যা ৫০, আমানত জমা পড়েছে ৫০,০০০ টাকা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণ থেকে জানা যায় ৫০ শতাংশ মহিলাই ঋণ নিয়ে কোন না কোন ব্যবসা করছেন ও স্বনির্ভর হবার চেষ্টা করছেন। উল্লেখযোগ্য, মেয়েদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য নিয়ে সমিতিটি তৈরি হয়েছে। কেউ কিনেছেন সেলাই মেশিন, কেউ উলের মেশিন। অনেকে করছেন শাড়ির ব্যবসা।

বিশেষভাবে বলতে হয় ঋণ শোধের আগ্রহের কথা। ১০ শতাংশ ঋণ গ্রহীতাই ঠিক সময়ে ঋণ শোধ করছেন। এখন সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়। ঋণ নেবার পদ্ধতিটি মোটামুটি সহজ। আরো জানতে হলে যোগাযোগ করুন:

ক্যালকাটা মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ, ব্লক ১৪, সি আই টি স্কিম ৮ এম, উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা ৭৮, (ইকনার্ড বিল্ডিং)। ☐ প্রীপর্ণি ঘোষ

সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণি থেকে পাওয়া যাবে ঃ

	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
১. সদস্যা	৫২০	৮২৫
২. ক) শেয়ার ক্যাপিটাল	১,৭৩,৫৫০.০০	৩,৫৫,৬০০.০০
খ) সরকারি	—	২৫,০০০.০০
৩. আমানত		
ক) সেভিংস	৩,০৯,২৩৩.০০	৩,৬৯,১৯১.০০
খ) রেকারিং	৩১,১৫০.০০	৭,৯০৯০.০০
গ) ফিক্সড	১,৪৩,৭০০.০০	১,২৭,১০০.০০
ঘ) ডেইলি	২,৩৩২.০০	৬৬,০১১.০০
৪. ঋণী সদস্যা সংখ্যা	২২	২৩১
৫. ঋণের পরিমাণ	৮৭,৩২৮.০০	৫,০০,১১১.০০

ভণ্ডের প্রভাবে বাঙালী সাবেক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সংকল্প শব সাধনার ধারা।
বিষম বাদুর দিদম ঘটাবে বাঙালী দিয়েছে বিদা,
মেদের নব রূপায়ন ওধু গড়িমসি দিনাইয়া।।

☐ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
জন্ম ঃ ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২
মৃত্যু ঃ ২৬ জুন, ১৯২২

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1995-96

Name of the Centre	Sl. No.	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. T. C. UTTARPARA	1.	S. T. Course on Salesmanship.	2 weeks	29.1.96	9.2.96	25	In collaboration with Tantuja
	2.	Training for DWCRA Group Leader.	6 days	12.2.96	17.2.96	30	In collaboration with D. R. D. A., Hooghly.
	3.	S. T. Course on management dev. of Chairman/Secretary/Directors o. PACS.		19.2.96	23.2.96	30	In collaboration with D. C. C. B., Hooghly.
		PMRY Beneficiaries training course.	20 Working days (4 Weeks.)				In collaboration with D. I. C., Hooghly.
		S. T. Course for Officers & Employees of Urban Coop. Bank and Credit Soty.	1 Week	11. 3. 96	15.3.96	30	In collaboration with different Urban Coop. Bank and Coop. Credit Societies.
	6.	Training for DWCRA Group Leaders	6 days	18.3.96	23.3.96	30	In collaboration with D. R. D. A., Hooghly.
		Weavers Leadership Development Course.	1 Week.	11.3.96	15.3.96	30	In collaboration with Coop. Education Fund.
	8	Second Diploma Course in Coop. Management	16 Weeks	8.4.96	26.7.96	56	Institution candidates and Departmental Auditors.
C. T. C. BARASUL	1.	E. D. P. Course under PMRY.	3 Weeks	29.1.96	17.2.96	40	In collaboration with D/c. Burdwan
		Leadership Dev. Course (Fishery)		19.2.96	23.2.96	30	Non official leader of Fishery Cooperatives.
		Course on Deposit Mobilisation.		26.2.96	1.3.96	30	Employees' of PACS & Employees of Coop. Bank.
		Leadership Dev. Course.		11.3.96	15.3.96	30	In collaboration with Nadia Dist. C. C. Bank Ltd.
		Leadership Dev. Course for Primary Marine Coop. Fishermen Society.	10 days	18.3.96	29.3.96	30	In collaboration with BENFISH.
	6.	2nd Diploma Course in Coop. management (Basic Course).		8.4.96	26.7.96	40	Institutional Candidates.
C. T. C. JHARGRAM	1.	2nd Diploma Course in Coop. Management (Basic Course).	16 Weeks	22.1.96	10.5.96	40	Institutional Candidates.
C. T. C. KALIMPONG	1.	Deposit Mobilisation Course	1 Week	5.2.96	9.2.96	25	Employees of PACS.
	2.	Leadership Dev. Course for Women	1 Week	19.2.96	23.2.96	25	Non official leaders of Women Coop. Socys
		Course on B. D. P.					Chairmen & Managers of PACS.
	4	Leadership Development Course (Industrial)					Non official Leaders of Indl. Coop. Societies.
		2nd Diploma Course in Coop. Management (Basic Course).		8.4.96			Institutional Candidates.
C. T. C. ILAMBAZAR	1	1st Diploma Course in Coop. Management (Basic Course).	16 Weeks	8.1.96	26.4.96	40	Institutional Candidates.
C. T. C. JALPAIGURI	1.	S. T. Course for Gr. Leaders & one Additional member of DWCRA.	6 days	29.1.96	3.2.96	30	In Collaboration with DRDA, Jalpaiguri.
		— do —	6 days	12.2.96	17.2.96	30	— do —
		1st Diploma Course in Coop management (Basic Course)	16 Weeks	26.2.96	14.9.96	40	Institutional candidates

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষণক্রমে নাম পাঠাবার প্রোফর্মা

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE UNION

4, Gangadharbabu Lane, Calcutta - 700 012

1. Name of the candidate (in block letters)
2. (a) Present Address

   Permanent Address
3. Age/Date of birth
4. Academic Qualification
5. Training in co-operation, if any
6. Name & Address of the Society to which the candidate is attached
   (a) Designation —
   (b) Experience —

   Where the Society has any dues payable to C. E. Fund in terms of Audited Balance Sheet of the society.
8. Name of the Centre in which admission is sought.
9. Whether undergone any Leadership Development Course (in the State/outside the State). If the answer is yes, kindly mention the name of Centre, year and period of undergoing the course.
10. Whether the candidature has been approved in the Board Meeting of the Society/Chairman's order under Rule 50 (enclose true copy of relevant resolution).

    Any other information Short note on performance of the sponsoring society along with problems faced which requires discussion in the course.

I, the undersigned, declare that the above information are correct. I agree to abide by the rules of the concerned Co-operative Training Centre. I further agree to join the course, if selected.

.....

Signature of the participant

Memo No.....

Forwarded in original to the Principal, C.T.C. ..... for information and necessary action. Candidates may be admitted in the Leadership Development Course commencing at his Centre from Concerned candidate may be informed directly from his end well ahead of commencement of the course with an intimation to this office.

Signature of the Secretary / Chief Executive Officer of the
Sponsoring Society / Dist. Co-op Union

।।নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষণক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আমরা যেসব সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি।।

আমাদের শিক্ষণ কার্যক্রমের সম্যক পরিবেশকে আকর্ষক, উৎসাহব্যঞ্জক ও ফলপ্রসূ করার জন্য এটি সাধারণত আবশ্যিক। যে সুযোগ সুবিধা এখানে পাওয়া যায় তা হলো —

- উত্তরপাড়া, বড়পুল, বাড়গ্রাম, ইসলামবাজার ও জলপাইগুড়ি সমবায় শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদানকারীদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ২৫ টাকা হারে ভাতা দান। কালিম্পং শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য এই হার মাথাপিছু দৈনিক ৩০ টাকা।
- বিনা খরচে বাসস্থান ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা।
- খাট, টেবিল, চেয়ার ও বিছানা সমেত সাজান ঘর।
- সুসজ্জিত রন্ধনশালা ও ভোজনকক্ষ এবং হস্টেল থেকে বিনা খরচে পরিবেশ (খাবার খরচ অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব এবং এ বিষয়ে অগ্রিম বাবদ অর্থ অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবার পর হস্টেলের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপকের কাছে জমা দিতে হয়)।
- শিক্ষণ কেন্দ্র সংলগ্ন সুসজ্জিত পাঠাগার।
- অংশগ্রহণকারীদের যাতায়াতের ভ্রমণভাতা নিম্নবর্ণিতভাবে দেওয়া হয় :-
  (ক) যাতায়াতের ২য় শ্রেণীর প্রকৃত রেল/বাস ভাড়া

  এছাড়া- ● খরচা দিয়ে টেলিফোনের ব্যবহার,
  ● ঘরে বসে খেলার সুযোগ, এবং
  ● শিক্ষা-ভ্রমণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অংশগ্রহণকারীদের নাম পাঠানো প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে মাথাপিছু ১০ টাকা হারে 'সেটার ফি' জমা দিতে হয়। এই ফি অংশগ্রহণকারী শিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থিত হবার পর কিংবা শিক্ষাক্রম চলাকালীন যে কোন দিন জমা দিতে পারেন। সাধারণত একটি সমিতি একজনের নাম পাঠাতে পারেন।

শিক্ষণক্রমে যোগদানের জন্য অন্য কোন ফি বা ডোনেশন নেই।

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষাক্রমে পছন্দমত যে-কোন শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করা যায়। তবে সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠানো চাই।।

সমবায় সমাচার

কৃষি ঋণ ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন

ভারতবর্ষে কৃষি ঋণের বিভিন্ন দিকে পর্যালোচনা করার জন্য ১৯৮৯ সালে গঠিত হয়েছিল ডঃ এ এম খুসরোর নেতৃত্বাধীন এগ্রিকালচারাল এন্ড ক্রেডিট রিভিউ কমিটি। এই কমিটির ১৯৮৯ সালে পেশ করা প্রতিবেদনে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে কৃষিঋণ সমবায়, সমিতিগুলির কোন বিকল্প নেই বলে বলা হয়েছে। সেই জন্য এই ধরনের সমিতিগুলিকে সবল ও সক্ষম করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

ঐ সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক সমবায় কৃষিঋণ সমিতিগুলির জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য জোর দেওয়া হবে এলাকার সম্পদ সংহরের উপর এবং গ্রামের সার্বিক কৃষি উন্নয়নের সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভূমিহীন মানুষদের বিশেষত মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানের অভাবে যারা ঋণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল তাদের জন্য অর্থকরী কর্মসূচিভিত্তিক স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক সমবায় কৃষিঋণ সমিতির সাথে যুক্ত করে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা বিশেষতঃ আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক সমবায় কৃষিঋণ সমিতির মাধ্যমে প্রথম প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মধুরাপুর ২ নং ব্লকের বাড়ি বৃহদাকার সমবায় কৃষিঋণ সমিতির মাধ্যমে।

বর্তমানে ২২ জন মহিলার ৪টি গোষ্ঠী এই সমিতির মাধ্যমে কাজ করছে।

গোষ্ঠীগুলির মোট সঞ্চয় প্রায় ১৮ হাজার টাকা এবং সমিতির কাছে গোষ্ঠীর বকেয়া ঋণ ১৬ হাজার টাকা।

এছাড়া ঐ ব্লকের জন্য একটি সমবায় সমিতি কাশীনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ৮টি গোষ্ঠী গঠন করেছে। এই গোষ্ঠীগুলির আদায়ের পরিমাণ ৫২ হাজার টাকা। এদের মোট ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৪৩ জন মহিলা।

মন্দিরবাজার ব্লকের ২টি সমবায় সমিতি বৈদ্যপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ও দিগবেড়িয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি যথাক্রমে ৫টি ও ৩টি করে গোষ্ঠী গঠন করেছে। নামখানা ব্লকের পাতিপুনিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতেও একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে।

জলাবেষ্টিত পাথরপ্রতিমা ব্লকও এগিয়ে এসেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের কাজে। এই ব্লকের কাশমেরু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে ৫টি গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। অবশ্য ওড়ুমারা মহিলাদের নিয়ে এখানে গোষ্ঠী গঠন করা যায়নি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় মোট ২৬টি গোষ্ঠীর ১৪৬ জন সদস্য (এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ৮৪) উৎকৃষ্ট হয়েছে। এদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ৯৬ হাজার টাকা ও এদের সমবায় সমিতি থেকে মোট ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সমবায় সমিতিগুলি এগিয়ে এসেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের কাজে।

মোট ১১টি সমিতি ১৬টি গোষ্ঠী গঠন করেছেন এবং এই গোষ্ঠীগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ১৯৫। এর মধ্যে মহিলা সদস্য ১১১। এদের মোট আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৭০ হাজার টাকা এবং এদের বকেয়া ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

যে সব সমবায় সমিতির মাধ্যমে এইসব গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, পূর্ব বারাসাত সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, তালদা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, খরকি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, বাঁচোরি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, মনিরহাট সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ, রাজাপুর পশ্চিম পাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ। এইসব সমিতিগুলি গাইঘাটা ও বারাসাত ৩ নং ব্লকের মধ্যে অবস্থিত।

এই দুই জেলার সমবায় ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী সদস্যরা কেউ হাঁস কুটিরশিল্প, কেউ মাছ ধরার জাল তৈরি, ঠোঙা তৈরি, ঘড়ি তৈরি, সব্জি বাগান, হাঁস-পালন, জামা-কাপড় তৈরির কাজ করছেন।

সাধারণত ৫ থেকে ২৫ জনকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করা যাবে। এরা একই গ্রামের বাসিন্দা হন এবং একই ধরনের পেশার কাজে নিযুক্ত থাকেন। গোষ্ঠীগুলির গঠন সমবায় সমিতির মতই কিন্তু সমবায় সমিতির আইনের বাধ্যবাধকতা তেমন নেই। সদস্যরা নিজেরা নিজেদের নিয়মকানুন তৈরি করেন, তবে সমবায় দপ্তর এই ধরনের গোষ্ঠী গঠনের কিছু নিয়ম স্থির করেছেন একটি সরকারি আদেশনামার মাধ্যমে। এই আদেশনামার ফলে গোষ্ঠী সরাসরি সমিতির সদস্য হতে পারবে। স্বল্প সঞ্চয় এই গোষ্ঠীর সদস্যদের অন্যতম কাজ। সদস্যরা তাদের সঞ্চিত অর্থ সমিতিতে জমা রাখেন। এই সব সমবায় সমিতি সদস্যদের আমানত সংগ্রহের ব্যবস্থাও করেন। গোষ্ঠীর আমানত জমা রেখে তার চারগুণ অবধি ঋণ-হিসাবে সমবায় সমিতি ঐ গোষ্ঠীর সদস্যদের দিতে পারেন।

এইসব গোষ্ঠী ছড়াও ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ২টি এডুকেশন প্রোজেক্টের মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় কিছু কিছু স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

□ নিজস্ব প্রতিনিধি

মাশরুম চাষ

অন্যান্য বছরের মত জাতীয় সমবায় শিক্ষা কেন্দ্রীয় প্রকল্প (উঃ ২৪ পরগনা) এবারেও তাদের মাশরুম প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য, উক্ত প্রকল্প গত এক বছরের কিছু বেশি সময় হ'ল দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় স্থানান্তরিত হয়ে বারাসত-১, হাবড়া-১ এবং হাবড়া-২ ব্লকগুলিতে কাজ করছে।

শীতকালিন মাশরুম চাষের উপযুক্ত সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। এজন্য প্রজেক্ট যথেষ্ট মাশরুমের বীজ বা স্পন প্রাপ্তির জন্য আগে থেকেই প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

এ বছর মোট ৮টি সমবায় সমিতিকে মাশরুম প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নেওয়া হয়, এবং নভেম্বর ১৫ থেকে জানুয়ারি ১৬-এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ ৮টি সমিতিতে প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করা হয়।

সমিতিগুলি হ'ল –

(১) হাটখুরা এস কে ইউ এস,
ব্লক : হাবড়া-১,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ৩১

(২) রাউতারা এল এস
ব্লক : হাবড়া-১,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ২৬

(৩) ওমা এস কে ইউ এস
ব্লক : হাবড়া-২,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ৪০

(৪) ধাঁতারি এস কে ইউ এস
ব্লক : হাবড়া-২,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ৩৭

(৫) তকলিয়া এস কে ইউ এস
ব্লক : হাবড়া-২,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ২৪

(৬)চালসা এস কে ইউ এস
ব্লক : হাবড়া-২,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ৩৪

(৭)লাপুলডাঙ্গা এস কে ইউ এস,
ব্লক : বারাসত-১,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা —২৯,

(৮) দত্তপুকুর পলাপুর মহিলা সমিতি,
ব্লক : বারাসত-১,
শিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যার সংখ্যা — ৩৬

মোট-২৫৮

প্রশিক্ষণের সঙ্গে সাথে যাতে মাশরুম চাষ সবাই হাতে কলমে করতে পারেন, সেজন্য ঐ সময়ের মধ্যে প্রজেক্ট একশ' প্যাকেট মাশরুমের বীজ ঐসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য/সদস্যাদের হাতে পৌঁছে দেয়।

সময়মত বীজ সরবরাহ করে প্রজেক্টের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য "এমিনেন্ট মাশরুম ল্যাবরেটরির" কাছে প্রজেক্ট কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও স্পন সরবরাহ এবং বিপণনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ঐ ল্যাবরেটরি।

ল্যাবরেটরির ঠিকানা :
এমিনেন্ট মাশরুম ল্যাবরেটরি,
রানীকুঠি
৬১ আর বি সি রোড (এক্সটেনশন)
গোয়া বাজার,দমদম ক্যান্টনমেন্ট,
কলিকাতা-২৩,
(নরলাখানা কালিবাড়ির সন্নিকটে)
ফোন-৫৫১-১৯৩০

☐ বিশ্বজিৎ মুন্সারী

মালদহে সমবায় প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ও মালদা জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় একটি জেলাস্তর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুইটি প্রতিযোগিতাই জেলার বিভিন্ন স্কুলের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে করা হয়।

জেলাস্তর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা :

গত ২০ ডিসেম্বর জে এম এস হিন্দি হাইস্কুলে ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিষয় ছিল-'সামাজিক উন্নয়নে সমবায় ও ছাত্র সমাজ'।

অন্যান্যবারের তুলনায় বর্তমান বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তিনজন বিজয়ী প্রতিযোগিনীর নাম — প্রথম, মালদা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী মৌসুমী দাস, দ্বিতীয়, চিন্তামণি চমৎকার বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী মধুমিতা কর্মকার, তৃতীয়, চিন্তামণি চমৎকার বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী অনুশ্রী কীর্তনীয়া। বিজয়ী প্রতিযোগিদের জেলাস্তর বিতর্ক প্রতিযোগিতার দিন মূল্যবান পুস্তক দ্বারা পুরস্কৃত ও অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রত্যেককে একটি করে মানপত্র দেওয়া হয়।

জেলাস্তর বিতর্ক প্রতিযোগিতা :

গত ২ জানুয়ারি জে এম এস হিন্দি হাইস্কুলে প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এই হিন্দি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমবায়ী উপেন সিং। বিতর্ক অনুষ্ঠানটিতে তিনজন বিচারক ছিলেন — ত্রিদীপ গুপ্ত, শিক্ষক, এ সি ইনস্টিটিউশন, দিলীপ সাহা, শিক্ষক, হিন্দি হাইস্কুল ও অনিন্দ্য রায়, সি আই। বিভিন্ন স্কুলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের তাৎক্ষণীয় বক্তব্য অনুষ্ঠানটিতে এক নতুনমাত্রা সংযোজন করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমবায়ী, জেলা সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুধীররঞ্জন চৌধুরী ও অধ্যাপক অসিত দত্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক মন্টুলাল কর্মকার ও ত্রিদীপ গুপ্ত।

এই প্রতিযোগিতায় ছয় জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয় ও মূল্যবান পুস্তক দিয়ে পুরস্কৃত ও অংশগ্রহণকারী সকলকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

বক্তব্যের পক্ষে :

প্রথম, শ্রীমতী ইতি সরকার, দশম শ্রেণী,বর্ধমানবালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

দ্বিতীয়, শ্রীমতি তাজলী তালুকদার, নবম শ্রেণী, চিন্তামণি চমৎকার বালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয়, মহঃ শাহজাহান বুলবুল ,দশম শ্রেণী, মিলনসঙ্ঘ সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসা।

বক্তব্যের বিপক্ষে :

প্রথম, শ্রীমতী অনুশ্রী কীর্তনীয়া, নবম শ্রেণী, চিন্তামণি চমৎকার বালিকা বিদ্যালয়।

দ্বিতীয়, শ্রীমতী প্রবনা চৌধুরী, নবম শ্রেণী, বর্ধমানবালিকা বিদ্যালয়।

তৃতীয়, তাজর ঠাকুর নবম শ্রেণী, মালদা জেলা স্কুল।

☐ সুব্রত কুমার দাস

সারা ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক অফিসারদের কনভেনশন

গত ৬ জানুয়ারি নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক অফিসার সমিতির (অল বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অফিসার অ্যাসোসিয়েশন-এ বি সি বি ও এ) উদ্যোগে, উল্টোডাঙ্গার বি ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট ফর এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট-এর প্রেক্ষাগৃহে সকাল ১০টায় সারা ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক অফিসারদের প্রথম একদিনের কনভেনশন হয়। কনভেনশনে পশ্চিমবঙ্গ সহ জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, তামিলনাড়ু ও বিহারের মোট ১৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসারস অ্যাসোসিয়েশন (এ আই বি ও এ)-এর সাধারণ সম্পাদক আর কে শ্রীবরণ। কনভেনশনের উদ্যোগ ও প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এ আই বি ও এ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দেবেশ ভট্টাচার্য এবং কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম ইউ পাই।

কনভেনশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন উদ্যোক্তা এ বি সি বি ও এ-এর সাধারণ সম্পাদক ভবানী অধিকারী, সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সহ সাধারণ সম্পাদক সুবীরকুমার ব্যানার্জি। উদ্বোধনী ভাষণে আর কে শ্রীবরণ বলেন, সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার সহ অন্যান্য কর্মচারীরা একটা যৌথ ইউনিয়নের শরিক ছিলেন বা আছেন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে এক সময়ে ঐ রকম যৌথ সংগঠন ছিল। কিন্তু সময়ের তাগিদে সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির (এ আই বি ই এ) সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসারদের নিজস্ব সংগঠন আশির দশকে তৈরি হয়েছে। অফিসার সংগঠনের প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন ব্যাঙ্কিং শিল্পে কর্মচারী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ প্রয়াত প্রভাত কর। অফিসারদের সংগঠন এ আই বি ও এ এবং কর্মচারিদের সংগঠন এ আই বি ই এ আজ একে অপরের পরিপূরক শক্তি এবং সমস্ত নীতিগত লড়াই-য়ের ময়দানে সহযোদ্ধা। যেহেতু নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক অফিসার সমিতি কর্মচারিদের সংগঠনের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় নীতিগত সমস্ত বিষয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আদর্শে বিশ্বাসী, তাই 'এ আই বি ও এ' এই সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গত ৩ মার্চ '৯৫ এই সংগঠন তার প্রথম সম্মেলন আয়োজনের এই মঞ্চেই সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। শ্রীবরণ আরো বলেন, চাকরির শর্তাবলী ও কাজের নিরিখে বিচারে অফিসারদের সমস্যা কর্মচারিদের থেকে একটু অন্য ধরনের। কর্মচারিরা শিল্প বিরোধ আইনের আওতাভুক্ত, অফিসাররা নন। কর্তৃপক্ষের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অফিসাররা শিল্প বিরোধ তুলতে পারেন না, তাদের আদালতের স্মরণ নিতে হয় — যেটা ব্যক্তি প্রচেষ্টায় সব সময় সম্ভব হয় না। সরকারিভাবে সদস্য সংখ্যা যাচাইয়ের সময়ে অফিসারদের ধরা হয় না কারণ কর্মচারিদের সংগঠনে অফিসারদের সদস্য হিসেবে কোন আইনগত স্বীকৃতি নেই। এই বাস্তবতার নিরিখে অফিসারদের নিজস্ব সমস্যার সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য অফিসারদের সর্বভারতীয় স্তরে একটা নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার আবশ্যিকতা আজ অপরিহার্য মাত্রায় এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, সর্বভারতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অফিসার সমিতির মূল দায়িত্ব হবে অফিসারদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতা বাড়িয়ে তাদের অধিকারগুলোকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত করা। সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা।

তিনি আশা প্রকাশ করেন এই কনভেনশনের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে যাদের কাজ হবে অফিসারদের আত্মশক্তি, নিহিত শক্তি আস্থা ও বিশ্বাসের শরিক করে সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের পুনর্গঠন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে ব্যাঙ্কগুলির বিকাশ ও সমৃদ্ধি, আরো জনকল্যাণমূলক ভূমিকা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা।

কনভেনশনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এন সি দত্তা (জম্মু ও কাশ্মীর), কে সাঈবুবাবু (অন্ধ্র), বি সি পাণ্ডা (ওড়িশা), বি এন জয়রাম (কর্নাটক), আই এস ভা (রাজস্থান), কে আর নিলবারকারগাও (মধ্যপ্রদেশ), টি সি গৌতম (উত্তরপ্রদেশ), গৌতম পাল (পশ্চিমবঙ্গ) প্রমুখ অফিসারগণ।

কনভেনশনে সর্বভারতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অফিসার সমিতির প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ৪৫ জনের এই কমিটি (১) সর্বভারতীয় সমবায় অফিসার সমিতির সংবিধান রচনা করবে। (২) ব্যাঙ্কসমূহের পুনর্গঠন ও সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিচার করে তাদের মতামত জানাবে। (৩) সরকারি পেনশন প্রথার বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবের স্বপক্ষে প্রচার এবং উপযুক্ত পেনশন পদ্ধতি সম্পর্কে প্রস্তাব প্রস্তুত করবে।

সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সর্বভারতীয় প্রস্তুতি কমিটির প্রথম সভায় নির্বাচিত পদাধিকারী হলেন।

সভাপতি — কে সাঈবুবাবু (অন্ধ্রপ্রদেশ), সহ-সভাপতি — বি এন জয়রাম (কর্নাটক), ভি কে কুতরা (রাজস্থান), সাধারণ সম্পাদক — গৌতম পাল (পশ্চিমবঙ্গ), সহ-সাধারণ সম্পাদক — এন সি দত্তা (জম্মু ও কাশ্মীর), বি সি পাণ্ডা (ওড়িশা), টি ভি সম্পতকুমার (তামিলনাড়ু), কোষাধ্যক্ষ — সুবীরকুমার ব্যানার্জি (পশ্চিমবঙ্গ)।

প্রস্তুতি কমিটির পরবর্তী সভা আগামী মার্চ মাসে হায়দ্রাবাদে হবে বলে স্থির হয়েছে।

কনভেনশনটি পরিচালনা করেন এ বি সি বি ও-র সভাপতি দেবীপদ সান্যাল।

☐ সুবীরকুমার ব্যানার্জি

"Once again, greed dominates the economy, automation brings unemployment. The democratic political system has difficulty in financing welfare within budgets."

☐ **Lars Marcus**, the outgoing President of the ICA, Sept. 1995

"আবার যদি ইচ্ছাই হয় তবে ফের ঐ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বচ্ছ তোয়া গ্রাম্য নদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭৯৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১৫৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। ওরুর সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ কোটি — তার মধ্যে
  কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
  তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ,
  প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১৭ উপকৃত হয়েছে ঋণ চাষিভাই।
- ওলান ঘর ও হিমঘর প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
  এন সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আনুচাষী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এন এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাডকো)-র সহায়তা আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এম এ আর ডি (ইনমার্ড) কনফেড (উপাচার্য) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রদ্যোতকুমার ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

মে উনিশশো ছিয়ানব্বই

ভাণ্ডার

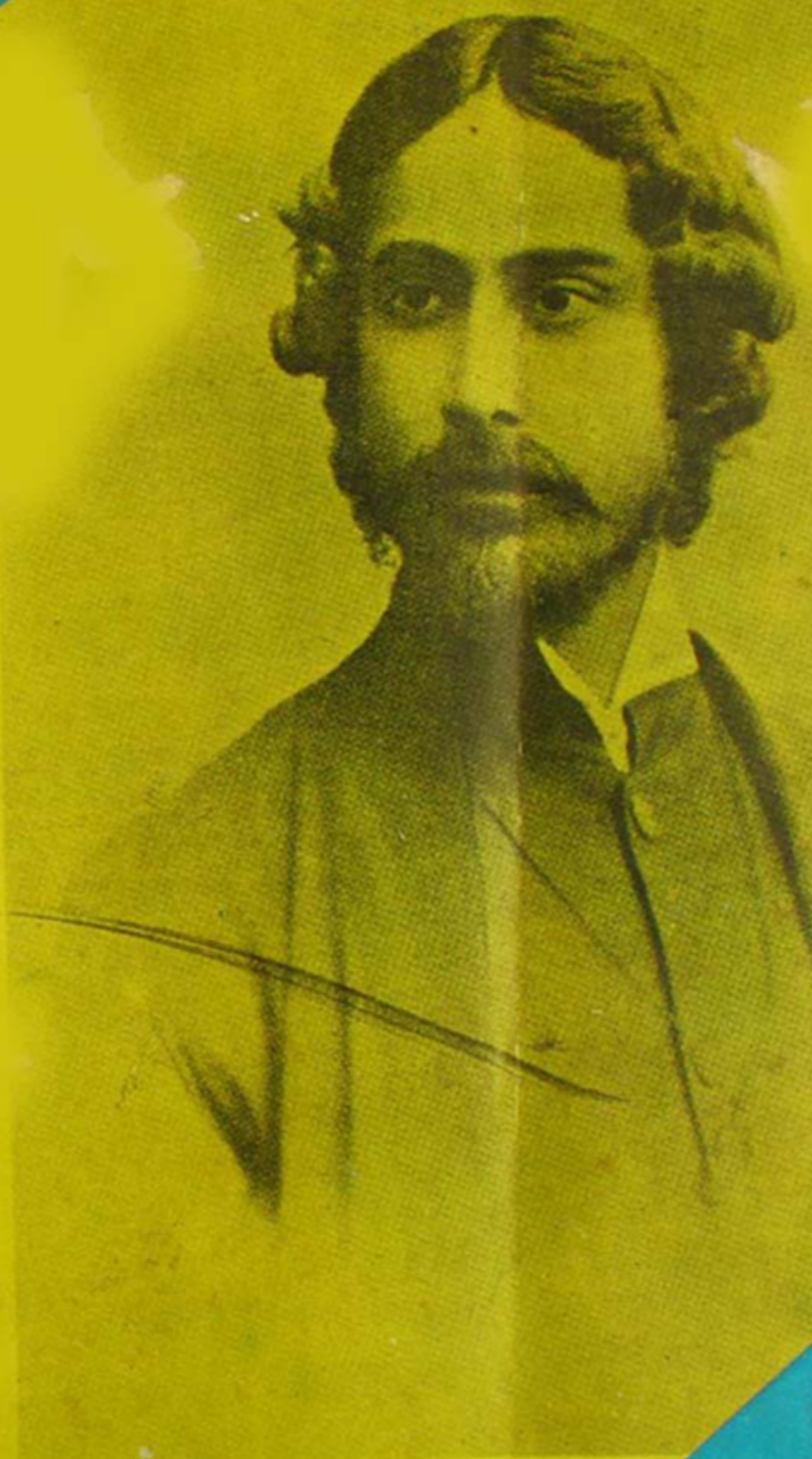

রবীন্দ্রনাথ
সন্ধ্যা দাশগুপ্ত • অমীন রায়
মুহম্মদ নূরুল হুদা • মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
ধনঞ্জয় মিত্র
মে দিবস
সুনীল ঘোষ

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :
২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/$_8$ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :
২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :
ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

ভাবছ সর্বত্র যারা : সকলে আসুক
সহজ দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুধু বিষে : শুধু বিষের লোক।
বেলাভূমি : চুনি কণি

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

মে, ১৯৯৬

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
নিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রায়	সদস্য
ধীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মৃণ্ময় নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক। সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়	
মে দিবস, ১৯৯১	সুশীল ঘোষ
রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ	
নীলিমার পরিবর্তে মাত্র দুই কবি	মন্মথ দত্ত গুপ্ত
আধুনিকতার স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ	মুহম্মদ মুনসুর হক
রবীন্দ্র-জন্মে সমবায়ের উৎস	অমীয় বসু
রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় চিন্তা	রেজাউল করিম
নতুন রবীন্দ্রনাথ	আবদুল চৌধুরী
কলেজের ঘর কে ১ম ১৯১৯-২৭	
সমবায় সংবাদ	

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

১লা বৈশাখ, ১৪০৩ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে কর্মচারী কল্যাণ সমবায় সমিতি পরিচালিত দীঘাতে হলিডে হোমের উদ্বোধন করেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুধীন ঘোষ। মঞ্চে রয়েছেন সমিতির সভাপতি হারু দত্ত ও পাশে বলাগেড়িয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি সমরেশ দাস।

যোগাযোগ :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
৪, গঙ্গাধরবাবু লেন, ৫ম তল
কলিকাতা - ৭০০ ০১২
ফোন : ২৬-৩৫২৪

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া : হুগলি

ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

সম্পাদকীয়

মে দিবস

রাজনীতির ঢক্কানিনাদে যখন কান বধির হয়ে যায় — নৈরাশ্যের অবিরাম প্রবাহে যখন আদর্শের বাষ্পীভবন চলে — গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে যখন জীবন হাঁসফাঁস করে — তখন বৈশাখের প্রথম বর্ষণের মত মে দিবস আসে।

মনে পড়ে — ইতিহাসের কথা। কিভাবে ১৮৮৬ সালের ৩রা মে ছ'জন বিক্ষোভরত শ্রমিককে গুলি করে মারা হয়েছিল। মনে পড়ে ঐতিহাসিক মে দিবসের সমর্থনে ৪ঠা মে ১৮৮৬ সালে বিক্ষোভ সভা আহ্বান করার জন্য হে মার্কেটের বিচারে কিভাবে চার জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মনে পড়ে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ফাঁসির মঞ্চের দিকে পা বাড়ানো শ্রমিকের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি :

"আজ আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু একটা সময় আসবে যখন এই নীরবতা হয়ে উঠবে হাজার শব্দের চেয়েও বাঙ্ময়।"

মে দিবসের এই প্রত্যাশার দায় থেকেই যায়। যে যেখানেই থাক — এই দায় সে এড়াতে পারে না। বিষন্ন বিন্দুর মত তা চেতনায় জেগে থাকে।

মনে পড়ে — "যে বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারই সুরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা।"

■

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Wells to Small & Marginal Farmers.

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

মে দিবস, ১৯৯৬

সুনীল ঘোষ

১৮৮৬ সালের পর থেকে বিগত ১১০ বছর ধরে অসংখ্য শ্রমিকের রক্তে রাঙা মে দিবস বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের কাছে পুঁজিবাদের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথকে নতুন করে ঝালিয়ে নেবার দিন। এই দিনে পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিক জমায়েতে মে দিবসের আন্দোলনে আমেরিকান শ্রমিকদের বন্ধ রক্ত-করা কাজের ঘণ্টা কমাবার আন্দোলনগুলির ইতিহাস, বিশেষ করে ১৮৮৬ সালে ১লা মে বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু শিকাগো শহরের ঐতিহাসিক শ্রমিক-ধর্মঘট এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় ৩রা ও ৪ঠা মে প্রতিহিংসোপরায়ণ মালিক শ্রেণীর হয়ে সরকারের পুলিশ ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের পরিকল্পিত সশস্ত্র আক্রমণ ও নির্বিচার হত্যালীলার কথা স্মরণ করেন ; আন্তরিক শ্রদ্ধা ও লাল সেলাম জানান সেদিন পুলিশের গুলিতে নিহত ধর্মঘটী শ্রমিকদের ও বিচারের প্রহসন দেখিয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো চার জন প্রথম সারির শ্রমিক নেতার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

কাজের ঘণ্টা কমাবার এই আন্দোলনের পশ্চাদপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে তৎকালীন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীর যে প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল সামন্তবাদ পর্যুদস্ত হওয়ার পর ক্রমে ক্রমে তাদের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। শিল্প-বিপ্লবের সার্থকতা পুরোপুরি পুঁজিপতিদের কব্জায় চলে আসে। মুনাফা, আরও মুনাফা অর্জন করাই হয়ে দাঁড়াল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর এই মুনাফা অর্জিত হত মাত্রাতিরিক্তভাবে শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে। অতিরিক্ত কাজের ঘণ্টা ও তার তুলনায় কম মজুরিতে শ্রমিকরা বছরের পর বছর উৎপাদন অব্যাহত রাখতে বাধ্য হত। সবচেয়ে অসহনীয় পরিস্থিতি দেখা দেয় মাত্র কয়েক দশক আগে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সে দেশে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কলকারখানা দ্রুত গতিতে বাড়ছিল, আর ঐসব কারখানায় কাজের ঘণ্টা ছিল বলতে গেলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রতিবাদ, আন্দোলন করলে মালিক পক্ষ সরকারি পুলিশ ও ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে তাদের অস্ত্র ও রক্তের বন্যায় ঐসব আন্দোলন গুঁড়িয়ে দিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবি করেকটি শিল্পোন্নত দেশে দানা বাঁধতে শুরু করে। আমেরিকান শ্রমিক নেতার কেন্ডারেশন সারা আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনগুলোকে একটি সংহত রূপ দেবার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তারই ফলশ্রুতিতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট ভূখণ্ডের প্রতিটি বড় বড় শহরে কলকারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘট করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। আন্দোলন হিংসোপ্রয়ী রূপ নেয় শিকাগোতে।

আমেরিকার শ্রমিক নেতাদের স্বচ্ছ রাজনৈতিক ধারণা ও লক্ষ্যের অভাব আন্দোলনগুলির ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। মার্কস্ এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন: তাই তো মার্কেটের নৃশংস ঘটনার প্রায় বিশ বছর আগে তাঁর বিখ্যাত 'ক্যাপিটাল' -এ মন্তব্য করেন, "কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক যেখানে ক্রীতদাস, সেখানে শ্রমিক সেখানে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না ; ক্রীতদাসত্বের সমাধির উপরই নবজীবনের অঙ্কুরোদ্গম ঘটতে পারে।" আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অবসানে কাজের ঘণ্টা কমাবার আন্দোলন তাই গতিবেগ লাভ করে।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রিক নেতৃবৃন্দ যখন কমিনি বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপন ও মার্কস্-এঙ্গেলস্ নির্দেশিত পথে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের গোড়াপত্তন করবার উদ্দেশ্যে প্যারিসে সমবেত হন তখন তাঁরা আমেরিকান শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তার বিরুদ্ধে মালিকপক্ষ ও সরকারের সম্মিলিত আক্রমণের নৃশংসতা সম্পর্কে অবহিত হন। ঐ অধিবেশনেই তাঁরা আমেরিকান নেতার কেন্ডারেশনের নির্ধারিত দিন ১লা মে'কেই আন্তর্জাতিক স্তরে সকল দেশের শ্রমিক সংগঠনের বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেন। সংগঠনগুলি কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবির সঙ্গে নিজেদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলিকেও বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্যে অবশ্যই যুক্ত করে নিতে পারবেন। ১৯৯০ সালের ১লা মে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কাজ বন্ধ করে যে দিবস উদ্‌যাপনের আহ্বান জানায়, শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সহযোদ্ধিতা ও সৌভ্রাতৃত্বের দিন হিসাবে ১লা মে নির্দিষ্ট হয় এবং শ্রমিকের রক্তে রাঙানো লাল পতাকাকে শ্রমিক শ্রেণীর পতাকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে মে দিবস লালদিনে পরিণত হল। প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীও মে দিবসের ক্রমবর্ধমান সমাবেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিমত্তা প্রদর্শনে আতঙ্কিত বোধ করতে লাগল। অবশেষে দুর্বার শ্রমিক আন্দোলনের ফলে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের নিয়ম সব দেশেই আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে।

মে দিবসের অনুষ্ঠানগুলিকে লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করতে রুশ বিপ্লবীরা খুব ভালভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরা আট ঘণ্টা কাজের দাবির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শৃঙ্খল মুক্তির দাবিটিকেও যুক্ত করেছিলেন। লেনিনের মতে মে দিবস ছিল বাস্তিলের মানুষের মুক্তি, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণীগত অগ্রগতি এবং সমাজতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য সংগ্রাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ আক্রান্ত দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী কিন্তু মে দিবসে কাজ বন্ধ করেনি। বরং স্বদেশবাহিনী জনগণের জন্য বেশি বেশি উৎপাদন করে দেশপ্রেমিকের কর্তব্য করেছে। ১৯৪৫ সালের ১লা মে নাৎসী কবলমুক্ত দেশগুলিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মে দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৯৬-এর মে দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্-মুহূর্তে উন্নত ধনী দেশগুলি সহ অন্যান্য ছোট বড় রাষ্ট্রগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব পরিস্থিতি আগে কখনও এত জটিল এবং শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে এত প্রতিকূল আকার ধারণ করেনি।

যুদ্ধের পরিস্থিতি না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের আণবিক অস্ত্রসম্ভার বাড়িয়েই চলেছে, অন্য দেশে নিজেদের সৈন্য ঘাঁটিগুলিকে আরও অস্ত্রসজ্জিত করে তুলছে এবং বিভিন্ন দেশের পরিত্রাণ তাদের প্রলয়ংকরীগুলি দাগিয়ে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘদিনের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও মানবিক মূল্যবোধকে সদম্ভে উপেক্ষা করে বছরের পর বছর ইরাক ও কিউবাকে অবরোধ করে রেখে তারা সেখানকার সরকারগুলিকে বদল করতে চাইছে। আন্তর্জাতিক স্তরের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অশুভ প্রভাব খাটিয়ে তারাসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিজের কব্জায় এনে ফেলছে। ওরা এবং ওদের দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলি পুঁজিবাদী দর্শন ও অর্থনীতির জয়ধ্বনিতে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

কিন্তু পুঁজিবাদের এই রমরমা অবস্থার অন্যদিকটি হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির ধারক দেশ জাপানসহ প্রত্যেকটি ধনী দেশেই বেকার সমস্যা বেড়ে চলেছে এবং তাকে আর চাপা দিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঐ সব দেশে ধর্মঘটসহ শ্রমিক বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ধনী-উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সামনে গত কয়েক বছর ধরে সম্পূর্ণ আর একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রায় দু'শ বছর আগের শিল্প-বিপ্লবের সুফলগুলিকে শিল্পপতিরা যেমনভাবে নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছিল ঠিক তেমনভাবেই মানুষের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চলমান উন্নতিকে, যাকে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব বলা যেতে পারে, তারা নিজেদের কব্জায় এনে আগের থেকেও সংগঠিত আকারে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী প্রয়োগ ঘটাচ্ছে। এদের পূর্বসূরীরা শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবি মেনে নিতে ক্রোধভরভাবে বিরোধীতা করেছিল কিন্তু বর্তমানে এরা দৈনিক কাজের ঘণ্টা আট থেকেও কমিয়ে দিতে চাইছে। আমেরিকার সাধারণ চাকুরির অতি সাম্প্রতিক অবস্থা হ'ল — এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে কিছু বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা, কিছু সাব-কন্ট্রাক্টর ও কিছু সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত শ্রমিক ও দু-এক জন কর্মচারী নিয়ে। নির্মম প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব-অর্থনীতিতে সাফল্যের সঙ্গে টিকে মুনাফা অর্জন করবার এই হ'ল প্রেসক্রিপশন। স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারিরা ক্রমশ অবসর নিচ্ছেন, অথবা তাদের আগাম কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের জায়গায় সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে অনেক কম লোক নিয়োগ করে কাজ চালানো হচ্ছে। নিযুক্তির পর থেকে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত চাকুরির শর্তগুলি মেনে চলার এবং অবসরকালীন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেবার দায়বদ্ধতাও আর মালিকদের বহন করতে হবে না। ৪ : ১ এই ছিল ১৯৯৩ সালের শ্রমিক সংখ্যা কমাবার হার। অর্থাৎ কাজের সুযোগটাই ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি জায়গাতেও এখন কাজের ঘণ্টা কমানোর বদলে শ্রমিকদের সামনে সমস্যা হ'ল কাজের সুযোগকে বজায় রাখা, কাজগুলো যাতে হারাতে না হয় তা সুনিশ্চিত করা। শ্রমিক সংগঠনগুলির কর্মকর্তারা বিপদের গভীরতা বুঝলেও সংস্কারবাদী মানসিকতার দরুণ কোন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে গড়িমসি করছেন। ইউরোপের ধনী-উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যার চাপ কম, তবুও ওদের বেকার সংখ্যা এখন প্রায় আড়াই কোটিতে পৌঁছেছে। অবস্থা এতই বিস্ফোরক আকার ধারণ করছে যে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট চিরাক জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শাসকদের কাছে অর্থনীতির বিন্যাসের নির্মম কঠোরতা কমিয়ে কোন মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করা যায় কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে আবেদন জানিয়েছেন। সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে কাজের ঘণ্টা কমানো এবং অনুপাতিক মজুরি হ্রাসের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ; কিন্তু কিছু কাজ দু'জন শ্রমিকের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে মজুরিও আধা-আধি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ১৮৮৬-র ১লা মে-তে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী অমানুষিক কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে বুকের রক্ত দিয়ে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন আজ ১১০ বছর পর তার সম্পূর্ণ পট পরিবর্তন ঘটেছে। পরিস্থিতির চাপে শ্রমিকদেরও কর্মচ্যুতির আশঙ্কায় এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হচ্ছে। সুতরাং ঐসব দেশে এবারের মে দিবসে কাজের সময়সীমা কমানোর বিরুদ্ধে এবং কাজগুলোকে ফিরিয়ে দেবার দাবিতে শ্রমিকেরা সোচ্চার হতে চলেছেন।

রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে সমাজতন্ত্র পতনের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অবস্থা বাজার অর্থনীতির কামড়ে এতই বেহাল হয়ে পড়েছে যে দিবসের সমাবেশে ঐসব দেশের শ্রমিকগণ সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঘোষণা করবেন। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত ঐ অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সাধারণ নির্বাচনে তার প্রতিফলনও ঘটেছে।

ভারতের অবস্থা এই কয়েক বছরে আরও সঙ্কটজনক জায়গায় পৌঁছেছে। বিদেশ নির্দেশিত আর্থিক সংস্কারের ধাক্কায় বাজার অগ্নিমূল্য, কর্ম সংকোচনের ধাক্কায় প্রায় শহরের বেকারের সংখ্যা বছরে প্রায় এক কোটি করে বাড়ছে, দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ পরিত্যক্ত, স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য বিসর্জিত, শাসক দল দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এরা সংসদীয় রাজনীতিকে করে তুলেছে হাস্যাস্পদ, সমতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ ও সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অতীতের ইতিহাসে পরিণত করে দেশকে নিয়ে চলেছে জাহান্নামের পথে। তাই এ বারের মে দিবসে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী বিদেশি পুঁজির তল্পিবাহক এই সরকারের অপসারণের সঙ্কল্প ঘোষণা করে চালু নির্বাচনের মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটাবার আওয়াজ তুলবে। সফলতা হয়তো পুরোপুরি নাও আসতে পারে ; কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীকে এই আর্থ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করে গড়ে তুলবার সঙ্কল্প ঘোষণা করতে হবে মে দিবসের মঞ্চ থেকে।

পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলনের পাশাপাশি সমবায় আন্দোলনও জন্মলাভ করেছিল। নয়া অর্থনীতি সমবায় আন্দোলনেরও প্রচণ্ড ক্ষতি করছে এবং সমবায় আন্দোলনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এই নীতি। তাই এই দুটি আন্দোলনের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রয়োজন ও সুযোগ আছে। এই সর্বনাশা অর্থনীতির পরিবর্তন ও সমবায়কে ভারতীয় অর্থনীতিতে যোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য সমবায় আন্দোলনকে আমরা আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনের সহায়ক ও পরিপূরক শক্তি হিসাবে গড়ে তুলব — এই হোক এবারের মে দিবসে সমবায় আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মিদের সঙ্কল্প। ■

"শোন ওই শোনা যায় ক্রন্দন
লাঞ্ছিত চেতনার স্পন্দন,
আগ্নগর্ভ ধরা ফুঁসছে।"

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ
নীলিমার গরিমার মত দুই কবি

মধুছন্দা দাশগুপ্ত

১৯৩০ সালের কিছু আগে বা কিছু পরে যে সমস্ত কবিদের আত্মপ্রকাশ তাঁদের তিরিশের কবি হিসেবেই সনাক্ত করা হয়ে থাকে। এই কালপর্বে, তাই বা কেন সর্বকালের নিরিখে জীবনানন্দ দাশ বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান কবি। তিরিশের কবিরা সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা করে তাঁদের কাব্যযাত্রা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী পরিব্যাপ্ত প্রভাব অতিক্রমণের সচেতন প্রয়াস থেকে উদ্ভূত তাঁদের এই ঘোষিত বিরুদ্ধতা। অথচ একথাও সত্য যে তাঁরা সকলেই প্রাথমিক পর্বে প্রবলভাবে রবীন্দ্র আক্রান্তও। রবীন্দ্রনাথের রচনা রীতি অনুসরণ করছেন তাঁরা, রবীন্দ্র-গানের উদ্ধৃতি দিয়ে কবিতা লিখছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করছেন এবং বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ কবিকে কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গও করছেন। তথাপি একথাও স্বীকার্য যে তাঁরা নিজস্ব ডিকশন, নিজস্ব কাব্যরীতি নির্মাণে সবল হচ্ছেন ধীরে ধীরে। শব্দ নির্বাচনে, চিত্রকল্প সৃজনে বা অভিঘাতময়তা চিত্রণে তাঁরা ভিন্নমার্গী হয়ে উঠছেন।

জীবনানন্দের প্রথম দিককার অনেক রচনা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে তাঁর বয়ঃক্রম যখন ১৭ তিনি তখন রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখেছিলেন যার উত্তর কবি দেন ১৩২২ সালের ২২ অগ্রহায়ণ শান্তিনিকেতন থেকে :

'কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মূলা দোষটা ওস্তাদিকে পরিহসিত করে।

বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত ঘটে সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর যেখানে যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো। ইতি ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩২২

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

জীবনানন্দের কিছু কবিতা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়েছিল, কবি তখন এই পত্র লিখেছিলেন আগত দিনের প্রধান কবিকে। লেখা বাহুল্য, সেসব রচনা রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগেনি, শুধুমাত্র স্বভাব-সৌজন্যে কবিব্যক্তির অস্তিত্বকে স্বীকৃতিদান জানিয়েছিলেন। যখন জীবনানন্দ পত্র লেখেন তখন রবীন্দ্রনাথ কবির তুঙ্গে সমাসীন। তবু কী অকৃপণ লেখনীতে তিনি পত্রোত্তর দিতে পারেন অপরিচিত কিশোর কবিকে। এতে রবীন্দ্রনাথের মহৎ দিক উন্মোচিত হয়ে যায় — সামান্য লেখকও তাঁর কাছে উপেক্ষিত নয় তব সৃজনতায় তিনি দিবালোক-প্রতিম।

জীবনানন্দের প্রথম দিককার কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কী প্রবল পরিমাণে উপস্থিত তার কয়েকটি নিদর্শন আমরা তুলে ধরতে পারি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকালপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ যে বিখ্যাত এলিজি লিখেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি পাই জীবনানন্দের 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' কবিতাটিতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার ১৩৩২-এর শ্রাবণ সংখ্যায়। প্রথম কয়েকটি চরণ এরকম :

'বাঙলার অরণ্যেতে যাদুঘরে মাটের রসময়ী গাথা
অপ্রান্ত সজল ওগো, - বিস্মরিণী পরা ছিল তব নদী মাতা।
কালবৈশাখীর খেলা অনিবার দুলাইত রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল উর্মির তলে, বক্ষে তব লক্ষ কোটী পল্লবউৎসব
উদ্যত ফণার মতো আন্দোলিত ঝুলটির কণ্ঠ-নাগ জিনি'
ভ্রূভঙ্গ নিমিষে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শত্রু অক্ষৌহিণী।'

এই চরণ কটি কেন, পুরো কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের বচনরীতি অনুসৃত। পরে এই কবিতাটি 'দেশবন্ধু' নামে 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থে গৃহীত। 'ঝরাপালক'-এর অনেক কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ এসেছেন বড় বেশ প্রত্যক্ষ হয়ে।

এ প্রসঙ্গে আরো দুটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে :

'কবি যদি চাহি না তোমার দুয়ারে
আসিয়াছি নৃত্যপ্রাণে পূজিতে তোমারে।
বিস্মৃত সৈকতে তবে অকূলের সনে
ছন্দোময়ী উঠেছিল মোর বাতায়নে।'
(নিবেদন)

'ভ্রমরীর মত চুপে সৃজনের ছায়াধূপে ঘুরে মরে মন
আমি নিদালির আঁখি, নেশাখোর চোখের স্বপন!
নিরালায় সুর সাধি — বাঁধি মোর মনসীর বেণী
মানুষ দেখেনি মোরে কোনদিন, আমারে চেনেনি।'
(কবি)

'ঝরাপালক' জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ; তারই অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কবিতার চর্চিত উদাহরণ থেকে 'রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি'র সাক্ষ্য দেওয়া হল যদিও সেই সময়ে সমালোচকরা তাঁর মধ্যে মোহিতলাল ও নজরুলের প্রভাবই বেশি লক্ষ্যগোচর এমন কথা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'নেশাখোর চোখের স্বপন' উৎপ্রেক্ষাটি রবীন্দ্রানুগ নয় বলে মোহিতলাল বা নজরুল-প্রভাবিত অবশ্যই মনে হয়। বুদ্ধদেব বসু যথোচিত ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন কাব্যগ্রন্থটিতে। তবু সামগ্রিকভাবে প্রথম কাব্যগ্রন্থটি আলোচনা করলে তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বরের পূর্বাভাস অগোপন থাকে না।

জীবনানন্দ দাশ (সম্ভবত ৩রা পৌষ, ১৩৩৭) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

'আপনার স্নেহালিস লাভ করে অন্তর আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাঙলাদেশের নবীন লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের ভাষার উপর স্পষ্ট

সূর্যালোকের মতো আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার প্রয়োজন দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু এ দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তারি অভাব অনুভব করি। অক্ষম হলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আধিকাংশ সেই আরাধ্য শক্তি ও সেই কল্যাণের শান্তির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।'

অসামান্য শ্রদ্ধার পরিচয়বাহী এই জীবনানন্দীয় পত্রটিতে আরো অনেক কথার মধ্যে এ কথাগুলিও ছিল 'বীঠোফেনের কোন কোন সিম্ফনী বা Sonata-র ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আজো তা টিকে আছে — চিরকালই থাকবে টিকে তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।' আসলে রবীন্দ্রনাথ শান্তি বা Serenity-র অভাব থাকলে সার্থক কবিতা হবে না এমন বক্তব্য রেখেছিলেন বলে জীবনানন্দ এমন মন্তব্য চিঠিতে নিবেদন করেছিলেন।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে যে পত্র লিখেছিলেন ৩ অক্টোবর, ১৯৩৫ তাতে জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য এরকম 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।'

জীবনানন্দ এর কিছুদিন পরে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রসহ পাঠিয়েছিলেন ফাল্গুন ১৩৪৩-এ। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : 'আপনি আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী। আপনি মহামানব। আপনার সাহিত্য সৃষ্টি ও জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গভীর বিস্ময় ও গরিমার জিনিস। জার্মান সাহিত্যে Goethe, ইংরেজি সাহিত্যে Shakespeare-এর যে স্থান আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।' দীর্ঘ চিঠির প্রতিটি ছত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবচন উচ্চারিত। কোথাও অতিশয়োক্তি রয়েছে এমনও মনে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ মাত্র দু'লাইন উত্তর লিখেছিলেন ১২-৩-১৯৩৭-এ 'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' রবীন্দ্রনাথ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি তাঁর সম্পাদিত সংকলন 'বাংলা কাব্য পরিচয়' -এ ছেপেছিলেন ১৩৪৫ সালে। তবে ৪৮ লাইনের এই কবিতাটির ৩২ লাইন সংকলিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র বুদ্ধদেব বসু সংকলনটির নির্মম সমালোচনায় এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৫ আশ্বিন সংখ্যায়। পরে অবশ্য এই সংকলনটি রবীন্দ্রনাথ বাজার থেকে তুলে নিয়েছিলেন। শোনা যায় মাত্র ৪৫ কপি বিক্রির জন কিনেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ পত্রিকায় ১৩৪৮-এ জীবনানন্দ লিখলেন : 'একাশী বৎসরে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হ'ল।

রবীন্দ্রসত্তার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও বাঙালী জাতি, কেন চিরায়ুষ্মান শরীরে তার মন আত্মার মতো যে রকম মিলে রয়েছে, অন্য কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে তাদের সেরকম মিলন কোনদিনও হয়নি।' রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রতিভার বিচিত্র দানের কথা অনেকদিন থেকে আমাদের দেশে ও সমস্ত পৃথিবীতে আলোচিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা এখনো রবীন্দ্রনাথের অনুপূর্বিক তাৎপর্যের এত বেশি নিকটে যে ইতিহাসের যেই স্থির পরিপ্রেক্ষিতের দরকার একজন মহাকবি ও মহামানবকে পরিষ্কারভাবে গ্রহণ করতে হলে, আমাদের আয়ত্তে তা নেই। তবুও আমরা অনুভব করি রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের পরিসরে দিকে অগ্রসর হবার পথ যে রকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন করে গেছেন পৃথিবীর আধিকাংশের মহাকবি ও মহামনীষীরাই তা পারতেন, ইদানীং যত যুগ ধরে পৃথিবীর কোন দেশই এরকম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি।' এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আধুনিকদের উচ্চারিত অভিযোগগুলির উত্থাপন করলেও শেষাশেষি একথা লিখতে ভুললেন না 'ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে যুগে ফিরে সেক্সপিয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে।' বিগত ৫৫ বছরে একথারই সত্যতা আমরা ফিরে ফিরে আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে যাচাই করে নিচ্ছি।

জীবনানন্দ শুধু গদ্যে নয় একাধিক কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 'পূর্বাশা' পত্রিকার রবীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যায় আশ্বিন ১৩৪৮-এ তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে যে কবিতাটি লেখেন তার কয়েকটি চরণ উদ্ধার করা যাক :

'অনেক সময় পাড়ি দিয়ে আমি অবশেষে
কোন এক বলিষ্ঠ পথে
মানুষের হৃদয়ের প্রীতির মতন এক বিভা
দেখেছি রাত্রির রঙে বিভাসিত হয়ে থেকে
আপনার প্রাণের প্রতিভা
বিচ্ছুরিত করে দেয় সঙ্গীতের মতো
কণ্ঠস্বরে।'

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে রচিত কবিতাটির ভাষা থেকে এই রচনাটি কত ভিন্ন তা যে কোন পাঠকই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। লেখা বাহুল্য, এখানে জীবনানন্দ তাঁর স্বীয় কণ্ঠস্বর নিয়ে সমুপস্থিত।

'নিরুক্ত' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'গরিমা' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

'কখন সে পড়ে গেছে আমাদের পায়ের
নিকটে
সোনালি, রুপালি এক পাখি ;
জীবনকে আকৃতির মতো বড়ো মনে
করেছিল ;
তবু আজ আকাশের মতো আরো বৃহৎ
একাকী —
মৃত, মৃত্যু : — প্রিয় আজ আমি তার
হাতে আঁকা পটে।'

জীবনানন্দ সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে পারলেন না — বললেন তাঁরই হাতে আঁকা তিনি যেন। তবু রবীন্দ্রনাথ থেকে গৃহীত ওম নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও তাঁর নিজস্ব হেমন্তের স্নিগ্ধ নির্জনতার নিঃশব্দ অভিনব চিত্রকল্পে বাঙ্ময় করে বাংলা কবিতাকে এক অভূতপূর্ব নির্মিতি দিয়ে গেলেন স্বল্পায়ু জীবনে জীবনানন্দ। মাত্র ৫৫ বছর কোনমতেই দীর্ঘজীবন নয়। দুর্ঘটনা কবলিত অকাল প্রয়াত কবি আমাদের কাছে 'নীলিমার পরিমার' মত।

■

আধুনিকতার স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ নূরুল হুদা
অন্যতম পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
বিখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক, বাংলাদেশ

১. দুই প্রেক্ষাপট

আধুনিকতার স্বরূপ সন্ধানে দুটি প্রেক্ষাপট বিবেচনা অপরিহার্য : বৈশ্বিক ও দৈশিক। বৈশ্বিক মানে মূলত পাশ্চাত্য ধারণা, আর দৈশিক মানে প্রাচ্য, বিশেষত উপমহাদেশীয় ধারণা। বাংলা ভাষায় যে আধুনিকতার ছড়াছড়ি, আবশ্যকীয়ভাবেই তা বৈশ্বিক সূত্রে প্রাপ্ত। এই দুই প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার ধারণা, সমালোচকদের কিছু মতামত, আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারণা ইত্যাদি যাচাই করার পর এ সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার কথাও বলা যেতে পারে। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ কতটা আধুনিক সে সম্পর্কে হৃদ্যিকিৎ মূল্যায়নমূলক আলোচনা উপস্থাপন করা যায়।

১.১ বৈশ্বিক

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আধুনিকতা কোন একক আন্দোলন বা প্রবণতা নয়, বরং এক ঝাঁক আন্দোলন ও নতুন প্রবণতার যৌথফসল। তাই বৈশ্বিক আধুনিকতার নানা লক্ষণ সনাক্ত করা যত সহজ, এক কথায় তার স্বরূপ সনাক্ত করা ততটা দুরূহ। বলা বাহুল্য, এই দুরূহতাও আধুনিকতার এক মুখ্য লক্ষণ। আধুনিকতার ধারণা নিয়ে এই সংঘের সব প্রবক্তার মনেই কম-বেশি বিভাজমান। সাহিত্যে, তারও আগে চিত্রকলাতে সূচিত হয়েছিল এইসব অভূতপূর্ব প্রবণতা। তাই আধুনিকতাবাদী এই আন্দোলন সমগ্রভাবেই বহুমাত্রিক ও কূটাভাস-কণ্টকিত। ইমপ্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজম, ফিউচারিজম, সিম্বলিজম, ইমেজিজম, দাদাইজম, সুররিয়ালিজমসহ আধুনিকতাবাদী আরো অনেক আন্দোলনের মধ্যে প্রকরণগত বৈসাদৃশ্য ছিল অবশ্যই, কিন্তু এদের সকলের মধ্যে ছিল একটি দুরান্বয়ী অন্তর্ঐক্য, যাকে প্রকারান্তরে আধুনিকতার সনাক্তকারী চিহ্ন বলেও গ্রহণ করা যায়। এই দুরান্বয়ী অন্তর্ঐক্যের মূলেও বিমূর্ততা ও নৈর্ব্যক্তিকতা, যা আধুনিক-পূর্ব শিল্পকলায় একটি দুর্লক্ষ্য লক্ষণ। সনাতন শিল্পকলার ধর্মই ছিল বস্তু বা ঘটনার হুবহু নির্মাণ, বস্তুর দৃশ্যাকৃতির অবিকল অনুকরণ, তার অন্তর্সত্যের নকসাবাপ বহির্মূল্যের অবিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে অর্থময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু আধুনিকতা-চিহ্নিত শিল্প-সাহিত্য বস্তু বা ঘটনার অন্তর্সত্যকে বহির্মূল্যের ইঙ্গিতময় নির্মাণের মাধ্যমে নয়, বরং তার অন্তর্সত্যের আবহেই উপস্থাপন করে। কবিতায় আধুনিকতার এক নীরব প্রবক্তা Gerard Manley Hopkins-এর ভাষায় এই অন্তর্সত্যের নাম : Inscape.

কিন্তু কেমন সেই অন্তর্সত্যটি? যেমনই হোক, সেটি যে একেকজনের কাছে একেক রকম, এমন কি একই ব্যক্তির কাছেও বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন রকম, এ নিয়ে কোন তর্ক নেই। তাই ব্যক্তিগত বোধের অনুষঙ্গ সেই অন্তর্সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযুক্তি, বলা চলে অপরিহার্য। আর এই বোধারই আরেক নাম হতে পারে অন্তর্দৃষ্টিকল্প, যাকে ঘিরে বেড়ে ওঠে ব্যক্তির সৃষ্টিশীল কল্পনা। এ জন্য ধরনের এক কল্পনা, যা রোমান্টিক কল্পনার চেয়ে আলাদা। শিল্পকলার পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্য, বিশেষত আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও কল্পনার ভূমিকা এভাবেই পুনর্নির্ণীত। ইমাজিনেশন বা কল্পনার ভূমিকা হচ্ছে ক্রিয়ার ভূমিকা : The imagination has been restored in modern literature to its position of Verb (The Struggle of the Modern, Stephen Spender, 1965 : p. 17). কল্পনা হয়ে পড়ে একান্তভাবে কবির ব্যক্তিক ঐশ্বর্য। কবিরাও সৃষ্টি করেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক-একটি ভুবন, এক-একটি প্রাইভেট ওয়ার্ল্ড। স্পেন্ডারের ভাষায় : This brings us back to the central role of the imagination in the modern as in Romantic poetry. In a world of fragmented values the imagination cannot illustrate accepted doctrines, cannot refer to symbolic meanings already recognised by the reader, symbol of faith he believes in, and imbibed with his education. Everything has to be reinvented, as it were, from the beginning, and anew in each work. Every position has to be imagined in the poem. The imagining cannot be left to the social environment'. (Ibid : p. 50)

the imagination must in modern circumstances reinvent values. It is the contradiction between an eighteenth century, almost classical awareness and artistic self-consciousness, and this trust in the miracle-producing resources of the individual imagination, to which we owe the great achievement of modern art. There is danger today of the paradox being forgotten and of us relying too much on intellectual attitude. (Ibid : p. 23).

এইভাবে কল্পনার নবতর এক ভূমিকা নির্ধারিত হয়ে যায় আধুনিক শিল্পকলায়, সাহিত্যে, বা কবিতায়। তার কাজ হয় পুনরাবিষ্কার : ঘটনার বা অভিজ্ঞতার বা মূল্যবোধের বা সমকালীন অন্য কোন অচিন্ত্য পরিস্থিতির।

ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্য ও তৎপরবর্তী ভিক্টোরীয় সাহিত্যের বাস্তবানুগ উপস্থাপনার বিরুদ্ধে এক সাহিত্যিক বিদ্রোহ হয়ে এইভাবেই বিষয় ও প্রকরণের মধ্যে অদ্বৈতসাধনের অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছিল আধুনিকতা নামক এক মায়া বা ভ্রম বা প্রপঞ্চ, যা বিশ্বসাহিত্যের বিগত এক শতাব্দীকে করে রেখেছে প্রায়-সম্মোহিত।

স্মর্তব্য, এই সব শিল্প-আন্দোলনের অধিকাংশেরই উৎস কিন্তু উনিশ শতকের ফরাসি দেশ। এই সময়ে ফরাসি দেশে এসেছিলেন মালার্মের মতো প্রবন্ধলঘাবাদী কবি। মালার্মের উপর প্রভাব বিস্তারকারী পূর্বসূরিদের মধ্যে রুবেয়ার, গোঁতিয়ে ও বোদলেয়ারের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের বিবর ও প্রবলতার বোদলেয়ার প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অপ্রতিরুদ্ধ ও অনিবার্য হয়ে ওঠেন। উনিশ শতকের প্রান্ত-ভাগে (১৮০০ বা ১৮৮০ সালে) এসে আধুনিক প্রবলতার বিবিধমুখ সূত্রপাত। তবে এই প্রবলতার হিটেকোটা দেখা গেছে সবকালে, এমনকি সুদূর অতীতেও : 'We can push the beginnings of modern literature indefinitely far back. I am starting here around 1880, but on a book with a larger scale I might have started in 1600, with the English romantic movement. One of the important aspects of that movement was a new reference for the past'. (The Modern Writer and His World, G. S. Fraser, 1964 : p. 12)

ভক্টিরিয়ান কবিতার চটুল সম্মোহন এড়িয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে পাউণ্ড, এলিয়ট, ইয়েটসের হাতে আধুনিক কবিতা তথা সাহিত্য তুঙ্গীয় পরিণতি লাভ করে। এবং তখন থেকেই আধুনিকতা তার থাবা গুড়াতে থাকে পূর্বে ও পশ্চিমে, শিল্পে ও সাহিত্যে। কালে কালে তার প্রভাব এসে পড়ে এই বাংলা সাহিত্যেও। পরিণত পর্বে বৈশ্বিক আধুনিকতার যেসব মুখ্য লক্ষণ সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

(ক) আধুনিক সাহিত্যের উৎসও কল্পনা, তবে স্বতঃস্ফূর্ত রোমান্টিক কল্পনা নয়। এই কল্পনা বিষয়ের ভেতর-আকৃতির সঙ্গে গড়ে ওঠা এক বিশেষায়িত কল্পনা, যা কবির একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। এই কল্পনা কবির মনোসংগঠনজাত (অর্গানিক), বুদ্ধিলালিত (ইন্টেলেকচুয়ালাইজড) এবং ব্যক্তিআশ্রয়ী (পারসোনাল)।

(খ) ঈশ্বর ও প্রথাগত ধর্মে অবিশ্বাস। সাহিত্য বা শিল্প কখনো কখনো ধর্মের বিরুদ্ধে এক শৈল্পিক দ্রোহ হয়ে উঠেছে। জার্মানিতে আধুনিক রিল্কে বিশ্বাস করতেন ধর্মের স্থান নেবে কবিতা। [*Encounter*, April 1962, p. 103. 'Rilke among the Critics' by Michael Hamburger]

(গ) বিষয়ে অমঙ্গল ও অশুভের প্রাধান্য। এর উৎসে অবশ্য মুখ্যত বোদলেয়ার।

(ঘ) আধুনিকতা মানে সমসাময়িকতাই শুধু নয়, আধুনিকতা মানে 'a lively imaginative interest in the past for its own sake.' (*The Modern Writer and His World*, G.S. Fraser, 1964 p. 12) আধুনিকতা হচ্ছে অতীতকে জাগ্রত রেখে অব্যাহত বর্তমানের সঙ্গে চলা। ভবিষ্যদ্বাদীদের Continuous Present বা অব্যাহত বর্তমানে রয়েছে অতীতের সারাংসার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অনন্য পূর্বাভাস। আধুনিক শিল্পী বা কবির কর্ম এই ত্রিকালিক সমন্বয়কে বর্তমানের ভেতর প্রত্যক্ষ করা। আধুনিক শব্দটির উৎসও অনুনা, তার তাৎপর্য অনুনার সঙ্গে থাকা। প্রতিনিয়ত অনুনার সঙ্গে থাকার এই ধারণা আসলে একই সঙ্গে ফিউচারিজম ও ঐতিহ্যের পূর্বাপর নবায়নের ধারণার সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃত আধুনিক তাই অনুনার অধিবাসী হয়েও সর্বকালে বিচরণ-প্রয়াসী। আধুনিকতার ক্ষেত্রে এটি এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক বোধ বা historical sense.

(ঙ) আধুনিক শিল্প-সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক। নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি বা শৈল্পিক নৈর্ব্যক্তিকতা তার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এখানে শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিরাজ করে এক বিভাজন রেখা। ব্যক্তি আনন্দিত হবে, কষ্ট পাবে, শিল্পী সেই আনন্দ বা কষ্টকে রূপ দেবে, কিন্তু সৃষ্টির মুহূর্তে শিল্পী বা কবি তার ব্যক্তিগত আবেগকে বা উপস্থিতিকে সচেতনভাবে দূরে সরিয়ে রাখবে। রোমান্টিক আমি-র সঙ্গে এখানেই আধুনিক আমি-র এক ঘোষিত দূরত্ব। রোমান্টিক আমি ঘটনার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু আধুনিক আমি ইমপারসোনাল, নির্মোহ, বিযুক্ত।

(চ) 'আধুনিক আমি' (Modern I) কোন অবস্থাতেই সংস্কারবাদী বা রক্ষণশীলতাবাদী নয়। সে 'ভল্টেয়ারীয় আমি'-র (Voltairean) পরিপূর্ণ বিপরীত। 'ভল্টেয়ারীয় আমি' পরিবর্তনকামী, সমাজ প্রগতিতে বিশ্বাসী। এই আমি-র উদাহরণ আছে বার্নার্ড শ বা এইচ জি ওয়েলসের রচনায়। তাঁরা সমাজের অশুভ শক্তিগুলোর কঠোর সমালোচনা করে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে। তারপর তারা মঙ্গলকামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই আমি তার সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। আসলে ভল্টেয়ারীয় আমি সমাজের সম-কালীন বিবেকের প্রতিনিধি, বিপ্লবী আদর্শের আমি। এই আমি-র স্রষ্টা শিল্পী সাহিত্যিকরা সাম্প্রতিক, কিন্তু আধুনিক নয়।

'আধুনিক আমি' এক বিপরীত সত্তা। যেমন র‍্যাঁবো, জয়েস বা পুস্তের আমি কিংবা এলিয়টের প্রুফর্ক। এরা নিজ নিজ আচার-আচরণ ও ব্যবহারাদি দিয়ে সেই জগতেরই উপস্থাপন করে যা তারা দেখেছে। তাদের ভূমিকা বাস্তব ও শিল্পের মধ্যে ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটকের। তারা কোন পরিবর্তন চায় না, — না ইতিবাচক না নেতিবাচক। তারা সর্বাবস্থায় নির্মোহ, নিষ্ক্রিয়।

(ছ) 'আধুনিক আমি' নিজস্ব ব্যক্তিকে চোখ দিয়ে যা দেখে, যাকে সে তার সক্রিয় কল্পনার সাহায্যে বুদ্ধিদীপ্ত ও সংহত রূপে সাজায়, তা আবশ্যকীয়ভাবেই এক 'অভূতপূর্ব আধুনিক পরিস্থিতি' বা unprecedented modern situation। আর এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিকে শিল্পে বা সাহিত্যে ধারণ করতে হলে চাই এরই সমান্তরাল এক অভূতপূর্ব আঙ্গিক ও বাগ্‌বৈশিষ্ট্য (form and idiom)। তাই আধুনিক শিল্প বা সাহিত্যের আঙ্গিক প্রথাসিদ্ধ নয়। তা নির্ধারিত ব্যাকরণ মেনে চলে না। এ-কারণেই হপকিন্স বস্তুর অন্তর্গত। নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নরীতির এক ছন্দ, বাক্‌ছন্দ বা Sprung rythm আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে এই বাক্‌ছন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তাবৎ কবিতাকর্মকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।

(জ) আন্তর্জাতিকতাবাদ আধুনিকতার আরেক মুখ্য লক্ষণ। বিশ্বের সকল কালের সকল প্রান্তের সংস্কৃতি থেকে সে গ্রহণ করে ও তার সমন্বয় সাধন করে।

(ঝ) ডারউইন তত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় মনো-বিজ্ঞান, দেহবাদ ও দেহজ কামনা-বাসনার প্রাবল্য আধুনিকতার আরেক উল্লেখ্য রূপ।

(ঞ) নির্বেদ, অবসাদ, আত্মদ্বন্দ্ব, গৃহহীনতার মর্মজ্বালাও আধুনিকতারই

অভিব্যক্তি।

(চ) অবচেতনা প্রাধান্য পায় আধুনিকতায়।

(ঠ) বাক্‌ছন্দের পাশাপাশি বর্ণনা রীতিতেও আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। শব্দের আভিধানিক অর্থ বড় বেশি সংকীর্ণ ঠেকে। চাই ইঙ্গিতময়তা। একটি শব্দে একের অধিক দ্যোতনা। অনেক অর্থময়তা। বহুমাত্রিকতা। তাই প্রতীক ও চিত্রকল্প কাব্যভাষার প্রধান বাহন হয়ে দেখা দিলো। 'The image is the basic unit of Poetry.' কখনো কখনো চিত্রকল্প স্থান পায় প্রতীকেরও উপরে। কেননা এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে, 'The aims of the imagist movement in poetry provide the archetype of a modern creative process.' (Spender. 1965)

১.২ বৈশিক

আগেই বলা হয়েছে, বাংলা ভাষায় আধুনিকতা এসেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সূত্র ধরে। বাংলায় আধুনিকতার সূচনাবছর বলা হয়েছে ১৯২৫ সালকে। অথচ ইংরেজিতেও আধুনিকতার শীর্ষবছর বলে চিহ্নিত করা হয় ১৯২২ সালকে, যে বছর প্রকাশিত হয় এলিয়টের *ওয়েস্টল্যান্ড* বা ইয়েটসের *আর্কিহুডের প্রতি সনেটগুচ্ছ*। বাংলা ও ইংরেজির এই সমতালে চলাটা যতটা ঐতিহাসিক বিকাশসম্ভূত, তারও বেশি কৌশলগত। পাশ্চাত্যে আধুনিকতার সচেতন চর্চা ও তার বিকাশে লেগেছিলো প্রায় অর্ধশতাব্দী, অথচ বাংলায় আধুনিকতা সূত্রপাত ও বিকাশ কতকটা তাৎক্ষণিক। বিশের দশকের ইংরেজি পড়ুয়া কতিপয় প্রতিভাবান কবি অধীত বিদ্যার বদৌলতে মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যেই আধুনিকতার বিকাশ ঘটান বাংলা-সাহিত্যে। এ-ও অবশ্য লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যে আধুনিকতা এসেছিলো চিত্রকলার হাত ধরে, আর বাংলায় এই আধুনিকতা এসেছে সাহিত্য, প্রধানত কবিতার হাত ধরে। বাংলায় আধুনিকতার মূল বিকাশও এই কবিতার ক্ষেত্রেই।

তবে আধুনিকতার সনাক্তকরণের কাজটি সুসম্পাদিত নয়। যাঁরা নিজেদের সৃষ্টিকর্মে এর চর্চা করেছেন সচেতনভাবে, তাঁরাও এই অভিযোগের বাইরে নন। অথচ এমন তো নয় যে, আধুনিকতার স্বরূপ সম্পর্কে এঁরা অনবহিত ছিলেন। পাশ্চাত্যে আধুনিকতা এসেছিলো শিল্পসাহিত্য ও সমাজবিন্যাসে ও জনগণের মানসলোকে। এসেছিলো এক বিপর্যয়বাহী পরিবর্তন আত্তাসিত হওয়ার পরে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যে বৈশ্বিক আধুনিকতার বিকাশ অনেকাংশে সমকালীন ব্যক্তির মানসবিন্যাসের বিকল্পতারই সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষে আধুনিকতার বিকাশ এইভাবে হয়নি। সেদিনের ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতীয় উপমহাদেশ এক বিপ্রবসম্ভাবিত অগ্নিভূমি। তার 'আমি' আবশ্যকীয়ভাবেই 'ভন্টেয়ারীয় আমি' বৈপ্লবিক আমি — নিষ্ক্রিয় ও অঙ্গীকারবিমুখ 'আধুনিক আমি' নয়। আধুনিক আমি-র আবির্ভাবের পূর্বে একটি সমাজে এই ভন্টেয়ারীয় আমি-র আগমন একান্তভাবেই জরুরি। আধুনিকতার প্রবক্তাদের পাশাপাশি এই ভন্টেয়ারীয় আমি যে ক্রিয়াশীল ছিল না এমন নয়। বরং তাদের সক্রিয়তাই সামাজিক ও সাহিত্যিক বিকাশের হাত ধরে ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামী জনতাকে মানবিক ও মননিক শক্তি যুগিয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের রচনায় একালে এই ভন্টেয়ারীয় আমি-কে পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায় নজরুল-সুকান্তসহ মার্কসবাদী লেখকদের রচনায়। সে যা-ই হোক, আধুনিকতার সঠিক ব্যাখ্যা যে পাওয়া যায় না এর প্রবক্তাদের কাছেও, সেটিও এক অভিনব সত্য। এমনকি *বোদলেয়ার-অনুবাদক* এবং *আধুনিক বাংলা কবিতা-সংগ্রহ*-এর সম্পাদক বাংলা ভাষায় আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসুর কণ্ঠও নির্দ্বিধ শোনায় না :

'...এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে লক্ষিত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতা নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।'

নিজের হাতে যে আন্দোলনের সূচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, সে আন্দোলন সম্পর্কে প্রায় তিরিশ বছর পরে (১৯৫৩) তাঁর এই দায়সারা উক্তি কেমন যেন রহস্যময় ঠেকে। তবে কি তিনি নিজেও সংশয়মুক্ত ছিলেন না তাঁর কালিক ভূমিকা সম্পর্কেও? লক্ষ করার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব আধুনিক কবিতাকে 'সামাজিক জীবন সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা' ব'লেও বর্ণনা করেছেন। তাহলে কি তাঁর আধুনিকতার আধুনিক আমি ও ভল্টেয়ারীয় আমির সমন্বয় ঘটেছিলো?

১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের *আধুনিক কবিতা-সংকলন*। এই সংকলনের ভূমিকায় আইয়ুব একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন :

'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।'

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*-এর স্নানখ্যাত লেখক দীপ্তি ত্রিপাঠি তাঁর গ্রন্থে (*আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়*, ১৯৭৪ : পৃ ৩) এদেশীয় আধুনিকতার নিম্নোক্ত তিনটি আইয়ুবীয় লক্ষণ সনাক্ত করেছেন :

'১. কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী।

২. ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।

৩. সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।'

এতে সন্তুষ্টভাবেই সন্তুষ্ট থাকতেপারেননি গবেষক ত্রিপাঠি। তাই তাঁর ভাষায়, 'কিন্তু বাংলা কাব্যের আধুনিকতা এই তিনটি সমস্যা লক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়। সমসাময়িক সমালোচকের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কিছু ত্রুটিও থেকে যায় তবু বলা চলে ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার সাধারণ লক্ষণ এই :

১. মনগড়কেন্দ্রিক ব্যক্তিক সত্তাভাবের অভিঘাত।

২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।

৩ আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব।

৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হতে সচেতন গ্রহণ।

৫ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা।

৬. চেতনার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও প্লাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর

প্রভাব।

৭. মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।

৮. মননধর্মিতা অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি।

৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ।

১০. দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।

১১. ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস।

১২. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।'

(ত্রিপাঠি, ১৯৭৪ : পৃ. ২-৩)

অতঃপর আঙ্গিকগত লক্ষণ বিচার করে ত্রিপাঠি আরো বারোটি লক্ষণ সনাক্ত করেছেন (প্রাগুক্ত, পৃ ৪)। এর মধ্যে বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির ভিন্নতা, সব ধরনের শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার, ভাষা সম্বন্ধে ওচিত্যবোধ পরিহার, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পুরাণ থেকে গ্রহণ, ঐতিহ্যের সমন্বয়সাধন, প্রচলিত কাব্যগন্ধী শব্দ বর্জন, নতুন শব্দ গঠন, অর্থগৌরব সৃষ্টি, উদ্ভাসন সৃষ্টি, প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাবৃত্তের ছন্দের রূপান্তর, মধ্যমিলের সৃষ্টি, গদ্যছন্দ ব্যবহার, ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের ব্যবহার, শব্দালঙ্কার অপেক্ষা বিরোধাভাস ও অন্যান্য অর্থালঙ্কার ব্যবহার, বিষয়বৈচিত্র্য সৃষ্টি ইত্যাদি। **দীপ্তি ত্রিপাঠির** এই ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে পঠিত ও **আলোচিত।** জানা যায়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পর্কের পরামর্শক, পরিমার্জক ও পরীক্ষক ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত এই গ্রন্থের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যায় বুদ্ধদেবের সায় ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। উল্লেখ্য যে, দীপ্তি ত্রিপাঠিও বুদ্ধদেবের অনুসরণে মার্ক্সীয় দর্শন ও সাম্যবাদী চিন্তাকে আধুনিকতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. আধুনিকতার আইয়ুবী ধারণা ও রবীন্দ্রনাথ

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক অসামান্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভূমিকায় আধুনিক সাহিত্যের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটিকে প্রধানভাবে সনাক্ত করে আইয়ুব লিখেছেন :

'আধুনিক সাহিত্যের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবল দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলেছি এখানে... এক : কাব্যদেহের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ, তার পরিণাম কাব্যরচনায় ও সমালোচনায় দেহাতিরিক্ত ভাবকে আমার বা প্রতীক জ্ঞান না-করে আপনাতেই দুর্লভ মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা জ্ঞান করা। মার্ক্স-এর উক্তি হয়তো অতিরঞ্জিত, তবু আধুনিক কাব্য প্রসঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে : কবিতার ভাষা স্বচ্ছ কাচের মতো মোটেই নয়, নিজেরই অন্তরঙ্গ জ্বলিয়ে দুটিয়ে তোলা তার কাজ।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার আধিক্য আমাকে পীড়িত করে। একজন পাশ্চাত্য সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, এ যুগের (ষোলশোর-পরবর্তী) সাহিত্যের চরিত্র হচ্ছে 'an overwhelming consciousness of evil:' অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যিকরা চারি-দিকের দুঃখ ও পাপ সম্বন্ধে শুধু সচেতন নন, এই অমঙ্গলবোধ তাদের চেতনাকে অভিভূত করে রেখেছে। জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময়, এমন-কি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোরডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা বিবমিষা।' (আইয়ুব, ১৯৮০ : পৃ. ৯-১০)

আইয়ুবের উপর্যুক্ত বক্তব্য আসলে বৈশ্বিক আধুনিকতারই দুই মুখ্য লক্ষণ। এই অবলোকন তাঁর পূর্বের অবলোকনের চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্ভেদী। তবে এই বিশ্লেষণও পুরোপুরি পক্ষপাতমুক্ত নয়। আধুনিক সাহিত্য অমঙ্গলকে আশ্রয় করেছে, ধর্মকে ত্যাগ করেছে, ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করেছে, এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য নঞর্থকতার বিপরীতে জ্বালিয়ে রেখেছে নিজেরই সৃষ্টি দীপশিখা, যা শেষ পর্যন্ত আশাও জাগায়। এই আশা নিয় জাত আশা। তাইতো বিশ্বের মতো কবিতাকে ধর্মের মূলাভিমুখি করতে প্রলুব্ধ হন। স্পেন্ডার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, এই আধুনিকতার অনাতম মান হচ্ছে 'The invention through art of a pattern of hope, influencing society.' (The Struggle of the Modern. 1965 p. 83) অমঙ্গলবোধের পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্যের এই ইতিবাচক লক্ষণটি এখনো ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। এটি হলে আধুনিক সাহিত্যের ইতিবাচক দিকটি পুনরাবিষ্কৃত হতো।

আইয়ুব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় রবীন্দ্রকাব্যের নানামাত্রিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'অমঙ্গলের চেতনা রবীন্দ্র-কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে কীভাবে সঙ্কুচিত, কখনো সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শেষ পর্বের কাব্যরচনায় কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে — সেটা স্পষ্ট করে তোলা আমার রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার একটা পক্ষ। অন্যপক্ষে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, প্রধানত এরই পরিণামে কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বিশ্বদৃষ্টি ও জীবনবোধ কেমন ক'রে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিণত হয়েছে, রোমান্টিক উদ্বেলতা ও বিষাদ থেকে ঈশ্বর-প্রেমের সমাহিত প্রশান্তি, সেখান থেকে দুই ভিন্ন পথে একই কালে এগিয়ে চলেছে পাশ্চাত্য হিউম্যানিজমের দিকে এবং এমন-এক ট্রাজিক চেতনার দিকে যাতে নক্ষত্রের ভাঙা-গড়া, সভ্যতার উত্থান-পতন, মানুষের সেই দুঃখ 'কোনো কালে যার অন্ত নাই' — সব কিছুর মধ্যে 'ভীষণের প্রসন্ন মূর্তি' দেখতে পাওয়া সম্ভব। (পৃ ১১-১২)

আধুনিকতার বিশ্বব্যাখ্যা ও এদেশীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আইয়ুবের এই বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি আধুনিক প্রমাণিত করতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর রোমান্টিক আবহের মধ্যে থেকেও আধুনিক কল্পনার সমীপবর্তী হয়েছিলেন এবং তাঁর চিরকালীন প্রেয়ঃচিন্তার মধ্যেও অমঙ্গল ও অসত্যের কথা বিস্মৃত হয়নি, এটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছেন। তাই আধুনিকতার লক্ষণ (বিষয়ে বা প্রকরণে) রবীন্দ্রনাথের ভিতর নেই বলে অভিযোগ তোলার রাস্তাটিও আপাতত বন্ধ হয়ে গেছে।

আইয়ুব স্বয়ং এবং বাংলাভাষার আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসুও নিজ নিজ সংকলনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা গ্রহণ করে এ-সত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অথচ আশ্চর্য হতে হয় অনেক সাম্প্রতিক সমালোচক-সম্পাদকের হীনমন্যতা দেখে, যখন *আধুনিক বাংলা কবিতা* নামীয় সংকলন থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাদ রেখে এহেন মন্তব্য করা হয় যে, 'রবীন্দ্রনাথ মহৎ কবি সন্দেহ নেই, আর এতেও সন্দেহ নেই যে তিনি আধুনিক নন, রোমান্টিক।' (*আধুনিক বাংলা কবিতা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত,১৯৯৪, পৃ. ৮)। আমাদেরও আর সন্দেহ থাকে না যে, এখানে সম্পাদকের ভূমিকাটিও উদ্দেশ্যমূলক।

৩. আধুনিকতা কি রোমান্টিকতার সর্বৈব বিরোধী?

আমাদের ধারণা এ-প্রশ্নটি আবার নতুন

করে সীমাংসিত হওয়া প্রয়োজন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোন কবিতা অবিমিশ্র রোমান্টিক বা ক্লাসিক বা আধুনিক বা অনাধুনিক মনে করেন, তাঁদের কারণেই এই মীমাংসা জরুরি।

প্রথমত, রোমান্টিকতা ও ক্লাসিকতার বিভাজন রেখা একটি অত্যন্ত ক্ষীণরেখা। সৃষ্টিশীলতার প্রয়োজনে নয়, সাহিত্যের ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনেই এই ধারণাগুচ্ছের জন্ম। 'Romantic' and Classic' প্রসঙ্গে টি এস এলিয়টের উক্তি স্মর্তব্য: 'These names which group of writers and artists give themselves are he delights of professors and historians of literature: but should not be taken very seriously.' (Selected Prose, p 30). সাহিত্যের বিজ্ঞ অধ্যাপক ও দময়ন্তীচক্ষুস্থ নিজেদের বিচার বিশ্লেষণের স্বার্থেই কোন কবিকে কোন বিশেষ আখ্যা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি আগাগোড়া একত্রৈমিকভাবে রোমান্টিক বা ক্লাসিক। পাশ্চাত্যে যে ইয়েটস-এলিয়ট বিশে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটিয়েছেন, তাঁরাও কি অবিমিশ্রভাবে ক্লাসিক? তাঁরা কি রোমান্টিক প্রবণতা থেকে মুক্ত? যে সার্বভৌম কবি-কল্পনার উদ্দাম প্রসারতা কবিকে রোমান্টিক করে তোলে, তা কি ইয়েটসের প্রধান অবলম্বন ছিল না? ছিল না এলিয়টেরও অধিকারে? ছিলেরও অধিকারে? আসলে রোমান্টিক কল্পনা আর আধুনিক কল্পনা দুটিই সৃষ্টিশীল কল্পনা। এই দুই কল্পনার মধ্যে প্রক্রিয়াগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কেননা কল্পনাহীন ব্যক্তি কোনোভাবেই সৃষ্টিশীল নয়। উপরন্তু ইয়েটস-এলিয়ট-হিন্দে বা জীবনানন্দ-অমিয়-বুদ্ধদেবেরা স্বয়ম্ভু কোনো কবিসত্তা নন। রোমান্টিক কবিতার অন্য এক অভিব্যক্তি এই শতকের গোড়ার দিকের অর্জিত্রান কবিতা, যার রূপ ইয়েটস বহন করে চলেছেন আজীবন। কিংবা ধরা যাক বাঙালি জীবনানন্দের কথা, যাঁর কবিতার প্রকরণ থেকে বিষয় পর্যন্ত বিশাল ছায়া বিস্তার করে আছে রোমান্টিক অনুপ্রেরণার প্রসারতা ও প্রকরণগত শৈথিল্য। কাজেই আধুনিকতার প্রচলিত ধারণার নিরিখেও একথা বলা একটা বড় ভ্রান্তি যে, রোমান্টিক হওয়ার অপরাধে রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবি আধুনিক নন।

৪. রোমান্টিক-আধুনিক

রবীন্দ্রনাথ পাউণ্ড-এলিয়টের মতো আধুনিক নন, কিংবা নন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে-র মতো। কেননা এরা প্রধানাংশে ক্লাসিক-আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি ইয়েটস-হিন্দে-জীবনানন্দের, যাঁরা বলাংশে রোমান্টিক-আধুনিক। রবীন্দ্রনাথকেও বলা যায় রোমান্টিক-আধুনিক।

আরো স্পষ্ট করে বলি, মানসিকতাগতভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে রোমান্টিকতার কাছাকাছি থাকলেও শেষ জীবনে তাদের সঙ্গে তাল রেখেই আধুনিকতার মর্মবাণীর সমীপবর্তী হতে চেয়েছিলেন। প্রকারণে তো বটে, কেননা বাংলা কবিতায় তিনিই গদ্যছন্দের প্রবক্তা ও মুখ্য নির্মাতা। তাঁর যে সংহতি ও অনাবৃতা আধুনিক কবিতার অবলম্বন, পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন সেই পথেও। তাঁর শেষদিকের কবিতাবলীর ভাবাবিন্যাসে অনাবৃতার পাশাপাশি আভাসিত হয়েছিল রহস্যাত্মিকতাও। শব্দব্যবহারে অনায়াসে পটুত্ব থাকলেও সারাজীবন নির্মাণ করে গেছেন অজস্র নতুন শব্দ, এমনকি প্রচলিত ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করেও। এটিও আধুনিকতার এক প্রমুখ বৈশিষ্ট্য। শব্দানুষঙ্গের পাশাপাশি তিনি শেষপর্বের কবিতায় তৈরি করে চলেছিলেন ভাবেরও অনাবৃতা। তাঁর এই পর্বের কবিতা তবে পূর্বের মতো সহজ নয়, বরং দুরূহতার পর্যবসিত। আপাত-সরল সেই 'প্রথম দিনের সূর্য'-র কথাই ধরা যাক। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই আছে এক অ্যামবিগুইটি, 'প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিলো সত্তার নতুন আবির্ভাবে, কে তুমি?' সূর্য তাকে প্রশ্ন করেছিলেন। নিজের সত্তার নতুন আবির্ভাবকে? কবির নতুন সত্তাকে? নাকি তৃতীয় কোনো সত্তার আবির্ভাবকে? নিশ্চিত কোনো উত্তর নেই, কেননা জীবনের পাট চুকানোর মুহূর্তে বৃহত্তম বিপর্যয়ের মুখোমুখি কোনো সচেতন প্রাণসত্তা নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে না। ব্যক্তিক বিপর্যয়ই সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এটি আধুনিকতারও আরেক মর্মবাণী। আজীবন স্বচ্ছতা-সন্ধানী রবীন্দ্রনাথও তাই বৃহত্তম ব্যক্তিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হারিয়ে ফেলেন বিশ্বাস ও দৃঢ়চিত্ততা। হয়ে ওঠেন শুদ্ধচিত্তের এক আধুনিক মানুষ, শুদ্ধচিত্তের এক আধুনিক কবি। কাজেই আজীবন রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী হয়েও, আশাবাদী হয়েও, প্রেমবেদী হয়েও বিশেশতাব্দীর প্রথমার্ধের মানবিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষকারী রবীন্দ্রনাথও আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত, বিপর্যস্ত, সংশয়াক্রান্ত।

৫. রবীন্দ্রকবির দৃষ্টিতে আধুনিকতা

আসল গোল বেঁধেছে এইখানটাতেও। রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখতে বলা হয়েছিল 'মডার্ন বিলিটি' কবিতার সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ ঠুকে বসলেন আধুনিক কবি তো বটে, আধুনিকতার লক্ষণ সম্বন্ধিকেও। অন্তত যেসব লক্ষণ তিনি সনাক্ত করতে পেরেছিলেন, সেগুলোকে। লিখলেন 'আধুনিক কাব্য' নামের বিখ্যাত প্রবন্ধ।

আধুনিক চিত্তবৃত্তিকে তিনি নাম দিলেন বাস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। অড়াকড়ো, সবকিছুতে বড় বেশি তাড়াহুড়ো। সঙ্গীতের বদলে আধুনিকের কণ্ঠে শোনা যায় 'মারো ঠেলা হেইয়ো'। রবীন্দ্রনাথের মতো ধীরস্থির শুদ্ধলোকের কাছে এই অসভ্যতা সহ্য হবে কেন?

'ছন্দে বন্ধে ভাষার প্রসাধনে' যে ছাঁট, অর্থাৎ সংহতির যে সাধনা তাও তাঁর পছন্দ হলো না। এমি লোয়েলের কবিতা কিংবা পাউন্ডের নক্সনতত্ত্ব বিষয়ক কবিতার উল্লেখ করে তিনি তাঁদের বক্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। আধুনিকতার ইনপারসোনাল দিকটিকে তাঁর পছন্দ হলো না। পছন্দ হলো না সমবেত ভাগে আধুনিকতার সীমানা নির্দেশ।

তবে আধুনিকতার তত্ত্ব হিসেবে অসম্পূর্ণ লক্ষণের সঙ্গে তিনি সনাক্ত করলেন নৈর্ব্যক্তিকতাকে। তারপর নৈর্ব্যক্তিকতার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, 'বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও বৃহৎসার দৃষ্টি এও আত্মচিত্ত-বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার।

আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

কিন্তু একে আধুনিক বলা যাবে কথা। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চিনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হলো। তিনি ছিলেন আধুনিক, তাঁর ছিল বিশ্বকে সমগ্র-চোখে দেখা। (সাহিত্যের পথে,

পৃঃ ১১৫-১১৬)

লি-পোর কবিতা উদ্ধৃত করে, তাতে চিনা কবির নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির নিদর্শন দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে আধুনিকতার নতুন এক সংজ্ঞাও নির্দেশ করে গেলেন। আধুনিকতার এ যাবৎকালের তাবৎ সংজ্ঞা পুনর্বিচারে, আমাদের মতে, এই রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রণিধানযোগ্য।

কখন শুরু হয়েছিল আধুনিক কবিতা? তার শেষ কোথায়? লি-পোর প্রসঙ্গ টেনে রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর যেমন দিয়েছেন, তেমনি আধুনিকতার কালিক সংজ্ঞাটিকে অসার প্রতিপন্ন করেছেন।

আসলে যে কোন শৈল্পিক মতবাদের যে কোন কালবদ্ধী সংজ্ঞা কম-বেশি ভুল বোঝাবুঝির জন্ম দেবে। আধুনিকতাবাদীরা নিজেরাই নিঃসন্দেহ নন কখন থেকে তার শুরু। নৈর্ব্যক্তিকতার পাশাপাশি যে দেহবাদের কথা বলা হয়েছে, সেটাও তো কেবল আধুনিকতার একার সম্পত্তি নয়। প্রাচীন গ্রীসের লেসবস দ্বীপেই তো শরীরী চেতনা-নির্ভর প্রবল দেহবাদী কবিতার সূচনা হয় স্যাফো নাম্নীয় এক সমকামী মহিলার হাতে। যে আত্মিক সম্বন্ধির কথা, তাবার ইঙ্গিতবাহী অনাসক্তির কথা উঠেছে, তা-ও দুর্লক্ষ্য নয় প্রাচীন গ্রীক কবি কাতুল্লুস বা হাজার বছর আগের কবিতা চর্যাপদের দোহাগানে। কয়েই আধুনিকতার নানা লক্ষণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশ্বসাহিত্যের নানা কবির নানা কর্মে নানা কালে নানা দেশে। তবে এসবের সচেতন ও বিধিবদ্ধ চর্চা শুরু হয়েছিল বিশেষ এক কালিক গণ্ডিতে, বিশেষ কিছু শক্তিমান কবির কর্মে। তাই বলে আধুনিকতা ঐ বিশেষ কবিগোষ্ঠীর ঐ বিশেষ সময়ের একচেটিয়া সম্পত্তি হতে যাবে কোন হিসাবে?

তাই রবীন্দ্রনাথের 'কাজটা সহজ নয়। কারণ পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে?'

অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক জীবনানন্দও প্রায় একই কথা বলেন, 'বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে — অন্যত্র নয় — একথা ঠিক নয়। আমাদের দেশের পুরোনো কবিদের একটা বড় কাব্যাংশে, শেক্সপিয়রের নাটক ও সনেট, তাদের ও রবীন্দ্রনাথের চের কবিতায় আধুনিকত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ ঘটবে বলে আজকের দৃষ্টি দিয়ে অন্তত আমি বুঝতে পারছি না।' (জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা, পৃ ১১২)

৬. মহৎ আধুনিক

সকল আধুনিক কবি যেমন মহৎ কবি নন, আধুনিকতার সকল বৈশিষ্ট্যও মহৎ কবিতার লক্ষণ নয়। যিনি মহৎ আধুনিক কবি তাঁর ভিতরে আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি অবশ্যই সর্বকালে গৃহীত হওয়ার মতো লক্ষণ আছে। আসলে বিশেষ কোনো সময়ের বিশেষ কিছু প্রবণতা এবং সেই প্রবণতানির্ভর কিছু শিল্পসম্মত রচনা বা শিল্পকর্ম ক্লিকালিনতায় স্পর্শকাতর হয়। বিশেষ সময়ের দাবিকে সামনে রেখে রচিত বা সৃষ্ট সেই শিল্প তখন সর্বসময়ের দাবি মেটায়। এই ধরনের রচনা যাঁর হাতে রচিত হয় তিনি মহৎ, তিনি সর্বকালের আধুনিক। অন্যকথায় মহৎ লেখক মাত্রেই সর্বযুগীনার লেখক, অর্থাৎ সর্বকালের আধুনিক লেখক। তিনি নিজের সময়কে শিল্পবদ্ধী করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্যেও নিকনির্দেশ দিয়ে যান। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর একার কবিজীবনে অনেক কবির কাজ সম্পন্ন করেছেন, বার বার বদলেছেন, বাঁক নিয়েছেন, বাংলা কবিতাকে প্রাক-রোমান্টিকতার স্তর থেকে পুরোপুরি রোমান্টিক করে বিশে শতকী আধুনিকতার কোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। এ-কাজ তো একজন প্রতিভাবান কবির কমপক্ষে দুই শতাব্দী ধরে করার কথা ছিলো। অথচ করেছেন একা রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ যে মহৎ আধুনিক তার আরো একটি নিদর্শন এই যে, তাঁর কবিতা তাঁর বিদ্রোহীভাবাপন্ন কবিদের জন্যেও ব্যবহার্য কিছু আত্মিক ও বিষয় আত্তাসিত করেছিলো। ভাবী কালের জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যসম্ভাবনা এইভাবে নিজের ভেতর উপ্ত রাখতে পারাটাও তাঁর আধুনিকত্বেরই এক অব্যর্থ স্বাক্ষরচিহ্ন। এলিয়ট যথার্থই বলেছেন, 'Every great poet adds something to the complete material out of which future poetry will be written.' (Selected Prose, 1965, p.23)

আধুনিক মাত্রেই মহৎ নন, কিন্তু মহৎ রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিকও, এটা আধুনিকতারই গৌরবটীকা।

সহায়ক গ্রন্থ

Eliot, T. S. 1965 — *Selected Prose*

Spender, Stephen 1965 — *The Struggle for the Modern*

Fraser, G.S 1967 — *The Modern Writer and His World*

Reeves, James 1964 — *A short History of English Poetry*

Lewis, C. Day 1968 — *The Poetic Image*

Wilson, Edmund 1967 — *Axel's Castle*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৮ — *সাহিত্যের পথে*

আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৮০ — *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*

আবু সয়ীদ আইয়ুব ১৯৬৮ — *আধুনিক বাংলা কবিতা*

অরুণকুমার সিকদার ১৯৮১ — *কাব্যের সৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথ*

জীবেন্দ্র সিংহরায় ১৯৮৪ — *রবীন্দ্র-নির্বাণ : কবিতার অবয়ব*

বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৪ — *আধুনিক বাংলা কবিতা-সংগ্রহ*

দীপ্তি ত্রিপাঠি ১৯৬৪ — *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*

অন্নদাশঙ্কর রায় ১৯৬৬ — *রবীন্দ্রনাথ*

জীবেন্দ্র সিংহরায় ১৯৮১ — *আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ*

অশোক ভট্টাচার্য ১৯৮০ — *আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ*

সৌজন্যে : রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পরিষদ, ঢাকা।

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***

RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**

HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone - 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় গ্রাহকবন্ধুদের সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত : ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিকাশ প্রভৃতি, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

রবীন্দ্র-মননে সমবায়ের উৎস

অসীম রায়

১৮৬১ সালের ২৫ বৈশাখ ছিল রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিন। তাঁর জন্মকাল তিনটি আন্দোলনের ক্রান্তিকাল। তাহ'ল রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) ও পরবর্তী-কালের দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫) আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলন — বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) সাহিত্যের আন্দোলন আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির (১৮৪৮-১৯২৫) নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন। নবজাগরণের পথ বেয়ে সমবায়ের আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে এই জাগ্রত পথিক ধরায় এলেন। তার চোখের পাতায় ছিল সারা ভারতকে জাগানোর স্বপ্ন।

রবিকে ছোট থেকেই হিসেবী ও দায়িত্ব-শীল করে তুলতে মহর্ষি দু'চার আনা পয়সা দিয়ে হিসেব রাখতে বলতেন। বাবার সোনার ঘড়িতে দম দেওয়ার দায়িত্বও ছিল তার ওপর। সকালে একসাথে বেড়াতে বেরোলে ভিক্ষুককে পয়সা দেবার ভারও মহর্ষি বালক রবীন্দ্রনাথের ওপর দিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাদেবীর[১] পনেরোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ছিলেন চতুর্দশ। নয় ভাই ও ছয় বোন ছাড়াও ঠাকুর বাড়িতে আরও অনেক মানুষের ভিড়ের মাঝে মূলত চাকরদের একান্ত শাসনে নিতান্ত অনাদরে তার ছেলেবেলার দিনগুলো কেটেছিল। অবশ্য অনাদরের মধ্যে যত্নের বাহুল্য থাকে না বলে এক ধরনের উদাসীন স্বাধীনতা থাকে, যা তিনি ছোটতেই পেয়েছিলেন। ভৃত্যরাই ছিল অভিভাবক। ভৃত্যদের শাসনের মধ্যে তিনি মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখতে পাননি। সংসারের ধর্ম সম্বন্ধে তিনি তখনই বুঝেছেন, বড়ো যে সে মারে; ছোট যে সে মার খায়। শিশুকালের এই শাসনকর্তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনদিন ভুলতে পারেননি। প্রভু-ভৃত্যের দূরত্ব শিশু রবির উপলব্ধির মধ্যে তখন থেকেই কোন স্থান পায়নি। ছোট রবির মানসিক ভিত্তি ভূমিতে সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে সমান ও সাম্যের একটি মন্ত্র তখন থেকেই জাগো নিতে শুরু করেছে।

১৮৯০ সালে বিলাত থেকে ফেরার পর পৈতৃক জমিদারি দেখাশুনার ভার রবীন্দ্র-নাথের ওপর এল। ঠাকুর পরিবারের বড় ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) দার্শনিক, বিষয়কর্মে উদাসীন। মেজছেলে সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস, জজিয়তি করেন। বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) বোম্বাই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) সংসারে বিরাগী বীরেন্দ্রনাথের মত সোমেন্দ্রনাথও (১৮৫৯-১৯২২) বাবুগোস-গ্রস্ত। আর দুই দাদা ও এক ভাই জমিদারি গ্রহণের আগেই মারা যান। তাঁরা হলেন, হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১-১৮৫৭) ও বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬০-১৮৬৪)। তাই ভাগীদার পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের ওপরই পড়লো জমিদারির ভার। এই দায়িত্ব গ্রহণ সূত্রে নতুন জমিদার "বাবুমশাই"র আচরণের মধ্যে সাম্যের পূজারি রবীন্দ্রনাথের সমবায় মানসিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল। সেটি ছিল ১৮৯১ সাল। শিলাইদহে প্রথম পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। শিলাইদহের কাছারী বাড়িতে প্রজাদের খাজনা দেওয়ার প্রথম দিনটিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত উৎসবকে বলা হত পুণ্যাহ। ডিরোজিও প্রথা ছিল জমিদার মশাই বসবেন সব থেকে উঁচু সিংহাসনে। প্রজাদের অবস্থান তারতম্যে শ্রেণী বৈষম্যের ভিত্তিতে সাজানো আসনে বসবে অন্য প্রজারা। জাত হিসাবেও আলাদা আসন। রবীন্দ্রনাথ এই অসমরীতি প্রথম পুণ্যাহ উৎসবেই ভেঙে দিলেন। দ্বারকানাথের (১৭৯৪-১৮৪৬) সময় থেকে অনুসৃত রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সবার ওপরের সিংহাসনে বসলেন না। দাদুর সময়ের সামগ্রিক অবস্থাকে মেনে নিতে না পারার কারণ তিনি নিজেই দিয়েছেন। বহুকাল পরে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির বর্ণনা দেওয়ার সময়ে দ্বারকানাথের আমলের এক বর্ণনায় তিনি লিখেছিলেন, "আজ কুঠিয়াল সাহেবের দরবার একেবারে ধূম ধাম করছে। কোথায় নীলকুঠির যন্ত্রের দূত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি কাঁধে কোনরকমারা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা টেবিল পাতা খানার ঘর যেখানে ঘোড়ায় চড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে গ্রহকে দিন করে নিত। ভোজের সঙ্গে চলতো ঘুড়ি নৃত্যের ঘূর্ণিপাক, রক্তে ঘুটতে থাকতো শ্যাম্পেনের নেশা, হতভাগা রায়তদের দোহাই-পাড়া কান্না উপর-ওয়ালাদের কানে পৌঁছত না"। সে কান্নার সাথে জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সামিল করতে পেরে-ছিলেন। তাই মিলনের উৎসব এই পুণ্যাহে বিভেদ বৈষম্যের সব আয়োজনকে দূরে সরিয়ে রেখে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব প্রজাই তাঁর স্বরূপের ওপর একই আসনে বসলেন। অর্থ-বর্ণ-জাতি ভেদ সবই নস্যাৎ করে মাকখানে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। সমবায় অর্থাৎ সকলে মিলে একসাথে কাজ করার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নতুন বাবুমশাই'র এই আচরণের মধ্যে পাওয়া যায়।

জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পর ভেঙে যাওয়া গ্রামগুলোর ভাঙা-চোরা প্রাণের মুখোমুখি হয়ে বড় বেদনার সাথে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমার এই রবিন্স চাষা প্রজা-গুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।" — "ওদের মত নিসহায় জীব আর নাই, ওরা সমস্তের তলায় তলিয়ে, সেখানে জ্ঞানের আলো আর পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।" তাই পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্য চর্চা নিয়ে তাঁর মন আর থাকতে চাইল না। পূর্ণিমার চাঁদনীর দেহহীন লাবণ্য বিলাসের বিহ্বলতায় তিনি আর নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইলেন না। জমিদারির দায়িত্ব না পেলে গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রাণের পরিচয় আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় (রামপুর বোয়ালিয়া, ২৩ ফাল্গুন, ১৩০০) তার মর্মস্পর্শী উপলব্ধি বড় বেদনার সাথে প্রকাশ করলেন,

"— এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা; এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে 'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ; যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।" যে মানুষগুলোর মুখের দিকে চেয়ে তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার শূন্য করে সরস্বতীর কলমটাকে সাময়িকভাবে কানে গুঁজলেন রবীন্দ্রনাথের চোখে তারাই যে সভ্যতার শিলসূত্র। সবাইকে আলো দেওয়ার জন্য মাথায় প্রদীপ নিয়ে যারা দাঁড়িয়ে থাকে। ওপরের সবাই আলো পেলেও তলাটাই আঁধারে থাকে। তাদেরই মাথা তুলে দাঁড়াতে বললেন। তাঁর অন্তরে এই প্রত্যয় ছিল যে, নিরুপায়ের বল পৃথিবীজুড়ে। তাই তাদের দুঃখই তাদের মেলাবে। যারা ধনী ও শক্তিমান তারা নিজের নিজের লোহার সিন্দুক ও সিংহাসনের চারদিকে পৃথক হয়ে থাকবে, তারা কখনো মিলতে পারবে না। মিলনের মন্ত্রোচ্চারণে সব দুঃখ জয়ের জন্যে সমবায়ের মন্ত্রই রবীন্দ্রনাথ দিলেন। কারণ নিছক দয়া করে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না, বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে।

রবীন্দ্র-নিন্দুকরা যা বলে বলুক। ইতিহাস বলে তিনি ছিলেন গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ও সমবায়ী। তিনি প্রজাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য হিতৈষী বৃত্তি ও কল্যাণ বৃত্তি চালু করেন। খাজনার টাকা প্রতি তিন পয়সা হিতৈষী বৃত্তি ও তিন পয়সা হিসাবে কল্যাণ বৃত্তি আদায় হত। জমিদারী সেরেস্তা থেকেও মোট সংগৃহীত টাকার সম পরিমাণ দেওয়া হত। প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হিতৈষী সভা সেই টাকা প্রজাদের বিভিন্ন কল্যাণে ব্যয় করতো।

রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার পরিচয় পান আয়র্ল্যাণ্ডের কবি ও কর্মবীর জর্জ রাসেল (A.E) রচিত 'National Being' বইটি থেকে। আয়র্ল্যাণ্ডে সার্ হরেস্ প্ল্যাঙ্কেট যখন সমবায় জীবিকা প্রবর্তনে প্রথম দেখেছিলেন তখন অনেক বাধা ও ব্যর্থতার মধ্যে বহু নতুন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তাকে চলতে হয়েছিল। বহু সাধনার যে ফল পাওয়া গিয়েছিল ঐ বইখানি পড়লে তা বোঝা যায়। "সমবায় নীতি" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার কোনো কোনো আত্মীয় তখন সমবায় আকারে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়র্ল্যাণ্ডের কবি ও কর্মবীর A.E. রচিত National Being বইখানি হাতে পড়ল। সমবায় জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তবরূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম।" আয়র্ল্যাণ্ডের সমবায়ের মতো পাওয়া সত্যের সকল বিশ্লেষণ করে তিনি বললেন, আজন্ম পরিচালন করে যারা সত্যের যথার্থ বিচার করে তারা সত্যকে বাহ্যিকভাবে জড়ের শামিল করে দেখে, তারা মানে না যে, প্রতি ছোট বীজের মধ্যেও যে প্রাণশক্তি থাকে সমস্ত পৃথিবীকে অধিকার করার পরোয়ানা সে নিয়ে আসে। সমবায়ের সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমস্ত জীবনযাত্রাকে কেমন করে সে পূর্ণ করতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৯২০ সালের ২২ জুলাই মেকেডারের ফ্ল্যাটে রবীন্দ্রনাথ স্যার হরেস প্ল্যাঙ্কেটের সাথে দেখা করেন। আয়র্ল্যাণ্ডের সার্বিক গ্রামীণ জীবনকে সংগঠিত করার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্ল্যাঙ্কেট অনেক কথাই বলেছিলেন। সেদিন তাঁর সাথে রথীন্দ্রনাথ ও পিয়ার্সনও ছিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডে তাঁরা ডেনমার্কে অনুসৃত পদ্ধতিই নিয়ে ছিলেন। যেহেতু ডেনমার্কে পরিস্থিতি অনেক অনুকূল ছিল তাই রবীন্দ্রনাথ আয়র্ল্যাণ্ডের পথই ভারতের পক্ষে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। আয়র্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে বৃদ্ধ সমবায়ের সাফল্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল। অনুরূপভাবে ঘুগোশ্লাভিয়ার সমবায় পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টাও তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

জীবিকার সমবায়তত্ত্ব প্রয়োগের ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট ছিল। তাঁর মতে রাষ্ট্রনীতি যেমন একান্ত নেশন-স্বাতন্ত্র্যে, জীবিকাও তেমনি একান্ত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আবদ্ধ। এখানে তাই এত প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মানুষের এত হীনতা। এই হীনতাকে জয় করার জন্যেই জীবিকায় সমবায়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। "সমবায় নীতি" গ্রন্থে তিনি লিখলেন, "সত্যকে পেলেই মানুষের দৈন্য ঘোচে"। তাই সকলকে আহ্বান জানিয়ে বোঝাতে চাইলেন, "সমবায় তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয়; এই জন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্টি হতে পারে। মনের সঙ্গে সঙ্গে পদেই এর মূর্তিবিকাশ।" সমবায় তত্ত্ব প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ সম্পর্কে প্রখ্যাত রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও সমবায় সংগঠন সরকারিভাবে আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই তিনি তাঁর প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা ও সমবায় শক্তি জাগানোর কথা ভেবেছিলেন। কাজও করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাসও (১৮৯৪-১৯৫৭) অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

সমবায়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের একাধিক কারণ ছিল। তাত্ত্বিক দিক থেকে সে কারণগুলি "রাশিয়ার চিঠিতে" তিনি বর্ণনা করেছেন। যেকোনো মতবাদ মানুষ সৃষ্টীয়। তার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। অনতন্ত্র মানব সমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে দিয়েছে। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। তাই সমষ্টির দোহাই দিয়ে ব্যষ্টিকে বলি দেবার উপক্রম হতেই রবীন্দ্রনাথ তাতে সায় দিলেন না। তাঁরে অধিগিরি উৎপাত বাধালে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে মনে হবে। কিন্তু তীরহীন সমুদ্রের রীতিমতো পরিচয় পাওয়া গেলে কূলে ওঠবার জন্যে, আবার আঁকুপাঁকু করতেই হবে। কারণ ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনই মানুষ চিরদিন সহ্য করবে না। পুঁজিবাদ শাসিত রুশযুগে সাম্যবাদই চিকিৎসা। কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না। ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেদিনই তো রোগীর ছুটি। প্রাণীজগতের অস্তিত্বের ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উত্তাপ ও জল। মানুষের আত্মিক অস্তিত্বের ও সার্বিক সমৃদ্ধির জন্যে চাই স্বাধীনতার উত্তাপ ও সাম্যের জল। এই দুই আবশ্যকীয় উপাদান একমাত্র সমবায় সংগঠনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ "রাশিয়ার চিঠিতে" আরও স্পষ্ট করে লিখলেন "আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধন উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায় নীতির জয় হোক এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে, তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে, চিত্তকে স্তিমিত করা হয় না বলে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে

গেলে সে জোর খাটবে না।" তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হল, "ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি নিষ্পিষ্ট হয় সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।" ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেকে না। তাতে মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে। 'জীবন স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেবের কাছে শোনা একটি গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা থেকে ওপরওয়ালার অধিক নিয়ন্ত্রণের বিষময় পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায়। - "গোয়ালা দুধে জল দিত বলিয়া দুধ পরিদর্শনের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত হইল। পুনশ্চ তাহার কার্য পরিদর্শনের জন্য দ্বিতীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হইল, এইরূপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল দুধের রং ও ততই ঘোলা এবং ক্রমশ কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ নীল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কৈফিয়ত দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক যদি আরো বাড়ানো হয় তবে অন্যান্য দুধের মধ্যে শামুক, ঝিনুক ও চিংড়ি মাছের প্রাদুর্ভাব হইবে"।

রবীন্দ্রনাথের পথ — নিয়ন্ত্রণের ও খবরদারির নয় — তাঁর পথ আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন ও, আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ। রবীন্দ্রনাথের মত — সমবায়ই হল দৈহিক শক্তির প্রয়োগ ও হিংসাশ্রয়ী রক্তাক্ত রাজনৈতিক বিপ্লবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় বিকল্প। তার কারণ বিশ্লেষণ করে "সমবায় নীতি" তে লিখলেন, "আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মারকাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে যে মানব নীতির স্থান ছিল না বলেই এত অশান্তি ছিল সেখানে সেই মানব সত্যের আবির্ভাব হচ্ছে। একদা দুর্বল জীব প্রবল জীবের রাজ্যে জয়ী হয়েছে, আজও দুর্বল হবে জয়ী — প্রবলকে মেরে নয়, নিজের শক্তিকে ঐক্যদ্বারা প্রবলরূপে সত্য করে। সেই জয়যাত্রা দূর হতে আমি দেখতে পাচ্ছি। সমবায়ের শক্তি দিয়ে আমাদের দেশে সেই জয়ের আগমনী সূচিত হচ্ছে।" সাম্যবাদের সম্পূর্ণ সাম্য উদ্যমকে স্তব্ধ করে দেয়, বুদ্ধিকে দেয় অলস করে। অপরপক্ষে পুঁজিবাদের বৈষম্যও দোষের। কেন না, তাতে যে ব্যবধান সৃষ্টি করে তার দ্বারা মানুষে মানুষে সামাজিকতার জোর অতিমাত্রায় বাধা পায়। মানুষের যা কিছু সৃষ্টি তার অধিকাংশই ধনীর ভাগ্যে পড়ে। অর্থাৎ অল্পলোকেরই ভোগে আসে, অধিকাংশে লোকই বঞ্চিত হয়। এর দুঃখ সমস্ত সমাজের। এর থেকে বিস্তর রোগ তাপ অপরাধের সৃষ্টি হয়, সমস্ত সমাজকেই প্রতিক্ষণে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। এই প্রায়শ্চিত্ত থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি পাবার জন্যে "সমবায় নীতি"তে তিনি বলেছেন, "ধনকে খর্ব করে এর নিষ্পত্তি নয়, ধনকে বলপূর্বক হরণ করেও নয়, ধনকে বদান্যতা যোগে দান করেও নয়। এর উপায় ধনকে উৎপন্ন করার শক্তি যথা সম্ভব সকলের মধ্যে জাগরূক করা অর্থাৎ সমবায় নীতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করা।" অহংবোধকে প্রশ্রয় দিয়ে পুঁজিবাদ মানুষকে অহমিকাবাদী বা 'এগোয়িস্ট' করে তোলে যা মানব সমাজের স্থায়ী কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। অন্যদিকে সাম্যবাদ অহংকে দমিয়ে রাখে। অপরদিকে সমবায় মানুষের রক্তের মধ্যে মিশে থাকা অবিনাশী অহংবোধকে প্রশ্রয় দেয় না - দমনও করে না, বরং গঠনমূলক খাতে তাকে প্রবাহিত করে স্থায়ী সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। পুঁজিবাদের "আমি" (I) সাম্যবাদের "সকলে"র (All) মধ্যে হারিয়ে যায় আর সমবায়ের "আমরা" (We) মধ্যে "আমি" গঠনমূলকভাবে শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠে। মহিলা কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) তাঁর "সুখ" কবিতায় সেবনটি পংক্তিতে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" লেখার মধ্যে দিয়ে সমবায়ের মূল দর্শনটি যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনি রবীন্দ্রনাথও সমবায় দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, যেখানে সমাজের সকলে মিলে প্রত্যেকের হিত-সাধনের সুযোগ আছে সেইখানেই সকলের ও প্রত্যেকের কল্যাণ। যেখানেই অজ্ঞান বা অন্যায় বশত সেই সুযোগে কোন বাধা ঘটে, সেইখানেই যত অমঙ্গল। এই বাধা সব থেকে বেশি ঘটে অর্থোপার্জনের কাজে। এই খানেই মানুষের লোভ তার সামাজিক শুভবুদ্ধিকে ছড়িয়ে চলে যায়। ধনে বা শক্তিতে অন্যের চেয়ে আমি বড় হব, এই কথা যেখানেই মানুষ বলেছে সেইখানেই সে নিজেকে আঘাত করেছে। স্বধর্মের আকর্ষণে মানুষ এই জেনেকে এক হয়ে বাস করে তাতেই তবে প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের শক্তির ফল পায়। স্বল্প ও নিঃস্বিত মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্র করে যদি সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে দেশের শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে পারে তাহলে ধনী আরও ধনী হওয়ার সুযোগ পেত না। নির্ধনরা ধন উপার্জনের ক্ষেত্রে একত্রে মিলতে পারে না বলেই তাদের দুর্গতি।

কৃষিক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে "পল্লীপ্রকৃতি"তে লিখেছেন, "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে — জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর ; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। চাষীকে জমি দেওয়ার বিষয় সম্পর্কে "রাশিয়ার চিঠিতে" লিখলেন, "চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। নিছক জমিদারের মতো সমবায় আন্দোলনের বিরাট সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ রাখার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখলেন, "কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না — বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আছে, মহাজনি প্রাণ্যতাকেই কিঞ্চিত শোষিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা - উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগলো না। তার প্রধান কারণ, যে শাসনতন্ত্রকে আশ্রয় করে আমলা-বাহিনীর সমবায় নীতি আমাদের দেশে আবির্ভূত হল সে যন্ত্র অন্ধ, বধির, উদাসীন। — সমবায় প্রণালীতে কল দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারবো।"

সমবায় আন্দোলন সুদখোর মহাজন ও মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ীদের কবল থেকে সদস্যদের যেমন মুক্ত করে তেমনি সদস্যদের নিজেদের নানা রকম বদ্ অভ্যাস থেকেও সমবায় সমিতি তার সদস্যদের সুরক্ষা দেয় তার মূল কথাটিই "স্বদেশী সমাজে" রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "বেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় — নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে, ঔদাসীন্য থেকে। — ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভরতা পাইতে পারি না। কারণ ভিক্ষার

ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরতার ফল স্থায়ী।" ভারতবর্ষের সমাজ চিরকালই সমবায়ের শক্তিতে আত্ম-নির্ভরতার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে দেশ যথার্থভাবে আত্মরক্ষা করেছে। সমাজই সবকিছুর ব্যবস্থা যেমন বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে তৃষিতকে জল, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা দিয়ে এসেছে। দেশ ছিল দেশের লোকের। রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র। মাথার ওপর যেমন মুকুট থাকে কতকটা তেমনি। আমাদের দেশ চিনের মতই ছিল সমাজপ্রধান দেশ। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান। সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। গ্রামে গ্রামে ভারতের যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলো। তখন থেকেই আমাদের গ্রামে গ্রামে আমাদের সারা দেশে প্রাণ দৈন্য ঘটলো। ইংরেজ শাসনের উপজাত এই দৈন্য ঘোচাতেই রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের শক্তির মধ্যে হারিয়ে ফেলা আত্মনির্ভরতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও সমবায়কে প্রয়োগ করার জন্যে তিনি "পল্লীপ্রকৃতি"তে লিখলেন, "শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না — গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান। কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে ঘোচানো চাই। সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হবে, তারপরে শারীরবিজ্ঞান।"

কৃষি শিল্প, গো-পালন, মৎস্যচাষ, প্রভৃতি বিভিন্ন উপজীবিকাগত সমস্যা সমাধানেও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত অর্থনৈতিক উদ্যোগে আর স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, আবাসন ও বেকার সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার বিস্তারে সর্বজনের সর্বকালের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমবায়ের মন্ত্রমূলে জোট বাঁধার আহ্বান জানালেন। তিনি বোঝাতে চাইলেন চাষীকে মহাজন — ক্রেতাকে বিক্রেতা — শ্রমিককে মালিক ঠকায়। এই ঠকানোর কাজে ধনী জন নিয়ে মহাজনকে — ক্রেতা জিনিস কিনে বিক্রেতাকে — শ্রমিক শ্রম বিক্রি করতে এসে মালিককে পরোক্ষভাবে শোষণ করার সুযোগ দিচ্ছে। ঐ কাজগুলো সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে করতে পারলে তারা আর কেউ ঠকবে না — শোষিত হবে না — আত্মসম্মানও বিঘ্নিত হবে না। তাই মূলধনের সাথে শ্রমের বিরোধ স্থায়ীভাবে মেটাবার জন্যে "সমবায় নীতি" গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন — "ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি। — বালি জমিতে ফসল হয় না, কেননা তাহা আঁট বাঁধে না। তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি পাতা-পচা প্রভৃতি এমন কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে ফাঁক বোজে, তার আঁটা হয়। মনুষ্যেও ঠিক তাই, তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মত হয়"। রবীন্দ্রনাথের মতে স্বাধীনতাকে বজায় রেখে সাম্য কে আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা ও সুরক্ষাকে একমাত্র সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষ পেতে পারে।

মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ আত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমবায়কে দেখেছিলেন। সহজে অর্থলাভ ও নিছক ধনবৈষম্য কমানোর প্রেক্ষিতে আর কার্যোদ্ধারের কৌশল ও বিত্তলাভের চুক্তি হিসাবে তিনি সমবায়ের সম্ভাবনাকে সীমিত রাখতে চাননি। ধান্ত্রিক যোগসূত্র হিসাবে না দেখে আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্র হিসাবেই তিনি সমবায়কে দেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মাধ্যমে মিলনের মূল মানসিকতা জাগরিত করে তাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যেই অর্থাৎ নিজের মতের সাথে অপরের মতের সামঞ্জস্যবিধান আর অপরের স্বার্থ সাধনের প্রয়াসের পথ ধরেই সামাজিক ও জাতীয় সন্ধীতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি মনে করতেন। আপনবোধের এই বলিষ্ঠ বনিয়াদের ওপর বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমানবতার স্থায়ী আসন তিনি পাততে চেয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালের ১৫ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "নিজের ভাগ্য নানা দুর্লক্ষণ নানা দুঃখ কষ্ট — বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই নিজে নিয়ন্ত্রিত করবার শিক্ষা আমাদের পাওয়া চাই। সেই শিক্ষার আরম্ভ পথ আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারেই আমি নিয়েছিলুম। ইউরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়-চিরদিনই চিনের মতো ভারতবর্ষ পল্লী-প্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ট পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব কী দুঃখ, কী অজ্ঞতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা — বলে শেষ করা যায় না। এইখানেই পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি — না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি"। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে আনুকূল্য, আন্তরিকতা, উৎসাহ ও সমর্থন না পাওয়ার কারণে বিক্ষুব্ধ কবি বেদনাবিদ্ধ আশাহত রবীন্দ্রনাথ "পল্লী প্রকৃতিতে" লিখলেন, "নিজের ওপর অশ্রদ্ধাই অপরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভিত্তি। যারা দীর্ঘকাল পরাধীন, আত্মসম্মান হারিয়ে তাদের এই দুর্গতি। প্রভু শ্রেণীর শাসন তারা নতশিরে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু স্বশ্রেণীর চালনা তারা সহ্য করে না। স্বশ্রেণীকে বঞ্চনা করা এবং তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সহজ।"

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার করে নিজের অনেক ক্ষতি করেও শিলাইদহ থেকে সুরুল পর্যন্ত সমবায়কে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশের গৌরবই নন, তিনি ভারতীয় সমবায় আন্দোলন ও সমবায়ীদের কাছে চিরকালের অহঙ্কারও বটেন। সমষ্টির আগে ব্যষ্টিকে, দেশের আগে সমাজকে আর রাষ্ট্রের আগে গ্রামকে গুরুত্ব দিয়ে সমবায় আন্দোলনের সার্বিক প্রয়োগের যে ভাবনা রবীন্দ্রনাথের জাগ্রত চেতনায় ও কর্মে প্রকাশিত হয়েছিল সেই অগ্রণী আদর্শ আজকের সমবায় আন্দোলনকে সার্থকভাবে পথ দেখাক।

সৌজন্যে — যোজনা।

■

"আবার যদি ইচ্ছাই হয় তবে যেন ঐ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বচ্ছ তোতা প্রান্ত নদী, পাখপাখালি, নিবিড় বটের গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বন্ধুমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৪, ৪০-১৭৯৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১০৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ কোটি — তার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ১৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ, প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১৭ উপকৃত হয়েছে ঋণ চরিতার্থে।
- ঋণের ক্ষুদ্র ও হিমঘর প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণের ফুলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এস সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আলুচাষী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এস এইচ জি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাউসিং)-র সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এস এ আর ডি (ইকমার্ড) ঋণের (উল্টাডাঙ্গা) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীতক্তিভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertiliser plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

F N/TH-0139

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও সমবায়-চিন্তা

ধনঞ্জয় মিত্র

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেত থেকে ফেরত এলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এমনই যে, তারুণ্যের চাপল্য তাঁর তখন গেছে, তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন প্রবুদ্ধতার (maturity) দ্বারপ্রান্তে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তথাকথিতভাবে কোনদিনই চপল ছিলেন না, বাল্যকালে তিনি ছিলেন ধীর, স্থির এবং গভীরভাবে মননশীল। পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনশক্তি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ।

বিলেত থেকে আসার পরই রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে ঠাকুর বংশের জমিদারিগুলি দেখাশুনার ভার দিলেন। জমিদারিগুলি ছিল নদীয়ার বিরাহিমপুরে (শিলাইদহে ছিল সদর কাছারি), রাজশাহীর কালিগ্রাম পরগণায় (পতিসর ছিল এরই অন্তর্গত) আর পাবনায় শাহজাদপুরে। এছাড়াও ছিল ওড়িশার তিনটি জায়গায়। বাংলাদেশের জমিদারি সবগুলিই এখন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত।

এই জমিদারি পরিচালনার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন পল্লীবাস করতে হয়। মেলামেশা, ওঠাবসা করতে হয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে, কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে। পর্যবেক্ষণশীল, চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথের মননে গভীর রেখাপাত করে গেল পল্লীবাংলার এইসব মানুষ। মনে রাখতে হবে, প্রবল ব্রিটিশ শাসনে তখন প্রজাকুলের মেরুদণ্ড ভগ্ন। জমিদারের কাজ ছিল প্রধানত এই শাসককুলের প্রতিনিধি হয়ে প্রজাদের থেকে কর আদায় করা। কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন এই কর বা রাজস্ব আদায় করা ছাড়াও জমিদারদের তাঁদের প্রজাদের মঙ্গল সাধন করার জন্যেও কিছু করার আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন?..... তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহু লোকের মঙ্গলবিধান কর্তা, পৃথিবীতে এতরূপে উচ্চপদ লাভ করিয়া এ পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?" এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য এই ছিল যে, "বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয় আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি।" রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল তাই কিভাবে, পল্লীবাংলার এইসব মূঢ় মূক মলিন মুখগুলি উজ্জ্বল করা যায় তিনি এই লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা করলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন প্রজাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই উন্নতির চেষ্টা আসুক। উপর থেকে বা বাইরে থেকে কোন অনুকূল্য চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। তিনি সমবায়ে গ্রামবাসীদের বলেছেন, ".....সম্মিলিত হয়ে তোমাদের শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের আনুকূল্যের অপেক্ষা কোরো না। শক্তি তোমাদের মধ্যে কোনোখানে সেই শক্তির আত্মবিস্মৃতি আমরা ঘোচাতে ইচ্ছা করেছি।" আবার অন্যত্র বলেছেন, সমাজের ভিতর থেকে সমাজের শক্তিকে জাগাতে হবে, পরস্পর সকলের মনকে চেষ্টা-দ্বারা শক্তি-লাভ করবে।" আরও বলেছিলেন, ".....জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়তে সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না" মাদ্রাজের আমলের হাল লাঙ্গল নিয়ে সমবায়ী চাষীরা একত্রে জমিতে কমল ফলানো আর মুটো কলসিতে জল আনা একই কথা।"

তবে রবীন্দ্রনাথ যে সময় পল্লী বাংলায় ছিলেন, তখনও এধরনের সমবায় প্রথা চালিত ছিল, সেটি ছিল ঋণ কৃষিঋণ দেওয়ার জন্যে - তাতে সমবায়ের আসল উদ্দেশ্য অবশ্য সাধিত হত না অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদন বা কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করার কোন উদ্যোগ তখন ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল কৃষককুলের সমবেত কর্মা, উন্নত কৃষির মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি করা, তবে তিনি চেয়েছিলেন গ্রামগুলি যেন কোনরকমেই শহরের উপর নির্ভর না করে, তিনি বিশ্বাস করতেন, "আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্ত-ভোজী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই আমি কল্পনা করি। একমাত্র সমবায় প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিষ্ক্রিয়তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই স্থান হয়ে আছে, মহাজন গ্রামবাসীকে কিঞ্চিৎ শোষিত আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা-উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না। সমবায় প্রণালীতে ঋণ নিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলে তবে আমরা পল্লীকে বাঁচাতে পারব।" কিন্তু তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষকেরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না এবং এই দেশে বিশ্বাস-বিসম্বাদ খুব বেশি। সমবায় প্রণালী এই দেশে গড়ে তোলা খুব শক্ত।

সমবায় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এও উপলব্ধি করেছিলেন, "দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের মেঘস্তরে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক গ্রাম হইতে তাহার ভীত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।"

এই ভীত গাঁথার কাজ তিনি শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলেন নিজের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে। এর আগে তিনি দেশবাসীর কাছে দেশসেবার আবেদন রেখেছিলেন, রেখেছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে, কিন্তু কারুর কাছ কিছু হল না, বরং বিরুদ্ধ আলোচনাই হতে লাগল। তখন তিনি 'একলা চলোরে' নীতি অবলম্বন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ উন্নতির ক্ষেত্রে এই দিকগুলি চিহ্নিত করেন, জনশিক্ষা, শিল্পশিক্ষালয়, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন, সমবেত শস্য ভাণ্ডার ও কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন। এ ছাড়াও তিনি সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদের সালিশীর দ্বারা নিষ্পত্তি কামনা করেছিলেন; চেয়েছিলেন প্রতি পল্লীতে চিকিৎসালয় স্থাপন করা; চেয়েছিলেন পানীয় জল, পথ-ঘাট, সংকারস্থান, ব্যায়ামাগার, ক্রীড়াক্ষেত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; সুরাপান ও অন্য মাদকদ্রব্য সেবন বন্ধ করা; মিলনমন্দির বা ক্লাব গঠন; পল্লীর জনসংখ্যা, রোগব্যাধি, চাষের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও পল্লীর ইতিবৃত্ত ও বর্তমান অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। তিনি আরও চেয়েছিলেন কৃষকদের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান স্থাপন করা,বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে, ১৩১৪ বঙ্গাব্দে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।" অন্যত্র তিনি পল্লীবাসীদের অভিপ্রায়মত কমপক্ষে পাঁচজনের একটি মণ্ডলী বা পল্লী সমাজ গঠন করার কথা বলেন। এই পাঁচজন পল্লীবাসীদের মতামত ও সহায়তা নিয়ে পল্লীসমাজ পরিচালনা করবেন।

কালিগ্রাম পরগণায় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন, এরকম এক পল্লীসমাজ— নাম দিলেন 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। কাজের সুবিধার জন্য কয়েকশ' মাইল বিস্তৃত এই পরগণা তিনটি বিভাগে বিভক্ত হ'ল। তিনি ব্যবস্থা করলেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকজন শিক্ষক এই কর্মযজ্ঞে সহায়তা করবেন, রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন গ্রামসংস্কারের কাজ জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারিদের দ্বারা ঠিকমত হবে না।

প্রজারা এই সভার কাজ চালাবার জন্যে স্বেচ্ছায় চাঁদা দিত। চাঁদা কিরকম ছিল? খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা বেশি দিতে হত। এই চাঁদার থেকে হিতৈষী সভার বার্ষিক আয় ছিল (সাধারণ ক্ষেত্রে) পাঁচ-ছ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ তার জমিদারি এস্টেট থেকে আরো দুহাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। চাঁদার টাকা তিনটি বিভাগেই খরচ করা হত। কালিগ্রামের অধীন প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীদের সেই গ্রামের একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করত। প্রতি গ্রামে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হলেন, তাঁদের সকলকে নিয়েই গঠিত হ'ত বিভাগীয় হিতৈষী সভা। আবার তিন বিভাগের প্রধানেরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচিত করত। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকত। কেন্দ্রীয় সভার সভ্য সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়। চাঁদার হারও পরে পরিবর্তন করা হয়। খাজনার টাকা পিছু প্রজারা দিতেন এক আনা (চার পয়সা), জমিদারও দিতেন এক আনা। এছাড়া কোন সামাজিক অপরাধে অপরাধী প্রজা সাধারণ ক্ষেত্রে সামান্য কিছু চাঁদা দিয়ে নিষ্কৃতি পেত, বিরাট খরচে দেশের নিয়ম অনুযায়ী সামাজিক ভোজ দেওয়া থেকে সে অব্যাহতি পেত।

হিতৈষী সভা প্রতি গ্রামে পাঠশালা, তিনটি বিভাগে তিনটি মধ্য ইংরেজি স্কুল ও পতিসরে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে। স্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাস চাঁদার টাকায় না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ জমিদারি এস্টেট থেকে সেগুলি তৈরি করে দেন। এছাড়াও তিনটি বিভাগেই চিকিৎসালয় খোলা হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, কূপ খনন করা, তাঁতে কাপড় বোনা, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবসা, সালিশী বিচার ইত্যাদিও ছিল হিতৈষী সভার কাজের অন্তর্গত। টাকার অনুশাসন হলেই রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এস্টেট এগিয়ে আসত। তবে একটি অভাব রয়েই গেল, যদিও তা রবীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করলেন। এতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়ে গেল।

প্রজাদের মহাজনের চড়াসুদের ঋণ, যা তাদের আজীবন শোধ করতে হত, তার থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি কমসুদে ঋণের ব্যবস্থা করলেন। নিজের অর্থসঙ্গতি না থাকায় তিনি বন্ধুবান্ধব ও দু-একজন ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে শতকরা ৮ টাকা সুদে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে এক কৃষি ব্যাঙ্ক খুলে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ম করলেন কৃষিঋণ যে নেবে তাকে শতকরা ১২ টাকা (পরে যা হয় ১ টাকা) সুদ দিতে হবে। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল প্রজাদের মধ্যে ঋণ নেওয়ার জন্যে। ব্যাঙ্কের কাজ যখন ভালভাবে চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। অর্থমূল্য এক লাখ আট হাজার টাকা। শান্তিনিকেতনের বিকাশে টাকাটা খরচ করবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও প্রজাদের হিতাকাঙ্খায় রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটা কৃষিব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখলেন শান্তিনিকেতনের নামে। বছরে আট হাজার টাকা করে শান্তিনিকেতনের একটি আয়ের ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু গরিব প্রজার ঋণশোধ হবার এ সহজ উপায় ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের পছন্দ হ'ল না। এমন একটি আইন (Rural indebtedness) তাঁরা প্রণয়ন করলেন যে, কৃষিব্যাঙ্কটি বন্ধ হয়ে গেল। নোবেল পুরস্কারের টাকা তো প্রজাদের ধার দেওয়া হয়েছিল, তা আর শোধ হ'ল না — পুরস্কারের টাকাটা মার গেল।

অবশ্য এসব পরের কথা। এর আগে ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, তার বন্ধু সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও পরে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিদেশে (আমেরিকায়) কবি পাঠিয়েছিলেন আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান শিখে আসবার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক এই প্রযুক্তি দেশের কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নতি করা। দেশে ফিরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতার নির্দেশে শিলাইদহ কুষিবাড়ি সংলগ্ন জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন, চাষ আবাদের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার আরম্ভ করলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন মাটি পরীক্ষা করার একটি রসায়নাগার। কৃষকদের শুধুমাত্র ধান উৎপাদন করা ছাড়াও অর্থকরী ফসল যেমন আলু, আখ, টমেটো চাষে প্রবৃত্ত করলেন। সারের অভাব পদ্মার ইলিশ চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে রেখে পূর্ণ হ'ল।

শিলাইদহের দোআঁশলা মাটিতে কৃষির সাফল্য পেলেও পতিসরের এঁটেল মাটি রথীন্দ্রনাথকে বিফল করল। উপায়ান্তর না দেখে এবং কৌতূহলবশে ট্রাক্টর নিয়ে তিনি

নেমে গেলেন ধানক্ষেতে। বাধা হ'ল আলগুলো। বৃহৎ ক্ষেত্র ছাড়া ছোট ছোট ক্ষেত তো মেশিন দিয়ে চাষ করা সম্ভব নয়। কৃষকেরা অবশ্য সাময়িকভাবে এই বাধা দূর করলে। ট্রাক্টরের চাষে কৃষকেরা ভীষণ খুশি। এর পর থেকে পতিসরে সর্বত্র ট্রাক্টরের চাষ হতে লাগল এবং ট্রাক্টর ভাড়া (বিঘা প্রতি এক টাকা) নেওয়ার জন্যে কৃষকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা উল্লেখ-যোগ্য। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি বলেছিলেন, "য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানা প্রকার নিতপ্রনিত যন্ত্র বাহির হইয়াছে —নিতান্ত দারিদ্রাবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না —অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্রে মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক কম খাটিয়াও অনেক সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বৈ লোকসান হয় না —পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করিয়া লইলে সেচের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে। গোয়ালারা একত্র হইয়া ছোট করিলে দো পায়ন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার কাপড় বুনিয়া দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।"

■

সত্যজিৎ রায়

(জন্ম - ২মে, ১৯২১ : মৃত্যু - ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২)

১৯২১ সালের ২ মে উত্তর কলকাতার গড়পার রোডে সত্যজিৎ রায়ের জন্ম। বাবা সুকুমার রায় ও মা সুপ্রভা রায়ের একমাত্র সন্তান সত্যজিৎ।

ক্লাসরুমে অধ্যাপক ঢোকার আগে ছাত্ররা একটু গোলমাল করেই। সত্যজিৎ যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম ঢুকে সেদিনও তাই হচ্ছিল: প্রতাপশালী ইংরাজির অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৩-১৯৪৮) কড়ের বেগে ক্লাসে ঢুকে বকাঝকি শুরু করলে সবাই চুপচাপ বসিয়ে থাকে। সত্যজিতের দিকে চোখ পড়তেই তিনি বলে উঠলেন, "And you there? Why are you standing on the bench?" সত্যজিৎ ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন, "No Sir, I am standing on the floor."

সত্যজিতের এই উচ্চতার ব্যাপারটা প্রতীকী। শুধু ক্লাস নয়, স্কুল নয়, সারা বিশ্ব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর উন্নত শির। এই মানুষটির শরীরী অস্তিত্ব গত ১৯৯২ সালের ২৩ এপ্রিল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা খুবই রিক্ত হয়ে গেছি।

■

আনুমানিক ১৯২৮ সালে ছোট্ট সত্যজিৎ মায়ের সঙ্গে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখেন। এ সময়ই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত কবিতা "যখনি ধরে বন্ধ ফোন দূরে ..... একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু" লিখে সত্যজিৎকে উপহার দেন।

জ্যোতির্ময় মজুমদার, লন্ডনপ্রবাল, ১৯৯১

১লা এপ্রিল '৯৬ থেকে ভাণ্ডারে পরিবর্তিত বিজ্ঞাপনের হার

চতুর্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	:	১০০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	:	৮০০ টাকা
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	:	৬০০ টাকা
ভিতরের অর্ধ-পৃষ্ঠা	:	৪০০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	:	২৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	:	৬০০ টাকা

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি আছে।
শাঁখ না বাজে
হাতে শাঁখা আছে,
সীঁথে সিঁদুর আছে
আছে সিঁদুর
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

মানুষ রবীন্দ্রনাথ

কাহ্নী চট্টোপাধ্যায়

যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি, নাট্যকার, উপন্যাসকার, ছোটগল্পলেখক, গীতিকার, চিত্রকর, সমালোচক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, দেশপ্রেমিক এবং আরও অনেক কিছু তবুও মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুবিধ প্রতিভাকে বিশাল হয়ে ছাপিয়ে গেছেন। আনন্দশঙ্কর রায়ের মতে 'তাঁর জীবন প্রকৃত পক্ষে তাঁরই শ্রেষ্ঠতম রচনা' এবং নীহাররঞ্জন রায়ের মতে 'তিনি ছিলেন সেই প্রথাগত ভারতবর্ষের আবিষ্কারক এবং প্রবক্তা' সে ভারতবর্ষ " মূলত মানবতাবাদী ও বৈশ্বিক, সহজ, কিন্তু গভীর।" তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের মূর্তরূপ।

মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রিচার্ড চার্চ-এর প্রখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। "

"তিনি ছিলেন ঐক্যবদ্ধ মানুষ, গোটা মানুষ এবং এইভাবে তিনি তাঁর দেশের নিকট একটি দৃষ্টান্ত ছিলেন, পশ্চিম দেশের দূত ছিলেন যিনি আজও পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে যাচ্ছেন যাতে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য কমে আসে, যাতে মানবজাতি তার সংঘর্ষের আপাতী পর্বে নিজেকে বুঝতে পারে এবং তার স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।"

সুনীতিকুমার চট্টরাজ একইসাথে তাঁকে 'বিশ্বমানব' এবং 'বাক্‌পতি' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আর্থার তাঁর পিতা হ্যারল্ড কিসারলিং-কে উদ্ধৃত করে ১৯৪০ সালে বলেছিলেন "রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মত নতুন কিন্তু অনুযায়ী নন, তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশাপূরণ। তিনি, পূব থেকে পশ্চিমে বিরাজমান।"

মানুষটি তার কাজের চেয়ে বড় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর মূল্যায়ন তাঁর কাজের মাধ্যমেই করতে হবে। তাঁর বহুবিধ প্রতিভা আমাদের হতবাক্ করে দেয় কারণ মানুষটি ছিলেন অতীব ঊর্বরমস্তিষ্ক, অতীব ওপসম্পন্ন। আমাদের এই সমস্যার সমাধানে বুদ্ধদেব বোস বলেছেন —"প্রধান সমস্যা হ'ল রবীন্দ্রনাথ একই সাথে বিশালায়তন এবং অসাধারণ। তাঁর কাজের গভীরতা এবং বিবিধতাকে একমাত্র পাটের সঙ্গে তুলনা করা চলে কারণ তিনি এমন কোনো একক শ্রেষ্ঠ সাফল্য রেখে যাননি যা দিয়ে তাঁকে আমরা বিচার করতে পারি বা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যায়ন করতে পারি।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কোনো 'ডিভাইনা কমেডিয়া', 'কিং লিয়ার', 'ফাউস্ট', 'সাবিত্রী' বা "ওয়ার অ্যান্ড পীস্" দিয়ে যাননি। সবই আছে কিন্তু মূল বিষয়টি নেই। তাহলে তাঁর কাজকে যাচাই করার বিষয়বস্তু কোথায়? তাহলে কি তা সর্বব্যাপী?

বুদ্ধদেব বোসের মতে কবি রবীন্দ্রনাথই সকলপ্রকার রবীন্দ্রনাথের উৎসমুখ। রবীন্দ্রনাথ যদি কবি না হতেন তাহলে হয়ত কিছুই হতে পারতেন না কারণ কবিতা তাঁর বিবিধতা ও প্রাচুর্যের প্রেরণাস্রোত। মাথা হৃদয়কে পরিচালিত করেনি, হৃদয় করেছে মাথাকে এবং হৃদয় সর্বদা চলতি বর্ণ ও প্রথার ঊর্ধ্বে থেকেছে। হৃদয় সর্বদা প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়েছে।

যান্ত্রিকতা কখনোই রবীন্দ্রনাথকে গ্রাস করতে পারেনি এদিকে তিনি টেনিসন্। বলা যায় তিনি ছিলেন বিশ্ব শতাব্দীর 'ইউলিসিস্'। তিনি নাটকই লিখুন আর ছোট গল্পই লিখুন, তার লেখার মধ্যে রাজনীতি, দর্শন বা শিক্ষার প্রসঙ্গ এসে গেছে, কিন্তু মূল প্রেরণা কবিতাই থেকেছে এবং কবিতার আছে মুক্ত প্রাণের মুক্তধারা।

রবীন্দ্রনাথ একধারে কবি, চিরন্তন শিশু, সৌন্দর্যবোধ চিরতরুণ ব্যক্তিত্ব, অন্তর্দৃষ্টি ও বিস্ময়ের চিরতরুণ ব্যক্তিত্ব, গানের গায়ক, প্রেম ও জীবনের স্রষ্টা। আবার মানুষ রবীন্দ্রনাথ কর্মজীবনে বাহু পরিবারের কর্তা, জমিদার, শান্তিনিকেতনের গুরুদেব, অনুতাপহীন আন্তর্জাতিকতাবাদী, দেশপ্রেমিক, এবং অকৃত্রিম মানবতাবাদী। যেন মানুষ ও কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক সুষ্ঠু বিভাজন ছিল, এবং দুজনেই নিখুঁত ঐকতানে কাজ করতেন। আবার কখনও দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করতেন। গদ্যের সঙ্গে পদ্য একাকার করে বা দুটি কে আঁকিয়ে এমন সমস্যা সৃষ্টি করতেন যে অপরিপক্ক সমালোচক ধাঁধায় পড়ে যেত। এমনকি কোনো স্বর্গীয় কবিও গদ্য ছাড়া চলতে পারেন না। কবির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন কবিওরু এই সীমাবদ্ধতাকে রাত্রির সুবিধায় পরিণত করেছিলেন। তাই তো তাঁর অতি সাধারণ গদ্য সাহিত্যেও যখন তখন কবিতার ছটা দেখা যায়। ছিন্নপত্রের প্রথম দিকের চিঠিগুলি সোমনাথ মৈত্রের মতে বাঙলা গদ্য সাহিত্যের অনুপম বচনাসম্ভার। তাঁর লেখা 'বিদেশের চিঠি', 'রাশিয়ার চিঠি' ইত্যাদি ইংরাজি বা ইংরেজি অনুবাদে তাঁর তাঁক্ষ্ণ অনুধাবন শক্তি, তাঁর প্রাণবন্ত উৎসুকতা, বাস্তবের এবং মানবতাবোধ এসবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় তিনি কত সাবলীল ছিলেন। "পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি" লেখা হয় ১৯৪২-৪৩ সালে যখন তিনি মানসিক ক্লান্তি কাটাতে এবং বাধ্যতামূলক বিশ্রাম নিতে ইউরোপের পথে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। সেই সময় তাঁর লেখা বচনায় আমরা পাই তাঁর সংবেদনার চলনাত্মতা, হৃদয়ের স্পন্দন, বুদ্ধির উল্লাস, জ্ঞানপিপাসু মনের পরিচয় যা মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আরও ভালভাবে জানতে সাহায্য করে। সূর্য হয়েই তাঁকে আবেগাপ্লুত করে তোলে :

হে সূর্য, তোমার তুরন্তনী শক্তির প্রপাতের চরণে পৃথিবীর হৃদয়ের গভীরতা থেকে উত্থিত প্রার্থনা, পদ্মকুশী তরুলতা থেকে করে বলছে —জয় হউক। আমি আমার হাতদুটি তুলে প্রার্থনা করি, "হে সূর্য, সর্ববহনান, লুক্কায়িত শক্তি, তোমার সোনার শিপের ঢাকনা খুলে দাও-যাতে আমার আলোক থেকে আলোকে মুক্তি হয়।"

"পত্রপুট" থেকে "শেষ লেখা" পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের শেষ পাঁচ বছরের কাব্য পরিক্রমা করলে তাঁর মর্তচেতনা চোখে পড়ার মত। দীর্ঘায়ু জীবনের মনোবাঞ্ছা তিনি একটু বেশিই

পেয়েছেন। দার্শনিক আলোয় মন তরুণ বয়স থেকে আলোকিত না থাকলে তাঁর সম্ভব বহুরের জীবনে কমপক্ষে ২৭টি মৃত্যুর ধাক্কা সামলানো সত্যিই কঠিন হত।

সারা জীবনের সাহিত্যসাধনার যাত্রাসূত্র হ'ল তাঁর মর্ত্যানুরাগ বা 'খেয়া' থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত আত্মরতির পালা সেরে 'বলাকা'র জাগতিক দর্শনে আরও পরিণত হয়েছে। 'প্রান্তিক' থেকে মৃত্যুর ছায়া রবীন্দ্র কাব্যে ঘোরতর হয়েছে। কোন শিক্ষা মনোধর্ম এই ছায়াকে কাটাতে পারেনি।

যুদ্ধমান পৃথিবীকে ঘিরে কবির নিবিড় উৎকণ্ঠা তাঁর শেষ পাঁচ বছরের কাব্যে ফুটে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই তাঁর মনে নিঃশব্দ 'ভাঙাগড়ার খেলা শুরু হয় এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের চরমক্ষণি শুনে তাঁর যন্ত্রণা বিশ্বাস খোয়ানোর মতই। তাই উত্তেজিত কবি পত্রপুটের 'আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী'র মধ্যে পৃথিবীর চরাচরব্যাপী মহাকালকে খণ্ড খণ্ড বিভক্তিতে ধরার চেষ্টা করেছেন।

কবি তাঁর "আরোগ্য" এর ১০ম সংখ্যক কবিতায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সভ্যতার পর্বে Elitist-দের বদলে কর্মজীবীদের হাতেই ইতিহাস রচনার ভার আছে। ১৯৫০-এর বিশ্বযোদ্ধার রাশিয়ায় মানুষের কর্মযজ্ঞে সাধারণ মানুষের অবদান সম্পর্কে কবি চিন্তা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের অবদান সম্পর্কে কবি চিন্তা করেছিলেন সাধারণ মানবতাবাদের নৈর্ব্যক্তিক ভাবদৃষ্টি থেকে নেমে এসে কবির মানবধর্ম ক্রমে ক্রমে বাস্তব অর্থেই জনমুখী হতে চাইছিল।

Utopian humanism-এর সবুজ পালিত আশা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় কবিপ্রাণ পীড়িত হয়। 'সভ্যতার সিংহদ্বার' দের দুর্গতির কথা ভেবে তিনি শিউরে উঠেছেন। বৃহৎ শক্তিবর্গের রণোন্মত্ততার বাস্তবচিত্র উদ্ধারে নিয়োজিত কবি 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় চিন আক্রমণোদ্যত জাপ যুদ্ধবাজদের যে ছবি এঁকেছেন তা থেকে বোঝা যায় কবির ধারণাও কত নির্মোহ ও স্বচ্ছ।

নাগিনীরা চারিদিকে খেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস — ৯তনখর বিশিষ্ট যুদ্ধবাজ ও উপনিবেশবাদীদের ছবি বারবার ধরা দিয়েছে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ২১শ সংখ্যক কবিতায়, 'পত্রপুটে'র 'আফ্রিকা' কবিতায় নবজাতকে'র 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়। অসহায় মানুষের শিকার হওয়ার ঘটনা কবিকে বারবার ব্যথা দিয়েছে। পৃথিবীর শান্তি যে শুধু প্রার্থনা, স্তব, আরাধনার বিষয় নয়, এ বিষয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের সদিচ্ছা ও অঙ্গুলীহেলনেই যথেষ্ট, একথা বুঝতে অনেক দাম দিতে হয়েছে কবিকে।

তবে সামাজিক ভাঙাগড়ার মধ্যে নূতনের জন্মগ্রহণের প্রত্যাশা কবি কখনও ছাড়েননি। এমনকি 'সভ্যতার সংকট' রচনার সময়ও নয়।

শুধু ভারত উপমহাদেশে নয় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী দানব যুদ্ধের মারণাস্ত্র নিয়ে হত্যালীলার আয়োজনে আজ যখন ব্যস্ত তখনই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা —

'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হ'ল বাঁকা, চোখ হ'ল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে মনের
ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।'

অবশেষে, বিশ্বমানবতার অতলান্ত সমুদ্রের নাম — রবীন্দ্রনাথ।

■

শান্তিনিকেতনে ছুটির দিন বুধবার কেন?

রবিবার খ্রিস্টানদের স্যাবাথ ডে অর্থাৎ কর্মবিরতির জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট বার। ইহুদিদের মধ্যে শনিবার ও খ্রিস্টানদের মধ্যে রবিবার নির্দিষ্ট। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) খ্রিস্টধর্মের বিরোধী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে খ্রিস্টানদের কোন স্থায়ী প্রভাব পড়ুক তা তিনি চাননি। তাই তাঁর নির্দেশানুসারে ব্রাহ্মদের পুণ্য দিন বুধবারই শান্তিনিকেতনের সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে চালু রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গুরুদেব হলেন কিভাবে?

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন ও পরিচালনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন। এই সঙ্ঘে সামিল হয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাসী আর এক মানুষ। তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান হয়েও নাম নিয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনিই প্রথম একদিন সবার সামনে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'আপনি এই আশ্রমের গুরুদেব'।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই সি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৪৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯৫১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ঃ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং ঘাটতিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাগ্রস্থিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সমুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঃ উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের পরিধির সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হাঁ, কেনভিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Haryana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of Interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

● **আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন** ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses For the Year 1996-97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period		Intake Capacity	Remarks
				From	to		
C. C. M. UTTARPARA	1	2nd Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	8 4 96	26 7 96	55	Institutional candidates
		Workshop on Coop Statistics	1 Week	3 6 96	7 6 96	35	In collaboration with Co-op Directorate Statistics Cell
		S T Course for Pradhans & one woman member of Gram Panchayet on DWCRA	4 Days	4 6 96	7 6 96	30	Sponsored by DRDA Hooghly
		Management Development Course for Chairman/Secretary and Directors of PACS	1 Week				Sponsored by Hooghly Dist Central Co-op Bank
		Course for Auditors of Coop. Societies on Bank Audit	2 Weeks				Sponsored by Directorate of Coop Audit
	6.	Leadership Dev. Course for (Weaversl Coop Societies	1 Week				
		S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA	6 Days				Sponsored by DRDA Hooghly
	8.	Workshop-cum-orientation Course for the adopted societies	1 Week				For Directors & Managers of adopted Societies
	9.	S. T. Course for Pradhans & one Woman member of Gram Panchayet on DWCRA.	4 Days				Sponsored DRDA. Hooghly
	10	3rd Diploma Course on Coop Management	16 Weeks				Sponsoredly by Director of Coop Audit
		S T Course for Pradhans & one woman member of Gram Panchayet on DWCRA					Sponsored by DRDA Hooghly
	12	S. T. Course for Group leaders & one additional member of DWCRA	4 Days	30.12 96			— Do —
		Course on Urban Coop. Banks/ employees' Coop Banks/Empl. Coop Credit Socy.	1 Week	24 2 97			Sponsored by W B State Federation of Urban Credit Societies with course
		S. T. Course on Salesmanship (Tantuja)	2 Weeks	3 3 97	14.3 97	30	Sponsored by TANTUJA
	15.	S. T. Course for Group leaders and one additional member of DWCRA	6 Days	17 3 97	22 3 97	30	Sponsored by DRDA Hooghly
C. C. M. BARISHA	1.	Management Dev. Course for the employees Coop. Credit Society of Burdwan - I & II.	1 Week	8.4 96	12 4 96	30	Directors & Employees of Cr Coop Socy
		2nd Diploma Course in Coop Management.	16 Weeks	15.4 96			Institutional candidates
	3	Workshop-cum-Orientation course for the adopted societies	1 Week	19 8 96			Directors & Managers of adopted Societies
		S T. Course on deposit Mobilisation	1 Week	26 8 96			Employees & Directors of PACS
	5.	S T. Course on deposit Mobilisation	1 Week	9 9 96			Employees & Directors of PACS
	6	Management Dev. Course for Labour Contract & Construction Society.	1 Week	23.9 96			Directors of Labour Contract & Construction Coop Socy
		Leadership Dev. Course (Fishery)	1 Week	7.10 96	11.10 96	30	For non official leaders of Coop Socys
	8.	S. T. Course on Handloom Cooperatives.	10 Days	13.11 96	22.11 96	30	Employees & Directors of Handloom Coops
	9.	S. T Course on Handloom Cooperatives.	10 Days	4.12 96	13.12 96	30	Employees & Directors of Handloom Coops
	10.	Leadership Dev. Course for PACS of Burdwan	1 Week	30.12 96	3.1 97	30	For non-official leaders of PACS In collaboration with S C C. Bank.

Calendar of Course for the Year 96 - 97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	11	Leadership Dev. Course for PACS of Burdwan.	1 Week	13 1 97	17 1 97	30	For non-official leaders of PACS. In Collaboration with B C C. Bank
		Management Dev. Course for Fishery Coops.	1 Week		7 2 97	30	For Directors of Fishery Coops
		Management Dev. Course for Industrial Coop	1 Week		22 2 97	30	Directors & employees of Industrial Coops. (Sponsored by Concerned C. C. Bank & Coop. Cell of Dir. of Cottage & Small Scale Industries)
		Orientation course for the employees of PACS.	1 Week	3 3 97	7 3 97	30	Employees of PACS. already completed the J B C
C. C. M. JHARGRAM	1	2nd Diploma Course in Coop Management (Spill over)	16 Weeks	22 1 96	10 5 96	40	Institutional candidates
		Workshop-cum-Orientation Course for the adopted societies	1 Week	3.6.96	7.6.96	20	For Director & Manager of adopted societies
	3	Orientation Course for Auditors of Coop Societies	2 Weeks	10.6.96	21 6 96	25	Candidates to be sponsored by Coop. Audit Directorate
		3rd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	24.6.96	11 10 96	40	Institutional Candidates
	5.	Leadership Dev. Course (Housing)	1 Week	4.11.96	8.11.96	20	Non-official leaders of Housing Coops
	6	Leadership Dev. Course for Women Urban Credit Coop Societies	1 Week	18.11.96	22 11.96	25	For leaders of women Urban Credit Coops
		Leadership Dev. Course - normal	1 Week	2.12.96	6 12.96	30	For non-official leaders of Coop. Movement.
	8	Workshop on Coop. Statistics	1 week	9.12.96	13 12.96	25	In collaboration with Cooperation Directorate (Statistics Cell)
		4th Diploma Course on Coop Management.	16 Weeks	16.12.96	4 4 97	40	Institutional candidates.
C. C. M. KALIMPONG	1.	S T Course on B D.P & D.A.P	1 Week	15.4.96	19.4 96	25	For the Supervisors of Darjeeling Dist.Central Coop. Bank Ltd
	2.	Course on B D P	1 Week	22.4 96	26.4 96	25	For Managers of PACS affiliated with Darjeeling Dist. Central Coop. Bank Ltd.
		Orientation Course for Auditors of Coop. Societies	2 Weeks	20.5.96	31 5 96	25	Auditor of C.C to be sponsored by Coop. Audit Directorate
		Leadership Dev. Course - normal	1 Week	3.6.96	7 6 96	25	For non-official leaders of Coop. Socys.
		Course on D W C R A	1 Week	10.6.96	15.6 96	25	In collaboration with DRDA. Darjeeling.
	6	Pradhan & Lady Gram Panchayet Member	3 Days	26.6.96	28 6.96	25	-Do-
	7	D.W C R A Course	(6 days) 1 Week	8.7.96	13 7 96	25	-Do-
	8	Pradhan & Lady G P Members	4 Days	22 7.96	25 7.96	25	-Do-
	9	D W C R A Course	(6 days) 1 Week	12.8.96	17.8.96	25	-Do-
	10	Pradhan & Lady G. P Members	4 Days	26.8.96	29 8 96	25	-Do-
	11	D.W C R A Course.	(6 days) 1 Week	9.9.96	14 9 96	25	-Do-
	12.	Pradhan & Lady G P. Members	4 Days	23.9.96	26 9 96	25	-Do-
	13	Leadership Dev. Course for Urban Coop Bank and Employees Credit Society.	1 Week	7.10.96	11 10 96	25	In collaboration with W.B Urban Credit Federation
		2nd Diploma Course in Coop Management.	16 Weeks		21 2 97	25	For institutional candidates.
	15.	Leadership Dev. Course for women	1 Week		14 3 97	25	Women leaders of Coop. Socys.
	16.	Leadership Dev. Course for Industrial	1 Week		21 3 97	25	Leaders of Coop Societies

Calendar of Course For The Year 96 - 97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. HALDIBAZAR	1.	1st Diploma Course in Coop Management (Spill over)	16 Weeks	5 1 96	28 4 96	40	Institutional Candidates
	2	Workshop-cum-Orientation Course for the adopted societies	1 Week	20 5 96	24 5 96	15	Directors & Managers of Adopted socys
		2nd Diploma Course in Coop. Management.	16 Weeks	3 6.96	20 9 96	40	Institutional candidates
		S T Course on Fertiliser Business	1 Week	23.9 96	27 9 96	30	Employees of PACS & PAMS
		S T Course on banking for employees & Directors of Urban Banks & Emplo. of Societies	1 Week	7 10 96	11 10 96	30	In collaboration with Federation of Urban Banks
	6.	L.D. Course for Housing Cooperatives	1 Week	14.10 96	18 10 96	20	In collaboration with C M A Housing
		S. T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	4.11 96	8.11 96	30	Employees of PACS
	8	Leadership Dev. Course - Normal	1 Week	2.12 96	6 12 96	30	Non official leaders of Coop Socys
	9	S T. Course on consumer Business	1 Week	16.12 96	20 12 96	30	For employees of Consumer Cooperatives & PACS
	10	S T Course on deposit Mobilisation.	1 Week	8 1 97	12 1 97	30	For employees of PACS
	11.	S T. Course on Fertiliser business	1 Week	5 2.97	9 2 97	30	For employees of PACS and PAMS
	12	S T Course on Fertiliser business	1 Week	19 2 97	23 2 97	30	For employees of PACS and PAMS
	13.	S T. course on Consumer business	1 Week	4 3 97	8 3 97	30	For employees of Consumer Cooperatives and PACS
C. C. M. JALPAIGURI	1.	1st Diploma Course in Coop. Management (spill over)	16 Weeks	28.2.96	14 6 96	40	Institutional candidates
	2	Workshop-cum-Orientation Course for the adopted societies.	1 Weeks	24.6.96	28 6 96	30	For Directors & Managers of adopted societies
	3.	S. T Course for DWCRA group leaders and one additional member	6 Days	8.7.96	13 7 96	30	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for DWCRA group leaders and one additional member	6 Days	22.7 96	27 7 96	30	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	5	S. T. Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA	4 Days	8.8 96	9 8 96	20	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	6	S. T. Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA	4 Days	20.8.96			In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA	4 Days				In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	8.	S. T. Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA.	4 Days		19 9 96	20	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	9.	S. T. Course for group leader on DWCRA.	6 Days	23 9 96	28 9 96	30	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	10.	S. T. Course for Engineers Cooperatives.	1 Week	7.10.96	11 10 96	20	Non-official leaders of Engineers Cooperative Societies
		S.T. Course on Banking Audit	2 Weeks	18.11.96	29 11 96	25	In collaboration with Audit Directorate
	12	S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA	6 days	9.12.96	14 12 96	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	13	S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA.	6 days	16.12.96	21 12 96	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA	6 days	23.12.96	28 12 96	30	In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	15.	Leadership Dev. Course - Normal	1 Week	6.1.97	10 1 97	30	Leaders of Coop Societies
	16.	2nd Diploma Course in Coop. Management	16 Weeks	27.1.97	16 5.97	40	Institutional Candidates

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষণক্রমে নাম পাঠাবার প্রোফর্মা

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE UNION

4, Gangadharbabu Lane, Calcutta - 700 012

1. Name of the candidate (in block letter)
2. (a) Present Address
   (b) Permanent Address
3. Age / Date of birth
4. Academic qualification
5. Training in co-operation, if any
6. Name & Address of the Society to which the candidate is attached
   (a) Designation
   (b) Experience
7. Where the Society has any dues payable to C.E. Fund in terms of Audited Balance Sheet of the Society.
8. Name of the Centre in which admission is sought.
9. Whether undergone any Leadership Development Course (in the State/outside the State). If the answer is yes, kindly mention the name of Centre, year and period of undergoing the course.
10. Whether the candidature has been approved in the Board Meeting of the Society/Chairman's order under Rule 50 (enclose ture copy of relevant resolution).
11. any other information Short note on performance of the sponsoring society along with problems faced which requires discussion in the course.

I, the undersigned, declare that the above information are correct. I agree to abide by the rules of the concerned Centre for Co-operative Management (CCM). I further agree to join the course, if selected.

Date

Signature of the participant

Memo No. ..... Dt. .....

Forwarded in original to the Principal, CCM ..... for information and necessary action. Candidates may be admitted in the Leadership Development Course commencing at his Centre from ..... Concerned candidate may be informed directly from his end well ahead of commencement of the course with an intimation to this office.

Signature of the Secretary / Chief Executive Officer of the Sponsoring Society / Dist. Co-op. Union

সমবায় সমাচার

প্রশিক্ষণ শিবির

বর্ধমান রেঞ্জ-১ এলাকার আউশগ্রাম ১ নং ব্লকের ৮টি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির ৪৮জন পরিচালন সদস্যকে নিয়ে গত ৮ই মার্চ তিনদিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হ'ল। বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ও ওসকরা কো-অপারেটিভ নালটিপাথপাস সোসাইটির আর্থিক সহায়তায় ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা শিবিরটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দিনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এলাকার বিশিষ্ট সমবায়ী বিনোদ চৌধুরী, প্রিয়বন্ধু মাজি শামসুর আলম, বর্ধমান ১নং রেঞ্জের সহ-নিবন্ধক অধিকর্তা, আউশগ্রাম ১নং ব্লকের নিবন্ধক আধিকারিক ও ব্যাঙ্কের সুপার-ভাইজার।

এই প্রতিবেদক সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন দিনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

■ শান্তিরঞ্জন পাঁজা

বাৎসরিক সাধারণ সভা

সাগর ব্লকের রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি ছিলেন অনিলবরণ ভুঞ্যা। সমিতির সম্পাদক অজিত-কুমার দাস সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে সমিতির প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন। অ্যাকাউন্ট্যান্ট সমিতির বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব সভ্যদের নিকট বিস্তারিত আলোচনা করেন। ডাইরেক্টর সুশীল ওঝাইত সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সমিতি অন্যান্য বছরের ন্যায় মেডিসেফ অ্যাকাউন্ট-এর উপর লটারির ব্যবস্থা করেন প্রশান্তকুমার বেরা। সভা শেষে মাত্র প্রথম পুরস্কার পান।

সবশেষে সভাপতি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

■ প্রণবানন্দ বেরা

রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

৬ এপ্রিল, ডব্লু বি এম সি এ আর ডি ই উন্টাড্যাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সভাকক্ষে উক্ত সংস্থার কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সমবায়ের পতাকা উত্তোলন করে সমগ্র অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন উক্ত ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেবী দাস রায়। আলোচনা চক্রের প্রারম্ভে সমিতির বর্তমান সভাপতি অসীম রায়, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পরলোকগত মৃত্যুঞ্জয় বোসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। সমিতির কার্য বিবরণী পাঠ করেন সমিতির বর্তমান সম্পাদক দেবকুমার ঘোষ।

আলোচনা চক্রের বিষয় ছিল — "ভারতের নতুন অর্থনীতি, মানব উন্নয়ন ও সমবায়"। প্রথম বক্তা হিসাবে আলোচনার সূত্রপাত করেন — পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক ও উত্তরপাড়া সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অসীম বসু। তিনি তাঁর বক্তব্যে পণ্ডিত নেহেরুর মিশ্র অর্থনীতি থেকে আজকের বাজারী অর্থনীতি পর্যন্ত সমস্তকালকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করেন। সেই সঙ্গে নতুন অর্থনীতিতে মানব উন্নয়ন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেন।

ডি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে, নতুন অর্থনীতিতে মানব উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে বলে মত প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার কাজ থেকে সরে এসে রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অধিক মনোসংযোগ দেওয়ার স্বপক্ষে অভিমত পোষণ করেন।

ডি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের চাইম-চেয়ারম্যান প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে গাট চুক্তির পরি-প্রেক্ষিতে ভারতের নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার দেশের সাধারণ মানুষকে কোন অবস্থায় আলো দেখাতে পারবে না বলে মনে করেন এবং এই বিষয়ে তিনি তথ্যসহ পর্যালোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ বক্তা ছিলেন নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মনোরঞ্জন ঘোষ। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে অভিমত পোষণ করেন যে, সমবায়ের মাধ্যমেই একমাত্র সাধারণ মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দুর্দিনে পথ করতে পারে সুতরাং শক্তিশালী সমবায় আন্দোলনই হবে সামাজিক উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার।

অনুষ্ঠানে অনাদাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্টেট কো-অপ্ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোপাল বিশ্বাস, নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেবকুমার ঘোষ প্রমুখ।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সভাপতি অসীম রায়।

■ সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

উষার অরুণোদয়

উনিশ শো পঁচানব্বই সালের জুন মাসে নিবন্ধীভুক্ত হয় উষা কো-অপারেটিভ মাল্টিপারপাস স্টোরস্ লিমিটেড, জোড়াসাঁকো পুলিশ স্টেশনের কয়েকটি এলাকা নিয়ে। প্রারম্ভে সদস্য ছিলেন ১৯ জন, এখন প্রায় ১০০ জন সদস্য নিয়ে সমিতিটি

কাজের বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে নূতন করে বাঁচার কথা ভাবছে।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের উদ্যোগে কলকাতায় নিবন্ধীভুক্ত এই সমিতিটি সম্ভবত যৌন কর্মিদের সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সহানুভূতির আবর্তে আইনগত স্বীকৃতি পায়। এখন পর্যন্ত হাতে কলমে কাজ কমই হয়েছে, যতটা হয়েছে প্রচার। কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই সমিতি সাড়া ফেলেছে, কারণ চির অন্ধকারের আড়ালে থাকা বেআইনি ব্যবসার শিকার অধিকাংশই অল্প ও অশিক্ষিত, অনেকে কঠিন রোগে আক্রান্ত এই দুর্বল শ্রেণীর মেয়েরা পাদ-প্রদীপের আলোয় এসেছেন, সমবায়ের ছত্রছায়ায় জীবনের অর্থ বদলে নেবার চেষ্টা করছেন।

প্রসঙ্গক্রমে কলকাতার সহকারী সমবায় নিবন্ধকের কথায় জানা যায়, সমিতিটি বাস্তব-সম্মত কাজের জগতে উপযুক্ত হতে পারার জন্য উপবিধিটি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনিও অনুভব করছেন। বিশেষ করে প্রচারের আলোয় থাকার ফলে এই শ্রেণীর অবহেলিত মহিলারা; বিশেষত প্রাক্তন যৌনকর্মীরা যে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সেই প্রেক্ষিতে অন্তত এমন কিছু বিকল্প কাজের কথা ভাবতে হবে যাতে এদের জীবনে উষার আলো সমান ও সামাজিক-আর্থিক নিরাপত্তা দুই-ই এনে দিতে পারে।

এই দিক থেকে বিচার করলে এই সমিতির কথা প্রচার হয়ে ভালই হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে 'কিছু করা'-র তালিম সৃষ্টি হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ এই সমবায় সমিতিটিকে ঘিরে সদস্যাদের সমগ্র জীবনের মান উন্নয়নের চিন্তাভাবনা করছেন।

সমিতিটিতে কিছু সরকারি ও বেসরকারি অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাও হয়েছে।

প্রজেক্ট ম্যানেজার ডঃ স্বরজিৎ জানার নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী নিরলসভাবে কাজ করছেন যাতে পরিকল্পিত উপায়ে এদের জন্য উন্নয়ন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সঞ্জয়গোপাল সরকার।

গত ৪-৪-৯৬ এই উদ্দেশ্য নিয়েই ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে উষা কো-অপারেটিভ মালটি-পারপাস সোসাইটির সদস্যাদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। ড. জানা, শ্রীসরকার ছাড়াও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন সমবায় সহনিবন্ধক অমিত বোস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে দীপালি ঘোষ, এই প্রজেক্টের সম্প্রতি নিযুক্ত উপদেষ্টা ডি এন বসুমল্লিক। সভায় সভানেতৃত্ব করেন সমিতির সভানেত্রী রেখা মিত্র।

সভানেত্রী বলেন, জানতে চাই, শিখতে চাই,সেজন্যই এ সভার আয়োজন। সদস্যদের জন্য সঞ্জয়গোপাল সরকারের উদ্যোগে সভা সদস্যদের জন্য রীতিমত শিক্ষণ ক্লাসের রূপ নেয়।

আগ্রহী শ্রোতাকুলে নেরোডের প্রতিনিধি দুই বিদেশিনীও উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রজেক্টের পক্ষে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।

এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সমবায় শিক্ষণ কর্মসূচি নিয়ে প্রকল্পনা আধিকারিক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। কাজের ধারা বদলে, হাতে কলমে নানাবিধ শিল্পশিক্ষা নিয়ে জীবনের মান উন্নয়নের, সামাজিক সম্মান লাভের কথাও তার বক্তব্যে স্থান পায়।

সমিতির আয়-ব্যয়, ঋণ দেওয়া-নেওয়া, সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ে সহজ করে সদস্যাদের বুঝিয়ে দেন শ্রী বসুমল্লিক ও শ্রীসরকার।

সমিতি থেকে কম সুদে ঋণ নিলে ব্যক্তিগত মহাজন বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হবে না, অসময়ের জন্য স্থিরট ফান্ডের মাধ্যমে কিছু সঞ্চয়ও থাকবে। এভাবে ধীরে ধীরে জীবনের মান বদলে যাবে। সমবায়ের সেটাই উদ্দেশ্য, একথা বলেন কলকাতার সহনিবন্ধক।

জানা গেল সদস্যদের পৌনঃপুনিক সঞ্চয়, স্থিরট ফান্ডের জমার পরিমাণ ৪২,০০০ টাকা দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক শতকরা ১৬ টাকা সুদে সদস্যারা কিছু কিছু ঋণ এখনি নিতে পারেন।

সদস্যারা প্রশ্নোত্তরে সভাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। তাদের 'দিন বদলের' আন্তরিক আগ্রহ সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। সমবায় শিক্ষা স্থায়ীভাবে, আরো কার্যকরভাবে পেতে সদস্যারা আগ্রহী, প্রজেক্টের পক্ষে একথা জানান শ্রীসরকার।

■ দীপালি ঘোষ

অগ্রগতির পথে সিকোপার কলকাতা প্রজেক্ট

গত ৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সিকোপার দ্বিতীয় সভা ব্ল্যাকবার্ণ লেনের শিল্প দপ্তরের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি অজয় সিনহা, ঐ দপ্তরের অধিকর্তা গোপালকৃষ্ণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি তথা ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি (পূর্বাঞ্চল) সুনীল ঘোষ ও মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় সঙ্ঘসংঘের সম্পাদিকা মহুয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ।

এছাড়া বাননীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারগণ, বস্ত্র শিল্পের যুগ্ম অধিকর্তা (টেকনিক্যাল) পি কে হোড়, বসিরহাট ও কালির হস্তশিল্প উন্নয়ন আধিকারিকগণ এবং ভারতীয় জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের শিল্প সমবায় শিক্ষণ প্রকল্পের ইনস্ট্রাকটর ও ঐ সংস্থারই হ্যাণ্ডলুম ইনস্ট্রাকটর। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বেশ কিছু শিল্প সমবায় ও তাঁত শিল্প সমবায়ের প্রতিনিধিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রারম্ভে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ জানান গত ১৪ ও ১৫ মার্চ মিঃ রেজিস করেকটি সমিতির কাজকর্ম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে যান। তিনি রোটাতার সভা ও সমিতিসমূহ পরিদর্শনে খুশি হয়ে দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং কলকাতায় প্রস্তাবিত প্রজেক্টটি স্থাপনের বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সম্পর্কে শ্রী ঘোষ আই সি এ'র

বিভিন্ন আঞ্চলিক অধিকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠি সভায় পাঠ করেন। চিঠিটি এই সমাচারের শেষে দেওয়া হ'ল।

সভায় প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অজয় সিনহা ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা গোপাল কৃষ্ণের অনুরোধ ক্রমে অধিকাংশ সমিতির বক্তব্যে প্রধান যে সমস্যাগুলো ওঠে পরে সেগুলি হ'ল :-

১. স্থানীয় বাজারে নিম্নমানের কাঁচামালের যোগান।

২. হোসিয়ারি সমিতির ক্ষেত্রে বাইরের রাজ্য থেকে সূতা আমদানির জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব।

৩. ক্ষুদ্র শিল্প সমবায়ের উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্যের অভাব।

৪. জেলাস্তরে কাঁচামাল ওদামজাত করার ব্যবস্থার অভাব ও সেইসঙ্গে সমবায়ভুক্ত দ্রব্যের বিপণনের অসুবিধা।

৫. জেলাভিত্তিক বিপণন কেন্দ্রের অভাব।

৬. জেলা পর্যায়ে ও রাজ্য পর্যায়ে মেলা, প্রদর্শনী সম্পর্কে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমবায়-গুলির কাছে অগ্রিম তথ্যের অভাব।

৭. তন্তুবায় সমবায়ের ক্ষেত্রে ইয়ার্ন ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা।

৮. গ্রামীণ শিল্প সমবায়গুলির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব।

৯. সরকারি টেণ্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে পেমেন্ট প্রস্তুতকারক সমবায়কে অগ্রাধিকার না দেওয়া।

সভায় ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্ট্রাক্টর জনাব সিকোপার চেরেনোন উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি শিল্প সমবায় পরিদর্শন করলেও বিভিন্ন জেলায় এমন অনেক শিল্প সমবায় রয়েছে, যারা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনা ও ব্যবসায়িক পরিধি বিস্তৃত করেছেন। এইসব সমিতিগুলিও এই প্রোজেক্টের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

এছাড়া উপস্থিত সমবায়গুলির উত্থাপিত সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের মার্কেটিং ম্যানেজার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে জানান। সভায় সমস্তিতে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি আশ্বাস দেন এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সমিতিগুলি তাদের সমস্যা সমাধানে বেশ কিছুটা সফল হবে। উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

■ উষা চৌধুরী

INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE

Regional Office for Asia and the Pacific
"Bonow House", 43 Friends Colony (East),
P.O. Box : 7311, New Delhi - 110 065. India
Tel : (91) 11-6835123 Fax : (91) 11-6835568/6847354 Telex : (81) 31-75025 DICA IN E-Mail icaroap @ unv.ernet. in

3 April 1996

Shri Sunil Ghosh
Chairman
W.B. State Co-operative Union
Calcutta

Dear Shri Ghosh,

This is with regard to the meetings and discussions held with Mr. Regis, Chairman, CICOPA, regarding the possibility of starting a small project on strengthening the industrial and workers' cooperatives in West Bengal in a selected area.

After return from Calcutta, Mr. Regis discussed this matter with me and he expressed his satisfaction with the outcome of the discussions in Calcutta. On return, he will discuss this proposal with the EEC officials and he is hopeful that this project could be initiated some time in September/October this year.

I express my thanks to you and the Government of West Bengal for all the efforts made in this regard.

With cooperative regards.

Yours sincerely,
G.K. Sharma
Regional Director.

তালপুকুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির উদ্যোগে বস্ত্র প্রদর্শনী

মস্ত বড় শিল্প শহর ব্যারাকপুর। তার এক অংশে ব্যান্ডেলিপাড়া, এলাকা তালপুকুর।

সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ের সহযোগিতা — এই নীতির বাস্তবায়ন করলেন ব্যান্ডেলি-পাড়া কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোরস-এর পরিচালকমণ্ডলী, তারা এই অঞ্চলের যাত্রাহী মহিলাদের জন্য তালপুকুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৩১শে মার্চ, '৯৬ এই মহিলা সমবায় তাদের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমবায়ী মহলে সমিতির পরিচিতি তৈরি হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন প্রভাত ভট্টাচার্য, সুভাষ রাহা, আরতি ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য ও শ্রীরাহা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের পক্ষে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় পৌরপিতা প্রেমময় বিশ্বাস। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সভানেত্রী শ্রিতা মুখার্জি। ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান ড. সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন এবং প্রসঙ্গত স্বনির্ভরতার উদ্যোগে কিভাবে কেন্দ্রীয় নীতি বাধা সৃষ্টি করছে তারও কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন স্বনির্ভর হতে গেলে আন্তরিকতা থাকা চাই, দেশের প্রতি আনুগত্য থাকা দরকার। আমরা যে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারি টেলিকমুনিকেশন শিল্পে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। অনেক রাজ্যেই সমবায় খাতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ হয়, এখানে হয়নি। সেই ঘাটতি আমরা রাজ্য-বাসীরা নিজ উদ্যোগে কাজের মাধ্যমে পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছি। তালপুকুর মহিলা শিল্প সমবায়ের উদ্যোগের পাশে আবশ্যই পৌরসভার প্রয়োজনীয় সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানান, পৌরসভাও উদ্যোগ নিয়ে ১৫০ জন মহিলাকে নানা হাতের কাজে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তারাও সদস্য ও কর্মি হিসাবে এই শিল্প সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

সমস্যা হচ্ছে, ঋণ নিয়ে মেয়েরা যে স্বনির্ভর হবেন, তারও বাধা আছে। পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মনোভাব রীতিমত একপেশে। যা দিতে পারেন তার মাত্র ২৫% বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছেন, আরো ৭৫% ঋণ আমরা পেতে পারি। এক্ষেত্রে অবশ্য ঋণ গ্রহীতাদের দায়িত্ব থেকে যায়। অনেকেই ঋণ নিয়ে সময়মত ঋণ পরিশোধ করেন না। এই কারণে, ব্যক্তিগত ঋণ না নিয়ে যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প নিলে আশা করা যায় দায়বদ্ধতা বেশি থাকবে।

দু-লাখ টাকার কম ঋণ নিলে মহিলাদের জন্য ১৩% সুদে ঋণ দেওয়া হবে বলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল অফিস থেকে জানা গেছে। ঋণ দেওয়া নিয়ে টানাপোড়েন আছে বলেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে মহিলা শিল্প সমবায়গুলিকে ঋণ দেবার বিষয়ে চেষ্টা চলছে, একথা বলেন সুভাষ রাহা। তিনি বলেন, হাতির মত বহুজাতিক সংস্থার হাতে বাজার, এর মধ্যে মশার মত সমবায় সেক্টর কিভাবে বাঁচবে। এক্ষেত্রে অবশ্য ভরসা জনবল ও জনকল্যাণের নীতি।

১ নং ওয়ার্ড কনজুমার্সকো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, এলাকার এই শিল্প সমবায়কে সহযোগীরূপে সাহায্যের কথা আমরা চিন্তা করেছি, পথ কঠিন, মহিলারা কেউই প্রফেশনাল নন, পদে পদে এদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। নিয়মের বেড়াজাল পেরোতে প্রচুর সময় চলে যায়। সমিতির সদস্যারা নানান অসুবিধার মধ্যেও উৎপাদনের কাজে যুক্ত আছেন। ওরা যাতে স্থানীয় বাজার পান সেটা আমরা সকলেই দেখব। প্রসঙ্গত তিনি উৎপাদনের গুণগতমান বজায় রাখা ও ফ্যাশন ডিজাইনে বিকেন্দ্রীকরণের গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেন।

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রকাশনা বিভাগের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিভাগের উদ্যোগেই নতুন এই সমিতির সদস্যারা ইনস্টিটিউট অফ জুট টেকনোলজিতে তিনটি পর্যায়ে এক মাস, তিন মাস ও ছয় মাসের প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন।

তিনি পৌরসভার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এই বলে যে ব্যারাকপুর পৌরসভা উদ্বৃত্ত জমি বিক্রির পথে যাননি এবং সমবেত কাজের জন্য তারা পৌরসভার জমি লিজ দিয়েও দুর্বল শ্রেণীর মেয়েদের স্বনির্ভরতার উদ্যোগে সহায়তা করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে প্রকাশনা আধিকারিক পাটজাত দ্রব্য বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সরকারি সহায়তা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি ব্যাখ্যা করেন, সময়ভিত্তিক প্রকল্প রচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে একটি ছোট সমবায় কিভাবে কাজে অগ্রসর হবে সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

■ নিজস্ব প্রতিনিধি

চন্দ্রকোণায় প্রশিক্ষণ শিবির

মেদিনীপুর রেঞ্জ-১ সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে গড়বেতা ৩ নং ব্লকের অন্তর্গত দশটি প্যাকসের পরিচালকদের নিয়ে গত ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির চন্দ্রকোণা রোডে ৫ নং প্রধানের অফিসের মিটিং হলে অনুষ্ঠিত হ'ল।

বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ সেব ক্লাসের দ্বিতীয় দিনে অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সমবায় ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সুনিবিড় সম্পর্ক সহ সমবায় নীতিগুলোর উপর বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন দিনে অন্যান্য অতিথি বক্তাদের মধ্যে ছিলেন গড়বেতা ৩ নং ব্লকের বিডিও, রাজ্য সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মোবাইল গাইড, বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চন্দ্রকোণা রোড শাখার ম্যানেজার ও সুপার-ভাইজার এবং এলাকার সমবায় পরিদর্শক।

সমবায় নীতি, পরিচালকদের দায়িত্ব, কর্তব্য, সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, সমবায় ব্যাঙ্কিং ও ঋণ, প্যাকসের ভূমিকা, সমবায় আইনের বিশেষ বিশেষ ধারা, সমবায় সমিতি অডিটের প্রয়োজনীয়তা, বিডিপি ক্লিম ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

গোলকদের আরমা, উড়য়াসাই, জরবা, রসকুন্ডু, নেপুরা, হজলকোলা, ভুলা, ঘোষকরা, ডুকি, ওইয়াসহ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি অংশগ্রহণ করেন। ক্লাসের সমাপ্তি দিবসে ভেলিডিকটি কাংশনের ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত সকল সমিতির পক্ষ থেকে এই ধরনের পরিচালকদের প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করার জন্য জেলা সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সফল হওয়ার জন্য ব্লকের সমবায় পরিদর্শক অসিতকুমার ঘোষ ও জেলার সমবায় শিক্ষা নির্দেশকের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

■ উদয়কুমার সাউ

কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে আবাসন সমবায়ের উপর আলোচনা সভা

গত ৭ এপ্রিল, রবিবার "ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ হাউসিং ফেডারেশন লিমিটেড" ও "কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন"-এর যৌথ উদ্যোগে ৩৪ নং বাসমারী রোডের সি আই টি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটিতে একটি সারাদিনব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উক্ত সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে যেমন বিভিন্ন কর্ণধার ব্যক্তিত্ব বক্তব্য রাখেন, তেমনি বিভিন্ন আবাসন থেকে আগত প্রতিনিধিরাও তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা জানিয়ে উপযুক্ত সংস্থার হস্তক্ষেপে সমাধানের পন্থা জানতে চান। সভা শুরু হয় সকাল এগারোটায় কুমা আচার্যের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে। তারপর আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ। সভায় বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আবাসন সমস্যা এবং তা সমাধানের জন্য কিভাবে বিভিন্ন সমবায় আবাসন গড়ে উঠেছে তার কথা যেমন বলা হয়, তেমনি আলোচিত হয় কিভাবে এই সমবায়গুলি গড়ে তোলার পথে এবং গড়ে তোলার পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

মানুষ তার মাথা গোঁজার জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থানের খোঁজে সমাজে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত জোটায় সামান্য এক কামরার ভাড়া বাড়ি বা কোয়ার্টার। যাদের আর্থিক অবস্থা আরও করুণ, তারা জোটায় বস্তিবাড়ি বা খোলা আকাশের তলা। নিজস্ব বাড়ি করার চলটা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন অবলুপ্ত হতে চলেছে। এই রকম পরিবেশে সমবায় আবাসন সংস্থাগুলি নানা প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছে। যদিও তাদের সামনে রয়েছে নানা বাধা — জমি, নক্সা, প্ল্যান অনুমোদন করা, কাঁচামালের সংস্থা, ব্যক্তি প্রমোটার। এর মধ্যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ভূমিকা পালন করে চলেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানান হয় বর্তমানে ভারতের আবাসন মানচিত্রে ৮০ হাজার প্রাথমিক সমবায় আবাসন সমিতি রয়েছে, যার সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ৫০ লক্ষ। ইতিমধ্যে ২৫ লক্ষ বাড়ি ও ফ্ল্যাট সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং সমসংখ্যক বাড়ি ও ফ্ল্যাট তৈরির পথে। যদিও স্বার্থান্বেষী মানুষ তা মনে রাখে না। কারণ বাড়ি তৈরির পর বেশিরভাগই সমবায়ের কথা ভুলে যান, এবং প্রমাণিত হয় সভায় বিভিন্ন আবাসন থেকে প্রতিনিধি উপস্থিতির স্বল্প হার থেকে।

শ্রী ঘোষ আবাসন আন্দোলনের ইতিহাস ও ক্রমান্বয়ে নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন। এরপর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হাউসিং ফেডারেশনের' সহসভাপতি ডঃ বরুণ মুখার্জি তাঁর বক্তব্যে কিভাবে আবাসন সংস্থাগুলি ছোট পরিবারকে বৃহৎ সাংস্কৃতিক সমাজের অংশীদার করে তুলেছে, তার কথা বলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় চিত্রে পশ্চিমবঙ্গ এই আন্দোলনে কতটা পিছিয়ে আছে, সে কথাও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সূচনা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি কুড়ি দফা সমন্বিত প্রস্তাবিত বিক্ষোভপত্র পেশ করার মাধ্যমে। বিক্ষোভপত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয় সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থায় বাস উপযোগী জমি অথবা ফ্ল্যাট বণ্টনের ক্ষেত্রে আবাসন সমবায়কে একদিকে যেমন বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সরকারি নীতি ঘোষণা করতে হবে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থের উপর।

ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আবাসন থেকে আগত প্রতিনিধিরা এ ধরনের আলোচনা সভার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাদের নানা সমস্যার কথা সংস্থার সামনে তুলে ধরেন। প্রথমত, রেজিস্ট্রেশনের ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়। আইনের ফাঁকে এক জায়গায় জমি কেনাবেচা হলেও অন্যত্র রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে, যদিও বর্তমান সরকার এ পদ্ধতির বিরোধিতা করেছে। এছাড়া স্ট্যাম্প ডিউটির ছাড় ৩.৭৫ লাখ করা হলেও, অধিকাংশের মতে এটা আরও বাড়ানো উচিত। দ্বিতীয়ত, পুরসভা সমবায় আবাসনগুলির কাছ থেকে ব্যাপক কর গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোনরূপ সহযোগিতার মনোভাব দেখায় না। প্ল্যান অনুমোদনে দীর্ঘ সময় লাগে। সমবায় সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে করের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় বড় বাড়ি হিসাবে, যেখানে নিজস্ব বাড়ির করের পরিমাণ অনেক কম। এছাড়া জলের সমস্যাও আছে। তৃতীয়ত, সমবায় থেকে ঋণ গ্রহণের যেসব শর্তাবলীর উল্লেখ আছে তার অধিকাংশই বৈষম্যমূলক। ঋণ পরিশোধের পরও বন্ধকি দলিল সহজে পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট সময়ের পর অন্যের উপর যে সুদ দিতে হয়, তা অনেক সময়ই মাত্রাতিরিক্ত, যা শোষ করা মুনাফা হয়ে ওঠে। চতুর্থত, আবাসনের সদস্য পরিবর্তনের নিয়ম এবং উত্তরাধিকারী হবার নিয়ম অত্যন্ত জটিল। এক্ষেত্রে প্রমোটারকৃত আবাসনগুলির হাল আরও করুণ।

এ ডি বেঙ্গল এমপ্লয়িজ সংস্থার মহিলা প্রতিনিধি উমা দাস কর্মকার, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মহিলাদের সুবিধার্থে সমবায় সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে বলেন। এছাড়া এ অব ডি বি লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে পি কে ভট্টাচার্য সমবায়ের প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপন করেন।

উদ্যোক্তা সংগঠনের পক্ষে সম্ভব্য বক্তব্য রাখেন, তাদের সংস্থা সর্বাত্মকভাবে আবাসিকদের সমস্যাগুলি বিবেচনা করে সমাধানের চেষ্টা করবে। এরপর হাউসিং ফেডারেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার টি কে দাস এই সমবায় আন্দোলনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ব্যক্ত করেন। সংগঠকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পার্থ সেনগুপ্ত, ভোলানাথ দত্ত (কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালক) ও নিরূপম চক্রবর্তী (কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি)। এরা উপরোক্ত সমস্যা সমাধানে কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার একটা রূপরেখা দেন। এরূপ আলোচনাসভা যাতে দক্ষিণ কলকাতাতেও অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রতিশ্রুতি দেন।

সবশেষে স্থানীয় আটটি সমবায় আবাসন নিয়ে একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করে সি আই টি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ হাউসিং-এর অবৈতনিক সচিব মজুমদারকে আহ্বায়ক ঘোষণা করা হয়। এই কমিটি সম্মিলিতভাবে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সমস্ত আলোচনা সভাটি উপস্থাপিত হয় এক তিন সদস্যবিশিষ্ট পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা, যার সদস্য ছিলেন পার্থ সেনগুপ্ত, নিরূপম চক্রবর্তী ও প্রীতি গুহমজুমদার।

■ দেবারতি মজুমদার

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২ ১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায় শাখা সংখ্যা	অংশগত মূলধন	অন্যান্য	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+) ২০.৩০
৩১-৩-৯৫	১০৪০	১০৮	১২	২০৮.৩৯	৩১০৫.৯২	২৫৯১.৪৮	(+) ৮৬.৯১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, গোঘাটগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। স্বর্ণালঙ্কার ঋণ শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি

মৃণালকান্তি ঘোষ
সভাপতি

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION
GIVES YOU SAFETY
AND SECURITY

HENCE GROWN YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 76 years by a net work of 34 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BARDHAMAN BANK

FOR

YOUR SAFETY

No. 5451/62 ● May-96 ● Vol. XXXIV ● Postal Regd. No. WB/CC-199

আন্তর্জাতিক সমবায়-মৈত্রী সংঘ কর্তৃক (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) পুনর্ঘোষিত

সমবায় নীতি

স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ

❋

সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

❋

আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ

❋

স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন

❋

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার

❋

সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা

❋

সমষ্টির জন্য ভাবনা

এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা

ভাণ্ডার

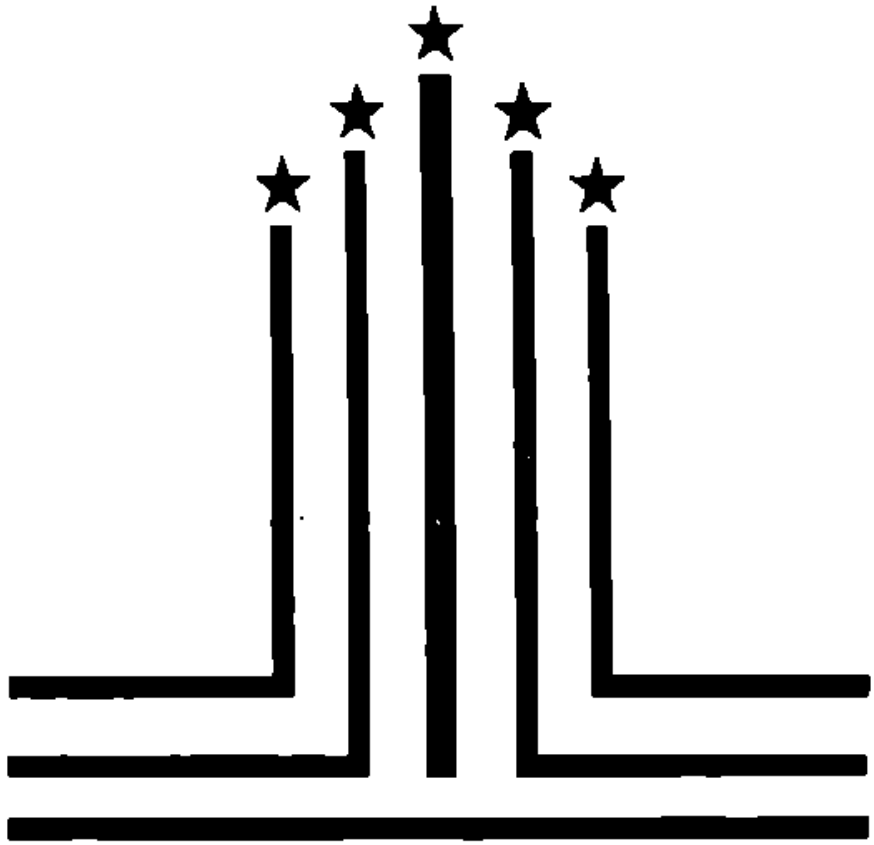

জুলাই — ১৯৯৬

এই সংখ্যায় লিখছেন

রজনী পাম দত্ত—জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

ড. পঞ্চানন সাহা

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে নেতৃত্ব

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

ও

অন্যান্য নিয়মিত বিষয়সমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/৪ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগনা,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আরম্ভ সর্বত্র বাহা : সকলে আসুক সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভর বিশ্বে : শুভর বিশ্বের লোক। বেদাহম্ : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

জুলাই, ১৯৯৬

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

রত্নশী দত্ত — জন্মশতবার্ষিকীর প্রস্তাবী — ড. পঞ্চানন সাহা

কেন সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্যোগে নেতৃত্ব — বিদ্যুভূষণ সেনগুপ্ত
সমবায় সমিতির জন্য এন সি ডি সি-র

সমবায়ের প্রতিষ্ঠা — অমীনকুমার চক্রবর্তী

মন্তব্য : আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নতুন

এক বিদায়ী — ড. দুলালচন্দ্র সেন

তামিলনাড়ুর সমবায় চা ফ্যাক্টরি — সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গে এন সি ডি সি-র ভূমিকা

বিপন্ন বিশ্ব পরিবেশ — বেলা মুখোপাধ্যায়

হতভাগ্য জীবনে খুশির ঝলক — কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জি

সমবায় সমাচার

★ ★ ★

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ বাহা	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

সমবায় নীতি

★ স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ
★ সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
★ আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ
★ স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন
★ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার
★ সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা
★ সমষ্টির জন্য ভাবনা

ভারতের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডির জীবনাবসান

গত ১ জুন, ১৯৯৬ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ভারতের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ৮৩ বছর বয়সে ব্যাঙ্গালোরে মারা গেলেন। ১৯১৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের খরাপীড়িত অনন্তপুর জেলার ইলুরু গ্রামের এক অতি সাধারণ কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। গ্রামের সাধারণ কংগ্রেস সদস্য থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার এবং অবশেষে দেশের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হয়ে ১৯৭৭ সালের ২৫ জুলাই থেকে ১৯৮২ সালের ২৫ জুলাই পর্যন্ত পাঁচ বছর রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গত ১১ জুন ১৯৯৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নগর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পর্ষদের বৈঠকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সভায় উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বিধানচন্দ্র রায়

জন্ম : ১-৭-১৮৮২ মৃত্যু : ১-৭-১৯৬২

বিধানচন্দ্র রায় পাটনা শহরে জন্মালেও আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার টাকী শ্রীপুর। পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র রায়, আর মাতার নাম অঘোরকামিনী দেবী। প্রখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে এই রাজ্যের নবরূপকারের ভূমিকায় বিশেষ করে মনে হয় এই জুলাই মাসে। ১৯৬১ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তারপর ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায়ও (১৯২২-১৯৯২) এই উপাধি পেয়েছিলেন। সমবায়ীদের কাছে একটা বাড়তি আনন্দের বিষয় হ'ল যে মন্ত্রী হিসাবে অকৃতদার ডাঃ রায় এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় দপ্তরেরও দায়িত্বে ছিলেন।

"প্রকৃত শিক্ষক হইতে গেলে মনের গতি ও ভাব সকলকে ভালরূপে জানিতে হয় এবং শিক্ষা কি প্রকারে দিলে কর্মে আসিতে পারে, তাহা সুস্থির হইয়া দেখিতে হয়, শুনিতে হয় ও শিখিতে হয়। এ সকল না করিয়া তাড়াহুড়া রকমে শিক্ষা দিলে কেবল পাথরে কোপ মারা হয় ....।"

প্যারীচাঁদ মিত্র

জন্ম : ২২ জুলাই, ১৮১৪ মৃত্যু : ২৩ নভেম্বর, ১৮৮৩

হিন্দু কলেজের ছাত্র। উনিশ শতকে বাংলা নবজাগরণের বিশিষ্ট নেতা। বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা রচনায় তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি ভাষায় লিখিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবি করেন। রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় তিনি মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য অংশটি 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে গৃহীত। এই গ্রন্থ বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত।

সম্পাদকীয়

বন-মহোৎসব

কিছু দিনের মধ্যেই সারা রাজ্য জুড়ে বন-মহোৎসব পালিত হবে। দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলন আজ সারা বিশ্বে। আশ্চর্য সুনীল মেঘদলের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যেমন অনাদিকালের তেমনি সবুজের সঙ্গে তার যোগাযোগও আজন্ম।

সাম্প্রতিককালে সমবায় নীতির অন্যতম হ'ল — সমষ্টির জন্য ভাবনা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সঙ্গে তার সংঘাতও বহুক্ষেত্রে সূচিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করার আতিশয্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বা রাখা যায়নি। আর সেটা যখন শিল্পোন্নত দেশগুলি উপলব্ধি করেছে — তখন শিল্পায়নের নামে উন্নয়নশীল, অনুন্নত ও গরিব দেশগুলিতে এমন সব কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে - যা নিজের দেশে রাখতে গেলে তাদের সরাসরি জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হত।

এমন একটা আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সমবায় সংস্থাগুলি তাদের কর্মসূচিকে আরো জনমুখী করার জন্য বন-মহোৎসব আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিয়ে - তা যাতে সার্থক হয় এমন উদ্যোগ নিতে পারেন। তারা নিজেরা গাছ লাগাতে পারেন — সদস্যদের গাছ লাগাতে উৎসাহিত করতে পারেন এবং সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পগুলিকে আর্থিকভাবেও সহায়তা করতে পারেন। ■

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামের সংস্কৃতি বেঁচে আছে
গাছী না থাক
হাত পাখা আছে,
শৌখ পাখা আছে
আছে মিঠে।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ-ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

রজনী পাম দত্ত — জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

ড. পঞ্চানন সাহা

খ্যাতকীর্তি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের জন্মের শতবার্ষিকী (১৯শে জুন ১৮৯৬ — ১৯শে জুন ১৯৯৬) অতিবাহিত হয়ে গেল। ভারতের কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলন এই মহান ভারতবংশজ রজনী পাম দত্তের কাছে বিপুলভাবে ঋণী।

কলকাতার রাজবাগানের প্রখ্যাত দত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন রজনী পাম দত্তের পিতা। তাঁর মা ছিলেন সুইডেনের অধিবাসিনী। এই বংশের একজন ওলফ্ পাম সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ডাঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত লন্ডনের গরিব এলাকার চিকিৎসক ছিলেন। পিতার কাছেই বড় ভাই ক্লিমেন্স ও রজনীর রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়েছিল। পরবর্তীকালে রজনী পাম দত্ত লিখেছেন যে তিনি পিতার কাছেই শিখেছিলেন "The beginning of political understanding - The love of Indian people and all peoples struggling for freedom."

রজনী পাম দত্ত অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন। মার্কসবাদ প্রচারে অভিযোগে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান এবং অত্যন্ত ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি কেমব্রিজে এলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পাম দত্তের রাজনৈতিক কার্যকলাপে সন্ত্রস্ত হয়ে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী লর্ড কার্জনকে এক চিঠিতে (২১ মার্চ, ১৯১৯) লিখলেন যে : "They (Clemens and Palme Dutta, লেখক) are men of extraordinary ability and have got control of the Socialist club here ..... In my opinion they ought to be closely watched".

লেবার পার্টির মধ্যে কাজের ভেতর দিয়ে তিনি ইন্টিলেক্চুয়েল লেবার পার্টির সদস্য হন। ১৯২১ এর জানুয়ারিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সাপুরজী সাকলাতওয়ালা, ওয়াল্টন, নিউবোল্ড ও এমিল বার্নসের সঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য কংগ্রেসে যোগদান করেন। তখন থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ১৯৬৩ সালে নেতৃত্বপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

লেবার মান্থলী

রজনী পাম দত্তের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হল ১৯২১ সালে বিশ্ববিখ্যাত মাসিক পত্রিকা লেবার মান্থলীর প্রকাশ এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার সম্পাদনা করা। প্রতিমাসে নিয়মিত তাঁর লেখা Notes of the Month পড়ার জন্য শ্রমিক নির্বিশেষে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। অনেক প্রখ্যাত ভারতীয় এই পত্রিকায় লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এন রায়, ভি কে কৃষ্ণমেনন প্রমুখ। পত্রিকাটিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার মার্কসবাদী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হত। পৃথিবীর বহু দেশের মার্কসবাদীরা এই পত্রিকার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

প্রখ্যাত লেখক

রজনী পাম দত্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের রচয়িতা। এই পুস্তকগুলির মধ্যে রয়েছে Modern India, India Today, Fascism and Social Revolution, World Politics, Crisis of Britain and British Empire, The Internationale।

'ইণ্ডিয়া টুডে' পুস্তকটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এই পুস্তকে তিনি সুন্দরভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বরূপ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনা করেছেন। ১৯৪০ সালে ব্রিটেনে পুস্তকটির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার ভারতবর্ষে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এক একটি অধ্যায় করে পুস্তকটি গোপনে ভারতবর্ষে এনে তারপর গোপনভাবে তা ছাপিয়ে বিলি করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে এই পুস্তক অগণিত মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে।

ভারতীয় ছাত্রদের মার্কসবাদে দীক্ষা

পাম দত্ত লন্ডনে পড়াশুনা অসংখ্য ভারতীয় ছাত্রদের মার্কসবাদে দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, সাজ্জাদ জহীর, তা কেন্ত এ আহমদ, মোহন কুমারমঙ্গলম, নিখিল চক্রবর্তী, হেমাঙ্গকান্ত আচার্য, রেণু চক্রবর্তী, পার্বতী কৃষ্ণণ, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, পি এন হাকসার, ডা বীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ, মোহিত সেন, এন কে কৃষ্ণন প্রমুখ।

ভারতীয় জাতীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ

জাতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রখ্যাত দত্ত-ব্রাডলে থিসিস একদিকে যেমন কমিউ-নিস্ট পার্টিকে সংকীর্ণতামুক্ত হতে সাহায্য করেছে তেমনি জাতীয় কংগ্রেসকে ফ্যাসি-বিরোধী ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গড়ার পথে প্রভাবিত করেছে। ১৯৫৬ সালের শরৎকালে সুইজারল্যান্ডের লুৎসানেতে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং কয়েকদিনব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৫৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে জওহরলাল দত্ত-ব্রাডলে থিসিসের মূল কথা — সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ব্যাপক মোর্চার আর

শ্রমিক-কৃষক সংগঠন-গুলিকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু Indian struggle পুস্তকে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা লিখেছেন। ১৯৩৭ সালে লণ্ডনে রজনী পাম দত্তের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার পর তিনি তাঁর পূর্ব মত থেকে অনেকটা সরে এসেছিলেন।

অনেকে রজনী পাম দত্তকে কট্টর মার্কসবাদী বলে মনে করেন। এটা সত্যি যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বা অনেক ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁকে কোন মতেই গোঁড়া বলা যাবে না। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির কোন কোন ভূমিকার তিনি কঠোর সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির সদর্থক ভূমিকাকেও তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর Indian Today পুস্তকের নবীন প্রকাশিত সংস্করণের ভূমিকাতে লিখেছেন যে " his positive role in raising the whole level of the national movement and the congress from its previous relatively narrower range to an all national mass movement inspiring the most backward inactive masses with national consciousness and awakening them to struggle was important enough at a time when some left-wing critics tended to treat him in a one-sided dogmatic fashion as simply an enemy of the popular movement or even sometimes as a British agent."

রজনী পাম দত্ত তাঁর জীবনে একবার মাত্র ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৯৩৬ সালে "ডেইলি ওয়ার্কার" পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ব্রিটিশ কেবিনেট মিশনের সঙ্গে ভারতে আসেন। এ সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুসলীম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনকে অনৈতিহাসিক ও অমার্কসীয় বলে "India and Pakistan" নামক এক প্রবন্ধ লেখেন। কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী পাকিস্তান প্রস্তাবকে সমর্থন করে তাঁর থিসিসে লিখেছিলেন : " The democratic core within the Pakistan demand, the core which the Moslem masses really demand is the right of Moslem nationalities to self-determination." রজনী পাম দত্ত এই ভ্রান্তিমূলক বিশ্লেষণকে নস্যাৎ করে লিখলেন যে " If it was correct to speak of 'Moslem nationalities' any more then it would be to speak of Spain, Italy, France and Austria as 'Catholic' nationalities. The measure of religion was not identical with the measure of nationality. The identification is dangerous and plays into the hands of Pan-Islamism." পরবর্তীকালে তিনি আরও লিখেছেন যে " attempt to base nationality on religion as reactionary divisive and likely to bring harmful and destructive consequences."

রজনী পাম দত্ত সেদিন কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাবিত ভারতে ষোলটি সাংবিধানিক সভার দাবিকে আক্রমণ করে সঠিকভাবেই লিখেছেন এর ফলে ভারত দুটো বা ষোলটি নয়, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হবে।

১৯৪৫ সালের ১২ই আগস্ট গুলমার্গ থেকে পাম দত্তকে এক চিঠিতে জওহরলাল নেহরুও কমিউনিস্ট পার্টির এই পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থনকে আক্রমণ করে লিখেছেন তা জিন্নাহর হাতকেই শক্তিশালী করছে।

ভারতবর্ষে থাকাকালীন তিনি জাতীয় নেতাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির একটা গঠনাত্মক সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

১৯৪৮-এ যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অতি বামপন্থী সংকীর্ণতার জালে আবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের মুখোমুখি তখন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র "For a Lasting Peace and For a People's Democracy" পত্রিকায় তাঁর এক প্রবন্ধ আন্তঃপার্টি সংগ্রামে সহায়ক হয়ে এই সংকীর্ণতার হাত থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে রক্ষা করে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে " the working class must unite with all classes, parties, groups and organisations willing to fight the imperialist and their heirlings and to form a broad, nationwide front" তাঁর এই উপদেশ বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি-তেও যথেষ্ট অর্থবাহী।

ভারতবর্ষ বিশেষ করে কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর এক বিশেষ অনুভূতি ছিল। ১৯৭১ সালের ১১ই আগস্ট বর্তমান লেখককে এক পত্রে তিনি লিখেছেন : "I have always specially valued the good wishes of friends in Calcutta with its close memories for my father and my own memories from my visit 25 years ago." বাংলাদেশের উত্থানকে তিনি স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন যে "The victory of Bangladesh has given inspiration to us."

১৯৭৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর লণ্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। তার দু'মাস আগে বর্তমান লেখককে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : " All my good wishes to all friends and Comrades of Bengal and all India in the outstanding fight you are conducting for the united advance of all progressive demoratic forces."

তাঁর আশা সফল হোক এই কামনা করি।

■

[লেখক শ্রমিক-আন্দোলন বিষয়ে বিশ্বখ্যাত গবেষক। সিটি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। বহু গ্রন্থ রচয়িতা। ব্রিটেনে রজনী পাম দত্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কলকাতায় মার্কস এঙ্গেলস মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্যোক্তা।]

১লা এপ্রিল থেকে ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের পরিবর্তিত হার

চতুর্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	:	১০০০ টাকা
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা	:	৮০০ টাকা
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা	:	৬০০ টাকা
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা	:	৪০০ টাকা
ভিতরের ১/৪ পৃষ্ঠা	:	২৫০ টাকা
আজীবন সদস্য	:	৬০০ টাকা

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দীপক নেতৃত্ব

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক একটি শীর্ষসংস্থাভুক্ত সমবায় ব্যাঙ্ক। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা আর কোচবিহার জেলায় তার ৩৬টি শাখা আছে। ১৭টি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক তার সদস্যভুক্ত। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট শাখা কেন্দ্রের সংখ্যা ২২১ টি। সকলেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট। ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে গত ৭৮ বছর ধরে এই ব্যাঙ্ক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ১৯৯৫-৯৬ বর্ষে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ৩২২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ছিল। টাকার অঙ্কে তার উদ্যোগ ভিত্তিক বিনিয়োগের বিস্তার নিম্নরূপ :

(১) মরসুমি কৃষির স্বল্পমেয়াদি ঋণে ১৭০ কোটি,

(২) হস্তচালিত তাঁতশিল্পে ৮৮ কোটি ৫১ লক্ষ,

(৩) মৎস্যচাষে ২ কোটি ১৯ লক্ষ,

(৪) কৃষি পণ্য বিপণনে ১১ কোটি ৮৫ লক্ষ,

(৫) পরিবহণে ৪০ কোটি ২০ লক্ষ,

(৬) অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ।

আর্থিক দিক থেকে যারা দুর্বল তাদের গৃহ সংস্থানের জন্য এই ব্যাঙ্ক অবাধ্যন কার্যসূচিও রূপায়িত করছে। বিগত দু'বছরের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৯০৪০টি বাড়ি তৈরিতে ২০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অধিনায়কত্বে পরিচালিত খাদ্য-ঋণ বিনিয়োগী সঙ্ঘে (ফুড-ক্রেডিট কনসোর-সিয়াম) রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ক্রীত অংশের পরিমাণ ৬০ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য যে ভারতীয় খাদ্য নিগমের খাদ্যশস্য সংগ্রহ, লেনদেন ও কাজকর্মের জন্য আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা এই বিনিয়োগী সঙ্ঘ করে থাকে। ইক্ষুকোর সার কারখানা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ১৭০ কোটি টাকা লগ্নির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের যে বিনিয়োগী সঙ্ঘ (কনসোরসিয়াম) গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককেই তার নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের লালমাটিতে সয়াবীন চাষের জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালের খরিফ মরসুমে ১৬০০ হেক্টর জমিকে সয়াবীন চাষের আওতায় আনা হয়েছিল। তার সাফল্য ও অগ্রগতি ১৯৯৬ সালের খরিফ মরসুমে সয়াবীন চাষের এলাকা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার হেক্টর করার ব্যাপারে ব্যাঙ্ককে উৎসাহিত করেছে।

রুগ্ন হয়ে পড়া যে সমস্ত শিল্প কর্মীদের সমবায় দ্বারা পরিচালিত তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে ব্যাঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সাহায্যপ্রাপ্ত অনুরূপ কর্মী সমবায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল, অ্যালকও শিল্প সমবায়, ম্যাকানেক্স প্রভৃতি। তাছাড়া দুটি সমবায় সুতা কল (স্পিনিং মিল) ও একটি রাজ্য সরকারি উদ্যোগের সুতা-কলকে ৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চর্ম নিগমকে (চর্মজ) ৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রসারিত করেছে। সহায়তা প্রাপ্তির তালিকায় আরো আছে ইঞ্জিনিয়ারদের সমবায় সমিতি, শ্রম ও নির্মাণ সমবায় সমিতি। তাদের মিলিত সংখ্যা মাত্র ১৪৮৪। তার সদস্য সংখ্যা ১৬,৩৬৪ হলেও সংশ্লিষ্ট কুশলী ও অকুশলী কর্মীদের মোট সংখ্যা ১১,৬১,৫২৭ জন। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ ব্যাঙ্ক এদের ৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

আগামী দিনে ব্যাঙ্কের মূল কাজ হবে কৃষি আনুষঙ্গিক শিল্প, খাদ্য প্রকল্প, উদ্যান পালন (হর্টিকালচার), পুষ্প উৎপাদন (ফ্লোরিকালচার) প্রভৃতি ক্ষেত্রকে সহায়তা দেওয়া। সে কথা মনে রেখেই ব্যাঙ্ক তার টি এম ই (টেকনিক্যাল মনিটারিং ইভ্যালুয়েশন) সেলকে শক্তিশালী করেছে। যে সমস্ত সমবায় সমিতি ও উদ্যোক্তা এসব কাজে সক্ষম, দক্ষ ও আগ্রহী তাদের খোঁজে ব্যাঙ্ক এখন বেশ সক্রিয়।

তার সামনে এখন প্রতিযোগীর সংখ্যাও অনেক। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিশেষ করে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (নন্ ব্যাঙ্কিং ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশন) আর আমানত সংগ্রহে তৎপর অন্যান্য নিগমবদ্ধ (কর্পোরেট) সংস্থা সকলেই আমানতের আসরে প্রতিযোগীর ভূমিকায় পাশাপাশি ও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তবু পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পর্যায়ের এই শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্ক আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বেশ ভালোই বাড়িয়ে চলেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে সংগৃহীত ৪৮১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার আমানত ১৯৯৫-৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকায়।

মূলত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কৃষিঋণের এই ব্যাঙ্ক ১৯৮৮-৮৯ সাল থেকে ক্রমাগত নিট লাভ করে চলেছে। ১৯৯৪-৯৫ বর্ষে তার নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৭৩ লক্ষ। ঐ সময় নাগাদ তার আইন নির্দিষ্ট সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিলে সর্বমোট জমা হয়েছে ২৮ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সল্টলেক, কাঁচরাপাড়া ও বিজয়গঞ্জে (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) আরো তিনটি শাখাকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

ব্যাঙ্কের গঠনমূলক কার্যাবলীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আগামী দু'বছরের মধ্যে তিন হাজার প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিকে শক্তিশালী করে সংরক্ষণাত্মক স্বয়ম্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠা করা। আর তার জন্য প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিগুলিতে মিনিব্যাঙ্ক স্থাপন আর বহুমুখী কৃষি ও অকৃষিমূলক উদ্যোগের সম্প্রসারণে এই ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে সাহায্য করছে। তার সার্বিক কার্যাবলী পিছিয়ে পড়া মানুষদের অবশ্যই এগিয়ে আসার সাহস যোগাবে। তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দীপক কর্মকাণ্ডে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। ■

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ ঃ ৩৪-৪১৩১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ঃ ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ঃ ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য ঃ সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের পূর্ণ প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও মৃত্যুনিবন্ধনের জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঃ উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হাগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

পঃ বঃ কেরিকিস কালচে বোরায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act. 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guidlines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

সমবায় সমিতির জন্য জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের সহায়তা প্রতিষ্ঠা

অসীমকুমার চক্রবর্তী

ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্থাৎ জাতীয় সমবায় বিকাশ নিগম ১৯৬৩-তে পার্লামেন্টের অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এন সি ডি সি-র উদ্দেশ্য ঃ

এন সি ডি সি কৃষি ও কৃষিনির্ভর নানা পূর্তি, সারের ব্যবসা, গুদামঘর নির্মাণ, আলু রাখার ঠাণ্ডা ঘর নির্মাণ, চালকল, তেলকল, ডালকল, ময়দাকল, চিনিকল, পাউরুটি তৈরির কারখানা প্রভৃতি নির্মাণ ও নানান কৃষির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও তার যথাযথ বিক্রয় করার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য করে। মাছ চাষ, মুরগি ও শূকর পালন, ডেয়ারি ইত্যাদি ও হস্তচালিত তাঁতশিল্পের ন্যায় গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য এন সি ডি সি নানা প্রকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে এন সি ডি সি গুদামঘর ও হিমঘর নির্মাণে সাহায্য ঃ

এন সি ডি সি পশ্চিমবঙ্গে ২৮১৩টি গুদামঘর, ৩৭টি আলু রাখার হিমঘর তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। এছাড়া বরফ তৈরির কারখানার জন্যও এন সি ডি সি সহায়তা দিয়ে থাকে। এই চলতি বছরেই আরও ৫০০টি গুদামঘর (১০০ মেট্রিক টন ক্যাপাসিটি) ও গোটা পাঁচেক হিমঘর দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

মাছ চাষের ক্ষেত্রে এন সি ডি সি-র সহায়তা ঃ

এন সি ডি সি মৎস্যজীবী সমবায় গঠনে উৎসাহ দান এবং এর উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পে এন সি ডি সি আর্থিক সাহায্য করে। বিলে মাছ চাষ, বাঁধে মাছ চাষ, অল্প লোনা জলে মাছ চাষ ইত্যাদির জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে মাছ চাষের জন্য এন সি ডি সি ৫৭.০৯ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে যাতে এন সি ডি সি-র সাহায্যের পরিমাণ ৫১ কোটি টাকা।

তন্তুসিলি উপজাতির জন্য এন সি ডি সি-র সহায়তা ঃ

তন্তুসিলি উপজাতিদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিগুলি এন সি ডি সি-র থেকে সাহায্য নিতে গেলে কিছু অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা পেতে পারে। সমিতিগুলিকে গুদামঘর নির্মাণ করতে, ব্যবসার সুবিধার জন্য গাড়ি কিনতে ও সমিতিগুলির অংশগত মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করতে এন সি ডি সি আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য এন সি ডি সি-র আর্থিক প্রকল্প ঃ

ছাত্রসমাজে সহযোগিতার মনোভাব জিইয়ে রাখতে কিছু নির্বাচিত ক্ষেত্রে এন সি ডি সি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের সমবায় ক্ষেত্রের উন্নতিতে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ে সহায়তা করে। কলেজ, বিদ্যালয়ে বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত ভোগ্যপণ্য বিক্রয় কেন্দ্রে এন সি ডি সি ৫০,০০০ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০০,০০০ টাকা অবধি আর্থিক সাহায্য করে থাকে। এছাড়া দোকানের আসবাবপত্র ও তার সংস্কারসাধনের জন্য কলেজ ও বিদ্যালয়ে ২৫,০০০ টাকা অবধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০,০০০ টাকা অবধি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে।

হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে এন সি ডি সি-র সহায়তা ঃ

হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে এন সি ডি সি সমবায় সমিতিগুলিকে হস্তচালিত তাঁতকল কিনতে, কাজের জন্য শেডনির্মাণ করতে, সমিতিগুলির অংশগত মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করতে এবং গুদামঘর/গোডাউন তৈরি করতে আর্থিক সাহায্য করে।

৩টি পোকায় চাষে এন সি ডি সি-র সহায়তা ঃ

৩টি থেকে লাটাইতে রেশম জড়ানো বা রেশম সুতো তৈরির কারখানার জন্য এবং গুদামঘর নির্মাণের জন্য এবং সমিতিগুলির অংশগত মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করতে সমবায় সমিতিগুলোকে এন সি ডি সি সাহায্য দিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মালদহে এইরকম ৩টি রেশম সুতো তৈরির কারখানা সমবায় ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু প্রস্তাব শীঘ্রই এন সি ডি সি দ্বারা অনুমোদিত হবে।

গ্রামে গ্রামে মূলকে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ের জন্য এন সি ডি সি-র পরিকল্পনা ঃ

গ্রামে গ্রামে ন্যায্যদামে নানারকম ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিতরণের জন্য এন সি ডি সি নানারকমভাবে সাহায্য করে থাকে। সমবায় সমিতিগুলি যারা নতুন কাজ শুরু করেছে তারা এন সি ডি সি-র থেকে ৫০,০০০ টাকা অবধি ভোগ্যপণ্য ব্যবসার জন্য পেতে পারে। পুরনো সমিতিগুলির ক্ষেত্রে কোন উর্ধ্বসীমা বাঁধা নেই। সমিতিগুলি তাদের কাজের ক্ষমতা অনুযায়ী এন সি ডি সি থেকে সাহায্য পেতে পারে।

এই সমিতিগুলি দোকানের আসবাবপত্র ও তার সংস্কারসাধনের জন্য এন সি ডি সি থেকে ২ লাখ টাকা অবধি পেতে পারে। এই সাহায্য শুধুমাত্র গ্রামীণ উন্নতির জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।

সারের ব্যবসার জন্য এন সি ডি সি-র সহায়তা ঃ

এন সি ডি সি সমবায় সমিতিগুলিকে সারের ব্যবসার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। এই আর্থিক সাহায্যের কোন উর্ধ্বসীমা বাঁধা নেই। সমিতিগুলির ব্যবসা করার ক্ষমতার উপরে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ভর করে।

এছাড়া চাষিভাইরা যাতে ক্ষেতে যেসব তরিতরকারী উৎপন্ন করে সেগুলি সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করার জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন তা এন সি ডি সি দিয়ে থাকে।

সমবায় ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

এই প্রকল্পটির মাধ্যমে কোন জেলার কয়েকটি ব্লক নিয়ে কিছুটা অঞ্চল নির্বাচিত করা হয়। এই অঞ্চলে সমবায়ের মাধ্যমে

সকল প্রকার উন্নতির ও অগ্রগতির জন্য এন সি ডি সি সাহায্য প্রদান করে থাকে। এইরকম সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রকল্প এন সি ডি সি নদিয়াতে একটি সমাপ্ত করেছে। এখন হুগলি জেলায় ছয়টি ব্লককে নিয়ে এইরকম একটি প্রকল্প সম্পাদিত হচ্ছে এন সি ডি সি-র সাহায্যে। এছাড়া আরও কয়েকটি এইরকম নতুন প্রকল্প এইবছরেই আশা করা যায় এন সি ডি সি দ্বারা অনুমোদিত হবে।

চাষবাসের সুবিধার জন্য এন সি ডি সি দ্বারা সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য দান ঃ

সমবায় সমিতিগুলি যাতে তাদের মেম্বারদের চাষবাসের সুবিধার জন্য সাহায্য করতে পারে সেইহেতু এন সি ডি সি সমবায় সমিতিগুলিকে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্প ইত্যাদি চাষবাসের নানান যন্ত্রপাতি কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। সমবায় সমিতিগুলি এন সি ডি সি-র থেকে টাকা নিয়ে এগুলি কিনে মেম্বারদের ভাড়া হিসাবে দিতে পারে।

এইসব যন্ত্রপাতি সারানোর জন্য যে মেরামতের কারখানা প্রয়োজন সেগুলি স্থাপনের জন্যও এন সি ডি সি আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

এন সি ডি সি থেকে সাহায্য পাওয়ার নিয়ম ঃ

আগে যে প্রকল্পগুলি আলোচনা করা হল সেগুলির প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা আবেদনপত্র জেলার সমবায় অফিসগুলি থেকে অথবা এন সি ডি সি-র আঞ্চলিক অধিকর্তার অফিস থেকে পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র সঠিকভাবে ভর্তি করে স্থানীয় সমবায় অফিসগুলিতে জমা দিতে হবে। এন সি ডি সি-র আঞ্চলিক মুখ্য কার্যালয়ে আবেদনপত্রের অগ্রিম অনুলিপি পাঠানো যেতে পারে। তবে প্রতিটি প্রকল্প এন সি ডি সি-র সাহায্যের সমস্ত শর্তাবলী পূরণ করলে এবং রাজ্য সরকারের সুপারিশযোগ্য হয়ে এলে তবেই এন সি ডি সি দ্বারা বিবেচিত হবে।

এন সি ডি সি যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য ভারতবর্ষের সমবায় উন্নয়নের জন্য দিয়েছে এবং তাতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা ঃ

এন সি ডি সি এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬৭০ কোটি টাকা ভারতবর্ষের সমবায় উন্নয়নে নিয়োগ করেছে। এই আর্থিক সাহায্যের ভেতর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ মাত্র ১২১ কোটি টাকার মতো। অর্থাৎ মোট আর্থিক সাহায্যের কেবল ৩.৩০ শতাংশ। সুতরাং আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গের সমবায় উন্নয়নের ভূমিকা মনে রেখে সমবায় সমিতিগুলি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে আরও বেশ আর্থিক সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন।

ভারতবর্ষে যে রাজ্যে এন সি ডি সি সর্বাধিক পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দিয়েছে ঃ

১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১-৩-৯৬ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সমবায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এন সি ডি সি থেকে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্য নিয়েছে যা ভারতবর্ষের মোট আর্থিক সাহায্যের ১৯.৫০ শতাংশ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ আছে।

এন সি ডি সি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে হলে আঞ্চলিক অধিকর্তার অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

অফিসের ঠিকানা ঃ

A. K. Chakrabarty
Regional Director (East)
National Cooperative
Development Corporation
4-A2, Chatterjee International
Centre
(4th Floor)
33A, Chowringhee Road
(J. L. Nehru Road)
Calcutta - 700 071
Ph : 29-5538/29-3943
Fax : 29-3943
Telex : 21-5186

▲

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

জন্ম ঃ ১৯-৭-১৮৯৯ মৃত্যু ঃ ৯-২-১৯৭৯

'বনফুল' ছদ্মনামের আড়ালে এই মানুষটির জন্ম, পড়াশুনা ও কর্মজীবনের প্রায় সবটাই বিহারে কাটলেও আদিবাস ছিল হুগলি জেলার শিয়াখালা গ্রামে। বাবা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় বিহারের মনিহারিতে ডাক্তারি করতেন। মায়ের নাম মৃণালিনী দেবী। ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে ভাগলপুরে প্যাথলজিস্ট হিসাবে ৪০ বছর কাজ করার পর ১৯৬৮ সাল থেকে কলকাতার বাসিন্দা হন। এই ডাক্তার মানুষটি কিন্তু ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য সবরকম রচনাতেই সমান দক্ষ ছিলেন। রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক ছাড়াও ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট উপাধি পান। এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতিও ছিলেন। ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ সম্মান "পদ্মভূষণ" উপাধিতেও তিনি ভূষিত হয়েছেন।

১৯৭৫ সালে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার পক্ষ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বনফুল বলেছিলেন "সমবায় প্রথার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে যেমন দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, তেমন, বহুলাংশে বেকার সমস্যারও সমাধান হতে পারে। কিন্তু, গঠনমূলক কার্যসূচিতে যুবকদের মধ্যে তোমরা আশানুরূপ সাড়া জাগাতে পেরেছ কি?"

মাশরুম ঃ আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নতুন এক দিশারী

ড. দুলালচন্দ্র সেন (অধ্যাপক)
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

বেকার সমস্যা ভারতে আজ যে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সে কথা কারও অজানা নয়। প্রতি বছরই বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে বাড়ছে মানুষের হতাশা। চাকরি না পেয়ে আপনি যে ব্যবসা শুরু করবেন, তার জন্যও চাই যথেষ্ট পুঁজি। আবার ভাল মূলধন বিনিয়োগ করলেই যে ব্যবসায় আপনি ভাল লাভ করতে পারবেন, এমন কোনও গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তাও নেই। কারণ পুঁজি বিনিয়োগ করার আগে থেকেই ব্যবসার নানা মার-প্যাঁচ এবং ছলা-কলাও আপনাকে ভালভাবে রপ্ত করে নিতে হবে। তা না হলে পতন অনিবার্য। কেবল সততা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আজকাল ব্যবসা চালানো বড় দুরূহ কাজ। প্রতি পদে ভদ্রবেশী ঠগ, ঘুষখোর ও ফড়েদের সঙ্গে আপনাকে বুঝতে হবে। তার উপর আমাদের এই গরিব দেশে বেশিরভাগ মানুষেরই ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষমতা অতি সীমিত।

এই রকম জটিল পরিস্থিতিতে সমবায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামের ও শহরতলির বেকার ছেলেমেয়েরা খুব স্বল্প পুঁজি নিয়ে সমবায়ের মাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে মাশরুমের চাষ-বাস করে, তার থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে। এই পদ্ধতিতে ব্যবসার ঝুঁকিও যেমন কম, তেমনি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতাও বৃদ্ধি পায়। এমন কি কেউ ইচ্ছা করলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগেও গ্রামে-গঞ্জে ও শহরতলিতে মাশরুমের ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

এইসব কারণের জন্যই দেশের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মধ্যেও কর্মসংস্থান এবং আর্থিক স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে "মাশরুম চাষ" যে এক নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই নিবন্ধে তাই মাশরুম সম্বন্ধে কিছু তথ্য আপনাদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল। প্রবন্ধটি পড়ে যদি কারও কোনও কাজে লাগে, তবেই বুঝবো আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

মাশরুম কি?

মাশরুম বা ছত্রু এক ধরনের ক্লোরোফিল বিহীন ফাংগাস বা ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। আর সত্যি সত্যি এদেরকে দেখতেও অনেকটা ছাতার মতো। সেইজন্য লোকে অনেক সময় এদেরকে "ব্যাঙের ছাতা" বলেও অভিহিত করে থাকে। যেহেতু এদের দেহে কোনও ক্লোরোফিল থাকে না, সেহেতু এরা নিজেদের খাদ্যও নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম নয়। এই উদ্ভিদের দেহ প্রটিন জাতীয় কাইটিন দ্বারা গঠিত। অন্তচলিত, এক কোষী প্রোটিন (Single cell protein) হিসাবে বেশ খ্যাত। আমাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, মাশরুম তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবে কোথায় মাশরুম চাষ শুরু হয়?

আজ থেকে প্রায় ৩১৬ বছর পূর্বে ফ্রান্সে প্রথম মাশরুমের চাষ শুরু হয়। ধীরে ধীরে এর চাষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। সাল ১৯৪৩। ভারতের কোয়েম্বাটুরে প্রথম মাশরুম চাষ আরম্ভ হয়।

১৯৫০ সালে ভারতে মোট মাশরুম উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল ৬৬ হাজার টন বর্তমানে সেটি ১২,২৫,০০০ টনের বেশিতে গিয়ে পৌঁছেছে।

মাশরুমের রকম ফের

ভারতে প্রায় ৭০ রকমের মাশরুম উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে চব রকমের মাশরুমই বেশি চাষ করা হয়ে থাকে। যেমন (১) অয়েস্টার বা ঝিনুক ছত্রু (২) প্যাডি স্ট্র বা পোয়াল ছত্রু (৩) বাটন বা বোতাম ছত্রু এবং (৪) মিল্কি ছত্রু। এই চার ধরনের মাশরুমের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত প্রথম তিন ধরনের মাশরুমই বেশি চোখে পড়ে। ঝিনুক ছত্রুকে অনেক সময় আবার বিড়ি ছত্রুও বলা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে মাশরুম চাষের সম্ভাবনা কেমন?

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমতল ভূমি জুড়েই মাশরুম চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায়ও মাশরুম চাষ করা যায়। ওখানকার নিম্ন তাপমাত্রা ও জলবায়ু বোতাম ছত্রু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সমতলে শীতের সময়ও বোতাম ছত্রুর চাষ করা যায়। তবে যেহেতু সমতলে শীত মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয় সেহেতু সমতলে এই ছত্রুর চাষ করা তেমন লাভজনক নয়। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, প্রভৃতি জেলায় ইনডোর মাশরুম চাষ ব্যাপক হারে চালু হয়েছে। কলকাতার লাগোয়া জন্য দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতেও মাশরুম চাষ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করা যেতে পারে। এছাড়া নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, প্রভৃতি জেলাতেও মাশরুম চাষ প্রসারের সম্ভাবনা নেহাৎ কম নয়। মাশরুম চাষের আর একটি বড় সুবিধা এই যে স্বল্প পুঁজি, কম জায়গা এবং অল্প কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘরের মেয়েরাও বাড়িতে বসেই এই ব্যবসা করতে পারেন। এর জন্য প্রথাগত শিক্ষারও তেমন প্রয়োজন নেই। এইসব সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার মহিলারা এই কাজে নেমে পড়েছেন।

মাশরুম চাষের পদ্ধতি

এই চাষের জন্য ছায়াযুক্ত শীতলেতে জায়গাই উত্তম। পশ্চিমবঙ্গে যে তিন রকমের ছত্রু সাধারণত দেখা যায়, তার মধ্যে ঝিনুক বা বিড়ি ছত্রুর চাষই সব থেকে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কারণ খুব গরম ও খুব শীতের সময়টুকু বাদ দিয়ে এই ছত্রু প্রায় সারা বছর ধরেই হয়। তবে আগস্ট থেকে মার্চ অর্থাৎ শ্রাবণের মধ্য থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝিনুক ছত্রু বেশি ভাল হয়। আরও বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে ১২

থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে এই ছত্রাকের চাষ করা যায়। তবে ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই ঝিনুক ছত্রাকের চাষ ভাল হয়। অন্যান্য ছত্রাক অপেক্ষা ঝিনুক ছত্রাক সহজে ও কম খরচে চাষ করা যায়। এ ছত্রাক Pleurotus গণের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে পোয়াল ছাতু সাধারণত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ চৈত্রের মাঝামাঝি হতে আশ্বিনের মধ্যভাগ অবধি চাষ করা যেতে পারে। যাই হোক, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানে ঝিনুক ছত্রাকের চাষই বেশি হয়। সেইজন্য এখানে এই ছত্রাকের চাষ কীভাবে করা যায় সেই সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করা হল।

ঝিনুক / ঝিড়ি ছত্রাকের চাষ

উপকরণ : চৌবাচ্চা, ধানের খড় ২ কেজি, ডাল ৮০ গ্রাম, বীজ বা স্পন ২০০ গ্রাম, খড় কাটার বটি বা মেশিন, নাইলন নেটের বা জালের ব্যাগ, কালো পলিথিন, ধারালো ছুরি, জল ছেটানোর স্প্রে।

পদ্ধতি : প্রথমে শুকনো ধানের খড় নিয়ে তার আগা ও গোড়া কেটে বাদ দিন। এবার খড়ের মাঝের অংশগুলি নিয়ে ছোট ছোট (এক থেকে দুই সেন্টিমিটার লম্বা) করে কেটে ফেলুন। কাটা খড়গুলিকে চৌবাচ্চা বা পুকুরের পরিষ্কার জলে ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা বা সারা রাত ধরে ভিজিয়ে রাখুন। তারপর ও খড়গুলি জল থেকে তুলে খড়ের বাড়তি জল ঝরিয়ে ফেলুন। দুই কেজি শুকনো খড় সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখার দরুণ ওজন বেড়ে প্রায় ৮ কেজির মতো দাঁড়ায়। এই ভিজে খড়ের সঙ্গে ২০০ গ্রাম মাশরুমের বীজ এবং ৬০ গ্রাম গুঁড়ো কুলথি কলাইয়ের ডাল (horse gram) ভালভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর তিনটি নাইলন নেটে বা জালের ব্যাগে বীজ ও ডাল মেশানো ওই ভিজে খড় ঠেসে ভরে মুখ বন্ধ করে মাটি থেকে একটু উপরে ঝুলিয়ে রাখুন। যাতে ইঁদুর ও পিঁপড়ে ব্যাগের ভিতরের মশলার কোনও ক্ষতি না করতে পারে। এবার কালো পলিথিনের গায়ে অনেকটি ছিদ্র করে, ব্যাগগুলিকে ওই পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন। যে ঘরে পলিথিন ব্যাগগুলিকে রাখা হবে, সেই ঘরের তাপমাত্রা ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে হলে ভাল হয়। দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে ব্যাগের ভিতরের খড়, ছত্রাক বা মাশরুম সুতো ছেড়ে গিয়ে শক্ত পিণ্ডাকার আকার ধারণ করবে। তখন পলিথিন পেপার খুলে দিন। পলিথিন খোলার পর দরকার হলে সকাল ও বিকালে হালকা জল স্প্রে করুন। বৃদ্ধি থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে প্রথমবার ছত্রাক তোলার উপযোগী হয়ে উঠবে। প্রথম ফসল তোলার পর আবার আগের মতো ব্যাগগুলি কালো পলিথিন পেপার দিয়ে ঢেকে দিন। এবার সাত থেকে দশ দিনের ভিতরে দ্বিতীয় ফসল পাওয়া যাবে। এইভাবে তৃতীয়বারও ফসল পাওয়া যায়। একই বেড থেকে ২/৩ মাস অবধি ছত্রাক পাওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতি ছাড়াও ট্রে বা গর্তের ভিতরেও এই ছত্রাকের চাষ করা যায়। হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রতি ১২ বর্গফুট মাপের বেড থেকে ৬ থেকে ৮ কেজি পর্যন্ত ছত্রাক পাওয়া সম্ভব।

মাশরুমের খাদ্যগুণ

মাশরুম শুধু যে সুস্বাদু তা নয়, পুষ্টিগুণের দিক থেকেও এটি যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। মাশরুম মানুষের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পিছনে এটিও একটি কারণ। মাশরুম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটস এবং নানান খনিজ লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিনের এক বড় উৎস। অনেক সবজির তুলনায় মাশরুমে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। পাঠকের বুঝবার সুবিধার্থে এখানে তালিকায় বিভিন্ন ছত্রাক ও সবজির খাদ্য উপাদান দেখানো হল।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাশরুমে যেসব খনিজ মৌল বর্তমান তার মধ্যে পটাসিয়াম, আয়রন, কপার, ম্যাগনেসিয়াম ও ফসফরাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাশরুম অবশ্য ক্যালসিয়ামের তেমন একটা ভাল উৎস নয়। আর বেশির ভাগ সবজি অপেক্ষা মাশরুমে ভিটামিন বি-গ্রুপ, বি-টু, বি-সিক্স ও ফোলিক অ্যাসিড অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে। এছাড়া বিভিন্ন অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন লাইসিন, ট্রিপটোফ্যান, ভ্যালিন প্রভৃতিও মাশরুমে বিদ্যমান।

আমিষ খাদ্য মাছ ও মাংসের দাম আজকাল আকাশছোঁয়া হওয়ায় এর বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা, নিরামিষ, পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান হিসাবে ইদানিং মাশরুম চাষের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। মাশরুমে ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেটস ও ক্যালরি কম থাকলেও এটি উচ্চ গুণমানের প্রোটিন সমৃদ্ধ এক ধরনের ছত্রাক জাতীয় খাদ্য। এছাড়া এতে কোলেস্টেরলও অনুপস্থিত। সেইজন্য মাশরুম হার্ট, হাইব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, কিডনি ও বাতের রোগীদের পক্ষে এক উত্তম খাদ্য। আর মাশরুমে ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকায় কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও সাহায্য করে।

তালিকা

বিভিন্ন ছাতু ও সবজির খাদ্য উপাদান

	জলীয় অংশ	প্রোটিন (শতাংশে)	ফ্যাট	কার্বোহাইড্রেটস
ঝিনুক ছাতু	৯১.২	২.৫	০.২	৫.২
গোহাম ছাতু	৯০.১	২.৯	০.৩	৫.০
পোয়াল ছাতু	৯০.১	২.১	১.০	৪.৭
আলু	৭৪.৭	১.৬	০.১	২২.৬
ফুলকপি	৯০.৮	২.৬	০.৪	৪.৮
বাঁধাকপি	৯১.৯	১.৮	০.১	৪.৮
বেগুন	৯২.৭	১.৪	০.৩	৪.০
পেঁয়াজ	৮৬.৬	১.২	০.১	১১.১

মাশরুম থেকে নানান ধরনের সব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার বানানো হয়ে থাকে। যেমন মাশরুমের পকোড়া, স্যুপ, চাটনি, চাউমিন, আচার, চিপস, কারি, স্যান্ড, ভুজিয়া, সিঙ্গাড়া ইত্যাদি। এইসব খাবার আজকাল বড় বড় হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও পার্টি থেকেও পরিবেশিত হয়।

সব মাশরুম কি খাদ্যোপযোগী?

না, সব মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা মানুষের খাদ্যোপযোগী নয়। কিছু প্রজাতির মাশরুম যেমন আমাদের শরীরের পক্ষে হিতকর, ঠিক তেমনি কিছু প্রজাতির মাশরুম আবার আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার রকম মাশরুমের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মাত্র ১০০-র মত মাশরুম খাদ্যোপযোগী। কিন্তু বিষহীন বা হিতকর এবং বিষাক্ত বা ক্ষতিকর মাশরুমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব একটা সহজ নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা কিছুটা বোঝা যায়। যেমন বিষাক্ত মাশরুমের সবজির মধ্যে রূপোর চামচ বা পয়সা ঢোকালে সেটি কালো বর্ণ ধারণ করবে। সাধারণত উজ্জ্বল রঙ, তিতো স্বাদ এবং দুর্গন্ধময় মাশরুমগুলি বিষাক্ত হয়ে থাকে। তারপর মাশরুম ভাঙলে ঘষি রঙের পরিবর্তন ঘটে বা তার থেকে কালি জাতীয় রস বার হয়, তবে ওই মাশরুম বিষাক্ত ধরনের হতে পারে। এছাড়া খাদ্যোপযোগী মাশরুমের খোসা সহজে ছাড়ানো গেলেও বিষাক্ত মাশরুমের খোসা অনেক সময় সহজে ছাড়ানো যায় না। যাইহোক সঠিকভাবে হিতকর ও ক্ষতিকর মাশরুমের তফাত নির্ণয় করা বেশ কঠিন কাজ, তবে অসাধ্য নয়।

মাশরুমের রপ্তানি মূল্য

বিশ্ব জুড়ে মাশরুমের চাহিদা আজ ক্রমবর্ধমান। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতও প্রতি বছর বেশ কিছু মাশরুম রপ্তানি করে থাকে। টাটকা/ঠাণ্ডা ও শুকনো দুই রকমের মাশরুম ভারত রপ্তানি করে। ১৯৯৩ সালে ভারত মোট ১১০ টন টাটকা/ঠাণ্ডা মাশরুম বিদেশে চালান দেয়, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এবং ওই একই বছরে প্রায় ৩৭ টন শুকনো মাশরুমও রপ্তানি করা হয়। যার মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। মাশরুম সাধারণ ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি উন্নতশীল দেশে চালান দেওয়া হয়।

শুকনো মাশরুম

মাশরুম উৎপাদনকারী ও বিপণনকারীদের একটি প্রধান সমস্যা হল যে মাশরুম খুব দ্রুত পচনশীল। অতএব এর চাষ আরও জনপ্রিয় করে তুলতে হলে, মাশরুমের উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বছর ধরে মাশরুম সংরক্ষণের কাজে মনোনিবেশ করেন। এবং তাঁরা মাশরুম সংরক্ষণের কয়েকটি উপায়ও উদ্ভাবন করেন। ইতিমধ্যেই শুকনো মাশরুম তৈরির পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্নভাবে এটি প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের সুবিধার্থে, সংক্ষেপে স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষে সহজ সরল এক প্রণালীর কথাই শুধু এখানে উল্লেখ করা হল।

প্রণালী : পুষ্ট, টাটকা মাশরুম প্রথমে ছোট ছোট করে কেটে, রোদে বা যান্ত্রিক ড্রায়ারের মাধ্যমে ৬০ থেকে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। মাশরুম ঠিকমত শুকিয়ে গেলে এর ওজন টাটকা মাশরুমের ওজনের তুলনায় প্রায় ১০ ভাগ হ্রাস পায়। ওজনের সঙ্গে সঙ্গে শুকনো মাশরুমের আয়তনও টাটকা মাশরুম অপেক্ষা অনেকখানি কমে যায়। যার ফলে শুকনো মাশরুম এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে যেমন সুবিধে হয়, তেমনি খরচও পড়ে কম। শুকনো মাশরুম প্রয়োজন মতো গুঁড়োও করা যেতে পারে। গুঁড়ো মাশরুম স্যুপ তৈরিতে কাজে লাগে। শুকনো ও গুঁড়ো দু'রকম মাশরুমই বায়ু নিরুদ্ধ পাত্রের মধ্যে ভর্তি করে শুকনো জায়গায় রাখতে হবে। শুকনো মাশরুম প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত ভাল থাকে। দরকারে এই মাশরুমকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে অটোক্লেভও ব্যবহার করা যেতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে যে ১০০ কেজি টাটকা মাশরুম থেকে প্রায় ৮.৪ কেজি শুকনো মাশরুম পাওয়া যায়।

শুকনো মাশরুমের খাদ্যগুণ : টাটকা মাশরুমের তুলনায় শুকনো মাশরুমের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। দৃষ্টান্তস্বরূপ টাটকা মাশরুমে যেখানে জলীয় অংশ ও প্রোটিনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯০ ও ২.৫ শতাংশ, সেখানে শুকনো মাশরুমে ওই দুই উপাদানের পরিমাণ যথাক্রমে ৫ এবং ৬৭ শতাংশে।

মাশরুম বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে এবং এর ফলনের প্রশিক্ষণ নিতে যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, তাদের নাম-ঠিকানা আপনার সুবিধার্থে এখানে জানানো হল।

(১) এম্রি হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, আলিপুর, কলিকাতা - ৭০০ ০২৭

(২) বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া।

(৩) চুঁচুড়া ঘন গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া, হুগলি।

(৪) রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, নিমপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা (শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধিবাসীদের জন্য)।

(৫) কাপগাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

(৬) সোনাঝুরী কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, সোনাঝুরী, বাঁকুড়া।

(৭) বিভা এন্টারপ্রাইজ, মেদিনীপুর শহর, মেদিনীপুর।

(৮) ইণ্ডিয়ান অ্যাগ্রো-টেক খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

(৯) নলতলা ছাত্র সংঘ, আমারপোল, নলতলা - ৭৪৩৩৩৮।

(১০) সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ২৫৮, এ এস রোড, বাঁশদ্রোণী বাজার, কলিকাতা - ৭০০ ০৪০

(১১) প্রমিক বিদ্যাপীঠ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৬৫/এ, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টেগোর হল, মরকত কুঞ্জ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, কলিকাতা - ৭০০ ০৫০

এতসব জানার পর আশা করি আপনাদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয় মাশরুম চাষে ও এর বিপণনের কাজে উদ্যোগী হবেন। ■

"আবার যদি জন্মই হয় তবে কেন ঐ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বচ্ছ তোয়া প্রান্ত নদী, পাখপাখালি, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সেক্সপিয়র সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭১৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- চলতি আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ কোটি — তার মধ্যে
  কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
  তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ,
  প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৪৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১৭ উপকৃত হয়েছে ঋণ চরিতার্থে।
- ঋণের সুদ ও কিস্তির হার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
  এস সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আলুচাষী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এল এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাডকো)-র সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এম এ আর ডি (ইকনার্ড) কলকাতার (উপত্যকা) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রফুল্লকুমার ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীতড়িদ্ভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

সমবায়ে এক ব্যতিক্রমী দিক

তামিলনাড়ুর সমবায় চা ফ্যাক্টরি

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

ভারতের চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের পরেই আসে তামিলনাড়ু রাজ্যের নাম। সমবায়ের মাধ্যমে চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু তামিলনাড়ুই একমাত্র রাজ্য।

ভারতের প্রথম সমবায় চা ফ্যাক্টরিটি স্থাপিত হয় তামিলনাড়ুর নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে "ইডাকাড়ু" গ্রামে ১৯৫৮ সালে। ১২০ জন ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী মিলিত হয়ে রাজ্য সরকার ও টি বোর্ডের সহায়তায় এই সমবায় চা ফ্যাক্টরিটির সূচনা করে সমবায়ের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

চা শিল্প মূলত আজ পর্যন্ত পুরোপুরি বৃহৎ বেসরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানাতেই আছে। কিন্তু এর পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর জন্ম হয় যারা ২ একর থেকে শুরু করে দশ একর পর্যন্ত জমি নিয়ে চা উৎপাদন শুরু করেন। এঁরা তাদের উৎপাদিত সবুজ চা পাতা ওই বৃহৎ পুঁজিপতিদের ফ্যাক্টরিতে বিক্রি করতে বাধ্য হন, কারণ এই সমস্ত ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের এককভাবে চা প্রসেসিং ইউনিট বা ফ্যাক্টরি স্থাপন করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। এই কারণে বৃহৎ পুঁজিপতি দ্বারা চালিত ফ্যাক্টরিগুলি তাদের সবুজ চা পাতার নেওয়ার বিনিময়ে যে দাম দেয় তারা সেই দাম নিতেই বাধ্য হন। তামিলনাড়ুতে সমবায় চা ফ্যাক্টরির জন্ম এই বঞ্চনা থেকেই। ছোট ছোট চা চাষিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সমবায় চা ফ্যাক্টরিতে আজ তারা তাদের উৎপাদিত সবুজ চা পাতার সঠিক দাম পাচ্ছেন।

প্রথম সমবায় চা ফ্যাক্টরির সাফল্য তামিলনাড়ুর কুন্নুর এলাকার অসংখ্য ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের বঞ্চিত হৃদয়ে আলোক-বর্তিকারূপে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করে। নীলগিরি পর্বতাঞ্চলে একের পর এক গড়ে ওঠে সমবায় চা ফ্যাক্টরি।

বর্তমানে তামিলনাড়ুতে সমবায় চা ফ্যাক্টরির সংখ্যা ১৭টি এবং মোট ১৮,২৬৮ জন ক্ষুদ্র চা চাষীকে আজ সমবায় চা ফ্যাক্টরির আওতার মধ্যে আনা গেছে, তাছাড়া ছোট ছোট উৎপাদকের লিজিত জমির পরিমাণ ২০ হাজার একর, যা আজ সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সমস্ত সমবায় চা ফ্যাক্টরিগুলির সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ (অর্থডক্স ও সি টি সি ভ্যারাইটি মিলিতভাবে) বছরে প্রায় ৯ মিলিয়ন কিলোগ্রাম।

এই সমস্ত সমবায় চা ফ্যাক্টরিগুলি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সত্তা হওয়ায় জন্য বিভিন্ন-ভাবে তাদের নানারকম সমস্যা দেখা দিতে লাগলে, বিশেষত কারিগরী ও উৎপাদিত চায়ের বিপণনের ব্যাপারে। এই সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধানের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৬৫ সালে রাজ্যস্তরে জন্ম নেয় একটি শীর্ষ সমবায় সংস্থা, যার নাম "দি তামিলনাড়ু স্মল টি গ্রোয়ার্স ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ টি ফেডারেশন লি" যেটি "ইনকোর্সাফ" নামে সুপরিচিত। এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর পার্বত্য শহরে অবস্থিত।

ইনকোর্সাফ তার সদস্য ফ্যাক্টরিগুলিকে প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তার পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

১। সমবায় চা ফ্যাক্টরিগুলির ছোট ছোট উৎপাদকদের সার ও ওষুধপত্র যোগান দেওয়া।

২। সদস্য ফ্যাক্টরিগুলিকে বিভিন্ন কারিগরি সাহায্য দেওয়া ও মেশিন সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা।

৩। কুন্নুর, কোটিন ও কোয়েম্বাটুরে চা নীলাম কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদিত চা ব্যবসাজাত করার ব্যবস্থা করা।

৪। সমস্ত সদস্য চা ফ্যাক্টরিগুলির উৎপাদন, মান নির্ধারণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতির তদারকি করা।

৫। উৎপাদিত চা বিপণনের সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপরিউক্ত পরিষেবাগুলি নিশ্চিত হবার ফলে সমবায় চা ফ্যাক্টরিগুলি তাদের সদস্যদের নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।

১। স্বল্প দামে চা গাছের চারা যোগান দেওয়া।

২। চা চাষের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৩। ভরতুকি কেন্দ্রিক স্বল্প দামে সার ও ওষুধপত্রের যোগান দেওয়া।

৪। সমবায় চা ফ্যাক্টরি ও তাদের সদস্যদের মধ্যে এক সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা।

চা-ভিত্তিক শীর্ষ সমবায় ফেডারেশন অর্থাৎ ইনকোর্সাফ আরও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সদস্য সমবায় চা ফ্যাক্টরিগুলিকে সাহায্য করে থাকে, তা হলো —

১। উৎপাদক সদস্যদের আধুনিক পদ্ধতিতে চা চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

২। নতুন চা গাছের চারা তৈরি করার জন্য যে নার্শারি করা হয় তার জন্য ভরতুকির ব্যবস্থা করা।

৩। টি বোর্ড ও সরকারের কাছে বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পাবার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

৪। উৎপাদক সদস্যদের চা চাষের জন্য ঋণ হিসাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়া।

এই সমবায় চা শিল্পকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য তামিলনাড়ু সরকার ও আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চা সমবায় ফেডারেশনকে অর্থাৎ ইনকোর্সাফকে রাজ্য সরকার ২০ লক্ষ টাকা অংশীদারী মূলধন হিসাবে দিয়েছেন। এছাড়া ১৭টি চা সমবায় ফ্যাক্টরিকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা অংশীদারী মূলধন হিসাবে দিয়েছেন।

অন্যান্য সহায়তার মধ্যে আছে দি তামিলনাড়ু ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইনকোর্সাফকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ

টাকার ক্যাশ ক্রেডিট অনুমোদন।

সংস্থার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য থেকে এটা বোঝা গেছে যে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের দামের ওঠা-নামার উপরে এই সমবায়ের লাভ লোকসান বহুলাংশে নির্ভর করে। বর্তমানে ইনকোর্সাভ একটি লাভজনক সংস্থা।

পাশের পরিসংখ্যান থেকে আমরা ইনকোর্সাভের গত ৩০ বছরের অগ্রগতির একটা প্রতিফলন পেতে পারি।

পরিশেষে বলা যায় তামিলনাড়ুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা চাষিদের সাফল্যের এক মজবুত হাতিয়ার হলো এই সমবায় চা ফ্যাক্টরি তথা ইনকোর্সাভ, যে সংস্থা আজ নীলগিরি চায়ের উৎপাদনের শতকরা ১৫ অংশের যোগান দেয়।

প্রসঙ্গত বলা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলাগুলিতেও বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারী আছেন যারা বড় বড় বেসরকারি ফ্যাক্টরিগুলিকে যে কোন মূল্যে সবুজ চা পাতা বিক্রি করতে বাধ্য হন এবং ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। এদের সংগঠিত করে তামিলনাড়ুর আদলে (মডেলে) পশ্চিমবঙ্গেও সমবায় চা ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা যেতে পারে।

আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টির দিকে নজর দেবেন।

		১৯৬৫-৬৫		১৯৯৫-৯৫	
১।	সমবায় চা ফ্যাক্টরি সংখ্যা			১৭	
২।	চা উৎপাদনকারী সদস্য সংখ্যা			১৮,২৬৮	
৩।	চা সমবায় ফ্যাক্টরির অন্তর্গত চা উৎপন্ন হয় এমন জমির পরিমাণ	৬.৫০	একর	২০,০০০	একর
৪।	মোট উৎপাদিত সবুজ চা পাতার পরিমাণ	৫	লক্ষ কেজি	৫২২	লক্ষ কেজি
৫।	মোট চা (ব্যবহার যোগ্য) উৎপাদের পরিমাণ	১.৩২	লক্ষ কেজি	১৪৭.৪৪	লক্ষ কেজি
৬।	উৎপাদনকারী সদস্যকে সবুজ চা পাতার প্রতি কেজিতে যে দাম দেওয়া হয়	০.১৮ পয়সা প্রতি কেজি		৭ টাকা প্রতি কেজি	

তথ্য সূত্র – ব্যক্তিগত পরিদর্শনকালে ইনকোর্সাভ-এর জেনারেল ম্যানেজারের কাছ থেকে সংগৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর ঋণ সমবায় ফেডারেশনের নাম পরিবর্তন

১৯৯৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতার 'ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'-এর নাম পরিবর্তিত হয়েছে। তার বর্তমান নাম হল "ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস্ অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ লিমিটেড"। সদস্যভুক্ত বিভিন্ন অকৃষি কলমান সমবায় সমিতি ও পৌর সমবায় ব্যাঙ্ক যে বার্ষিক চাঁদা উক্ত ফেডারেশনকে দিয়ে থাকে তার হারও সংশোধিত হয়েছে। সদস্য চাঁদার বর্তমান সংশোধিত হার নিম্নরূপ ঃ

আদায়ীকৃত অংশদান মূলধনের পরিমাণ		অকৃষি কলমান সমবায় সমিতির মোট বার্ষিক চাঁদা	পৌর সমবায় ব্যাঙ্কের মোট বার্ষিক চাঁদা
টাকা		টাকা	টাকা
২,০০,০০০	টাকা পর্যন্ত	১০০	
১০,০০,০০০	টাকা পর্যন্ত	৩০০	
১৫,০০,০০০	টাকা পর্যন্ত	৪০০	
২৫,০০,০০০	টাকা পর্যন্ত	৮০০	
২৫,০০,০০০	টাকার বেশি	১২০০	

■ বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গে সমবায়ের মাধ্যমে মৎস্য চাষ উন্নয়নে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (এন সি ডি সি)-এর ভূমিকা

উদ্দেশ্য : প্রাণী উৎস থেকে প্রোটিন সরবরাহ বৃদ্ধি ঘটানো এবং সমাজের উপেক্ষিত মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ফেরাতে এন সি ডি সি-র ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের এক অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

মৎস্যজীবীদের সমস্যা : মৎস্যজীবীদের শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যার অনুন্নতা, আর্থ-সামাজিক দিকে অনগ্রসরতা, কুসীদজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের কাছ থেকে ধারে টাকা নেওয়ার রেওয়াজ ও পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থার সন্ধান না পাওয়া।

মৎস্যজীবী সমবায়গুলির গঠন : এন সি ডি সি, মৎস্যজীবী সমবায় সংস্থাগুলির কেন্দ্রীয়স্তরে এক শীর্ষসংস্থা যা ১১টি রাজ্য-স্তরের, ৫৭টি কেন্দ্রীয়স্তরের সংস্থা এবং ৭৮৫০টি প্রাথমিক স্তরের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি নিয়ে গঠিত।

পশ্চিমবঙ্গের বেনফিশ বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মৎস্যজীবী সমবায় সংস্থা রাজ্যস্তরের এক শীর্ষ সংস্থা যার সদস্য ৮৪৫টি প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও জেলা বা মহকুমাস্তরের ১৯টি কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। এর মধ্যে দুটি কেন্দ্রীয় ও ১৭০টি প্রাথমিক সমিতি মৃতপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের মোট মৎস্যজীবীর ১৪ শতাংশ বা ৭১ হাজার প্রাথমিক সমিতির এর সদস্য।

এন সি ডি সি-র ভূমিকা : ১৯৭৪ সালে আইন সংশোধন হওয়ার পর এন সি ডি সি মৎস্যজীবী সমবায়গুলির অগ্রগতি ও উন্নতিতে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এন সি ডি সি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে মৎস্যজীবী সমবায়গুলিতে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

ক. মাছ ধরার নৌকা, জাল, ইঞ্জিন প্রভৃতি সক্রিয় মূলধনি দ্রব্যের জন্য,

খ. যানবাহন, গোডাউন, বরফ মজুতিকরণ, হিমঘর প্রভৃতির ক্ষত উন্নতি ও অগ্রগতিতে,

গ. প্রসেসিং ইউনিট স্থাপনে,

ঘ. অন্তর্দেশীয় মাছ চাষ, বীজ খামার ও হ্যাচারির উন্নতিকল্পে,

ঙ. নোনাজলে চিংড়ি চাষের উন্নতিকল্পে,

চ. ব্যবসায় গতি আনার ক্ষেত্রে শেয়ার ক্যাপিটাল বা মার্জিন মানির সহায়তায়,

ছ. সামুদ্রিক, অন্তর্দেশীয় ও নোনাজলের একত্রিত মৎস্য চাষ কর্মপরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ, মার্জিন মানি প্রভৃতিতে সহযোগিতায়,

জ. কারিগরি ও উচ্চতর বিভাগে বিশেষজ্ঞের নিযুক্তিতে,

ঝ. ম্যানেজমেন্টে ও সমাসর্দলা তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য কম্পিউটার স্থাপনে, এবং

ঞ. উপযোগী ঘটনাদির বিবরণ প্রস্তুতিতে।

গত বছর মার্চ মাস পর্যন্ত মৎস্যজীবী সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে এন সি ডি সি-র অনুমোদিত ২০৪.৭১৭ কোটি টাকার মধ্যে ১২৪.৩৬৯ কোটি টাকা এবং এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এন সি ডি সি পশ্চিমবঙ্গে অনুমোদিত ৫২০১.১৬৮ লাখ টাকার মধ্যে ২৫৪০.৯৬৫ লাখ টাকা দিয়েছে

বৃহত্তর কর্মপরিকল্পনা : ১৯৮৫-৮৬ থেকে ইন্টিগ্রেটেড ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (আই এফ ডি পি) অগ্রগতি লক্ষণীয়। এই কর্মপরিকল্পনায় ছিল মাছ ধরার আধুনিক পদ্ধতি, বাণিজ্য, প্রশিক্ষণ, কম্পিউটা-রাইজেশন প্রভৃতি।

এন সি ডি সি নিম্নের পাঁচটি ইন্টিগ্রেটেড ফিসারিজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রকল্প অনুমোদন করেছে।

১. আই এফ ডি পি (মেরিন) I — প্রজেক্ট পিরিয়ড ৮৫/৮৬-৯৪/৯৬, ব্লক খরচ ১৫২৬.০৩০, অনুমোদন ১৪০৫.৮৪০, হস্তান্তর ১৪০৫.৮৪০।

২.আই এফ ডি পি (মেরিন) II — প্রজেক্ট পিরিয়ড ১০/৯১-১৫/৯৬, ব্লক খরচ ৭০৯.৫২০, অনুমোদন ৬২৭.৪২০, হস্তান্তর ৬২৭.৪২০।

৩. বিল ফিসারিজ — প্রজেক্ট পিরিয়ড ৯৪/৯৫-৯৮/৯৯, ব্লক খরচ ৫৩৬.৮৫০, অনুমোদন ৪৩৯.৩৩০, হস্তান্তর ১৩৯.৭৬২।

৪. নোনা জলে — প্রজেক্ট পিরিয়ড ৯৫/৯৬-৯৮/৯৯, ব্লক খরচ ১৩০২.৩১১, অনুমোদন ১১১৫.৫৫৫, হস্তান্তর ১৫৭.৫০০।

৫. আই এফ ডি পি (মেরিন) III — প্রজেক্ট পিরিয়ড ১৫/১৬-১৯/০০, ব্লক খরচ ১৬৬৪ ৬৭২, অনুমোদন ১৫১২.২৬০, হস্তান্তর ১৩৯.৭২০।

মোট : ব্লক খরচ ৫৭৩৯.১৮৩, অনুমোদন ৫১০০.৭০৮, হস্তান্তর ২৪৭০.৩১২।

ভাবান্তর : অশোককুমার গিরি

■

কালিদাস রায়

জন্ম : ৯ জুলাই, ১৮৮৯ মৃত্যু : ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৫

কবিশেখর হিসাবে বিশেষ খ্যাত এই মানুষটির বাড়ি বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। শীর্ষস্থানীয় কবি, বিশিষ্ট নিবন্ধকার ও আদর্শ শিক্ষাবিদ। বাবার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ। বহু কাব্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-পুস্তক রচনার জন্য তিনি একে একে অনেক সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। আনন্দ পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী স্বর্ণপদক, বিদ্যাসাগরীয় মেমিকোত্তম, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি-লিট' প্রভৃতির স্বীকৃতিতে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। যে কোন পর্যায়ের শিক্ষক তাঁর সাথে খুবই একাত্মবোধ করেন।

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

With Best Compliments From

DSP EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(Regd. No. 3418 of 1969)

BENACHITY HOUSE
DURGAPUR - 713 204
Phone DGP 82393

বিপন্ন বিশ্ব পরিবেশ

রতন মুখোপাধ্যায়

"চারিদিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস" —

আজ পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা নিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলি যখন হৃদয়ে অহরহ বিপদের সংকেত পাঠাচ্ছে, তখন কবিগুরুর কবিতার এই লাইন দুটি রূঢ় বাস্তবের কঠিন কংক্রীটে আমাদের আছড়ে ফেলে। দূষণের হলাহলে আজ আমরা 'নীলকণ্ঠ' হয়ে গিয়েছি। দূষণের বিষাক্ত জিহ্বার লেহন আমাদের সমস্ত চেতনা, সৃষ্ট-সংস্কৃতি, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও নাগরিক সভ্যতার ওপর অহর্নিশি হেমলক আস্তরণের অবক্ষেপণ শুরু করে দিয়েছে। এত আলোচনা, এত সেমিনার হচ্ছে দূষণ নিয়ে, তা সত্ত্বেও অগ্রগতি কোথায় হচ্ছে! সেই তো গ্রমোটারের করাল গ্রাস নীল জলাশয়, সবুজ গাছ রক্ষা পাচ্ছে না, রক্ষা পাচ্ছে না উন্নত কৃষিজীবীদের হাত থেকে কোমল মেদিনী, হারিয়ে যাচ্ছে বিচিত্র প্রাণী জগৎ, লুপ্ত হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী কীট-পতঙ্গ। সেখানে তো শান্তির ললিতবাণী ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হচ্ছে। সামগ্রিক চেতনার উন্মেষ কোথায় হচ্ছে! আসলে আমরা জ্ঞান পাপী, আমরা যারা সভ্য সমাজের 'প্রতিভূ' হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিই, — সেই আমরাই পরিবেশ দূষণ নিয়ে জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছি, মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছি — পরিবেশ রক্ষাকারী কর্মসূচির। কিন্তু তার পরেই ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে মুক্ত পরিবেশে, জলাশয় ভরাট করে, গাছ কেটে — কংক্রীটের জঙ্গলের ভিত্তি স্থাপন করছি। এই পরস্পর বিরোধী চরিত্রই আজ আমাদের পৃথিবীর উন্মুক্ত লীলাক্ষেত্রে 'আত্মঘাতী' করে তুলেছে।

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে ১৯৭২ সালের এই জুন যখন সুইডেনের স্টকহোমে বিশ্বের প্রথম দূষণ বিরোধী সম্মেলন বসে তখন পরিবেশকে কলুষমুক্ত করার অঙ্গীকার, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা, পরিবেশবিদরা করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও গঙ্গা, গঙ্গা, কোসলা, টেমস, ইয়াং-সি-কিয়াং দিয়ে অনেক স্রোতের জল বয়ে গেছে, কিন্তু এই চব্বিশ বছরে সেই স্রোতের জল তার সুস্বচ্ছ-সাবলীল গতি হারিয়ে, দূষণের বিষে ভারী হয়ে মৃত্যু গতিতে পরিণত হয়েছে। এই চব্বিশ বছরে বিভিন্ন পারমাণবিক পরীক্ষা ও বিস্ফোরণ পৃথিবীর আবহাওয়া নষ্ট করেছে। শিল্পের-অগ্রগতি, আধুনিক প্রযুক্তির গতিশীলতা আকাঙ্ক্ষা, আজ জন-জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আজ মনুষই মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নব জীবনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করছে।

এক সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে আমাদের দেশে সবুজ শতাংশে জলই দূষণের কবলে। ফলে বিভিন্ন ব্যাধি বাড়ছে, নতুন ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে বছরে গড়ে প্রায় সোওয়া মাস কেজি 'ওয়ার্কিং ডে' নষ্ট হচ্ছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে যেখানে পেট্রোল পাম্প আছে, সেখানে আশে পাশে যাঁরা থাকেন-তাঁদের মারাত্মক রকম দূষণ হচ্ছে। মাটির নিচে যে ট্যাঙ্কে পেট্রোল রাখা হয়, সেই ট্যাঙ্ক লিক করে মাটিতে পেট্রোল মিশছে, আর তা মাটির নিচের জলের সংস্পর্শে আসছে। সেই জল মানুষ পান করছে, আর তারা রোগগ্রস্ত হচ্ছে এই তথ্য জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে কর্মরত ভূবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডিগ্রিবরেল হোড। তিনি আরও বলেছেন মাটির নিচের জলে নানারকম রাসায়নিক বস্তু মিশে যাওয়ার ফলে দূষণ সংক্রান্ত ব্যাপারটি খুব কমই গোচরে এসেছে।

অন্য এক সমীক্ষার প্রকাশ — জনসংখ্যার চাপে পৃথিবী আজ এতই ভারাক্রান্ত যে ২১১৬ সালে কোনও নবজাতকের জন্য দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে পৃথিবীর কর্ষণযোগ্য জমির সবুজ ভাগই ইতিমধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আজকাল খাদ্যের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। কিন্তু অতিরিক্ত অজৈব সার ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অনেক জমিই উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যেখানে এক ইঞ্চি পুরু মাটি তৈরি করতে প্রকৃতির পাঁচশো বছর লাগে, সেখানে বছরে ষাট থেকে সত্তর লক্ষ হেক্টর মাটি ধ্বংস হচ্ছে। শিল্পায়নের সঙ্গে নাগরিক জীবনের উন্নতির প্রতিযোগিতা অবশ্য সম্পদকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতে বছরে প্রায় দশ লক্ষ হেক্টর কৃষিভূমি দোষী মানুষের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল কেটেই তৈরি হয়েছিল দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ, টাটা, রাউরকেল্লার শিল্পাঞ্চল। এখনও এই ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নর্মদা বাঁধ প্রকল্প, সুবর্ণরেখা প্রকল্প, পালঘাট বিদ্যুৎ প্রকল্প। অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। মাটির নিচে কয়লা, গ্যাস, খনিজ তেল, রাসায়নিক জ্বালানীর ভাণ্ডার আর বড়জোর একশো-দেড়শো বছর আমাদের রসদ জোগাবে। তারও একশো বছরের মধ্যেই সমস্ত খনিজ বস্তুর ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে। বাতাসে মিশেছে বিভিন্ন গ্যাসের বিষ। কলকাতার রাস্তায় কেউ যদি নাগাড়ে দশ-বারো ঘন্টা দাঁড়ায়, তার ক্যান্সার হতে পারে, কারণ এখানকার বাতাসে মিশে আছে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রো-কার্বন।

পরিবেশ দূষণ যতটা হয়েছে, তার চেয়েও অনেক কম শতাংশে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ দেখা গেছে। তবুও আশার কথা অনেক দেরিতে হলেও মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও শহরে ধরিত্রী সম্মেলন হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সরকার অনেক কল্যাণমুখী কর্মসূচি নিয়েছেন পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য। সুস্থ পরিবেশ হত্যাকারীদের জন্য অনেক আইন হয়েছে।

আমাদের দেশের সরকারও পিছিয়ে নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন ভারতকে দূষণমুক্ত করার জন্য। আমাদের রাজ্য সরকারও এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। নবগঠিত মন্ত্রীসভায় পরিবেশ সংক্রান্ত দপ্তর একটি মাত্রা পেয়েছে। কিন্তু এগুলি রূপায়ণ করতে গেলে আমাদের মত সাধারণ নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে — সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করার জন্য। ■

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies In South-East Asia.

Memari	Mem.-430 &282
Shankarpur	Mem.-533
Radhakantapur	Mem.-376; Stag - 70368
Bohar	Stag - 70246
Madhyamgram	Stag-70388
Matiswer	
Burdwan.	

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Service *21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.*

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

হতভাগ্য জীবনে খুশির ঝলক

কেরালার এর্ণাকুলম থেকে বাসে দু'ঘণ্টার দূরত্বে ছোট্ট শহর থোদুপুজা। ঘন সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে ৬০ কিমি ব্যাপী রাস্তার নজরে আসবে টিক্ এবং রবার গাছের সারি। এর একদিকে কুতাত্তাপুর এবং আরকুলাম। এই রাস্তাটি বিখ্যাত ইডুক্কি বাঁধের দিকে গিয়েছে। যখন এখানে থামবেন, দেখবেন রাস্তার ধারে পোতা মাইলস্টোন আপনাকে জানাচ্ছে ইডুক্কির দূরত্ব ৪২ কিমি, এবার আপনি আপনার ডানদিকে তাকান, দেখবেন ঘন গাছের চূড়া ভেদ করা একটি গির্জা — ঠিক যেন কোন পোস্টকার্ডে রঙিন আলপনা। আপনি আরও দেখবেন ঘন রবার, কাঁঠাল এবং টিক গাছের মধ্যে উপত্যকার মাঝামাঝি উচ্চতায় অন্য একটি বাড়ি। এটি 'গীতা কুটির' যা ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে উদ্বোধন হয়েছিল। এক দম্পতির ব্যক্তিগত ক্ষতি তাদের অনুপ্রাণিত করে জনকল্যাণমূলক কাজে। যার ফলশ্রুতি স্নেহ ভালবাসায় নির্মিত এই কুটির। একটা রাস্তা এঁকে বেঁকে উপরে গীতা কুটিরের প্রবেশ পথে মিশেছে। প্রবেশপথের ডানদিকে একটি হাস্যময়ী বালিকার ছবি — ছবির নিচে লেখা গীতা থেরিয়ান এলেক্সিকল্, ২৯-৭-১৯৭৪— ২৩-১১-১৯৮৩।

আমাদের গাড়ির শব্দে একদল হাস্যোজ্জ্বল কচিকাঁচা এগিয়ে এল। দলের সবচেয়ে বড়টির বয়স সাত। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি টলমল পায়ে এগিয়ে এসে আমার হাতের আঙুল ধরে ভিতরে যাওয়ার জন্য টানতে লাগল। গৃহহীন ও অবহেলিত বালিকাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহদের জন্য গীতা কুটির। এই কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা মার্সিজোস থেরিয়ান বললেন — এই কুটিরকে আমরা অনাথ আশ্রম বলা অপছন্দ করি। কারণ এখানে সেইসব মেয়েরা থাকে যাদের পিতামাতা তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে বা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না। আমরা এরূপ অসহায় বালিকাদের খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করি এবং যতদিন না তাদের বয়স ১৮ থেকে ২১ হয় অথবা তাদের বিয়ে শাদী না হয় অথবা আর্থিক স্বনির্ভর না হয়। বর্তমানে এখানে এরূপ দশ জন বালিকা আছে। মার্সি জানালেন এ বছর আরও দশ জন নতুন বালিকা রাখবেন এবং এভাবে সত্তর জন পর্যন্ত বালিকাকে রাখার পরিকল্পনা আছে।

মার্সি থোদুপুজা থেকে দূরের ইতালিতে ডাক্তারি শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানে কেরালারই সন্তানবিশারদ জোস থেরিয়ানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তীকালে তাঁরা উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয় ইতালির ট্রেন্তোতে বসবাস শুরু করেন। এখানে তাঁদের কন্যা গীতার জন্ম হয়। গীতা নয় বৎসর বয়সে একজন বন্ধু সাঁতারু হয়ে ওঠে। ১১৮৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে গীতা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা যায় গীতা দুরারোগ্য রক্তের ক্যান্সারে ভুগছে। বোলোনা হাসপাতালে তার চিকিৎসা শুরু হয় এবং এর দু'মাস পরে ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে তার মৃত্যু হয়। গীতা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় কিন্তু পেছনে রেখে যায় তার অসংখ্য স্মৃতি। স্নেহের আশীর্বাদ, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীর টুপি, লাড়ি পরিহিতা অবস্থায়, জেনিতাতে অবকাশ যাপনের দিনগুলি — ছবিগুলো এক স্মৃতি হয়ে আছে।

মার্সি এবং জোস থেরিয়ান তাঁদের একমাত্র সন্তান হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। নিজেদের ব্যথা বেদনাকে ভুলে সান্ত্বনা খোঁজার জন্য সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের পথ বেছে নিলেন। গীতার মত বালিকা শিশুদের সব সময় কাছে পাওয়ার জন্য বালিকা আবাস নির্মাণ তাঁদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। থোদুপুজার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ঘন সবুজ ঢালু মনোরম উপত্যকায় এই জমি তাঁরা কিনেছিলেন। এই গ্রামটি খুবই সুন্দর। খোলামেলা পরিবেশে ছিমছাম বাড়ি, তাদে লাগোয়া রান্নাঘর, পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছন্ন বাথরুম, শিশুদের লেখাপড়া করার ঘর এবং খেলাধূলার জন্য প্রচুর জায়গাসহ বিভিন্ন ঘরে উজ্জ্বল রঙিন পর্দার উপস্থিতি এই পরিবেশের সঙ্গে খুবই মানানসই। শিশুদের ঘরের মধ্যে প্রতি বিছানায় বিভিন্ন রঙের হিমালয়ান ভল্লুক খেলনা। শিশুরা কেউ কেউ এই খেলনা নিয়ে, কেউ বা ক্যারাম বোর্ড, সটল্ বক্স নিয়ে আনন্দে খেলা করছে। আবার কেউ বা বাগানের মধ্যে ছোট ছোট সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগানে বিভিন্ন রকমের প্রচুর ফলের গাছ আছে। পেয়ারা, নারকেল, আম, আনারস, লিচিরে যাওয়া জোলনরিচ গাছ, কুটস্ ফুলজুরে আনরে ফুলগাছ, বিভিন্ন বাহারি গাছ — এসব কিছু নিয়ে চারিদিকে এক শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সমস্ত এলাকাকে এক অপার্থিব শান্তিতে ভরিয়ে রেখেছে। বাগানের ঠিক নিচে এ দৃশ্যপটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা পার্বত্য নদী পার্বত্য পরিবেশে এক নিবিড় প্রশান্তি করে নিয়ে চলেছে।

নদীটি ছুঁড়িয়ে অদূরে কাঞ্চিপালায় সেতুর উপর দিয়ে মালাভাট্টম যাওয়ার রাস্তা। এই রাস্তা দিয়েই বালিকারা স্কুলে যায়। শিশুদের চিকিৎসার জন্য পাশেই রয়েছে হাসপাতাল। নদীর গা ঘেঁসে রয়েছে গোশালা। কিছু বেতনভুক কর্মী গরুদের দেখাশোনা করে। এই গোশালা থেকে পাওয়া গোবর দিয়ে তৈরি গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের গ্যাস দিয়ে রান্নার কাজ চলে। মার্সি ইতালি থেকে আধুনিক প্রযুক্তি আমদানি করে বিভিন্ন কাজে সুবিধা করেছেন। ডাঃ থেরিয়ান অবশ্য এখনও ইতালির হাসপাতালে কাজ করছেন। এই কুটির নির্মাণের সময় মার্সি এক বছর ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে প্রায় সারা বছর শিশুদের সাথে থাকেন 'মা' ডাক শোনার জন্য। স্থায়ীভাবে বসবাস এবং ছোট শিশুদের দেখভালের জন্য খুব শীঘ্র এই দম্পতি এখানে আসার পরিকল্পনা করেছেন।

কয়েকমাস আগে পাঁচমাস দিন বয়সের এক পরিত্যক্ত শিশুকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল গীতা। এই গীতা এখন কুটিরের সমস্ত আবাসিকদের কাছে ভীষণ প্রিয়।

মার্সিকে দেখে মার্সির গাড়িতে চড়ার জন্য

বালিকারা হৈচৈ শুরু করল। মার্সি তাদের এক চক্কর ঘুরিয়ে আনলেন। প্রবাদ আছে আনন্দকে ভাগ করে নিতে পারলে তা উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। শিশুদের সাথে মার্সির এই মেলামেশা না দেখলে প্রবাদটির সার্থকতা অনুধাবন করা যেত না। মার্সি একটা ইতালিয়ান প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু করলেন, শিশুরা চক্রাকারে তাঁকে ঘিরে একে অপরের হাতে হাত মিলিয়ে মার্সির সাথে গলা মেলাল। কি আশ্চর্য সুন্দর এই কুটিরের পরিবেশ। হতভাগ্য শিশুদের মুখে আনন্দ, হাসি, জায়গাটা ভীষণ পবিত্র করে রেখেছে। মার্সি জানালেন গীতার জন্য তিনি সুন্দর সুন্দর ছবি, বিভিন্ন মূর্তি, অসংখ্য জামাকাপড় সংগ্রহ করেছিলেন যাতে গীতা বড় হয়ে এগুলো সদ্ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মার্সির আশা পূরণ হল না। বর্তমানে কুটিরের শিশুরা এইসব সামগ্রী ব্যবহার করছে। মার্সি বললেন গীতা ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছিল এবং তাঁর প্রয়োজনে সেই সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়েছেন এবং এই বোধই তাঁর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় ও মজবুত করেছে। তাঁর কাজে সাফল্য এনে দিয়েছে।

যখন আমি গীতা কুটির থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। তারা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট সাইকেলগুলো চড়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিন্তু যখন ছবি তোলার জন্য তাদের সারিবদ্ধ করা হল তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এল। মার্সি চান না এই শিশুদের ছবি প্রকাশ হোক, কারণ এই শিশুরা যখন বড় হবে তখন তারা ছবি দেখে জানবে তারা অনাথ ছিল। মার্সি ঠিক করেছেন বড়দিনে ভীতি যাতে গ্রাস করতে না পারে সেজন্য তিনি কেবলমাত্র ছয় বৎসরের নীচে বালিকাদেরই এখানে রাখবেন। শিশুরা যাতে ধীরে ধীরে তাদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারে সেজন্য যেকোন অসহায় শিশুর খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে আছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সন্তুষ্টির জোরে অপরের জন্য কিছু করা যায় তার উদাহরণ এই গীতা কুটির।

■ কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জি

[এমন অনেক 'গীতা কুটির'-এর প্রয়োজন দেশের প্রান্তে প্রান্তে রয়েছে। এই সচিত্র কাহিনীটি সহৃদয় শিশুমন বা কুটিরেরও অনুপ্রেরণার কাজ করতে পারে — সম্পাদক]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : দি হিন্দু, মার্চ ১৯৯৬

মাছ উৎপাদনে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ বিগত ১৯৮০-৯০ সাল থেকে ক্রমশ মাছের উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য নয়টি রাজ্যের বছরওয়ারী মোট মাছের উৎপাদন হাজার টনের হিসাবে নিচে রাখা হল। সপ্তম ক্রমিকে অন্যান্য রাজ্যের উৎপাদন পরিমাণের সাথে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের উৎপাদনের পরিমাণও দেওয়া হল। পরিশেষে সারা ভারতের মোট উৎপাদনের পরিমাণও জানানো হল। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সমবায়গুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্যের নাম	৮৯-৯০	৯০-৯১	৯১-৯২	৯২-৯৩	৯৩-৯৪	৯৪-৯৫
১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	২৪৫.৮	২৫৬.৬	২৬৪.৭	২৬৪.৬	৩২৫.০	৩৫০.০
২.	বিহার	১৫৬.৬	১৫৯.৯	১৮৫.০	১৬৪.১		২০২.০
৩.	গুজরাট	৫৫৯.৫	৫৪৫.০	৫৫৭.০	৬৩৮.০	৬৭৪.০	৭০৫.০
৪.	কর্ণাটক	২৪২.০		২৪৫.৮	২৫৯.৯	২৪৯.৫	২৬০.০
৫.	কেরালা	৫৬৯.০		৫৬৫.১	৫৩৪.৪	৬২০.০	৬৭৫.০
৬.	মহারাষ্ট্র	৪৪০.০		৪৫৫.৪	৪৬৪.৭	৪৩৩.৪	৪৬৫.০
	ওড়িশা	১৫৩.৮		১৮২.৯	২১০.১	২০২.৩	২৪৮.০
৮.	তামিলনাড়ু	৩৬৪.০	৩৭১.০	৩৮৫.০	৪০৬.০	৪২৫.০	৪৭২.০
৯.	পশ্চিমবঙ্গ	৬০১.০	৬৮০.০	৭০৪.০	৭৫৭.০	৮০৬.০	৮৫১.০
১০.	অন্যান্য	৪৪২.২	৪৮৫.৭	৫৮১.৭	৬৮০.৫	৭১৫.০	৭০২.০
	মোট (সর্বভারতীয়)	৩৬৭৬.৯	৩৮৫৫.৯	৪১৫৬.৬	৪৩৬৫.৩	৪৬৮০.৯	৪৯৫০.০

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses for the Year 1996-97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period		Intake Capacity	Remarks
				From	to		
C. C. M. UTTARPARA		2nd Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	8.4.96	26.7.96	55	Institutional candidates
		Management Development Course for Chairman/Secretary and Directors of PACS	1 Week	5.8.96	9.8.96	30	Sponsored by Hooghly Dist Central Co-op Bank
		Course for Auditors of Coop Societies on Bank Audit	2 Weeks				Sponsored by Directorate of Coop Audit
		Leadership Dev. Course for (Weavers) Coop Societies	1 Week				
	5.	S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA					Sponsored by DRDA, Hooghly
	6.	Workshop-cum-orientation Course for the adopted societies.					For Directors & Managers of adopted Societies
		S. T. Course for Pradhans & one Woman member of Gram Panchayet on DWCRA	4 Days				Sponsored DRDA, Hooghly
	8.	3rd Diploma Course on Coop Management					Sponsored by Director of Coop Audit
		S. T. Course for Pradhans & one woman member of Gram Panchayet on DWCRA	4 Days				Sponsored by DRDA Hooghly
		S. T. Course for Group leaders & one additional member of DWCRA	4 Days	30.12.96	4.1.97	30	— Do —
		Course on Urban Coop Banks/ employees' Coop Banks/Empl Coop Credit Socy.	1 Week	24.2.97	28.2.97	30	Sponsored by W.B. State Federation of Urban Credit Societies with course
	12.	S. T. Course on Salesmanship (Tantuja)	2 Weeks	3.3.97		30	Sponsored by TANTUJA
	13	S. T. Course for Group leaders and one additional member of DWCRA	6 Days	17.3.97	22.3.97	30	Sponsored by DRDA Hooghly
C. C. M. BARUIPUR	1.	2nd Diploma Course in Coop. Management.	16 Weeks	15.4.96	2.8.96	40	Institutional candidates
	2.	Workshop-cum-Orientation course for the adopted societies	1 Week	19.8.96	23.8.96	25	Directors & Managers of adopted Societies
	3.	S. T. Course on deposit Mobilisation		26.8.96	30.8.96	30	Employees & Directors of PACS
		S. T. Course on deposit Mobilisation	1 Week	9.9.96	13.9.96	30	Employees & Directors of PACS
	5	Management Dev. Course for Labour Contract & Construction Society	1 Week	23.9.96	27.9.96	30	Directors of Labour Contract & Construction Coop Socy
	6	Leadership Dev. Course (Fishery)	1 Week	7.10.96	11.10.96	30	For non-official leaders of Coop Socys
		S. T. Course on Handloom Cooperatives	10 Days	13.11.96	22.11.96	30	Employees & Directors of Handloom Coops
	8.	S. T. Course on Handloom Cooperatives	10 Days	4.12.96	13.12.96	30	Employees & Directors of Handloom Coops
	9.	Leadership Dev. Course for PACS of Burdwan	1 Week	30.12.96	3.1.97	30	For non-official leaders of PACS in collaboration with B.C.C. Bank
	10	Leadership Dev. Course for PACS in Nadia	1 Week				For non-official leaders of PACS in Collaboration with B.C.C. Bank
		Management Dev. Course for Fishery Coops.	1 Week		7.2.97	30	For Directors of Fishery Coops.
	12.	Management Dev. Course for Industrial Coop	1 Week		22.2.97	30	Directors & employees of Industrial Coops. (Sponsored by Concerned C.C. Bank & Coop Cell of Dte. of Cottage & Small Scale Industries.)

Calendar of Course For The Year 96 - 97

Name of the Centre	Sl No.	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	13	Orientation course for the employees of PACS	1 Week	3.3.97	7.3.97	30	Employees of PACS, already completed the J.B.C.
C. C. M. JHARGRAM	1	3rd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	24.6.96	11.10.96	40	Institutional Candidates
	2	Leadership Dev Course (Housing)	1 Week	4.11.96	8.11.96	20	Non-official leaders of Housing Coops.
	3	Leadership Dev Course for Women Urban Credit Coop Societies.	1 Week	18.11.96	22.11.96	25	For leaders of women Urban Credit Coops.
		Leadership Dev. Course - normal	1 Week	2.12.96	6.12.96	30	For non-official leaders of Coop. Movement.
	5	Workshop on Coop Statistics	1 week	9.12.96	13.12.96	25	In collaboration with Cooperation Directorial Statistics Cell)
		4th Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	16.12.96	4.4.97	40	Institutional candidates.
C. C. M. KALIMPONG		D.W.C.R.A Course	(6 days) 1 Week	8.7.96	13.7.96	25	In collaboration with DRDA, Darjeeling
	2.	Pradhan & Lady G. P. Members	4 Days	22.7.96	25.7.96	25	-Do-
	3	D.W.C.R.A. Course.	(6 days) 1 Week	12.8.96	17.8.96	25	-Do-
	4	Pradhan & Lady G. P. Members	4 Days	26.8.96	29.8.96	25	-Do-
	5	D.W.C.R.A Course	(6 days) 1 Week	9.9.96	14.9.96	25	-Do-
	6.	Pradhan & Lady G. P. Members	4 Days	23.9.96	28.9.96	25	-Do-
	7	Leadership Dev. Course for Urban Coop Bank and Employees Credit Society.	1 Week	7.10.96	11.10.96	25	In collaboration with W.B Urban Credit Federation.
	8	2nd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks		21.2.97	25	For institutional candidates.
	9.	Leadership Dev. Course for women	1 Week		14.3.97	25	Women leaders of Coop. Sanys.
	10.	Leadership Dev. Course for Industrial	1 Week		21.3.97	25	Leaders of Coop Societies.
C. C. M. BALURGHAT		2nd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	3.6.96	20.9.96	40	Institutional candidates.
	2	S.T. Course on Fertilizer Business	1 Week	23.9.96	27.9.96	30	Employees of PACS & PAMS.
	3	S.T. Course on banking for employees & Directors of Urban Banks & Empls. of Societies	1 Week	7.10.96	11.10.96	30	In collaboration with Federation of Urban Banks
		L.D. Course for Housing Cooperatives	1 Week	14.10.96	18.10.96	20	In collaboration with C.M.A. Housing.
	5.	S.T. Course on Deposit Mobilisation	1 Week	4.11.96	8.11.96	30	Employees of PACS.
	6.	Leadership Dev. Course - Normal	1 Week	2.12.96	6.12.96	30	Non-official leaders of Coop. Sanys.
		S.T. Course on consumer Business	1 Week	16.12.96	20.12.96	30	For employees of Consumer Cooperatives & PACS.
	8.	S.T. Course on deposit Mobilisation	1 Week	6.1.97	13.1.97	30	For employees of PACS.
	9	S.T. Course on Fertilizer business	1 Week	5.2.97	9.2.97	30	For employees of PACS and PAMS.
	10	S.T. Course on Fertilizer business.	1 Week	19.2.97	23.2.97	30	For employees of PACS and PAMS.
		S.T. course on Consumer business	1 Week	4.3.97	8.3.97	30	For employees of Consumer Cooperatives and PACS.

Calendar of Course For The Year 96 - 97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. JALPAIGURI	1.	S. T. Course for DWCRA group leaders and one additional member	6 Days	8.7.96	13.7.96	30	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for DWCRA group leaders and one additional member		22.7.96	27.7.96	30	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA	4 Days	6.8.96	9.8.96	20	In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for Prodhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA					In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	5.	S. T. Course for Prodhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA	4 Days				In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	6.	S. T. Course for Prodhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA					In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for group leader on DWCRA					In collaboratin with DRDA Jalpaiguri
	8.	S. T. Course for Engineers Cooperatives.					Non-official leaders of Engineers Cooperative Societies
	9.	S. T. Course on Banking Audit					In collaboration with Audit Directorate
		S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S. T. Course for group leaders and one additional member of DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		Leadership Dev. Course Normal					Leaders of Coop Societies
		2nd Diploma Course in Coop Management					Institutional Candidates

যে সকল বই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে পাওয়া যাচ্ছে

	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী (৩য় সংস্করণ)	অসীম রায়	১০০.০০
	সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (২য় সংস্করণ)	হরিকেশ লাহিড়ি ও অরুণ চক্রবর্তী	২০.০০
	স্ব-কর্মদান সমবায়ের নানা দিক	মণিকা পণ্ডিত	১২.০০
	সমবায় বিষয়ক বিবিধ কমিটি	অসীম রায়	৫০.০০
	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও প্রয়োগ বিধি (২য় সংস্করণ)	অমিয় মজুমদার ও সুশীল মিত্র	১০.০০
৬।	রি-অর্গানাইজেশন অফ রুরাল ক্রেডিট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল	ডঃ ডি ডি রায়	৫৫.০০
৭।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন (১৯৮৩) প্রসঙ্গে		৬.০০
৮।	মজুরীর দৃষ্টিতে সমবায়	নির্মল বসু	০.৭৫
৯।	সমবায় অবাসন	অমিয় মজুমদার	১০.০০
১০।	সমবায়ে মহিলা	—	১.৫০
১১।	সেলসম্যান সহায়ক	উষা চৌধিক	৮.৫০
১২।	বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের বই-পত্র (উপ-বিধি) ও ওই সংক্রান্ত অবশ্যকীয় কর্ম		প্রতি কপি ৫.০০

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সিটি অফিস কাউন্টারে প্রতি কাজের দিন ৩টা পর্যন্ত বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

নেতৃত্ব বিকাশ শিক্ষণক্রমে নাম পাঠাবার প্রোফর্মা

WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE UNION

4, Gangadharbabu Lane, Calcutta - 700 012

1. Name of the candidate (in block letter)
2. (a) Present Address
   (b) Permanent Address
3. Age / Date of birth
4. Academic qualification
5. Training in co-operation, if any
6. Name & Address of the Society to which the candidate is attached
   (a) Designation
   (b) Experience
7. Where the Society has any dues payable to C.E. Fund in terms of Audited Balance Sheet of the Society.
8. Name of the Centre in which admission is sought.
9. Whether undergone any Leadership Development Course (in the State/outside the State). If the answer is yes, kindly mention the name of Centre, year and period of undergoing the course.
10. Whether the candidature has been approved in the Board Meeting of the Society/Chairman's order under Rule 50 (enclose ture copy of relevant resolution).
11. any other information Short note on performance of the sponsoring society along with problems faced which requires discussion in the course.

I, the undersigned, declare that the above information are correct. I agree to abide by the rules of the concerned Centre for Co-operative Management (CCM). I further agree to join the course, if selected.

Date

Signature of the participant

Memo No. ..... Dt. .....

Forwarded in original to the Principal, CCM ..... for information and necessary action. Candidates may be admitted in the Leadership Development Course commencing at his Centre from ..... Concerned candidate may be informed directly from his end well ahead of commencement of the course with an intimation to this office.

Signature of the Secretary / Chief Executive Officer of the
Sponsoring Society / Dist. Co-op. Union

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং ঃ সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত ঃ ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্যান্য বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র ট্রান্সপোর্ট বিলাস দ্রব্য, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, শাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য ঃ

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	৯৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে ।

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের সুসংহত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

সমবায় সমাচার

সমবায়মন্ত্রী অভিনন্দিত

গত জুন মাসের ১১ তারিখে বেলা ৩টায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালন পর্ষদের সমস্ত সদস্যের উপস্থিতিতে নগর কার্যালয়ে রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে অভিনন্দন জানানো হয়। ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ প্রারম্ভে সমবায়মন্ত্রীকে সশ্রদ্ধ স্বাগত জানান ও তাঁর প্রস্তাব অনুসারে সংস্থার পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুশান্ত ব্যানার্জি পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করেন। সভাপতি শ্রীঘোষ ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ সমবায়মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের সাম্প্রতিক চিত্রটি তুলে ধরেন।

সুনীল ঘোষ, সভাপতি ঃ (১) প্রবীণ রাজনীতিক ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে সমবায় মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি বেসরকারি সমবায় আন্দোলনের অভিজ্ঞতায়ও সমৃদ্ধ, শুধু রাজ্যের নয়, জাতীয় ক্ষেত্রেও। এর আগেও তিনি দুবার মন্ত্রী হয়ে এ দপ্তর পরিচালনা করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের দাবি সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বেসরকারি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে অবিলম্বে একটি সুষ্ঠু কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের উদ্যোগ নেবেন। (২) সমবায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তিক করার জন্য প্রথমে প্রাথমিক সমিতি তারপর কেন্দ্রীয় সমিতি ও সবশেষে শীর্ষ সমিতির নির্বাচনের ব্যবস্থা করা দরকার। (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিকাংশে উন্নয়ন বিভাগের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সার্বিক আর্থিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের ওপর থাকলেও সমবায় আন্দোলনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, প্রচার, পরিষেবা প্রভৃতি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অনিয়মিত ও অবৈজ্ঞানিক আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। বিষয়টি সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। (৪) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির সার্বিক প্রশিক্ষণ সক্ষমতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহারও হচ্ছে না। পঞ্চায়েত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমাজ কল্যাণ প্রভৃতি দপ্তরের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন মেটানোর কাজে আমাদের প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোকে সদ্ব্যবহার করতে হচ্ছে। সমবায় আন্দোলনের অনুকূলে সদ্ব্যবহারের ভাবনা আমাদের ভাবতে হবে। (৫) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির কার্যালয়-আবাসন-গ্রন্থাগার ও কর্মনিবাসের অবস্থা জরাজীর্ণ। বড়শুল ও ঝাড়গ্রাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দুটির ঘরগুলি প্রায়শ উইয়ে দপ্তরের। সেগুলির সংস্কার হয় না বললেই চলে। যে কোন সময় বড় রকমের বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ বিষয়ে নিয়মিত মেরামতের আয়োজন করতে হবে।

নিশির ওঝা, সহ-সভাপতি ঃ সমবায় আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ থেকে মহাজনদের উৎখাত করেছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির সক্রিয় ভূমিকায় গ্রামে কৃষির ক্ষেত্রে ঋণদান অনেক বেড়েছে। তবে যাদের পরিশ্রমে এই অগ্রগতি তাদের নিজস্ব আর্থিক দিক থেকে ভাবা হচ্ছে না। ১৯৮২ সালের ২৩ এপ্রিল বাখিল করা 'দে কমিটির' সুপারিশগুলি আজও কার্যকর করা হয়নি, করা দরকার।

মধুসূদন ঘোষ, পরিচালক ঃ সমবায় কৃষি ঋণ আন্দোলন খুবই সঙ্কটে পড়েছে। তার কতকগুলি কারণ হল দে কমিটির সুপারিশ কার্যকর না করা, কম ক্যাডার কার্যক্রম ঠিকমত কার্যকর না থাকা, প্রাথমিক পর্যায়ে পাওনা আসল ও সুদের উল্লেখযোগ্য হারক প্রভৃতি। অবিলম্বে এগুলি প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

নিশির সেন, পরিচালক ঃ সমবায় আইন ও নিয়মাবলীর দ্রুতগতি দূর করে গঠনমূলক সংশোধনীর ব্যবস্থা সরকারকে অবিলম্বে করতে হবে।

অম্বিকা দত্ত, পরিচালক ঃ সমবায় সমিতি সমূহের 'অডিট রিপোর্ট' আইন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আনুষঙ্গিক গতিবেগ সঞ্চারের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে।

রঞ্জন সেন, পরিচালক (কর্মচারী প্রতিনিধি) ঃ (১) সমবায় সংস্থার প্রতি কর্মচারিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আনুকূল্য ও আপনবোধ নিশ্চিত করার জন্য কর্মী সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সমবায় সংস্থা ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতার বাতাবরণ বজায় রাখা দরকার। এই উদ্দেশ্যে কর্মী সংগঠনের দাবিদাওয়া শ্রবণ ও বিবেচনার উপযুক্ত সুযোগ প্রসারিত হওয়া উচিত। (২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের নিজস্ব কোন সমবায় ভবন নেই অন্যান্য অনেক রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের তা কিন্তু আছে। আমাদের নিজস্ব জমি আছে। তার ওপর ভবন নির্মাণের আনুষঙ্গিক সাহায্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা চাই।

অভিনন্দন জানানোর জন্য সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ভবাবী ভাষণে তিনি বলেন, সমবায় ক্ষেত্রে অনেক কিছুই করার আছে। আর এটা করতে হবে গরিব ও নিম্নবিত্তদের স্বার্থেই। গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্বের জন্যই এটা দরকার। তবে সমবায় দপ্তরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে যতটা পারা যায় তা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। আইনের অসঙ্গতি যেমন দূর করা প্রয়োজন, তেমনি সময়মত অডিট রিপোর্টও পাওয়া দরকার। এ বিষয়ে তো কোন দ্বিমত নেই। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্গতি ও পরিকাঠামো যে দুর্বল সেটা তার জানা। তবে আন্দোলন সফল না হলে ইউনিয়নকে সফল করা কঠিন। তবু তিনি সরকারের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সমবায়মন্ত্রীর উপস্থিতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সভাপতি সুনীল ঘোষ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

■ নিজস্ব প্রতিনিধি

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভারতশ্রেষ্ঠ সমবায়ীর সম্মান লাভ

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয় কেডারেশন (ন্যাফসকব) ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য শ্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতশ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসাবে নির্বাচিত করেছে। নির্বাচক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন ন্যাবার্ডের চেয়ারম্যান শ্রী সি কোটাইয়া ; নির্বাচন হয়েছে সর্বসম্মত। পশ্চিমবঙ্গের একজন সমবায়ী সর্বপ্রথম এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন। আগামী ২০শে জুলাই চণ্ডীগড় শহরে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্বর্ধিত করা হবে এবং সাম্মানিক পুরস্কার হিসাবে একটি শংসাপত্র, নব্বই হাজার টাকা ও একটি শাল উপহার দেওয়া হবে

শ্রী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্য পশ্চিমবাংলার সমবায় আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও নির্বাচকমণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সুনীল ঘোষ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

পরিবেশ আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতার বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে কার্বন-মনোক্সাইড ও সীসার পরিমাণ যথাক্রমে ৭০০০-১০,০০০ এবং ২০০-৩০০ মাইক্রো-গ্রাম। মানুষের পক্ষে বাতাসে কার্বন-মনোক্সাইড ও সীসার নিরাপত্তা সীমা হল প্রতি ঘনমিটারে যথাক্রমে ৫০০ ও ১০ মাইক্রো-গ্রাম। অতএব সহজেই বোঝা যায় আমাদের কলকাতার পরিবেশ বিপজ্জনক সীমায় রয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি স্তরে তাই আন্দোলন দানা বাঁধছে। পরিবেশ সচেতনতা প্রসারে উদ্যোগী ভূমিকা নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল-কলেজ, কর্মচারী সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন। আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই। আগামিকালের জন্য অপেক্ষা না করে আজই শুরু হোক আমাদের উদ্যোগ, আজ থেকেই শপথ নিয়ে যাত্রা করি পরিবেশ রক্ষার অভিযানে।

অনেকেই দূষণ প্রতিরোধে আয়োজন করছেন বিতর্ক, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কিংবা আলোচনা সভা। বর্জ্য পদার্থকে কাজে লাগানোর জন্য বিশিষ্ট গবেষকদের নিয়ে তৈরি হয়েছে 'নোডাল রিসার্চ সেন্টার'। এছাড়া জঞ্জাল স্তূপে কলকাতা পুরসভা ও পি পি চক্র গুপের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে সবুজায়নের প্রকল্প।

১৯৭২ সালে সুইডেনের স্টকহোমে পরিবেশ সম্পর্কে প্রথম বিশ্ব সম্মেলনে ১১৩টি দেশ যোগ দেয় ও পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের স্বার্থে একটি দলিল তৈরি হয়। এই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবসরূপে ঘোষণা করা হয়।

২০ বছর পরে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরো-তে ১৭৫টি দেশ মিলিত হয়েছিল। একটি বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানরা যুক্ত হয়ে আলোচনা করেন এটি এক বিরল ঘটনা। বিষয়টি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কারণ পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের উন্নয়ন ও অস্তিত্ব রক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সংযোগ রয়েছে। আজ ২৪ বছর পরেও পরিস্থিতির অবনতিই হয়েছে বলা যায়। বসুন্ধরা থেকে মৃতসঞ্জীবনী কারণে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ওজনস্তর হ্রাস, বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক বিপজ্জনক পরিস্থিতির প্রতি ব্যবস্থা নেওয়ার সাথে সাথে বনসৃজনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন, যে কোন দেশের আয়তনের অন্তত ৩০ শতাংশে বনাঞ্চল থাকা উচিত। বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখতে এই ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বনাঞ্চলের মাত্রা ১৩ শতাংশে। নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলার ফলে এই হার আরও কমছে।

তাই পাল্লাপাশি আরম্ভ হয়েছে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমেই নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ মেদিনীপুরের আড়াবাড়িতে বন সুরক্ষা কমিটি গঠন। সেই অনুসারে ৪.২৪ লক্ষ হেক্টর বনভূমি রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছে ২৭৪৫টি বন সুরক্ষা সমিতি।

ফলে কাঠের চোরাচালান, পশুপাখি শিকার প্রভৃতি বেআইনী কার্যকলাপ কমছে। সামাজিক বনসৃজন ও বন সুরক্ষা সমিতির ২৫ শতাংশ আইনগ্রাহ্য আয়ের ফলে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে। ■

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস

কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন দপ্তরের মন্ত্রী জয়নারায়ণ প্রসাদ নিষাদ বলেছেন শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে ও সব বাধা দূর করে ছাড়পত্র দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেছেন শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক গড়ে উঠলে ও পারস্পরিক সহ-যোগিতা সৃষ্টি হলে তাঁরা আদালতের আশ্রয় হবেন না। ■ নিজস্ব প্রতিনিধি

এন সি ই ই আই প্রজেক্ট মূল্যায়ন

সারা দেশে জাতীয় সমবায় শিক্ষা কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজকর্মের অগ্রগতি, বিভিন্ন

সমস্যাবলী এবং আগামী নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এইসব প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পগুলির মূল্যায়নের দায়িত্ব বর্তেছে নতুন দিল্লির ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কন্ট্রোল অ্যাণ্ড কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্টের উপর।

সংস্থার মনোনীত সদস্য শ্রীতোষ দে, অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ লেবার কো-অপারেটিভ লিমিটেড, সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে জেলার সমবায় শিক্ষাকেন্দ্রীয় প্রকল্প, উত্তর ২৪ পরগণা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি উক্ত প্রকল্পের কর্মীবৃন্দের সঙ্গে প্রকল্পের কাজকর্ম ও বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত তিনটি সমিতি পরিদর্শন করেন, হাবড়া ১নং ব্লকে রাউতারা এবং হাবড়া ২নং ব্লকে ওমা ও দাঁতাড়ী সমিতি দেখেন।

ঐ সমিতিগুলিতে তিনি পরিচালকমন্ডলী ছাড়াও কিছু কিছু সাধারণ সদস্যের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন। কলকাতায় ফিরে তিনি তাঁর পরিদর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

কলকাতায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের অধিকারিকগণের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং নানা প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। প্রকল্পটি এবং রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন শ্রী দে-কে তাঁর এই পরিদর্শনের জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন।

■ বিশ্বজিৎ দুয়ারী

আমানত সংগ্রহে ফেঙ্গাবাসা সমবায় সমিতি

সম্প্রতি বাঁকুড়া ব্লক নং ১-এর ফেঙ্গাবাসা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সঞ্চয় প্রকল্পের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মানিক মুখার্জি। অনুষ্ঠানে প্রবীণ সমবায়ীগণ উপস্থিত থেকে তাঁদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

সভায় সমিতির পক্ষে চণ্ডী চৌধুরী সংগৃহীত আমানত কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা ব্যাখ্যা করেন। ব্লক সমবায় পরিদর্শক অরুণ মিত্র মুক্ত অর্থনীতির প্রচারণী চ্যালেঞ্জ কথতে সকলকে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে বলেন। বাঁকুড়া জেলেসেল কো-অপারেটিভ কনফিউমার্সের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সমিতিকে তেলাকল ব্যবসায় নামতে বলেন। সি সি বি-র সহ-সভাপতি মানিক মুখার্জি বলেন আমলত থাকলে ঋণ চালু হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে সমিতিকে, মরে যাবে না। প্রাক্তন আধিকারিকদের মধ্যে শ্যামল ঘটক, বিনয় পাল, বাসুদেব চৌধুরী, মদন গুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ত্রুটি স্মরণ করে বলেন বহু পুরনো এই সমিতি অনেকগুলি কঠিন বছর পার করে এসেছে। যে অসুবিধা অভিজ্ঞতা আজ সাফল্যের মুখোমুখি এসেছে। তাঁরা এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন

এছাড়া আরো যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীলাঞ্জন মাইতি, বংশী মুখার্জি, অঞ্জন প্রসাদ পাল, সি সি বি-র মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, সমিতির পরিচালক সন্তোষ চক্রবর্তী, ম্যানেজার অশোক চক্রবর্তী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী। বিকালে জেলা তথ্যদপ্তর চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন এছাড়া সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত হয়

■ সন্তোষ ভট্টাচার্য

রায়গঞ্জে প্রশিক্ষণ শিবির

২২ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী রায়গঞ্জ ব্লকের বি ডি সি-র অন্তর্ভুক্ত ৬টি সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি অসীম ঘোষ এবং তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উক্ত ইউনিয়নের ডাইরেক্টর যোগীন্দ্রকুমার রায় ও উত্তর দিনাজপুর জেলার সমবায় সমিতিসমূহের সহ-নিয়ামক বিমল ভৌমিক। প্রত্যেকেই সমবায় আন্দোলনকে এই জেলায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান. পরে সহ-নিয়ামক সমবায় সমিতির পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন আইনগত প্রশ্নের উত্তর দেন। শিবিরের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত থাকেন রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হেমন্তকুমার বর্মণ। শ্রী বর্মণ ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সহ্য ব্যাঙ্ক ও আইন বিষয়ক বহু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত থাকেন ইউনিয়নের সম্পাদক ও ডাইরেক্টর যথাক্রমে সুধীরচন্দ্র দাস ও যোগীন্দ্রকুমার রায়। তাঁরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় রায়গঞ্জ কলেজ অফ এডুকেশন (টিচার্স ট্রেনিং) কলেজে। উক্ত-শিবিরে ৬টি সমিতির মোট ৩৫ জন সদস্য প্রতিদিন উপস্থিত থাকেন। উপস্থিত সমিতিগুলি হচ্ছে (১) শ্রীকৃষ্ণপুর এস কে ইউ এস লিঃ (২) নয়ডা গোলর্ডা এস কে ইউ এস লিঃ (৩) বড়বাড়ীরেলিয়া এস কে ইউ এস লিঃ (৪) বাহিন এস কে ইউ এস লিঃ (৫) বাহিন পশ্চিম অঞ্চল এস কে ইউ এস লিঃ (৬) সিউড়ান এস কে ইউ এস লিঃ। পশ্চিম-দিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যোগীন্দ্র-কুমার রায়। সমস্ত প্রশিক্ষণ শিবিরটি পরি-চালনা করেন এই জেলার সমবায় শিক্ষা নির্দেশক ভবেন্দ্রনাথ রায়।

রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক পুরস্কার প্রদান

৫ই জুন রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ১৯৯৪-৯৫ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকে কৃষি ঋণ আদায়কারী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী সমিতিগুলিকে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেন দুটি সমিতি যথাক্রমে (১) বংশীপুর সমবায় সমিতি ও (২) গাবুরিয়া সমবায় সমিতি। এদের আদায়ের পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ। দ্বিতীয় স্থান

অধিকার করেন কৃষকারি সমবায় সমিতি আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৮৪ ভাগ। এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বলিপুকুর সমবায় সমিতি যার আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৭৯ ভাগ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক জগদীশনাথ বৈদ্য, সমবায় পরিদর্শক তপনকুমার গোল, শাখা প্রবন্ধক এস দাস, সুপারভাইজার গোকুলরঞ্জন মন্ডল, বিশিষ্ট সমবায়ী অরবিন্দ চক্রবর্তী, অর্জুনকুমার সিংহ, বিভিন্ন সমিতির পরিচালকমন্ডলী, ম্যানেজারগণ। এর ফলে প্রত্যেকের মধ্যে আদায়ের উৎসাহ দেখা দেয়।

■ অরুণ রায়

বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

গত ২৩ মে '৯৬ লিলুয়া স্টেশনের কাছে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এর আগে এই সমিতির চেয়ারম্যানও ছিলেন। এই সমিতি তাঁর প্রচেষ্টায় বিরাট অগ্রগতি করে। ১৯৯৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সোসাইটির কার্যকরি মূলধন দাঁড়ায় ১৫ কোটি টাকায়। সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী তার সদস্য সংখ্যা ১২২১৫ জন। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে সোসাইটি পরিচালিত স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা ১১টি কলকাতা ছাড়া সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক সুবিধার বন্দোবস্তও এখানে করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক সমবায় আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন' ও 'কেন্দ্রাবেল্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল অরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ক্রেডিট সোসাইটি'র বিভিন্ন সময়ে পরিচালন পর্ষদের সদস্য ছিলেন ও সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। বস্তুতপক্ষে সমবায় আন্দোলন তাঁর কাছে ধর্ম।

তাঁর মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় আন্দোলনের সমন্বয় ঘটেছিল, যা খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। ১৯৮১ সালে ইউ বি আই এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। ইউনিয়নের সর্বভারতীয় মুখপত্র সম্পাদক এবং পরে সভাপতিও হন। ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দু'বার কারাবরণ করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও ব্যাঙ্ক আঞ্চলিক কমিটির সদস্য ছিলেন। মার্কসবাদের উপর তাঁর যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল। শিপলস্ থিয়েটার গড়ে তোলার পেছনেও তাঁর অবদান ছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন কেউই তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহার, মিষ্টি মুখ ও সরল জীবনযাপনের কথা ভুলতে পারবেন না। তাঁকে কখনো রাগ প্রকাশ করতে দেখিনি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন অজাতশত্রু, যাঁর জীবনযাপন ছিল ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। তাঁর সুন্দর ও কমরেডসুলভ ব্যবহার আমার জীবনে ভাস্বর হয়ে থাকবে।

তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী আমাদের পাথেয় হয়ে থাকুক।

■ বাসুদেব চ্যাটার্জি

বার্ষিক সাধারণ সভা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩০ মে আজাদহিন্দ পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পরিচালন সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন ইউনিয়ন সভাপতি দেবাশিস ঘোষ পাঠ করেন। প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিপলস্ সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, বেঙ্গল ফিলড লেবার সমবায় সমিতির পক্ষে ভবরঞ্জন ঘোষ, আনন্দ মন্ডল হাইস্কুল কলাদান সমবায় সমিতির পক্ষে বিপিনচন্দ্র রায়, নাকপাড়া কৃষি সমবায় সমিতির পক্ষে অরুণ মজুমদার প্রমুখ। সভায় ১৯৯৪-৯৫ সালের অডিট সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এ বছরে কোন নির্বাচন পর্ব না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়। বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ রেজো কেন এ আর সি এস না থাকার ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

■

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের বার্ষিক সাধারণ সভা সভাপতি সত্যজিৎ বসুর পৌরোহিত্যে। জেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় গত ১ জুন। ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নির্মলকুমার রায় পরিচালন সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। এই বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দেবাশিস ঘোষ (সমবায় প্রেস), নির্মাল্য দাশগুপ্ত (ত্রিবেণী সাবান প্রস্তুতকারক শিল্প সমবায়), সুনীলকুমার রায় (পূর্ব পূর্বদহ এস কে ইউ এস), প্রদীপ গাঙ্গুলি (ডি আর ডি এ কর্মী কলাদান সমবায়) প্রমুখ। এখানেও কোন নির্বাচনপর্ব এ বছর না থাকায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ সমাপ্ত করেন সভাপতি সত্যজিৎ বসু।

■

গত ২৫ মার্চ জলপাইগুড়ি ধমকল কার্যালয় কারার ব্রিগেড এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনপর্ব সমিতির সভাপতি অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন সমিতির সম্পাদক মৃণাল দে পাঠ করেন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়ের উপর যে সমস্ত সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন পরেশচন্দ্র সরকার, সুবোধ মৈত্র, স্বপন কর, জয়দেব মন্ডল ও দেবব্রত রায়। সভায় স্থির হয় আগামী বর্ষে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়া হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। পরে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরম্ভ হলে সর্বসম্মতিক্রমে ৬ জন মনোনীত হন। তাঁরা হলেন দেবব্রত রায়, চন্দ্রশেখর সিং, মনোরঞ্জন ভাদুড়ী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুবোধ মৈত্র এবং জয়দেব মন্ডল। এরপর সকল উপস্থিত সদস্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ সমাপ্ত করেন সভাপতি অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র অডিটর ফ্রেড-টু প্রদ্যুৎ বিশ্বাস, জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক এবং সদর হেডকোয়ার্টার সমবায় পরিদর্শক শান্তনু রায়চৌধুরী।

■ সমীর বসু ঠাকুর

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২ ১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায় শাখা সংখ্যা	অংশগত মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	লিট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৮৬	৪৫১	৬৮	৪	৪.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪১
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৪.৪২	৪৫৫.১৫	(+) ২০.৩০
৩১-৩-৯৫	১০৪০	১০৮	১২	২০৮.০৯	৩১৫৫.৯২	২৫৯১.৪৮	(+) ৮৬.৯১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। স্বর্ণালঙ্কার ঋণ শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি

মৃণালকান্তি ঘোষ
সভাপতি

আধা-নিবিড় বাগদা চাষ প্রকল্প

(একটি আদর্শ প্রকল্পের নমুনা। আশা করা যায় আগ্রহী অন্যান্য অনুরূপ মৎস্যচাষিদের প্রকল্পটি ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য কাজে লাগবে। — সম্পাদক)

বিবরণ / জমা	পরিমাণ	মূল্য
১। (ক) বাগদা চাষের উপযোগী লবণাক্ত জলের নদী-সংলগ্ন নীচু জমি।	৭.০০ একর (মোট)	নিজ
(খ) চারটি পৃথক জলাশয়ের এলাকা:		
(অ) ৫০০ ফুট X ২০০ ফুট	৬০,০০০ বর্গফুট	
(আ) ২১০ ফুট X ১০০ ফুট	২১,০০০ বর্গফুট	
(ই) ২৯০ ফুট X ১৬০ ফুট	৪৬,৪০০ বর্গফুট	
(ঈ) ২২৫ ফুট X ১০০ ফুট একদিকে এবং ২২৫ ফুট X ৬৭ ফুট অন্যদিকে	১৮,৮০০ বর্গফুট	
	মোট ১,৪৬,২০০ বর্গফুট (বা ৩.৩৮ একর জায়গা)	নিজ
স্থায়ী সুলধন		
২। পূর্ত কর্ম :		
(ক) উপরিউল্লিখিত চারটি জলাশয়ের জন্য বাঁধে ২২ ফুট চওড়া, উপরে ৭ ফুট চওড়া এবং ৮ ফুট উঁচু বাঁধ নির্মাণ, তজ্জন্য মাটি কাটা ও সমান করা।	৩,৩৬,৪০০ ঘনফুট মাটি, প্রতি ১,০০০ ঘনফুট কাটার খরচ ৩০০.০০ টাকা হিসাবে	১,০০,৯২০.০০ টাকা
(খ) জলাশয়ে জল সরবরাহের জন্য বাঁধের উপর ২ ফুট X ২ফুট মাপের নালা তৈরি (ভাঙা ইটের ভিত, ৫ ইঞ্চি ইটের গাঁথনি এবং শুধুমাত্র সিমেন্টের সাহায্যে সম্পূর্ণকরণ)	৬২০ ফুট দীর্ঘ নালা, প্রতি ফুট ৩৬.০০ টাকা দরে	২২,৩২০.০০ টাকা
(গ) বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ (ইট বিছিয়ে ২ ফুট চওড়া রাস্তা)	২৯০০ বর্গফুট, প্রতি বর্গফুট ৮.০০ টাকা হিসাবে	২৩,২০০.০০ টাকা
(ঘ) জল ঢোকানোর পাইপ (৮ ফুট দীর্ঘ ও ১ ফুট ব্যাসের ঢিউন পাইপ) — পার্শ্ববর্তী নালা ও জলাশয়ের সংযোগকারী, বাঁধের উপর বসানো খরচ সমেত (প্রতিটি জলাশয়ের জন্য ২টি করে পাইপ)	৮টি পাইপ, প্রতিটি ৯০০.০০ টাকা দরে	৭,২০০.০০ টাকা
(ঙ) জল বের করার পাইপ (৮ ফুট দীর্ঘ ও এক ফুট ব্যাসের ঢিউনপাইপ) জলাশয়ের নিচে বসানো-খরচ সমেত (প্রতিটি জলাশয়ের জন্য দুটি করে পাইপ)	৮টি পাইপ, প্রতিটি ১,৩০০.০০ টাকা দরে	১০,৪০০.০০ টাকা
(চ) জল বের করার পাইপের মুখে অপসরণ-কপাট বসানো খরচ সমেত	৮ টি, কপাট, প্রতিটি ৩,০০০.০০ টাকা দরে	২৪,০০০.০০ টাকা

বিষয় / কাজ	পরিমাণ	মূল্য
(ঘ) পাম্প-হাউস ও মেশিন-ঘর (২০ ফুট X ১৫ ফুট) এবং দুটি জেনারেটর-ঘর (প্রতিটি ৩০ ফুট X ১৫ ফুট) পাকা ভিত, শাল কাঠের খুঁটি, মুলী বাঁশের দেওয়াল ও অ্যাসবেসটসের ছাউনি	মোট ১,২০০ বর্গ ফুট, প্রতি বর্গফুট ৭০.০০ টাকা দরে	৮৪,০০০.০০টাকা
(ঙ) খাদ্যের গুদাম (২৫ ফুট X ১৫ ফুট) ও অফিস-ঘর (২৫ ফুট X ১৫ ফুট) ইট বিছানো মেঝে, শাল কাঠের খুঁটি, কাঁচা দেওয়াল ও অ্যাসবেসটসের ছাউনি	মোট ৭৫০ বর্গফুট, প্রতি বর্গফুট ৫০.০০ টাকা দরে	৩৭,৫০০.০০ টাকা
(চ) সমস্ত প্রকল্প-এলাকা ঘিরে কাঁটা-তারের বেড়া (৬ ফুট দূরত্বে বসানো ৬ ফুট উঁচু শাল কাঠের খুঁটিতে লাগানো ছয় ধাপ কাঁটা তার বসানো খরচ সমেত)	২,১০০ ফুট, প্রতি ফুট ১৪.৫০ টাকা দরে	৩০,৪৫০.০০ টাকা
	পূর্তকর্মের মোট খরচ ৪,৮৬,১৯০.০০ টাকা	
	ধরা যাক ৪,৮৬,০০০.০০ টাকা	
৩। সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি :		
(ক) বাতায়নের জন্য 'নাইগো' মডেলের জলে ভাসমান চক্র (দ্বি-স্তর যুক্ত চক্র — মডেল নং এন আর এ-১১২, ২ অশ্বশক্তি /৩১/৪৪০ ভোল্ট) — জলে অক্সিজেন প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে (প্রতিটি জলাশয়ে তিনটি হিসাবে এবং অতিরিক্ত দুটি বদলের প্রয়োজনে)	মোট ১৪টি, প্রতিটির মূল্য ২৭,০০০.০০ টাকা (বিক্রয়কর সহ)	৩,৭৮,০০০.০০ টাকা
(খ) 'কির্লোস্কার' পাম্প (৫ ইঞ্চি X ৫ ইঞ্চি প্রস্থচ্ছেদ) সহ 'কির্লোস্কার' ডিজেল ইঞ্জিন (ডি এন- ১০ —১০ অশ্বশক্তি, ১৫০০ আর পি এম)	২টি সেট, প্রতিটি ২০,৪৫০.০০ টাকা দরে (বিক্রয়কর ১০% ও ২% বাড়তি কর)	৪২,৮০৮.০০ টাকা
(গ) ৩০-কে ভি এ কির্লোস্কার ডিজেল জেনারেটর সেট (৪০ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন, মডেল নং এইচ এ ৪১৪) — ব্যাটারি, মিটার, সুইচ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ	একটি সেট, মূল্য ১,৮০,৭৫০.০০ টাকা, (বিক্রয়কর ১০% ও ২% বাড়তি কর)	২,০২,৪৪০.০০ টাকা
(ঘ) আপৎকালীন সাহায্যকারী ১৫ কে ভি এ কির্লোস্কার ডিজেল জেনারেটর সেট (২০-অশ্বশক্তির ইঞ্জিন, মডেল নং ডি এন ২০) — সমস্ত সরঞ্জামাদিসহ	একটি সেট, মূল্য ৭৪,৬৫০.০০ টাকা, (বিক্রয়কর ১০% ও ২% বাড়তি কর)	৮৩,৬০৮.০০ টাকা
(ঙ) পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি (১০% বিক্রয়কর ও ২% বাড়তি করসহ)		
(অ) পি এইচ মিটার (মডেল নং ১২১ -ই) —	একটি (৩,৬০০.০০ টাকা)	
(আ) অক্সিজেন মিটার (মডেল নং ৮৩১-ই) —	একটি (৫,২০০.০০ টাকা)	
(ই) স্যালিনিটি মিটার —	একটি (৩,০০০.০০ টাকা)	
(ঈ) থার্মোমিটার —	২টি (প্রতিটি ২৫০.০০ টাকা)	
	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মোট খরচ	৭,২৩,৬৩২.০০ টাকা
	ধরা যাক	৭,২৫,০০০.০০ টাকা

বিবরণ / আকার	পরিমাণ	মূল্য
৪। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম :		
(ক) আকস্মিক দুর্ঘটনাকালীন পাতিত আলোক ব্যবস্থা (স্টোরেজ-সহ)	৪-সেট, প্রতিটি ১,৮০০.০০ টাকা দরে	৭,২০০.০০ টাকা
(খ) মারকারি ল্যাম্প(১০০০ ওয়াট)	২-সেট প্রতিটি ১,০০০.০০ টাকা দরে	২,০০.০০ টাকা
(গ) ভাসমান চক্র ঘূর্ণনের জন্য স্টার্টার	১৪টি, প্রতিটি ১,৫০০.০০ টাকা দরে	২১,০০০.০০ টাকা
(ঘ) ভাসমান চক্র, পাম্প, পাতিত-আলোকের সংযোগকারী কেবল্	—	৫,০০০.০০ টাকা
	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মোট খরচ	৩৫,০০০.০০ টাকা

সর্বমোট স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা : ৪,৮৬,০০০.০০ টাকা + ৭,২৫,০০০.০০ টাকা + ৩৫,০০০.০০ টাকা
= ১২,৪৫,০০০.০০টাকা

কার্যকরী মূলধন

বিবরণ	প্রথম চাষের জন্য	দ্বিতীয় চাষের জন্য	মোট
৫। বাগদা পোনা (মূল্য প্রতি হাজার ৬০০.০০ টাকা) জলাশয়ের এলাকা — ১,৪৬,২০০ বর্গফুট = ১৩,৬০০ বর্গমিটার	২,০৪,০০০.০০ টাকা (প্রতি বর্গমিটারে ২৫টি পোনা প্রয়োজন)	৮১,৬০০.০০ টাকা (প্রতি বর্গমিটারে ১০টি পোনা প্রয়োজন)	২,৮৫,৬০০.০০ টাকা
৬। বাগদার খাদ্য (মূল্য প্রতি কেজি ৪৬.০০ টাকা + বিক্রয়কর ৮ % ধরে)	৬,৬৮,৮৯০.০০ টাকা (প্রতিটি বাগদার জন্য ১.৫ কেজি হিসাবে মোট ১৩৪.৬৪ কুইন্টালের মূল্য)	২,৬৭,৫০০.০০ টাকা (প্রতিটি বাগদার জন্য ১.৫ কেজি হিসাবে মোট ৫৩.৮৫ কুইন্টালের মূল্য)	৯,৩৬,৪২০.০০ টাকা
৭। সার ও অন্যান্য খাদ্য :			
(ক) ইউরিয়া (প্রতি কুইন্টাল ৩৭৫.০০ টাকা দরে)	৭৫০.০০ টাকা (২ কুইন্টাল)	৭৫০.০০ টাকা (২ কুইন্টাল)	১,৫০০.০০ টাকা
(খ) এস এস পি (প্রতি কুইন্টাল ২৬০.০০ টাকা দরে	৫২০.০০ টাকা (২ কুইন্টাল)	৫২০.০০ টাকা (২ কুইন্টাল)	১,০৪০.০০ টাকা
(গ) চুন (প্রতি কুইন্টাল ২৭৫.০০ টাকা দরে)	১২,৩৭৫.০০ টাকা (৪৫ কুইন্টাল)	১৬,৫০০.০০ টাকা (৬০ কুইন্টাল)	২৮,৮৭৫.০০ টাকা
(ঘ) মহুয়া খইল (প্রতি কুইন্টাল ৩৫০.০০ টাকা দরে)	৭,০০০.০০ টাকা (২০ কুইন্টাল)	৭,০০০.০০ টাকা (২০ কুইন্টাল)	১৪,০০০.০০ টাকা
(ঙ) পোলট্রি লিটার (প্রতি কুইন্টাল ২৫০.০০ টাকা দরে)	১,৮৭.৫০ টাকা (৬.৭৫ কুইন্টাল)	১,৮৭.৫০ টাকা (৬.৭৫ কুইন্টাল)	৩,৭৫.০০ টাকা
	মোট : ২২,০০২.৫০ টাকা	২৬,৪৫৭.৫০ টাকা	৪৮,৭৯০.০০ টাকা

বিষয়	প্রথম চাষের জন্য	দ্বিতীয় চাষের জন্য	মোট
৮। জ্বালানী :			
(ক) ডিজেল (প্রতি লিটার ৭.৫০ টাকা দরে)	৫২,৫০০.০০ টাকা (৭০০০ লিটার)	২২,৫০০.০০ টাকা (৩০০০ লিটার)	৭৫,০০০.০০ টাকা
(খ) মোবিল তেল (প্রতি লিটার ৫৩.০০ টাকা দরে)	৫,৩০০.০০ টাকা (১০০ লিটার)	২,৩৮৫.০০ টাকা (৪৫ লিটার)	৭,৬৮৫.০০ টাকা
	মোট : ৫৭,৮০০.০০ টাকা	২৪,৮৮৫.০০ টাকা	৮২,৬৮৫.০০ টাকা
৯। মেরামতি ও মেশিনের টুকরো অংশ ক্রয়	৫,০০০.০০ টাকা	৫,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা
১০। জলাশয়ের পরিণত বালসা সংগ্রহের খরচ :			
(ক) বালসা ধরার খরচ (প্রতি কেজি ২.০০ টাকা হিসাবে)	১৭,৯৫০.০০ টাকা	৭,১৮০.০০ টাকা	২৫,১৩০.০০ টাকা
(খ) বরফের মূল্য (প্রতি কেজি ১.০০ টাকা হিসাবে)	৮,৯৭৫.০০ টাকা	৩,৫৯০.০০ টাকা	১২,৫৬৫.০০ টাকা
	মোট : ২৬,৯২৫.০০ টাকা	১০,৭৭০.০০ টাকা	৩৭,৬৯৫.০০ টাকা
১১। আবর্তীয় বিমা বাবদ খরচ :	২১,০০০.০০ টাকা	—	২১,০০০.০০ টাকা

বিষয়	প্রথম ছয় মাসের জন্য	শেষ ছয় মাসের জন্য	বার্ষিক প্রয়োজন
১২। মাহিনা ও মজুরি :			
(ক) ম্যানেজার (নিজে) -১ (মাসিক ৩০০০.০০ টাকা)	১৮,০০০.০০ টাকা	১৮,০০০.০০ টাকা	৩৬,০০০.০০ টাকা
(খ) কারিগরি বিশেষজ্ঞ - ১ (মাসিক ৩০০০.০০ টাকা)	১৮,০০০.০০ টাকা	১৮,০০০.০০ টাকা	৩৬,০০০.০০ টাকা
(গ) মেশিন চালক-২ (মাসিক ১৫০০.০০ টাকা)	৯,০০০.০০ টাকা	৯,০০০.০০ টাকা	১৮,০০০.০০ টাকা
(ঘ) দক্ষ কর্মী-২ (মাসিক ১২০০.০০ টাকা)	১৪,৪০০.০০ টাকা	১৪,৪০০.০০ টাকা	২৮, ৮০০.০০ টাকা
(ঙ) নৈশ প্রহরী - ২ (মাসিক ১০০০ টাকা)	১২,০০০.০০ টাকা	১২,০০০.০০ টাকা	২৪,০০০.০০ টাকা
(চ) অপটু কর্মী - ১ (দৈনিক ২৫.০০ টাকা হিসাবে বছরে ১৫০ দিনের জন্য	১,৮৭৫.০০ টাকা	১,৮৭৫.০০ টাকা	৩,৭৫০.০০ টাকা
(ছ) ১০% অতিরিক্তপূর্ব ব্যয়	৫,৫২৫.০০ টাকা	৫,৫২৫.০০ টাকা	১১,০৫০.০০ টাকা
মোট	৬০,৮০০.০০ টাকা*	৬০,৮০০.০০ টাকা*	১,২১,৬০০.০০ টাকা *

* ম্যানেজারের মাহিনা হিসাবে ধরা হয়নি।

সর্বমোট কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা : (শুধুমাত্র প্রথম চাষের জন্য হিসেবে)

২,০৪,০০০.০০ টাকা + ৬,৬৮,৮৯০.০০ টাকা + ২২,৩৩২.০০ টাকা + ৫৭,৮০০.০০ টাকা + ৫,০০০.০০ টাকা + ২৬,৯২৫.০০ টাকা + ২১,০০০.০০ টাকা + ৬০,৮০০.০০ টাকা = ১০,৬৬,৭৪৭.০০ টাকা

ধরা যাক ১০,৬৭,০০০.০০ টাকা

মোট প্রকল্প খরচ :

স্থায়ী মূলধন — ১২,৪৫,০০০.০০ টাকা
কার্যকরী মূলধন — ১০,৬৭,০০০.০০ টাকা
মোট — ২৩,১২,০০০.০০ টাকা

প্রকল্পের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব :

বার্ষিক আয়	প্রথম চাষ থেকে	দ্বিতীয় চাষ থেকে	মোট
(ক) উৎপাদিত বাগদার পরিমাণ (৮০% পোনা বাঁচবে ধরে এবং সাড়ে চার মাসে প্রতিটির গড় ওজন ৩৩ গ্রাম হবে ধরে)	৮৯.৭৬ কুইন্টাল	৩৫.৯০ কুইন্টাল	১২৫.৬৬ কুইন্টাল
(খ) উৎপাদিত বাগদার বিক্রয়মূল্য (প্রতি কুইন্টালের মূল্য ২৫,০০০.০০ টাকা ধরে)	২২,৪৪,০০০.০০ টাকা	৮,৯৭,৫০০.০০ টাকা	৩১,৪১,৫০০.০০ টাকা

বার্ষিক ব্যয়	প্রথম চাষের জন্য	দ্বিতীয় চাষের জন্য	মোট
(ক) বাগদা পোনা	২,০৪,০০০.০০ টাকা	৮১,৬০০.০০ টাকা	২,৮৫,৬০০.০০ টাকা
(খ) বাগদার খাদ্য	৬,৬৮,৮৯০.০০ টাকা	২,৬৭,৫৩০.০০ টাকা	৯,৩৬,৪২০.০০ টাকা
(গ) সার ও অন্যান্য খাদ্য	২২,৩৩২.০০ টাকা	২৬,৪৫৮.০০ টাকা	৪৮,৭৯০.০০ টাকা
(ঘ) জ্বালানী	৫৭,৮০০.০০ টাকা	২৪,৮৮৫.০০ টাকা	৮২,৬৮৫.০০ টাকা
(ঙ) মেরামতি ও মেশিনের অংশ	৫,০০০.০০ টাকা	৫,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা
(চ) বাগদা সংগ্রহের খরচ	২৬,৯২৫.০০ টাকা	১০,৭৭০.০০ টাকা	৩৭,৬৯৫.০০ টাকা
(ছ) বিমা খরচ	২১,০০০.০০ টাকা	—	২১,০০০.০০ টাকা
(জ) মাহিনা ও মজুরি	৬০,৮০০.০০ টাকা	৬০,৮০০.০০ টাকা	১,২১,৬০০.০০ টাকা
	মোট : ১০,৬৬,৭৪৭.০০ টাকা	৪,৭৭,০৪৩.০০ টাকা	১৫,৪৩,৭৯০.০০ টাকা

বার্ষিক উদ্বৃত্ত — ৩১,৪১,৫০০.০০ টাকা — ১৫,৪৩,৭৯০.০০ টাকা = ১৫,৯৭,৭১০.০০ টাকা

(১) ব্যাঙ্ক ঋণের (১৬,১৮,৪০০.০০ টাকা) উপর ১৬% হারে সুদ —	২,৫৮,৯৪৪.০০ টাকা
(২) পূর্ত কর্ম এবং সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির উপর ১৫% হারে অবচয় —	১,৮৬,৭৫০.০০ টাকা
(৩) ব্যাঙ্ক ঋণের বার্ষিক কিস্তি পরিশোধ	৫,৪০,০০০.০০ টাকা
মোট : (১+২+৩)	৯,৮৫,৬৯৪.০০টাকা

বার্ষিক সর্বমোট লাভ — ১৫,৯৭,৭১০.০০ টাকা — ৯,৮৫,৬৯৪.০০ টাকা = ৬, ১২,০১৬.০০ টাকা

মূলধনের উৎস : —

১। প্রয়োজনীয় মূলধন —

(ক) স্থায়ী মূলধন	১২,৪৫,০০০.০০ টাকা
(খ) কার্যকরী মূলধন	১০,৬৭,০০০.০০ টাকা
	২৩,১২,০০০.০০ টাকা

২। মূলধনের উৎস :

(ক) নিজস্ব বিনিয়োগ (৩০%)	৬,৯৩,৬০০.০০ টাকা
(খ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মেয়াদি ঋণ (৭০%)	১৬,১৮,৪০০.০০ টাকা
	২৩,১২,০০০.০০ টাকা

প্রকল্পটি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির এলাকায় হাটগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।

ভাণ্ডার

অগস্ট ১৯৯৬

এই সংখ্যায় থাকছে

সমবায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন	সুনীল ঘোষ
সমবায় বিপণনের বিগত অধ্যায়	শম্ভুনাথ বসু
ভাণ্ডার এখন উনআশির ছোঁয়ায়	অসীম রায়
সমবায় আন্দোলন ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	পিনাকপানি দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- ★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/$_{8}$ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- ★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- ★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।
- ★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আদ্যের সর্বত্র ধারা : সকলে অমৃত
সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভস্য বিদ্যে : শুভস্য বিদ্যের লোক।
বেদোদয় : আদি জ্ঞানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

অগস্ট, ১৯৯৬

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়		
সমবায়	:	হরেকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন		সুশীল ঘোষ
সমবায় বিপণনের বিভিন্ন প্রকার		শঙ্কুনাথ বসু
ভাণ্ডার এখন উনআশির দোরগোড়ায়		অমীম বসু
সমবায় আন্দোলন ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	:	দিলীপকুমার দত্ত
শিক্ষা বিস্তারে উইলিয়াম কেরী		বৃন্দাবন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবীণ অর্থনীতির বিকাশে দুর্বার-পাশন		ড. মুক্তিকান্ত সেন
অবিস্মরণীয় ছিয়ানব্বইয়ের ২১শে জুলাই	:	বাসুদেব চাটার্জী
ঠেড়সকে কি আর অবজ্ঞা করা চলে?	:	ড. সুকান্তচন্দ্র সেন
Calender of Courses		
সমবায় সংবাদ		

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
ধীরেন্দ্রপ্রসন্ন বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

সমবায় নীতি

- স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ
- সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
- আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ
- স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার
- সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা
- সমষ্টির জন্য ভাবনা

সমবায় আইন শীঘ্রই সংশোধন করা হবে '

সম্প্রতি (জুলাই ১৭, '১৬) কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী চতুরানন মিশ্র বলেছেন শীঘ্রই ব্রহ্ম প্রকাশ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাল্টিস্টেট কো-অপারেটিভ আইন সংশোধিত হবে।

সমবায় সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় নীতিও নির্ধারণ করা হবে। আদিবাসী এলাকায় সমবায় ভিত্তিক যৌথ কৃষির প্রসার সম্পর্কিত এক জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধন করতে গিয়ে মন্ত্রীমহাশয় উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, সদস্যরা নিজেরাই যাতে তাদের সমবায় পরিচালনা করতে পারেন সেভাবেই পরিকল্পনা করতে হবে, এর ফলে সমবায়গুলি গণতান্ত্রিক পরিচালনার পথে এগোবে, অন্য স্বশাসিত সংস্থার সমস্যারা হবেন আরও আত্মনির্ভর।

শ্রী মিশ্র আরও জানান, আদিবাসী এলাকার মানুষজন সহ দেশের সর্বত্র সমবায় ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণের বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র রয়েছে এবং সব রাজ্যগুলিতেই সমবায়ের কাজ প্রসারিত করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী দুর্বলতর শ্রেণীর, বিশেষত আদিবাসী এবং মহিলাদের সমবায় সমিতির পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেন।

শ্রী মিশ্র জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের (এন সি ডি সি) ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন, শীঘ্রই এন সি ডি সি আইনে বড় রকমের পরিবর্তন আসছে।

❑ দি স্টেটসম্যান

আমানত সংগ্রহ করতে পারবে রাজ্য অর্থ নিগম

রাজ্য অর্থ নিগম এখন থেকে নিজেদের উদ্যোগে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এর ফলে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নে লগ্নির অর্থ সরকারের জন্য কেবলই রাষ্ট্রীয় আর্থিক সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। ব্যাঙ্কগুলি যে-ভাবে আমানত সংগ্রহ করে, সেইভাবেই অর্থ নিগম এই আমানত সংগ্রহ করবে। অসীমবাবু জানিয়েছেন, মহকুমা এবং ব্লক স্তরে নিগমের শাখা খোলা হবে।

রাজ্যের শিল্পায়নে সাহায্যকারী সংস্থা হিসাবে রাজ্য অর্থ নিগম বিভিন্ন সংস্থাকে প্রকল্প ভিত্তিক মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। যে-আমানত থেকে এই সংস্থা ঋণ দিত, তা আসত রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (নবার্ড) থেকে। কিন্তু আর্থিক বাজারে জোগানের পরিস্থিতি গত কয়েক বছর ধরে খারাপ চলায় এই ধরনের আমানতে জোগানকারী সংস্থাগুলি চাহিদা অনুযায়ী ওদের দায়িত্ব পালন করতে পারছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের সবুজ সঙ্কেত এবং রাজ্য অর্থমন্ত্রকের চাহিদা অনুযায়ী ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য অর্থ নিগমকে সরাসরি বাজার থেকে আমানত সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে।

গত অনেক বছর ধরে অসীমবাবু বারেবারেই রাজ্য স্তরে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা বলে আসছেন। তার কারণ রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প প্রকল্পে অর্থের অভাবজনিত জোগান। এই ধরনের ব্যাঙ্ক স্থাপিত হলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও গ্রামে ব্যক্তিগত সঞ্চয় রাজ্যের শিল্পোদ্যোগে ব্যবহার করা সহজতর হবে। তার কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এই রাজ্যের সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে তোলা অর্থের বেশিটাই অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করে। এই কারণে রাজ্যের প্রতিযোগে বহু দিনের। কিন্তু এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এত দিন কোনও ইতিবাচক সাড়া রাজ্য সরকার পায়নি। এইবারেই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা নিলেন।

রাজ্যের ব্যয়-অনুমোদন বিল নিয়ে বিতর্কে বিরোধী কংগ্রেস পক্ষের বক্তারা অর্থমন্ত্রীকে এই বিষয়ে 'খোঁচা' দেন। বিতর্কের জবাব দিতে গিয়ে অসীমবাবু সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "কেন এত দিন এই অনুমতি পাইনি, তা আপনারাই ভাল জানেন। তবে বন্ধু সরকার ক্ষমতায় আসার পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে।" পরে সভার বাইরে রাজ্য অর্থ নিগমের এই নতুন ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এ বারের রাজ্য বাজেটে কর্মসংস্থান তথা ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য রাজ্য সরকার ২৫০ কোটি টাকার যে-প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, সেই প্রকল্পে অর্থ জোগানের কাজেই অর্থ নিগমের সংগৃহীত আমানত ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছেন সরকার। তিনি স্বীকার করেছেন, এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষিতা কিছুটা কমবে। প্রতিটি জেলা সদরেই রাজ্য অর্থ নিগমের শাখা রয়েছে। এখন নতুন এই নতুন ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গ্রামগঞ্জ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য শাখাগুলি আরও প্রসারিত করা হবে। এই আমানতের ক্ষেত্রে নিগম কী পরিমাণ সুদ আমানতকারীদের দেবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে তা যে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চালু ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হারের সঙ্গে সমতা রক্ষা করেই নির্ধারিত হবে, সেই ইঙ্গিত অসীমবাবু দিয়েছেন।

❑ আনন্দবাজার

সম্পাদকীয়

নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সমবায়

বিশ্ব বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক স্টেইনবেক তাঁর রচিত "Grapes of Wrath" নামক উপন্যাসে কৃষির কর্পোরেটাইজেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীরা কিভাবে ভূমিচ্যুত হয়ে আমেরিকায় বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল তার এক মর্মগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন।

সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রক দ্বারা "কৃষিঋণ ও সমবায়" সম্পর্কে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের খসড়া সুপারিশ পেশ করেছেন। বিভিন্ন আলোচনায় 'কর্পোরেটাইজেশন অফ এগ্রিকালচারাল' — এর উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষিঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দুর্বলতার কথাও বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বকেয়া ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অপ্রতুলতার কথাও বলা হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে মূলধন সৃষ্টির হার যে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে —সে কথাও উদ্বেগের সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে-ভাবে পারিবারিক সঞ্চয় দ্রুত মূলধনের বাজারে চলে যাচ্ছে দ্রুত শিল্পায়নে সহায়ক হলেও — কৃষিক্ষেত্রে মূলধনের সরবরাহ সে কারণে আরও হ্রাস পেতে পারে। এরকম এক অবস্থায় কৃষি উৎপাদনকে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য মূলধনের বাজারে কর্পোরেটাইজেশনের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হবে — যদি না প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক কৃষির উৎপাদনশীলতা শিল্পোৎপাদনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সে জন্য সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিশেষ দায়িত্বের কথা সুপারিশে বলা হয়েছে। পরিস্থিতির নিরিখে সমবায় তার সমস্ত শক্তি নিয়ে কৃষিঋণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যবসায়িকভাবে রূপায়ণ করবে — এ প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই করা যায়।

■

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

সমবায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

[১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২১ সালে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই-এ পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে অন্তরীণ হন। পরে জেলও খেটেছেন। কর্মজীবনের প্রথমে কিছুদিন কলকাতায় কয়লার ব্যবসা করেন ও কানপুরে চাকরিও করেন. তারপর সাহিত্যের পথে পেশা হিসেবে সময় দেন। জমিদার বাড়ির সন্তান হওয়ায় সামন্ততন্ত্রকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সামন্ততন্ত্র এবং প্রান্তীয় মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনাই প্রতিফলিত হয়েছে।

আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় মগ্ন থেকে ১৩০টি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তা ছাড়াও বহু রচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন কবিতা ও গান রচনা আর চিত্র অঙ্কনেও তিনি বিশিষ্টতার পরিচয় রেখে গেছেন। প্রতিভার স্বীকৃতিতে তিনি একে একে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার ও ভগবতারিণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী ও পরে পদ্মভূষণ উপাধি ও জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কারও পান। ১৯৫২ সালে তিনি বিধান পরিষদের সদস্য হন। ১৯৫৪ সালে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে চিন সফরে যান। ১৯৫৭ সালে তাসখন্দে এশিয় লেখকদের সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ও বক্তৃতা সফর করেন। তাছাড়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায় আন্দোলনের বিশিষ্ট অনুরাগী ও আগ্রহী ছিলেন। একমাত্র সমবায় পত্রিকা "ভাণ্ডারে"ও তাঁর বেশ কিছু লেখা ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৫৮ সালে রচিত একটি প্রবন্ধ এখানে পুনর্মুদ্রিত হ'ল।]

'ভাণ্ডার' পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র। দেশের পরাধীনতার কালেই এই সমবায় আন্দোলন ও তার মুখপত্র হিসাবেই 'ভাণ্ডারে'র প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ এ আন্দোলনটি একান্তভাবে এত নিরীহ ও নির্দোষ যে তৎকালীন বিদেশি শাসকগোষ্ঠীও এর মধ্যে কোন উত্তাপ পরিবেশনের আধার আছে বা থাকতে পারে বলে মনে করেননি ; এবং একটি সৎ, সাধু, সমাজের কল্যাণকর প্রচেষ্টা হিসাবে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন।

'আন্দোলন' নামক শব্দটির সঙ্গে আমাদের আজকের দিনে পরিচয় প্রগাঢ়। আন্দোলন যে কত রকমের হতে পারে তা আজ আমাদের অজানা নয়। আন্দোলন বললেই তার সঙ্গে একটি উচ্চকণ্ঠ উত্তেজনা জড়িত আছে বলেই ধরে নিয়ে থাকি। কিন্তু সমবায়ের সঙ্গে আন্দোলন কথাটি যখন যুক্ত হয় তখন তার অর্থ শুধু পৃথক নয়, বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। এ আন্দোলনের মধ্যে কোন উচ্চকণ্ঠ সোচ্চার প্রয়াস নেই, কোন উত্তেজনা জড়িত নেই। একটি সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবান, অন্ধকার মানুষের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের একনিষ্ঠ প্রয়াস নীরবে এর মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং সে প্রয়াস মানুষকে একজন মানুষকে নয়, বহু মানুষকে যৌথভাবে একটি কল্যাণবোধে জাগ্রত করে, সেই কল্যাণকর্মে নিয়োগে সার্থকতা লাভ করে।

যখনই আমরা সমবায়ের কথা বলি তখনই একটি যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক ও লৌকিক কল্যাণের কল্পমূর্তিকে বড় করে তুলে ধরি। এই দৃষ্টিতে সামাজিক ও লৌকিক কল্যাণের মূলটি যেখানে নিহিত সেই মূলটিতে রস সঞ্চার করাই এই সমবায় আন্দোলনের মূল কথা। অর্থনৈতিক দারিদ্র্যই এর প্রধান শত্রু। মানুষের, ব্যক্তি মানুষের জীবন যেখানে দারিদ্র্যের দ্বারা পীড়িত সেখানে মনবাঞ্ছা হীনমন্য, শ্রম যেখানে ক্লিষ্ট, সংস্কৃতি যেখানে মলিন, ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো বিকৃত, মন যেখানে ঈর্ষা ও দ্বেষে জর্জর, দেহ যেখানে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যহীন, আবাসস্থল ও বসতি যেখানে অপরিচ্ছন্ন ও জীর্ণ; অর্থাৎ মানব জীবনের সমগ্র পরিবেশ যেখানে দূষিত, সৌন্দর্যবোধহীন ও কলঙ্কিত। যে দারিদ্র্যের বন্ধনাগারে আমাদের জাতীয় জীবনের শতকরা সাতাশি ভাগ মানুষ সে দারিদ্র্য ভিন্ন বস্তু; সে দারিদ্র্য স্বেচ্ছাকৃত, সে দারিদ্র্যকে মানুষ তপস্যার দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে, পরম শ্রেয় বলে, মহামান্য অতিথির মত নিজের জীবনে আহ্বান করে নিয়ে এসেছে। সে দারিদ্র্য ভিন্নতর এক শ্রেষ্ঠতম প্রসাদে তপস্বী মানুষের জীবনকে ধন্য করে। কিন্তু যে দারিদ্র্যকে আমরা প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ করি বা করতে হয়, যার সামনে দাঁড়াতে আমাদের বুক ভার

হয়ে ওঠে, তার চেয়ে বড় শত্রু মনুষ্য সমাজের আর কিছু নাই। কাজেই যে আন্দোলন আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত লৌকিক জীবনের প্রধানতম শত্রু দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে সে আন্দোলন আমাদের সকলের; সেখানে আমরা জীবনের যে ক্ষেত্রেই থাকি, সেখান থেকেই আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য একে অন্যের দিকে প্রীতি ও সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারি অকুণ্ঠভাবে।

কাজেই এ আন্দোলনের ক্ষেত্র কোথাও খণ্ডিত হবার কথা নয়। মানব-জীবন যতদূর প্রসারিত সমবায়ের ক্ষেত্রও ততখানিই। মানুষ যেখানে যেখানে কাজে নিযুক্ত; নগরে, বন্দরে, গঞ্জে, পল্লীগ্রামে যেখানে মানুষ প্রতিদিনের লৌকিক জীবনে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে এবং জীবনেরই প্রয়োজনে কিছু না কিছু উৎপন্ন করছে সেইখানেই সমবায় প্রচেষ্টার দ্বারা জীবনকে স্বচ্ছলতর ও সমৃদ্ধতর করবার উপায় আছে। স্বাধীনতার পূর্বকালেই এ বাবস্থার পত্তন হয়েছিল। বিদেশে এই সমবায় ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ কত আশ্চর্যভাবে ও কত বৃহৎভাবে উপকৃত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত তখনকার দিনের শাসকদের দৃষ্টির সম্মুখে কিছু কিছু ছিলই। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই তাঁরা এ দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধন করতে চেয়েছিলেন এই পথে। হয়তো, উদ্দেশ্য ছিল এই নির্দোষ পথে যদি এই অনগ্রসর দরিদ্র জাতির কিছু অর্থনৈতিক কল্যাণ হয় তো হোক।

তাতে কতখানি কল্যাণ ও সমৃদ্ধি আমাদের কাছে এসেছিল তা বলতে পারি না। সে আলোচনার বা সমালোচনার ক্ষেত্রও এ নয়, অন্তত তার প্রয়োজনও এক্ষেত্রে অবান্তর। তবে একথা অতি স্পষ্ট যে স্বাধীনতা লাভের পর সমবায়ের প্রয়োজনকে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র জাতির জীবনের পক্ষে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচনা করেননি, সমবায়কে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনা করে তাকে একান্ত অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই আজ সমবায়ের ক্ষেত্র কোথায় প্রসারিত নয় — অফিস আদালত থেকে কল-কারখানা, নগর বন্দর, জনপদ পল্লী পর্যন্ত জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে সমবায়ের ক্ষেত্র সুপরিসর ও প্রসারিত। উদ্দেশ্য হল, সমবায় নিজের সাহায্যের হাত প্রসারিত করে অপেক্ষা করছে, সেই প্রসারিত হাত ধরবার জন্যে ওদিক থেকে সাগ্রহ হাত সমবেত হয়ে এগিয়ে আসুক।

এই উদ্দেশ্য ও প্রয়াস কতখানি সার্থক হয়েছে তার বিচার বিবেচনা ও হিসাব নিকাশ আমার কাজ নয়। সে কাজ অন্যের। যাঁরা এই বিষয়ের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যাঁরা সমবায় নিয়ে হাতে কলমে কাজ করেন টাকার অঙ্কের তাপমান থেকে তাঁরা সে বিচার নির্ভুলভাবে করতে পারবেন। তবে সাধারণভাবে যা কানে আসে, চোখে পড়ে, তাতে মনে হয় সমবায় আন্দোলনের প্রসার যতখানিই হোক, তার গভীরতা যথেষ্ট নয়।

আমার মনে হয়, এর কারণ যাঁরা উদ্যোক্তা, যাঁরা এই সমবায়ের ছত্রছায়াতলে সমবেত হবেন তাঁদের আন্তরিক আগ্রহের অভাব। এ আগ্রহ কেমন করে সৃষ্টি হবে তা বলতে পারি না, তবে একথা বলতে পারি যে, এ আগ্রহ উপর থেকে মানুষের উপর চাপিয়ে দিলে তা আন্তরিক হয়ে উঠবে বলে মনে করি না। যদি বাইরে থেকে চাপানো আগ্রহ কোনক্রমে রাজরোষের মত জনসাধারণ উপরোধে অনুরোধে গ্রহণ করে গায়ে ধারণও করে তবু তাকে দীর্ঘকাল তারা আপনার সহজ বেশের মত ধারণ করতে পারবে না, তাকে অনভ্যস্ত বেশের মত অঙ্গ থেকে খুলে ফেলে দিয়ে এ রাজরোষের দায় থেকে নিষ্কৃতি খুঁজবে। এবং যে মুহূর্তে সে স্বরূপে আবার ফিরে আসবে সেই মুহূর্তেই এই উপর থেকে চাপানো সমবায়ে অংশগ্রহণ করা মানটি সমবায় থেকে মুখ ফিরিয়ে নে অথবা যদি বা সে এই চাপানো রাজবেশ পরেই থাকে তাহলেও স্বভাবতই সুবিপুল অবহেলায় সে পোষাকের দারিদ্র্যকে সে সম্পূর্ণ ভুলে থাকবে। সেই অবহেলার অবকাশে সেই পোষাক তার পোকায় কাটল না রোদ বাতাসে জীর্ণ হল বা অঙ্গ থেকে খসে পড়ে গেল সেদিকে তার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি থাকবে না বা দৃষ্টি পড়লেও সে ক্ষতির জন্য সে বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ করবে না। অথচ এই আন্দোলনের মাধ্যমে কিনা হতে পারত বা কিনা হতে পারে।

এই আন্দোলনের সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে সাধারণ মানুষের আগ্রহের উপর। এবং সে আগ্রহ বাইরে থেকে তৈরি করা কোন কৃত্রিম আগ্রহ নয়, সাধারণ মানুষের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত আগ্রহের তোলবড়ী ধারার উপরেই তার সার্থকতা নির্ভর করছে। অথচ এই আন্তরিক অভাব চারিদিকে। সমবায় সম্পর্কে জনসাধারণের আজও সুবিপুল অজ্ঞতা, অবহেলা ও অনীহা, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অবিশ্বাসও চোখে পড়েছে। অথচ এর থেকে, এই সমবায়ের উদার অঙ্গন থেকে সাহায্য যে অনায়াসেই মেলে এ তথ্য বহুজনেই খুব ভালভাবে, পাকাপোক্তভাবে অবগত আছেন। এবং অনেকেই সেই সুযোগ সুবিধাটুকু মাত্র লাভের প্রত্যাশায় এর দ্বারস্থ হন। এই সুযোগ-সুবিধাটুকু আত্মসাৎ করে অপর সকল কর্তব্যে অবহেলা তারা করে থাকেন।

এ ত্রুটি সমবায়ের নয়। যাঁরা সমবায়ের পতাকাতলে সমবেত হন তাঁদের কারও কারও। অন্য অনেকে অবহেলার দোষে দোষী।

কেমন করে আমাদের দেশে এ আন্দোলন সার্থক হবে জানি না। কিন্তু এ আন্দোলন যদি সার্থক হয় তা হলে কি অপরূপ মূর্তি হতে পারে তা মনে মনে কল্পনা করতে পারি। সার্থকতম সমবায়ের ক্ষেত্রে মানুষ অর্থনৈতিক কল্যাণ কামনায় এসে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই নিয়ে আসবে না, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক সার্বিক আত্মিক কল্যাণের প্রসাদে সে পরিতৃপ্ত হবে। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই এই সমবায় সংক্রান্ত কর্মের মধ্য দিয়েই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরস্থিত সৎগুণ ও বৃত্তিগুলি একে একে প্রকাশিত হবে। এই কর্মের মধ্য দিয়ে তার চরিত্র কর্ষিত হয়ে উঠবে। পরস্পরকে সহ্য করবার প্রবৃত্তি ও শক্তি - এক কথায় মানব প্রেম, পাশের মানুষকে বুঝবার, ভালবাসবার, তার সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে কাজ করবার প্রবৃত্তি অতি সহজ হয়ে জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এ শুধু একজনের ক্ষেত্রেই নয়। সমবায়ের অন্তর্গত সকলের চরিত্রেই এর কমবেশি প্রকাশ আগে বা পিছে ঘটবেই।

আমাদের দেশে সমবায়ের মাধ্যমে সমবেত প্রচেষ্টার সেই অর্থনৈতিক ও আত্মিক উভয়বিধ কল্যাণ ত্বরান্বিত হোক।

এইখানে আর একটি কথা নিবেদন করি। 'ভাণ্ডারে'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। আজ সন তারিখ সঠিক স্মরণ করতে পারি না। তবে এ কথা স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি যে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার একটি গল্প একদা ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়েছিল। ■

পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন

সুনীল ঘোষ

পরিবেশগত সমস্যাগুলি বিগত তিন দশক যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও অন্যান্য অংশের নাগরিকদের মনোযোগ বেশি বেশি করে আকর্ষণ করছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ওজোন হোল, বায়ুমণ্ডলে ওজনের স্তর ও পরিমাণ কমে যাওয়া, অ্যাসিড রেন, বন্যা, খরা, জ্বালানী কাঠ, কয়লা, তেল ও পশু খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, বায়ু, জল ও শব্দ দূষণ, কারখানাগুলি থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থের এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এবং বায়ুমণ্ডলে বিকিরণজনিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকার ও নাগরিকগণ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হচ্ছে। পরিবেশ বাঁচানোর কর্মপন্থা নিতে গেলে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে ভাবতে হবে, কিন্তু কর্মপন্থা নিতে হবে স্থানীয় ভিত্তিতে।

সত্তর দশকের শুরু থেকে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির অনুসরণে ভারতও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে আরম্ভ করে। ভারতের পক্ষে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলি যথাযথ রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে গরিব মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে দারিদ্র্য সীমারেখার উপরে তুলে নিয়ে আসা ছিল ঘোষিত লক্ষ্য এবং এর জন্য একটা বিশাল অঙ্কের আর্থিক সংস্থান রাখার প্রয়োজন হত, এখন থেকে তার সঙ্গে যুক্ত হল পরিবেশ সংরক্ষণের দায়।

দরিদ্র জনগণ তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে, আবার অর্থগৃধ্নু অসাধু ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও যাদের কোন সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকে না তারাও গরিব মানুষগুলোকে প্রলুব্ধ করে একাজ করিয়ে থাকে। ভারতে জন্ম হার বিগত কয়েক বছরে যদিও কমেছে, অন্যদিকে মৃত্যুহারও কমেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ হল দারিদ্র্য ও অশিক্ষা।

যে প্রাকৃতিক পরিবেশে এই পৃথিবীতে জীবনের সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল তার মূল উপাদান হল মাটি, জল ও বাতাস। ভারসাম্য-যুক্ত পরিবেশ বলতে বোঝায় দূষণমুক্ত বায়ুমণ্ডল, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও খাদ্য এবং কোলাহলমুক্ত পরিপার্শ্বিকতা যা কিনা বর্তমান নগর-জীবনে দুর্লভ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের সূচনা এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তার দ্রুতগতিতে বাস্তবায়িত মানুষের মনে ভোগবাদ ও নগর-জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আসক্তি জন্মায় এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়া শুরু হয় এবং ক্রমশ বিপজ্জনক সীমারেখায় পৌঁছয়। পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষোন্নত দেশগুলির মানুষই প্রথম বুঝতে পারে মানুষ কিভাবে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে।

কিন্তু শিক্ষোন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশেরই আর্থিক বনিয়াদ শক্ত হতে পারে না এটা প্রমাণিত সত্য। অন্যদিকে পরিবেশ দূষণকে রুখতে না পারলে মানুষ সহ পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত প্রজাতির সুস্থ জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই শিল্প কারখানাগুলির পাশাপাশি বিশেষত যেগুলিতে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন অথবা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তেমন কারখানাতে দূষণমুক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া নেওয়া যায় এরূপ যন্ত্রপাতিও বসান হচ্ছে, যাতে শিল্পোৎপাদনের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জল ও বায়ু দূষিত না হয়।

পরিবেশকে দূষণমুক্তভাবে সংরক্ষিত রাখতে সাম্প্রতিককাল অবধি থাকলেও ইংরেজ আমল থেকেই ভারত সরকারের কিছুটা সচেতনতার ফলে কয়েকটি আইন প্রণীত হয় যেমন ১৯৫৪ সালের যেমন শোক নুইসান্স অ্যাক্ট, ১৯১২ সালের বম্বে শোক নুইসান্স অ্যাক্ট এবং ঐ সালেরই বন্য পশু ও পাখি সংরক্ষণের কেন্দ্রীয় আইন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে রিভার বোর্ডস অ্যাক্ট পাস করে এই বোর্ডকে অন্যান্য কাজের সঙ্গে নদীর জলকে দূষণমুক্ত রাখবার দায়িত্ব দেয়। এই আইনগুলি চালু করলেও জনগণের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না, কেননা এর সঙ্গে জনগণের চেতনা বৃদ্ধির ও গণ উদ্যোগের কোনো কর্মসূচি রাখা হয়নি।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত মানুষ ও পরিবেশ বিষয় খ্যাতনামা সম্মেলনের পর থেকে সরকারি তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ, রূপায়ণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যস্তরেও অনুরূপ কমিটি গঠন করতে। ১৯৭৪ সালে ওয়াটার অ্যাক্ট প্রণীত হয় এবং ১৯৮৮ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে ধার। বোর্ডগুলিকে যে কোন শিল্পে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের এবং যেকোন শিল্প সম্পূর্ণ বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিওয়ারী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮০ সাল থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশমন্ত্রক সৃষ্টি করা হয়। ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে আরও কয়েক ধরনের আইন প্রণয়নে উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় আইনটি হল ১৯৮১ সালের এনভায়রণমেন্ট (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট। এই আইনবলে কেন্দ্রীয় সরকার পরিবেশ রক্ষায় যে কোনও সময় যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১৯৭৬-এ সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে নির্দেশাত্মক নীতির ৪৮এ ধারায় যোগ করা হয় — রাষ্ট্র পরিবেশকে সুরক্ষিত ও উন্নত করতে যত্নবান হবে এবং দেশের বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সমূহকে রক্ষা করবে। ৫১এ (জি) ধারায় বর্ণিত নাগরিকদের 'আবশ্যিক কর্তব্য' সমূহের মধ্যে বন, জলাশয়, নদী এবং বন্যপ্রাণীর সমূহের সুরক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২১ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকার সমূহকে সম্প্রসারিত করে পরিবেশ সংরক্ষণকে সংযুক্ত

করা হয়েছে।

দেশের যে কোনও কুদ্র নাগরিক পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য রিট পিটিশন অথবা সাধারণ আইনের মাধ্যমে আদালতের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করতে পারেন।

১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৮৬ সালের সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিধানে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তার বর্জ্যপদার্থসমূহ ও কারখানা থেকে উদ্গীরিত ধোঁয়া ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পরিশোধন করবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বসাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। এর কোন বৈপরীত্য ঘটলে শিল্পটির মালিক এবং সংশ্লিষ্ট পুরসভার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নতুন শিল্প স্থাপনে অথবা বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পূর্বে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে। ভারতের প্রতিটি বড় শহরের পুর-কর্তৃপক্ষ যানবাহন কর্তৃক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে গাড়ির মালিকদের পক্ষে তাদের নিজ নিজ গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়াকে দূষণমুক্ত রাখা বাধ্যতামূলক করেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে জরিমানাসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জল-দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রস্তুতির পথে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ১৯৯৬-৯৭ সালের মধ্যে ভারতের ১৪টি অঙ্গরাজ্যে অনুসূচিত্ত পরিবেশে কোন্ জেলায় কি কি শিল্প স্থাপন করা যেতে পারে তার একটি মানচিত্র তৈরি করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সুন্দরবনের মত পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চলসমূহে শিল্প স্থাপন করা সঙ্গত কিনা এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে শিল্পের পক্ষে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে গবেষণার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিবেশ পরিকল্পনা দ্রুপ গঠিত হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশাবলী লঙ্ঘনের বিষয়গুলি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে পরিবেশ আদালত স্থাপনের উপর জোর দিয়েছে। পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে একটি অডিট কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলেছে। এই কর্তৃপক্ষের অধিকার শুধু পরিবেশবিধি ভঙ্গকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই বর্তাবে না, তদারকির কাজে নিযুক্ত অফিসারদের গাফিলতি সম্পর্কেও এই কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ঐতিহাসিক দিল্লি নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং দিল্লির সমস্ত হাসপাতাল এবং নার্সিং-হোমের বর্জ্যপদার্থসমূহকে দূষণমুক্ত করে অবলুপ্তি স্তরে নিষ্কেপ করা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং দিল্লির পৌর কর্তৃপক্ষগুলিকে কড়া নির্দেশ জারি করেছে।

কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, যে কোন সামাজিক কুফল কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দূর করা যায় না, এর জন্য চাই গণ-চেতনার উন্মেষ। সাম্প্রতিককালে বহু অফিসে, বিশেষত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ধূমপান বর্জিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অরণ্যসপ্তাহ পালনে ও সামাজিক বনসৃজনে পঞ্চায়েত-গুলির ভূমিকা গণ-চেতনা বৃদ্ধি ও গণ-উৎসাহ সৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করেছে কিন্তু সার্বিক সাফল্য অর্জন সুর-অস্ত। এর প্রধান কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার, জনগণের বৃহত্তম অংশের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সর্ব-সাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমেই এই কাজে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসতে পারে। আমাদের ঘর-গৃহস্থালীর চৌহদ্দির মধ্যে অধিকাংশ গরিব মানুষ তাদের অজ্ঞাতে যে সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বা চালাতে বাধ্য হচ্ছে সেগুলিকে বদলাতে না পারলে শুধু বাইরের দূষণ বন্ধের ব্যবস্থা করলে জাতির স্বাস্থ্য রক্ষা হবে না। এর মধ্যে আছে বাজার কাজে নানারকম অস্বাস্থ্যকর সস্তা জ্বালানীর ব্যবহার, বহুতল মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস এবং অপরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবহার।

সম্পন্ন অবস্থার পরিবারেরও ভোগবাদের ক্রমবর্ধমান মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নানানরকম দূষণ, যার মধ্যে কিছু আসছে বিভিন্ন প্রকার কসমেটিকস্, ব্যাটারি পরিচালিত সিডিও, প্লাস্টিক দ্রব্যসম্ভার, বিশেষ বিশেষ ঠাণ্ডা পানীয়, কেমিকেল রং ও কীটনাশক ব্যবহার থেকে আর কিছুটা নিজেদের দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে। মানুষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময়টাই কাটায় তার ঘরের মধ্যে। সুতরাং নিজের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রতিটি গৃহেই গার্হস্থ্য জীবনের উপকরণগুলির উপকারিতা/অপকারিতা সম্পর্কে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট সচেতন থাকা প্রয়োজন এবং এটা কোনও আইন করে নিশ্চিত করা যায় না।

■

(বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য আহরিত)

পাঠক্রমে সমবায় বিষয়ক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা বেশ পুরানো

১৯১৪ সালের ৮ অক্টোবর গঠিত সমবায় বিষয়ক ম্যাকলাগান কমিটি তাদের ১৯১৫ সালে প্রদত্ত প্রতিবেদনে অনুকূল সুপারিশ না রাখলেও প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া হল : —

"**32 Teaching in primary schools not advocated** — It has been urged that in order to · instill cooperative ideas into the minds of the rising generation, the subject should be taught in primary schools. To this we are opposed. The theoretical teaching and learning of such a subject would be unintelligent, and the school curriculum is already overburdened. Children often accompany their parents to a society's meetings and it is in this way and by general conversation that they can in our opinion best acquire a practical knowledge of Cooperation."

উপরোক্ত সুপারিশে সমবায় আন্দোলন উদ্বুদ্ধ মনীষীদের হাল ছাড়েননি। ১৯১৯ এর মধ্যেই সমবায় ক্ষেত্রে তরুণদের অনুপ্রবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা হয়েছিল। শিক্ষায়তনগুলিতে সমবায় গঠন ও পাঠনের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটিও গঠন করা হয়েছিল, যার সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে সর্বশ্রী জি সি বোস, রাজকুমার চক্রবর্তী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ দুর্লাল বসু, বি হুইন প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরাও ছিলেন। তারপর সমবায় আন্দোলন অনেক পথ অতিক্রম করেছে। এখন বাবা-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা তো সমবার সমিতির সভায় যায় না। বিদ্যায়তনে সমবারকে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সর্বভারতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে গঠিত অনেক কমিটির সুপারিশও পাওয়া গেছে। তবু আজ পর্যন্ত কয়েকটি শিক্ষাক্ষেত্রে সমবায় স্থান পায়নি। সমবায় আন্দোলনও সে স্থান গ্রহণ করে নিতে পারেনি।

সমবায় বিপণনের বিগত অধ্যায়

শম্ভুনাথ বসু

অর্জিত সমৃদ্ধ বিপ্লবের বন্ধুর পথে ছড়িয়ে আছে অনেক ভাঙা ইতিহাসের অর্ধলুপ্ত অবশেষ। সেই প্রেক্ষিতে সমবায় বিপণনের সংঘাতপূর্ণ অঙ্গনে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব আশাবাদী সেনের উদ্যোগী পদচারণা এখনও আবার মনে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্বাচনী স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করার পর আশাবাদী সেন সহকারী সমবায় নিবন্ধক পদে সমবায় অধিকারে যোগ দেন। প্রশিক্ষণের পর একটি অনগ্রসর জেলায় সহকারী সমবায় নিবন্ধক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই জেলা অর্থনীতির দিক থেকে দুর্বল বলেই গণ্য হয়। চার্জের দায়িত্ব নেবার পর তিনি দেখলেন, জেলাতে সমবায় বিপণন সমিতির পরিকাঠামো রীতিমত দুর্বল। লক্ষ্য করলেন, আশেপাশের অন্যান্য জেলায় বিপণন সমবায় ভাল কাজ করছে। বিশেষ করে কৃষি পরিষেবার উদ্দেশ্যে সার, বীজধান, যন্ত্রপাতি এমনকি গ্রামীণ মানুষের জন্য ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যবস্থাও হয়েছে। অথচ এ জেলায় ১৪টি বিপণন সমবায় থাকলেও কোনটিই স্বয়ম্ভর নয়। জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্যাকস কর্তৃক চাষিদের দেওয়া স্বল্প-মেয়াদি ঋণের অন্যতম শর্তের মধ্যে সারের আকারে ঋণদান বাধ্যতামূলক হলেও আশ্চর্যের বিষয় প্রায় কেউ-ই গত পাঁচ বছরে সারের কারবার করেনি। কৃষি দপ্তরে বিভিন্ন কর্মসূচি মারফৎ লক্ষ লক্ষ টাকার সার-ঋণ ব্লক অফিসের মাধ্যমেও দেওয়া হয়। মাথাপিছু সার ব্যবহারের পরিমাণ কম হলেও ব্লকের প্রশাসন তাদের মাসিক রিটার্ণে চাষিদের সার ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরছেন। কিন্তু সরকার ও ব্যাঙ্ক থেকে নানারকম তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও সারা জেলায় চাষীরা রাসায়নিক সার ব্যবহারের পক্ষপাতী যে নয় এ কথাটা বেসরকারিভাবে সরকারি এজেন্সিগুলিও স্বীকার করেছেন। জেলার প্রশাসনের দেওয়া চিত্রের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি কিছুটা পরস্পরবিরোধী হওয়ার ফলে কোন গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া আরও জটিল হয়ে দাঁড়াল।

আশাবাদী সেন জেলাশাসকের সাথে দেখা করে সারা জেলায় বড় আকারে বিপণন সমিতির মাধ্যমে রাসায়নিক সার বিতরণে তাঁর সাহায্য চাইলেন। শ্রীসেনের মতে এর ফলে জেলায় প্রাথমিক কৃষি ঋণদান ও বিপণন সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে আবার চাষীরাও প্রয়োজনীয় সার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবে। জেলাশাসক সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিলেন। ঠিক হল ব্লকের প্রয়োজনীয় মোট সার-ঋণের ৫০ শতাংশ বিপণন সমবায়ের মাধ্যমে দেওয়া হবে,যাতে তাদের ব্যবসাটা ভাল হয়। তিনি ঐসেনকে খুব শীঘ্রই তার চেম্বারে ডাকা বি ডি ও-দের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বললেন। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ও আশা নিয়ে সহ-নিবন্ধক সভায় যোগদান করলেন। কিন্তু জেলাশাসক ঋণের ৫০ শতাংশ দাবের আকারে সমবায় বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিতরণের প্রস্তাব দিতেই একসুরে সব বিডিও প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব নয়, কারণ চাষীরা ১০০ শতাংশে সার-ঋণ নগদেই পেতে অভ্যস্ত। তার ব্যতিক্রম কিছু হলে বিডিও মাত্রেই বিশাল ঝামেলায় পড়বেন। আর চাষিদের মধ্যেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেবে। জেলাশাসককে কার্যত অসহায়ই দেখা গেল। আশাবাদী ভেঙে পড়লেন। নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন "এবার কোথায় যাই?" তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে সভা কক্ষ ছাড়লেন। পরিস্থিতি কেবল হতাশাজনকই নয়, রীতিমত পরস্পরবিরোধীও।

তারপরই শ্রীসেন সমবায় অধিকারের বিপণন শাখায় যোগাযোগ করলেন ও 'সারকেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে তার রেজের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। এই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অসাধারণ কর্মনিপুণতা ও অভিজ্ঞতার খ্যাতি ছিল।

আশাবাদী নিজ দপ্তরে এবং "সারকেড" সাহায্য চাইবার সময় খুব জোর দিয়ে বললেন যে এই জেলায় চাষিদের সঠিক সাহায্য করতে হলে বিপণন সমবায় উদ্যোগকে আর্থিক দিক দিয়ে জোরদার ও স্বয়ম্ভর করার মাধ্যমে বিপণন পরিকাঠামোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তিনি মানসিকভাবে আরো আঘাত পেলেন যখন জানতে পারলেন যে 'সারকেড' থেকে ট্রাক ভর্তি সার তার এলাকার মধ্যে দিয়ে অন্য জেলার জন্য গেলেও তার এলাকার কোন প্রাথমিক কৃষি ঋণদান ও বিপণন সমিতিতে এক ব্যাগ সারও নামানো হয় না। সহ-নিবন্ধকদের মাসিক সভাতেও সমবায় সমিতির সার বিতরণের অগ্রগতি মূল্যায়নের প্রশ্নে তাকে খুবই নিষ্প্রভ দেখায়।

পরবর্তী পদক্ষেপে আশাবাদী বিষয়টি তার অভিজ্ঞ, কনিষ্ঠ সহকর্মীদের এবং মুখ্য কৃষি আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তার সহকর্মীরা জেলার কৃষি-ব্যবস্থাপনা ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। জানতে পারলেন, কয়েক বছর আগে জেলার কিছু অতি উৎসাহী অফিসার জন্য জেলায় তাদের সমান স্ট্যাটাসের অফিসারদের চেয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য চাষিদের রাসায়নিক সার ব্যবহারে কোণঠাসা করেছিলেন এবং সেটাই প্রথম প্রতিষ্ঠা গোজামিলে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে বেশি সার ব্যবহার মানেই অধিক ফলন। ঐ সময়ে অ্যামোনিয়া (নাইট্রোজেন যুক্তসার) সহজে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত সারের সঠিক পরিমাণ, জমীর মাটির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ব্যবহারের বিষয় সম্পর্কে চাষিদের সঠিকভাবে অবহিত করা হয়নি। ফলে অনেক চাষী প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া সার ব্যবহার করে। প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবহার ছিল অনেক বেশি ফলে আমন ধানের চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই জেলা প্রধানত এক ফসলী ছিল। পরবর্তীকালে সরকারি তরফ প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়ে ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। অতঃপর চাষীরা তাদের জমিতে অন্য যেকোন চাষের জন্য

রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। তারপরে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেলেও এ ব্যাপারে চাষিদের মন থেকে ভয় কাটেনি। কিংবা সরকারি তরফেও এ বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে এই কয়বছরে চাষিদের মনোজগতে চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ব্যাপারে কোন পরিবর্তন আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই সার ব্যবহার সম্পর্কে ওরা দৃঢ়ভাবে বিমুখ হয়েই রইলো।

সমবায় অধিকারের প্রধান কার্যালয়ের বিপণন শাখা ও 'সারফেড' থেকে আশাবাদী যে বার্তা পেলেন তা উৎসাহজনক নয়, বরং নেতিবাচক। উপরেই পূর্বের অভিজ্ঞতা মনে রেখে অগ্রসর জেলায় রাসায়নিক সারের কারবারে না নামতে পরামর্শ দিলেন। জেলা কৃষি দপ্তরও এমন কোন আশ্বাস দিতে পারলেন না যে রাসায়নিক সারের চাহিদা কতটা আছে এবং যদি আদৌ থাকে তাহলে কৃষি দপ্তরের পরিকাঠামো আশাবাদীর উপরোক্ত প্লান কার্যকর করতে কতটা সহায়ক হবে। জেলার ১৪টি বিপণন সমবায়ের একটিও স্বচ্ছল না হবার ফলে কাজটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। জেলার কোন বিপণন সমিতির পক্ষেই এক ট্রাক সার নিজেদের চলতি পরিকাঠামোর মাধ্যমে বিক্রির জন্য নেওয়া প্রায় অসম্ভব। আর এটাই সবচেয়ে নিম্নতম পরিমাণ যা সারফেড একটা সমবায়কে দিয়ে থাকে। অক্ষমতার কারণগুলির মধ্যে প্রশাসনিক কাঠামোর দৈন্য, কার্যকর মূলধনের অপ্রতুলতা আর রাসায়নিক সার কেনার ক্রেডিটের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব, এসবই প্রধান। এ অবস্থায় শ্রীসেনের পক্ষে একটি মাত্র বিপণন সমিতিকে মূল সমিতি রূপে বেছে নেওয়াই হতে একমাত্র বিকল্প ছিল। এই সমিতি কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে আবশ্যিক কার্যকর উদ্যোগ সাধনে কাজ করবে ও অন্য বিপণন সমিতির পক্ষে সার সংগ্রহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমিতির দায়িত্ব পালন করবে। তাইনত এই কেন্দ্রীয় সমিতিটি মর্যাদার দিক থেকে অন্য অনুরূপ সমিতির সাথে একই পর্যায়ভুক্ত তবে এ ধরনের সমিতির নির্বাচন সর্বদাই কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন (১) ব্লকের হেড কোয়ার্টার থেকে নূনতম দূরত্বে অবস্থান হওয়া চাই যাতে জেলার সমবায় সহ-নিবন্ধক নিয়মিত তদারকি করতে পারেন। (২) সমিতির কাজেকর্মে পরিচালকমন্ডলীর মনোযোগী সক্রিয়তা থাকা চাই। (৩) এলাকাটি যেন মোটামুটি কৃষি উন্নত হয়। (৪) ফসল সংরক্ষণ ও বিপণনের পরিকাঠামোও যেন বেশ অনুকূল থাকে।

যথাযথ সমীক্ষা করে সূর্যোদয় বিপণন সমবায় সমিতি নামে একটি ব্লক পর্যায়ের সমিতিকে প্রাথমিকভাবে এ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হল তবু এখানেও সমস্যা। নির্বাচিত পরিচালকদের পর্ষদ অবলুপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ পরিচালক এই অকেজো সমিতিকে পুনরায় সচল করে তুলতেও আগ্রহী। পক্ষান্তরে সমিতিটির সম্পাদক কালাপাহাড় পুনরুজ্জীবনের প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ালেন। শোনা যায় প্রচুর পরিমাণে তহবিল তছরূপ করলেও কেবল ভাগ্যের জোরে তিনি বেঁচে গেছেন। বছর কয়েক আগের বন্যায় নাকি সমিতির বিভিন্ন খাতা ও নথিপত্র সব ভেসে গেছে। সমবায় ক্ষেত্রে প্রতিকূল পূর্বানুভবের অধিকারী এই কালাপাহাড় বোর্ডের এমন কোন পরিবর্তন ঘটতে দেবেন না যাতে তিনি নিজে থাকতে পারবেন না। এই কারণে বেপরোয়া হয়ে তিনি নানান জটিলতা সৃষ্টিতেও পিছপা নন। যে কোন কারণেই হোক অন্য পরিচালকগণ ওর সম্পর্কে সন্ত্রস্ত এবং কোনক্রমেই ওকে ঘাঁটাতে চান না। এটা একান্তভাবেই স্বীকৃত সত্য যে কালাপাহাড়ের অপসারণ সমিতির পক্ষে মঙ্গলজনক হত। সমবায় মাত্রেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হলেও কালাপাহাড়ই প্রকৃত প্রস্তাবে সমিতির মূল কর্তৃত্বে থেকে গেলেন।

আশাবাদী অবশ্য সব পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেখে হাজারো ঝামেলা সত্ত্বেও জট ছাড়াতে সাহসের সঙ্গে উদ্যোগী হলেন। বিশ্বকর্মা নামে একজন অল্পবয়সী, কর্মিষ্ঠকর্মী কিন্তু অনভিজ্ঞ সমবায় পরিদর্শককে নির্বাচিত করে এই সমিতির হাল ধরতে বললেন। এই পরিদর্শক ব্লকেরও দায়িত্বে ছিলেন। আশাবাদী বিশ্বকর্মাকে সবরকম সহায়তা দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। শ্রী বিশ্বকর্মা প্রস্তাবে রাজি ছিলেন। তবে তাঁকে সমিতির নির্বাহী আধিকারিক করার লিখিত আদেশ দেওয়া হলে জেনে পিছিয়ে এলেন। পরে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত আশাবাদী এই অফিসারকেই সূর্যোদয় বিপণন সমবায় সমিতির নির্বাহী আধিকারিক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। তবে কালাপাহাড়ের মত লোক বোর্ডে থাকতে ঐ সমিতিতে তাকে নিযুক্ত করে কোনরকম মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না বরং তাকে অপর দুষ্কৃতির দুষ্কর্মের ভারবাহী (স্কেপগোট) হতে হবে এইরকম একটা ধারণা বিশ্বকর্মার মনে গেঁথে রইল। ফলে তার মত শৃঙ্খলাপরায়ণ অফিসারও 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মাথা পেতে নিতে হয়' — এই মূল্যবোধের তাড়নায় প্রচারিত হয়েও অনেক ইতস্তত করে তারপর পদভার নিতে রাজি হলেন।

ব্লকের সহ-নিবন্ধক আশাবাদী এইরকম হাজারো বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ও বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর চাপে মাথা নত না করলেও এটা বুঝতে পারলেন যে তার কাঁধে দায়িত্বের বিপুল বোঝা চেপেছে। এতসব চ্যালেঞ্জ নেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা তাও ভাবতে লাগলেন। জেলায় তাঁর অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝতে পারলেন যে ওই সার নিয়ে ঝামেলা হবার পর তার পূর্ববর্তী চার জন সহ-নিবন্ধক সমবায় বিপণন সমিতিকে সার বিক্রির ব্যাপারে উৎসাহিত করার ব্যাপারটা সম্ভবত যথার্থই এড়িয়ে গেছেন। সার প্রয়োগের ক্ষতিকর পরিণতির পর তিনিই একমাত্র সহ-নিবন্ধক তিনি বিপণন সমবায়ের মাধ্যমে সার বিক্রির ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করতে সময় করলেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে বিশাল ঝুঁকি আছে এবং সামান্যতম ত্রুটি হলে চাষিদের ও বিপণন সমবায়ের আর্থিক ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিজের কৌশল ও আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে বিপণন পরিকাঠামো পুনরুজ্জীবনের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মপ্রচেষ্টায় এগিয়ে যাওয়াই স্থির করলেন। প্রত্যয়ী উদ্যোগ পরবর্তীকালে আশাবাদী সেনকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। সবুজ বিপ্লবের ঘটিয়ানে নথিভুক্ত হয়ে তা মহাফেজখানায় জমা পড়ে গেছে। উদাসীন ইতিহাসের পাতায় কিন্তু আশাবাদী সেনের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। ■

ভাণ্ডার এখন উনআশির ছোঁয়ায়

অসীম রায়

'সমবায় আন্দোলনের সাহিত্য বাহন' হিসাবে "ভাণ্ডার" এখন উনআশির ছোঁয়ায়। ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (১৮৬১-১৯৪১) আমরা হারিয়েছিলাম ৭ আগস্ট। কিন্তু তার ২৩ বছর আগে ১৯১৮ সালের ৭ আগস্ট সমবায় ভাণ্ডারের আবির্ভাব ঘটেছিল। আগস্ট মাসের যে তারিখে ভাণ্ডার পত্রিকার আবির্ভাবের ফুল ফুটেছিল ২৩ বছর পরের ঐ একই তারিখে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের প্রবীনতম সমবায়ী রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে যান। শ্রাবণের উদ্বেলিত বারিধারায় এ সমাপতন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই অতীতচারী করে তোলে।

ভাণ্ডার নামীয় পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯০৫ সালে (বাং ১৩১২)। তার সম্পাদনা করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পত্রিকা প্রকাশনার প্রধান ও প্রথম পুরুষ ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্ত। তিনি কলকাতা আসেন চট্টগ্রাম থেকে। মানুষটি ছিলেন খিরল স্বদেশ-প্রীতির মূর্ত প্রতীক। কলকাতায় "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামে একটি স্বদেশী দোকান খুলেছিলেন। দেশজ পণ্য সামগ্রিকে জনপ্রিয় ও দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসী, স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তোলাই ছিল এই প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ভাণ্ডার পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১৩১২) 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া' জানাচ্ছে "ভাণ্ডারের গ্রাহকগণের বিশেষ সুবিধা ঃ নিম্নলিখিত তিনটি দ্রব্যের মধ্যে দুটি ক্রয় করিলে ভাণ্ডারের মূল্যে ছাড় দেওয়া হইবে ঃ (১) আইভরি বোতাম, (২) এইচ বোসের পারফিউমারী (৩) কলিকাতা পটারি ওয়ার্কসের জিনিস।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। দাশগুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহেই 'ভাণ্ডার' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন। প্রকাশক ছিলেন কেদারনাথ দাশগুপ্তই। ঠিকানা ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ৭ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল দু'টাকা চার আনা। কিন্তু পুলিসের নজর পড়ায় তাঁর বড়ভাই তাঁকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন। এই পত্রিকার লেখকদের প্রতি সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত আবেদনে পত্রিকার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ফুটে উঠেছে ঃ "কেন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ বা সম্পাদকের মত প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভাণ্ডার' প্রকাশ করা হইতেছে না। দেশের লোককে সকল মতের সকল দিক বিচার করিবার অবকাশ দেওয়াই ভাণ্ডার প্রকাশের উদ্দেশ্য — এই কথা মনে রাখিয়া লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া অসংকোচে নিজের মত লিপিবদ্ধ করিবেন।" এই পত্রিকার সম্পাদনার প্রতি রবীন্দ্রনাথ কেন নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই বলে গেছেন — "দেশের পাঁচ জন ভাবুককে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে, তখন কৌতূহলে আমার মন জড়াই হইল।" কিন্তু 'ভাণ্ডার' পত্রিকার একক কর্তৃত্ব ১৯০৮ সালেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই ভাণ্ডার পত্রিকার আয়ুষ্কাল কিন্তু মাত্র তিন বৎসর। চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডার 'সমালোচনা'র সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য এ 'ভাণ্ডার' সমবায় 'ভাণ্ডার' হিসাবে সমবায় আন্দোলনে ভূমিকা নেয়নি।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে 'ভাণ্ডার' পত্রিকার আবির্ভাবের আগে ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে সরকারি প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সমবায় নিবন্ধক যামিনীমোহন মিত্রের সম্পাদনায় প্রথম সমবায় মুখপত্র হিসাবে "দি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জর্নাল" শুরুতে দ্বি-মাসিক ও পরে ত্রৈমাসিক হয়ে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ধরনের পত্রিকা বেসরকারি পরিচালনাধীনে প্রকাশের বাঞ্ছিত আয়োজনও চলতে থাকে। ১৯১৭ সালে "বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানাই-জেশন সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পত্রিকাটির পরিচালনা ভার এই সোসাইটির উপর ন্যস্ত হয়। এই সোসাইটির প্রথম পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যবর্গের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল ঃ স্যার জনিবেল হ্যামিলটন — সভাপতি, বাংলাদেশের সমবায় নিবন্ধক, মিঃ জে টি ডনোভন, আই সি এস — সহ-সভাপতি, বাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, এম এ — সম্পাদক, শ্রী গুরুসদয় দত্ত, আই সি এস প্রমুখ। পরবর্তী সভাপতিদের মধ্যে আচার্য পি সি রায়, স্যার বাজেন মুখার্জির মত মনীষীগণ ছিলেন।

সমবায় আন্দোলনের পত্রিকা প্রকাশনের দায়িত্ব প্রতিনিধিস্থানীয় বেসরকারি সমবায় প্রতিষ্ঠানের উপরই ন্যস্ত করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতির (Bengal Co-operative Organisation Society) কাছে পত্রিকাটি হস্তান্তরকরণের অনুষ্ঠানে প্রেরিত একটি বাণীতে তিনি বলেছিলেন " I do not underestimate the good work which has been done by the Journal when it has been conducted under official guidance and control but at the same time, I think, there are advantages in its divesting itself of official tutelage and proclaiming itself to the world as the independent mouthpiece of the co-operative movement. As such it will be of the utmost value to officials and non-officials alike and should prove to be a potent instrument for furthering the success of the Co-operative principles. Perhaps I may add that while Govt. desire to exercise no control of any kind over the publication, they do desire to assist towards its success, and with this object in view, propose for the present to contribute a sum sufficient to cover the cost of its production." অর্থাৎ সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকাকালে এই পত্রিকার কার্যকর্মের গুরুত্বকে অস্বীকার না

করেও একথা বলতে পারা যায় যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে এই পত্রিকার মুক্তিপাওয়া এবং বিশ্বের সমক্ষে সমবায় আন্দোলনের স্বাধীন মুখপত্র হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ উপযোগিতা আছে। এই বিশিষ্ট ভূমিকাতেই এই পত্রিকাটি সরকারি এবং বেসরকারি উভয় স্তরের ব্যক্তির কাছেই মূল্যবান হয়ে উঠবে এবং সমবায় আদর্শের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে একটি সম্ভাবনাপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। এই সঙ্গে আমি এ কথাও বলতে চাই যে, পত্রিকাকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা সরকারের নেই। বরং এর সাফল্যের জন্য সরকার সর্বপ্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশনার ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দান করবার প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছেন।" অতি অল্পকালের মধ্যে পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা বেশ বেড়ে যায়। বিহার ও উড়িষ্যার সমবায়ীদের বিশেষ অনুরোধক্রমে পার্শ্ববর্তী বিহার ও উড়িষ্যার সমবায় আন্দোলনকে সামিল করে জার্নাল ১৯১৮ সাল থেকে "দি বেঙ্গল বিহার এ্যান্ড উড়িষ্যা কো-অপারেটিভ জার্নাল" হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার দরুণ এর আবেদন সীমিত ছিল।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত পল্লী প্রান্ত পর্যন্ত সমবায়ের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালের ৭ আগস্ট (১৩২৫, ২২ শ্রাবণ) মাতৃভাষায় সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলনের সাহিত্যবাহন "ভাণ্ডার" প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষাতেই প্রথম সমবায় পত্রিকার আবির্ভাব। পত্রিকার নাম 'ভাণ্ডার' কেন হ'ল এ সম্পর্কে অনেকের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কেদারনাথ দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত "দরিদ্রের ভাণ্ডার" যে স্বাজাত্যবোধ ও দেশীয় পণ্যকে জনপ্রিয় করার প্রেরণায় গড়ে উঠেছিল সেই বোধই ১৯০৫ সালের ভাণ্ডার পত্রিকার নামকরণে প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৯১৮ সালের বাংলা সমবায় পত্রিকার নামকরণে বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি কর্তৃক "ভাণ্ডার" নামটিকেই গ্রহণ করার অন্তরালে একদিকে ছিল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখা, অন্যদিকে ছিল আরও একটি কারণ। স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতিটি অণু পরমাণুর সাথে তখনকার দিনে স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের প্রবণতা মিশে গিয়েছিল। দেশীয় পণ্যের 'ভাণ্ডার' স্থাপন ও তার পৃষ্ঠপোষকতা সারা দেশ জুড়ে যেন এক উন্মাদনার বন্যা এনেছিল। স্বাধীনতা স্পৃহার দ্যোতক এই "ভাণ্ডার"-কে সমবায় ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল মুখপত্র হিসাবে। তখনকার দিনে সমবায়কে স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে দেখা হ'ত। আর এ ব্যাপারে আয়ারল্যান্ডের কৃষি সংগঠন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার হোরেস প্রাংকেটের (১৮৫৪-১৯৩২) অবদান কম নয়। এ. ই. এই ছদ্মনামে লেখা "National Being" গ্রন্থে জর্জ রাসেল সুস্পষ্ট আশা প্রকাশ করেন যে, আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা গড়ে উঠবে সমবায়ের উপর। বইখানির সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার কোন কোন আত্মীয় তখন সমবায় তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মন আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় আয়ারল্যান্ডের কবি ও কর্মবীর এ. ই. রচিত "National Being" বইখানি আমার হাতে পড়ল। সমবায় জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তব রূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলুম। তার সার্থকতা যে কত বিচিত্র, মানুষের সমগ্র জীবন যাত্রাকে কেমন করে যে পূর্ণ করতে পারে, আমার কাছে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্তরতমও যে ব্রহ্ম, তাকে সত্য পন্থায় উপলব্ধি করলে মানুষ যে বড়ো সিদ্ধি পায়, অর্থাৎ কর্মের মধ্যে যুক্ত হতে পারে যে অন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদেই তার বন্ধন, সহযোগেই তার মুক্তি — এই কথাটি আইরিশ কবি সাধকের গ্রন্থে পরিস্ফুট।" এই সমস্ত রচনা তখনকার দিনের জ্ঞানী, গুণী, সংগ্রামী মানুষকে যে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সমবায়ের দিকে আকৃষ্ট করেছিল সে কথা "ভাণ্ডারের" অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক সাহিত্যিক শ্রী গোপাল হালদার প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন।

সমবায় 'ভাণ্ডারের' প্রথম সংখ্যায় "সমবায়" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই 'ভাণ্ডার'কে "সমবায় আন্দোলনের সাহিত্য বাহন" এই ভূষণে ভূষিত করেন। ১৯০৫ সালে সাহিত্য ভাণ্ডার রূপে যার প্রকাশ ১৯১৮-তে তারই সমবায় ভাণ্ডার হিসাবে আত্মনিবেদন। সাহিত্যের ভাণ্ডারও আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন নামি হলেও আসলে একই আদর্শে দীক্ষিত। সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি রচনা করে। পর্যালোচনাকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।" ভাণ্ডার পত্রিকা সাহিত্যের সমগ্রতা দিয়ে সমবায় তত্ত্বের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকায় সমগ্র মানুষকে দৈন্য থেকে মুক্ত করে পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সাহিত্য বাহন বিভূষণের আর একটি তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন "সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব আক্ষরিক অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে ভাব যে কেবল ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তা নয়, মানুষের অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভব নহে।" সাহিত্য মিলনেরই প্রতীক হিসাবে সমবায়ের অঙ্গে ভূষণের মত সমপূরিত হয়েছে। সেই একই মিলনের কণ্ঠস্বর বহুযুগের ওপার হতে ঋক্ বেদের আবাহন থেকে ভেসে আসে যখন শুনি "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম" — অর্থাৎ "এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব"।

ভাণ্ডার পত্রিকার বিংশতিবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে ১৯৩৮ সালের ৮ এপ্রিল তারিখের শুভেচ্ছা বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বাংলায় সমবায় আন্দোলনের সাহিত্য বাহন ভাণ্ডার পত্রের বিশেষত্ব বার্ষিক সফলতায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করি"। রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও আর যাঁদের লেখা সমবায় ভাণ্ডারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল তাঁরা হলেন ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, গোপাল হালদার, সুধানলিনীকান্ত দে, ডাঃ চুনীলাল বসু, ডঃ গোপাল চ্যাটার্জি, সত্যেন্দ্রবিহারী বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গুরুসদয় দত্ত, কালীন্দ্রনাথ মুখার্জি, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চ্যাটার্জি, প্রবোধ সান্যাল, নিরীশ চক্রবর্তী, বন্দেআলী মিঞা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব নারায়ণ গুপ্ত,

দেবজ্যোতি বর্মন, আশুতোষ সান্যাল, অখিল নিয়োগী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল সেনগুপ্ত, কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, সুধীন্দ্র নারায়ণ নিয়োগী প্রমুখ। গত ১৯৬৮ সালে এক প্রবন্ধে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভাণ্ডারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। আজ সন তারিখ সঠিক স্মরণ করতে পারি না। তবে এ কথা স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি যে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার একটি গল্প একদা ভাণ্ডারে প্রকাশিত হয়েছিল।"

প্রাক স্বাধীনতা যুগের বিভিন্ন সময়ে সমবায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারকচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, হিরণকুমার সান্যাল, মন্মথ রায়, দ্বারাণচন্দ্র মুখার্জি প্রমুখ। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত "ভাণ্ডার" পত্রিকার সহ-সম্পাদক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। তখন সম্পাদক ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীগুপ্ত "ভাণ্ডার" ছেড়ে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার যোগ দেন। স্বাধীনোত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ১৯৬২ সাল থেকে পুনরুজ্জীবিত 'ভাণ্ডারের' সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন সময়ে ছিলেন যোগেশ মজুমদার, দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য, জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, অমিয় মজুমদার, সত্যব্রত ব্যানার্জি, রণজিতচন্দ্র মিত্র, ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, সনৎ বক্সি, মানস রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ভাণ্ডারের বর্তমান সম্পাদকের নাম সুশান্তকুমার ব্যানার্জি। শেষোক্ত নয় জন সম্পাদকের মত ইনিও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক। বিগত ষাটের দশকের শেষ কয়েক বছর থেকে সত্তরের দশকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত সৈয়দ মুজতবা সিরাজ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সদা প্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভাণ্ডারের সহ-সম্পাদক পদে সম্পাদনার কাজ দেখাশুনা করেছেন। পত্রিকাটির সার্বিক দেখাশুনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে আছে ছয় জন সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদকমণ্ডলী। তার বর্তমান সভাপতি সুনীলকুমার ঘোষ।

এই পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের দুটি অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালের ৯ অগাস্ট গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ভাণ্ডারের ভূতপূর্ব সম্পাদকদের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল ভাণ্ডারের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই উপলক্ষ্যে প্রাক্তন সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল বলেন, "আয়ারল্যান্ডের দার্শনিক লেখক হেরেস ল্যাঙ্কেটের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই "ভাণ্ডার" প্রকাশিত হয়।" প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যখন সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন, তখন থেকে পত্রিকা সম্পাদনের ভার বহুলাংশে আমাকেই বহন করতে হয়।" এই অনুষ্ঠানে আরো দুজন প্রাক্তন সম্পাদক মন্মথ রায় ও গোপাল হালদারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ভাণ্ডারের সঙ্গে সম্পর্কের কথা তাঁরাও বিশেষভাবে তুলে ধরেন। ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন বিগত ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই তারিখে ভাণ্ডারের প্রাক্তন সম্পাদক নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়কে একইভাবে সম্বর্ধনা জানায়। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের একজন ডাইরেক্টর ছিলাম। বালুরঘাটে ওকালতি করতাম আগে। ১৯৩৮ সালে কলকাতাতেই চলে আসি। যখন দ্বারাণচন্দ্র মুখার্জি পত্রিকার পরিচালক ছিলেন তখন তিনি আমাকে ভাণ্ডারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে ইংরাজিতে সমবয় ত্রৈমাসিক ও বাংলায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকা দুটির সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করি। তখন বাংলাদেশের সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক ছিলেন খান বাহাদুর এ এম আরশাদ আলী এবং সমবায় মন্ত্রী ছিলেন মুকুন্দবিহারী মল্লিক।" তাঁর বাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, সে দেশের জনৈক নেতা তাঁকে বলেছিলেন — "তোমাদের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে সময় নেবে, তোমরা সমবায়কে আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছ না কেন?"

মিথীজন্মী বৈজ্ঞানিক, চিন্তাশীল দার্শনিক, বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক ও অর্থনীতিবিদদের অবদানে 'ভাণ্ডার' পূর্ণ থাকলেও তার যাত্রাপথ মাঝে মাঝেই বিঘ্নিত হয়েছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধকালে সমবায় মুখপত্র হিসাবে ইংরাজিতে 'কো-অপারেটিভ জার্নাল' ও বাংলায় "ভাণ্ডার" পত্রিকা দুটির আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিষ্প্রদীপ উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে পত্রিকা দুটির প্রাণপ্রদীপও নিভে গিয়েছিল। ত্রিশের পৃথিবীব্যাপী সর্বনাশা মন্বন্তর অভিঘাতের এ ছিল আর একটি প্রতিফলন। "বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন সোসাইটির" ধ্বংসস্তূপের উপর ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন জন্ম নেয়। ১৯৬২ সাল থেকে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এখনও 'ভাণ্ডার' পত্রিকার ঐতিহ্যবাহী সত্বাধিকারী। ১৯৬২ সালের পরবর্তী বিভিন্ন সময়েও ভাণ্ডার বিপন্ন হয়েছে। মরে মরে তা পুনরুত্থিত হয়েছে। তার প্রকাশনকাল মাসিক থেকে কখনো হয়েছে পাক্ষিক, কখনো সাপ্তাহিক, আবার কখনো তার আকার ও কলেবরেরও পরিবর্তন হয়েছে।

১৯৭৪ সালের অগাস্ট মাসে ইউনিয়নের প্রদানীন্তন নির্বাহী আধিকারিক শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'ভাণ্ডার' নব পর্যায়ে ও নতুন সম্ভাবনায় প্রকাশিত হয়। অতীতের ভাণ্ডারের সঙ্গে বর্তমান ভাণ্ডারের প্রয়োজনগত স্বাভাবিক প্রভেদের মধ্যে তিনি এক সেতু রচনা করে দিয়েছেন। তারপর গত ২১ বছরের পথ চলা ভাণ্ডারকে অনেক পথে এনে দিয়েছে। সমবায় আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি সমবায়ীদের বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক লেখা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি আবার সামগ্রিক চিন্তার ধারা আছে সেই সমস্ত দেশবরেণ্য লেখক, কবি ও সাহিত্যিকদের অবদানও ভাণ্ডারকে সংবেদনশীল সৌন্দর্য ও সৌরভে সমৃদ্ধ করেছে। তবু ভাণ্ডার তার অতীত সৌরবকে এখনো পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। ১৯২৮-২৯ সালে ভাণ্ডারের প্রচার সংখ্যা ১৮,০০০ অতিক্রম করেছিল। সে তুলনায় বর্তমান প্রচার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট সমিতি, তার সদস্য ও সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মোটেই সুখকর নয়।

সমবায় ভাণ্ডার-এর ঊনত্রিশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে তার প্রচারের প্রসারতা সাধনে আমাদের চেতনা আরো জাগ্রত হোক। তার বৃহত্তর উপলব্ধি এ ঘাটতি পূরণে আরও সক্রিয় হোক। ■

সেই গ্রাম আজও গ্রামে
গ্রামের সংস্কৃতি মেখে। যে
পাখী না ঘরে
ঘরে পাখা আছে,
সেই পাখা আছে
আজো পিঠে
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য

আছে

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

৮ ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮, ৪, সেক্টর ১,
সল্টলেক, কলিকাতা ৬৪

তন্তুজ

সমবায় আন্দোলন ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

পিনাকপানি দত্ত

এই শতাব্দীর প্রথম দিকে সমবায় আন্দোলনকে বিশেষভাবে অধিকতর বাংলার জনপ্রিয় করার জন্য সমকালীন বিখ্যাত মনীষীদের যে অবদান ছিল তা বর্তমান দিনের সমবায়ী বন্ধুদের অবশ্য স্মরণীয়। কিন্তু কালের গর্ভে বিস্মৃতির অতলে চলে যাচ্ছে এই সব মনীষীদের চিন্তা-চেতনা। এমনই একটি নাম হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রবল প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে ছাত্রাবস্থায় (১৮৮৫) ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে (India before and after Mutiny) লিখে বিরাগভাজন হলেন। যোগ্যতার বিচারে ডক্টর অফ্ সায়েন্স ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও Indian Education Service-এ রাজরোষের কারণে তাঁকে বঞ্চিত করা হল। পুলিশের খাতায় নাম থাকল "Staunch Revolutionary in the garb of Scientist" এসব সত্ত্বেও তিনি ন্যুব্জ হয়ে পড়েননি। তাঁর ক্ষীণ এবং রুগ্ন শরীর নিয়ে এক অসামান্য মনের জোর, কর্মনিষ্ঠা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শিল্প গড়ার কাজে ব্যবহার, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার বাতাবরণ সৃষ্টির কাজে, বিজ্ঞানে উদ্বিগ্ন গবেষক ছাত্রদল গড়ার কাজে, প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস রচনায় এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক হয়েও সাধারণ মানুষের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ করেছেন। এসবের প্রকৃত মূল্যায়ন কতটা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

আচার্য রায়ের বহুধা বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের মধ্যেও সমবায় আন্দোলনে তিনি জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন। বিশেষভাবে ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের চাকরির কড়াকড়ি থেকে মুক্ত হলেন। সমাজসেবার দ্বার আরও প্রসারিত ও দিগন্তব্যাপী হল। ১৮৫০-১৯০০ সালের মধ্যে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়ে তাঁদের দেশসেবা, সমাজসেবার এক মানসিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল — আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। একথায় ভারতবর্ষে এসেছিল রেনেসাঁর যুগ। যে কোনো কাজের পিছনেই একটা "সলতে পাকানোর" কাজ থাকে। আচার্য রায়ের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটেছিল। সমবায় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর শৈশবে-পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই

আচার্য রায় তাঁর আত্মজীবনী "Life an Experiences of a Bengali Chemist" বই-এ উল্লেখ করছেন— "My father, who was evidently familiar with the principles of political economy, often used to say that it was sheer folly to lock up savings in jewellery as they brought in no return..... In those days, there was no safe investment for people of limited income and it was a constant source of anxiety with them how to guard their life's savings against theft or robbery. As a result it was the prevalent custom to bury ornaments and cash underground. When therefore, my father opened a loan office on his own account, his co-villagers flocked to him with their savings to be deposited with him at a fixed rate of interest, the more so he had a high reputation for probity"। সময়টি ছিল ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষ ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

অতএব অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ থেকেই আচার্য রায় সমবায় মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। যদিও তখন এই 'সমবায়' নামক বর্তমান ধ্যানধারণাটা ছিল না, কিন্তু কৃষি-ভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের চাষবাসের নানা অসুবিধা — যেমন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, সার-বীজের জন্য সময় মতো মহাজন-সুদখোরদের কবল থেকে মুক্ত থেকে এবং প্রয়োজনে অর্থ যোগানের সমস্যাকে দূর করার প্রয়াসে আচার্য রায়ের পিতা হরিশ্চন্দ্র এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তাঁর গ্রাম রাঢ়ুলী (বর্তমানে খুলনা জেলা) এবং পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ খুলনা অঞ্চলে। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু। সমাজ সংস্কারের কাজে তাই হরিশ্চন্দ্র প্রচুর উৎসাহ দিতেন। বলাবাহুল্য সেই প্রথম ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'সমবায়ের' কাজ শুরু হল। যা হোক বিলাতে (১৮৮২-৮৮) শিক্ষালাভ এবং বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুযোগে আচার্য রায় সম্ভবত ইউরোপের প্রাথমিক পর্যায়ের গড়ে ওঠা কিছু সমবায় সম্পর্কে আধুনিক ধ্যানধারণা পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯০৪ সালে ভারতে প্রথম বিধিবদ্ধ সমবায় আইন চালু হয়। এই আইনের সুযোগ নিয়ে তিনি গ্রামের মানুষদের সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে আগ্রহী হন। "Charity begins at home"—সেই রকম সংগ্রামের প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক খোলার উদ্যোগ নেন তিনি এবং তাঁর ভ্রাতৃজ রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী। সমবায়ের সমনাধিকার, সমবণ্টন এবং নিজেদের চেষ্টায় স্বাবলম্বিতা প্রভৃতি নীতির সাথে তাঁর ছাত্রজীবনে গড়ে ওঠা মানসিকতার সাদৃশ্য ছিল। সে জন্যই সমবায় আন্দোলনকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। ব্রিটিশ সরকারের অর্থানুকূল্যে নয় নিজেদের চেষ্টায় আত্মনির্ভর হওয়ার এই পথটিকে গ্রহণ করেই প্রথম সমবায় আইনের সুযোগ নিয়ে ১৯০৮ সালে ঐ প্রামাঞ্চলে "রাঢ়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" গড়ে তোলেন ১৯০৯ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি এই ব্যাঙ্কটি রেজিস্ট্রিকৃত হয় (৫/২৯)। এর আগে ১৯০৮ সালের মধ্যে ৪১টি গ্রামীণ দারিদ্রবিশিষ্ট কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে ঐ অঞ্চলে এই ঋণদান সমিতিগুলিকে একসূত্রে আনতে আচার্য রায় যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলত ঐ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে।

ঐ সময়ে খুলনা জেলার দক্ষিণ-অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে Bengal District Gazetteer — KHULNA (L. S. S. O. Malley)-তে লেখা আছে — (১৯০৮ সালে Chapter — Loan Companies) — .....Attempts are being made to establish Cooperative Credit Societies in as many villages as posible to enable the latter to borrow money as reasonable rate. In

1905-1906 only one such Society has been started, but in 1907-1908, altogether 25 were established and the people are begining to take more active interest in them ....." ঐ রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট হয় যে বাদুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কটি ছিল প্রথম এবং এর রূপকার ছিলেন আচার্য রায়।

দেশকে স্বনির্ভর করার জন্য তাঁর চিন্তা ছিল নিরন্তর। বিজ্ঞানকে শিল্পের কাজে ব্যবহার করার পথ প্রদর্শক হিসাবে আচার্য রায় কেমন কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস গড়ে তুলেছিলেন। ঐ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল সমবায় সমিতি এবং শ্রমিকদের সমবায় পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উৎসাহের সৃষ্টি করেন।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়েছেন (১৯১৬)। তাঁর ছাত্ররা তখন তিলপাল বৈজ্ঞানিক রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। এই সময় বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজের ছাত্রদের সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চিন্তা করেন এবং সর্বপ্রথম বঙ্গবাসী কলেজ কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন (অ্যান্ড) স্টোর্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সালে। এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করার মানসে ১৯১১ সালে স্টুডেন্টস কো-অপারেটিভ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ১৯২ কলেজের ছাত্রদের নিয়ে। এই সভায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটিও গঠিত হয়। আচার্য রায় ছিলেন তার সভাপতি।

ঐ সময়ে শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার কথা সর্বজনবিদিত ছিল। শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী দুই আচার্য (গিরিশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র) মিলে শিক্ষকদের অকাল মৃত্যু বা রোগজনিত কারণে চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষকদের বিধবাদের সাহায্যার্থে গড়ে তোলেন Teachers Benevolent Fund যার কার্যকলাপের পদ্ধতি এবং পরিচালন ব্যবস্থা সমবায় সমিতির অনুরূপ ছিল।

১৯২০ সালে স্বগ্রাম রাড়ুলীতে অবস্থিত সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে একটি সমবায় সম্মিলনী হয়। সেখানে আচার্য রায় সভাপতির ভাষণে স্বল্প শিক্ষিত গ্রামবাসীদের সমবায় আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহ দেন। দুর্ভিক্ষ, বন্যার থেকে আত্মরক্ষার জন্য "ধর্মগোলা" এবং "সমবায় ভাণ্ডার" স্থাপনের পরামর্শ দেন। খুলনা জেলার বিভিন্ন স্থানে এই ধর্মগোলার ব্যবস্থা চালু হয়েছিল মূলত তাঁরই উৎসাহে।

সমবায়ের আদর্শের প্রতি আচার্য রায়ের নিষ্ঠা এবং ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে ১৯২১ সালে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে The Bengal Cooperative Organisation Society-র (বর্তমানে State Coperative Union-এর সমতুল্য) সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এর আগে এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ডি এম হ্যামিলটন, স্যার আর এন মুখার্জি, মহারাজা মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। আচার্য রায় মূলত বিজ্ঞান ও শিক্ষা জগতের লোক ছিলেন। অগণিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে জনগণের সেবায় সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে তাঁর নিরন্তর চেষ্টা আমাদের বিস্মিত করে। সমবায়ী বন্ধুদের এর থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

১৯২৩-২৪ সালে Bengal Cooperative Anti-Malarial Society গঠিত হয়। মূলত কালাজ্বর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগ দূরীকরণের ক্ষেত্রেও আচার্য রায় ছিলেন অগ্রণী। অত্যন্ত সক্রিয়-ভাবে পানিহাটী অঞ্চলে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। সেবাধর্মকে তিনি অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রতি বছর তখন "আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস" পালন করা হয়। ১৯২৪ সালে The Bengal Cooperative Organisation Society-র উদ্যোগে এই মিনতি পালিত হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন আচার্য রায়। তিনি বলেছিলেন "..... To be self supporting and to be able to dispense with the help at every stage from the paternal (Ma-Bap) Government, Cooperation was the only way ..."

বিভিন্ন সময়ে সংগঠকদের ডাকে সাড়া দিয়ে, দুর্বল দেহে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দেশের নানা স্থানে গিয়ে তিনি সমবায় ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করেছেন এবং গ্রামের মানুষের বোধগম্য ভাষায়, জীবন থেকে নেওয়া উদাহরণ দিয়ে সমবায় আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছেন। যেমন খুলনা জেলায় অবস্থিত "খাদের হাট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক", মেদিনীপুর জেলায় "বেলেবেড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" ইত্যাদি। উদ্বোধক এবং সভাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যক্তিত্ব। বিজ্ঞান কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সমবায়ী বন্ধুদের ডাক এলেই সেখানে হাজির থাকতেন।

এছাড়া খুলনা জেলা সমবায় সম্মেলন, ঢাকা, বোম্বাই, লাহোর, করাচি ইত্যাদির শহরে সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্বোধক বা সমবায় সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে যোগদান করে শহরের মানুষকেও সমবায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি এমনই এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাঁর আকর্ষণ শহর বা গ্রামে সর্বত্রই সমান ছিল।

আচার্য রায় বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং খদ্দর প্রচারের প্রবক্তা ছিলেন। ব্রিটিশের শিল্প, শিক্ষা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত তীব্র। এ কারণে তদানীন্তন অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে (বার্টোবর্ষ) ক্ষুব্ধ শীর্ণ শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সমবায়ের আদর্শ প্রচার করেছেন। বিশেষভাবে কুটির শিল্প ও খদ্দর মেলায় অংশগ্রহণ করে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলার প্রতি জোর দিতেন। দুঃখের হলেও সত্যি — এহেন একজন সমবায়ী জনকল্যাণ ব্রতধারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কিছুই আমরা রক্ষা ও রূপায়িত করতে পারলাম না। বিচিত্র সময়ে "সমবায়" সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ভাষণগুলি একটি অমূল্য সম্পদ হতে পারত, তাকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি। এমনকি বিজ্ঞান কলেজে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরখানি যা তদানীন্তন সময়ে বিজ্ঞান, শিল্প ও আর্ত মানুষের সেবায় সূতিকাগৃহ ছিল তাকেও রক্ষা করা হল না — এ-তো জাতীয় লজ্জা। আচার্যের লেখা পুস্তকগুলির কেন সংকলনও হল না। আজ উত্তরসূরীরা আচার্য রায়ের সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ। জনমানস থেকে ক্রমশ অন্তর্হীন হয়ে যাওয়া জাতির এই সুসন্তানটির প্রতি এই ঔদাসিন্য ভবিষ্যৎ কি আমাদের ক্ষমা করবে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন ব্যাপী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ করার দায়বদ্ধতা কি আমাদের নেই? কর্মবহুল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দিন শেষে অকৃতদার আচার্যের জীবনের অবসান ঘটে ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন। ২রা অগস্ট ১৬ তারিখে তাঁর ১০৫ তম জন্ম জয়ন্তীতে এই মনীষীকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। ■

শিক্ষা বিস্তারে উইলিয়াম কেরী

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন মানুষ ইচ্ছে করলে কী করতে পারে ডঃ উইলিয়াম কেরীর জীবন তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। ইংলেন্ডের পলার্সপিউরি নামে এক অজ গ্রামে ১৭৬১ সালের ১৭ অগাস্ট তাঁর জন্ম। বাবা গরিব স্কুল শিক্ষক এডমণ্ড কেরী।

দারিদ্র্যের জন্য বেশি পড়াশোনা করতে পারলেন না উইলিয়াম। চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই স্কুল ছেড়ে জুতোর সঙ্গে চামের কাজে লাগলেন। কিন্তু কড়া রোদে গায়ের চামড়ার যা হবে যাওয়ায় চামের কাজ ছেড়ে দিতে হল তাঁকে। এরপর পিডিংটনে এডমণ্ড নিকলসের দোকানে মুচির কাজ শিখতে থাকেন উইলিয়াম।

নিকলসের দোকানে জন ওয়ার নামে এক বন্ধুর সাথে উইলিয়ামের ধর্মালোচনা শুরু হয়। উইলিয়ামের বাবা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত চার্চের অনুগামী। ওয়ার ছিলেন এই ভাবধারার প্রতিবাদী। ব্যাপটিস্ট। ওয়ারের সংস্পর্শে উইলিয়াম চার্চ-বিরোধী চিন্তনে মগ্ন হতে থাকেন। ১৭৭৯ সালে ব্যাপটিস্টদের একটি সভাতেও তিনি যোগ দেন।

এরপর উইলিয়ামের জীবনে আসে চরম আর্থিক অসচ্ছলতা। মালিক নিকলস মারা যান। হ্যাকলটনের টমাস গুডের জুতোর দোকানে উইলিয়াম চাকরি নেন। এইসব ডামাডোলের মধ্যে ২০ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন ডরোথি নামের এক নিরক্ষর মহিলাকে। সংসার বাড়তে থাকে।

১৭৮৭ সালের এপ্রিলে নর্দাম্পটনে নেন নদীতে স্নান সেরে ব্যাপটাইজড় হন কেরী। ১৭৯২-এর অক্টোবরে কেটারিং গ্রামে জন্ম হয় মিশনারি সোসাইটির। 'এনকোয়ারি' নামক গ্রন্থে কেরি তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেন। বেঙ্গলে ধর্মপ্রচারের সুযোগ আসে। ১৭৯৩ সালের ১৩ জুন সপরিবারে ভারতগামী জাহাজে চড়ে বসেন উইলিয়াম।

কলকাতা সুন্দরবন মালদহ দীর্ঘ — পরিক্রমা শেষে স্বয়ংপথিক কেরী এসে পৌঁছান হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। তারিখ ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি। কেরীকে স্বাগত জানান শ্রীরামপুর মিশনারিদের পক্ষে হান্না মার্শম্যান (জশুয়া মার্শম্যানের স্ত্রী) এবং উইলিয়াম ওয়ার্ড। শ্রীরামপুরে পা দিয়েই উইলিয়াম গড়ে তোলেন শ্রীরামপুর মিশন প্রেস। এই প্রেস থেকে বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদের প্রথম প্রয়াস হয়।

উইলিয়াম কেরী যদি কেবলমাত্র খ্রিস্টের বাণী প্রচারের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন তবে এতদিন তাঁকে নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হত না কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। শিক্ষা বিস্তার এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ছিল তাঁর প্রধান কাজ। পাশাপাশি উদ্ভিদ বিদ্যা, ব্যাঙ স্থাপন প্রভৃতি নানা কাজে তাঁর সক্রিয় আগ্রহ ছিল।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে মহাজনদের অত্যাচারে দেশের পশ্চিম মানুষজনের নাভিশ্বাস উঠেছিল। কেরী তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই দারিদ্র্যের মর্ম বুঝতেন। মহাজনদের হাত থেকে গরিব জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য তিনি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই শ্রীরামপুরে একটি সমবায় ব্যাঙ গড়ে তোলেন।

এদেশে ব্যাঙের সূচনা ১৭৭০ সালে। প্রথম ব্যাঙটির নাম হিন্দুস্তান ব্যাঙ। এটি কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ সালে নাগাদ বেঙ্গল ব্যাঙ এবং দ্য জেনারেল ব্যাঙ অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয় কিন্তু দুটি ব্যাঙই কিছুকাল পরে উঠে যায়।

১৮০৬ সালে দেশের প্রথম প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দ্য ব্যাঙ অব বেঙ্গল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই ব্যাঙটিকে সাহায্য করতে থাকেন। কিন্তু ইউরোপীয় ভাবধারায় গড়ে ওঠা এই ব্যাঙগুলি ছিল দেশীয় শেঠ, পোদ্দার ও অপরাপর মহাজনদের প্রভাবে পুষ্ট। ফলে গরিব মানুষের কথা ভাবার অবকাশ এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ছিল না।

উইলিয়াম কেরী এডিনবরা রিভিয়ুতে পড়েন। স্কটল্যান্ডে সমবায় ব্যাঙের প্রচলন করে শোষিত আরের মানুষের বহু উপকার সাধন করা গেছে। এই সংবাদে কেরী উৎসাহিত হন। তিনি সমবায়ী আদর্শের মতো উন্নত ভাবধারায় 'শ্রীরামপুর সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ' গড়ে তোলেন এবং গরিব জনসাধারণের আর্থিক সহায়তার জন্য অগ্রণী চেষ্টা করেন।

এবার শিক্ষা প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৮০০ সালের ২০ মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন বের হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরকম 'আগামী ১লা মে ১৮০০ সাল বৃহস্পতিবার একটি বিদ্যালয় চালু হবে। স্থানটি নবীন ধরে অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত। শর্তাদি : ছাত্রা ছাওয়া পড়ালেখা, জ্যোমেট্রি গণিত প্রভৃতির জন্য মাসিক ৩০ টাকা। ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, চাইনী ও সংস্কৃতের জন্য ২৫ টাকা। ইংরাজী শুদ্ধ উচ্চারণের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। সংস্কৃত ও ফার্সীর জন্য পণ্ডিত রাখা হবে। মিঃ কেরীকে চিঠি লিখলে তৎক্ষণাৎ তা বিবেচনা করা হবে।'

জশুয়া মার্শম্যান বালকদের এবং হান্না মার্শম্যান বালিকাদের শিক্ষকের ভার নেন। সেই সময়কার শ্রীরামপুর বা ফ্রেডারিকনগরের দিনেমার গভর্নর কর্ণেল বী সর্বতোভাবে মিশনারিদের সহায়তা করতে থাকেন। সেই সূত্রে অতীতে কেরী মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল বাংলায় লেখা বই। প্রচারার্থে প্রকাশিত ১৮০০ সালের বাংলা বাইবেলের কথা এখানে আনছি না। ১৮০১ সাল থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এই বইগুলি :

১। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) রামরাম বসু,
২। বেদান্ত গ্রন্থের (১৮০১), উইলিয়াম কেরী।
৩। কথোপকথন (১৮০১), উইলিয়াম কেরী।
৪। বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।
৫। হিতোপদেশ (১৮০২), গোলকনাথ শর্মা।
৬। লিপিমালা (১৮০২), রামরাম বসু।

৭। মহাভারত ৫ খণ্ড (১৮০২), কাশীরাম দাস।
৮। রামায়ণ ৫ খণ্ড (১৮০২), কৃত্তিবাস ওঝা।
৯। হিতোপদেশ (১৮০৪), কোলব্রুক।
১০। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।
১১। তোতা ইতিহাস (১৮০৫), চণ্ডীচরণ মুন্সী।
১২। দাত্য রত্নাবলী (১৮০৫), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

এই বইগুলি এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবর্গের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠনপাঠন শুরু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষা বিস্তারের পিছনে ইংরাজের বেনিয়াবৃত্তি চরিতার্থ করার মনোভাব কাজ করেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেরী বাংলা ভাষাও সাহিত্যকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। শিক্ষা বিষয়ে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর ঘোর মতবিরোধ হয়। কোম্পানি কেরীকে সুনজরে দেখতেন না। তথাপি কেরী কোম্পানির সঙ্গে আপোষ করেননি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উপাধ্যক্ষ ডঃ তিয়াস বুকানন কলেজে বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য কেরীর নাম সুপারিশ করেন। কেরীর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ছিল না, ব্যাপটিস্ট হওয়ায় ইংলণ্ডের চার্চের আনুকূল্যও না। এ সকল অসুবিধার কথা বুকানন জানতেন। তথাপি বাংলা অধ্যাপক হিসেবে কেরীকে নিয়োগ আটকানো যায়নি। বাংলা ভাষার প্রবাদ ও প্রভাবে কেরী তাঁর এই নতুন অবস্থান যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগান।

শ্রীরামপুর মিশনে শিক্ষাপ্রসারের কাজে কেরীকে সক্রিয় সাহায্য করেন শ্রী ও শ্রীমতি মার্শম্যান, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থা হয়। মিশন স্কুলের ছেলেমেয়েরাই প্রথম প্রথম এই স্কুল দুটিতে ভর্তি হয়। ইটনের ল্যাটিন গ্রামার, বোমের গ্রীক গ্রামর, টার্নারের ভূগোল, মিলটন ও কাউপারের কবিতা, পৃথিবীর নানা অঞ্চলের ম্যাপ প্রভৃতির আয়োজন হয়।

পাশাপাশি দেশের গরিব ছেলেদের জন্য কেরী গড়ে তোলেন অবৈতনিক পাঠশালা। দায়িত্বে সেই জশুয়া মার্শম্যান। দেশজ পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়। যে সময়ে এই সব কর্মকাণ্ড গড়ে উঠছে, সেই কালে জমিদারদের আর্থিক সাহায্যের অভাবে দেশের পাঠশালা গুলো উঠে যাওয়ার অবস্থায়। তাই গরিব ছেলেমেয়েদের কাছে মিশন পাঠশালা জনপ্রিয় হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীরামপুরের আশেপাশে বেশ কয়েকটি পাঠশালা গড়ে ওঠে।

এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল, পাদ্রীদের পাঠশালা মানেই ছেলেধরার ফাঁদ। উদ্দেশ্য এদেশীয়দের জোর করে খ্রিস্টান বানানো। মিশন পাঠশালায় বেশির ভাগ জাতিচ্যুত ছেলেরাই পড়ত, সেখানে ধারণাটি দানা বাঁধার সুযোগ পায়। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না, কেরী প্রথমতঃ মিশনারি ছিলেন না। ইংলণ্ডের ধনাঢ্যরাও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। নিজে পয়সার অভাবে পড়াশোনা করতে পারেননি। তাই তিনি চেয়েছিলেন, ভারতবর্ষের গরিব ছেলেমেয়েরা অন্তত শিক্ষার আলোটুকু পাক। নিরক্ষরতার অন্ধকার দূর হোক।

শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল দুটি আদর্শ। (ক) মোরাভিয়ান বা ধর্মকেন্দ্রিক এবং (খ) ল্যাঙ্কাস্টার বা অনুভূতানুবর্তকারী। বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মিশনারীদের বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা ছিল এইরকম।

জিলা	বিদ্যালয়সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা
ক. কলি	২৪	৪৬৮৪
খ. ২৪ পরগণা	২২	১৮৭০
গ. হাওড়া	১৮	১৫৭৭
ঘ. বর্ধমান	৭	৬৫৬
ঙ. মুর্শিদাবাদ	৩	২০০
চ. ঢাকা	৫	৩৭৮

স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারেও কেরী যত্নবান হন, সক্রিয় সহযোদ্ধা হানা মার্শম্যান। প্রথমে ছেলেদের স্কুলে চিকের আড়ালে মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা হয় ১৮১৬ সালে। এই প্রয়াস সফল হয় না। পরে মিশনের উদ্যোগে দেশে মেয়েদের স্কুলও চালু হয়। তার বর্ণনা নিচে দেওয়া হল :-

স্থান	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১. শ্রীরামপুর	১৩	২৫০
২.বীরভূম	৬	৪৪
৩. ঢাকা	৫	১০০
৪. চট্টগ্রাম	৩	৭৭
৫. যশোহর	১	১৫
৬. অকিয়াব (ব্রহ্মদেশ)	১	৬
৭. এলাহাবাদ	১	৫
৮. বেনারস	১	১৩

এছাড়া ভারতীয় কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণি বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা, বাংলা হরফের সংস্কার ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার হরফ নির্মাণ এবং ১৮২৬ সালে ভারতে অ্যাগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন উইলিয়াম কেরীর অন্যতম কীর্তি। ১৮৩৪ সালের ৯ জুন উইলিয়াম কেরীর মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশে বহু মনীষী সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তারে ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজে যত্নবান হন। তাঁরা প্রত্যেকেই বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয়। তবে বিশ্বের প্রতিভা কেরী যেভাবে বঙ্গদেশে সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তারে ও অন্যান্য মহান কাজে অসামান্য প্রয়াস করে গেছেন, তা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ : ১। বড় সাধ বড় সেবা - সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
২। Banking in India by S. G. Panandhikar ■

ভাণ্ডারে বিজ্ঞাপনের হার

৪র্থ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা (সংরক্ষিত)	১০০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা (সংরক্ষিত)	৮০০ টাকা
ভিতরে এক পৃষ্ঠা	৬০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশে পৃষ্ঠা	২৫০ টাকা

গ্রাহক মূল্য

প্রতি সংখ্যা	৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	৮০০ টাকা

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে মুরগি-পালন

ড. তৃপ্তিলাল সোম

ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার প্রায় ৮০% লোক কৃষি, পশুপালন ও সহযোগী বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে এবং উপযুক্ত মানের পশুজাত প্রোটিন খাদ্যের অভাবে দেশ আজ এক সঙ্কটময় অবস্থায় রয়েছে। কারণ উপযুক্ত মানের পশুজাত প্রোটিন খাদ্য — মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি আমাদের শরীরের প্রাত্যহিক পুষ্টিসাধন করে এবং পরোক্ষভাবে রোগ-নিরাময়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

উপরোক্ত খাদ্য সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সহজ উপায় হল ব্যাপক হারে পশুপালন ও হাঁস-মুরগি পালনে সাধারণ গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করা। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা এবং স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত বেকার ছেলেমেয়েরা হাঁস-মুরগি, ছাগল ও শূকর পালনে প্রশিক্ষণ নিয়ে এই কাজে লিপ্ত হতে পারে। কর্মহীন ও হতোদ্যম ছেলেমেয়েদের হাঁস-মুরগি ও পশুপালনে প্রেরণা দিতে হবে।

বিগত কয়েক দশকে ভারতবর্ষে মুরগি পালন শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। ফলে পৃথিবীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভারত এখন ষষ্ঠ বৃহত্তম ডিম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর জন্যে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন পোল্ট্রি-বিজ্ঞানী, উৎপাদক, গবেষক ও সাহায্যকারি কর্মীবৃন্দ। ভারতের কয়েকটি বৃহৎ পোল্ট্রি-কার্ম সম্প্রতি বিদেশেও মাংস ও ডিম রপ্তানি করেছে। পোল্ট্রিজাত মাংস ও ডিম উৎপাদন বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করছে এবং পোল্ট্রি ও ডিম উৎপাদনে উন্নতমান বজায় রেখেছে।

পোল্ট্রি-পালন শিল্প প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় :

ক) নিবিড় প্রথা বা বৃহৎ পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মুরগি পালন। প্রায় ৫০,০০০ বা তদূর্ধ্ব মুরগি উপযুক্ত মানের বাসস্থান, খাদ্য এবং পরিবেশ গড়ে তত্ত্বাবধানে পালন করা হয়। এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়ে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টীকা প্রদান, কৃমিকীট ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের চিকিৎসা করা হয়।

খ) প্রথাগত মুরগি পালন ব্যবস্থা — যেখানে গ্রামবাসী বা স্বনিযুক্তি প্রকল্পে নিযুক্ত বেকার ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক প্রশিক্ষণ লাভের পর কিছু বাচ্চা মুরগি এনে কাজ শুরু করতে পারে। কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পর মুরগির সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং ক্রমশ মুরগি পালনে লাভবান হয়। ফলে মুরগি পালনে উৎসাহ বাড়ে। গ্রামাঞ্চলে বা শহরে সরকারি পশু চিকিৎসকগণ মুরগি পালনে উপযুক্ত সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

আগামী ২০০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬ বিলিয়নে দাঁড়াবে এবং এফ এ ও এক সমীক্ষা অনুযায়ী এশিয়ার দেশগুলি পৃথিবীর বিপুল জনসংখ্যার জন্য প্রায় ১৬% খাদ্য উৎপাদন করবে।

মুরগি পালনে নিম্নোক্ত সারণি থেকে ভারতের বর্তমান বার্ষিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায় :—

দেশ	ডিম-উৎপাদন (বিলিয়ন)		শতকরা বার্ষিক উন্নতি	মাংস-উৎপাদন (০০০ টন)		শতকরা বার্ষিক উন্নতি
	১৯৮৫	১৯৯২		১৯৮৫	১৯৯২	
ভারত	১৫.৪১			১৮৬		
পাকিস্তান	৩.৭৪			৮১		
বাংলাদেশ	০.৯০			৯৩		
নেপাল	০.৩৫			১০		
শ্রীলঙ্কা	০.৬১			১৪		
ভুটান	০.০৫			—		

■

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

With Best Compliments From

DSP EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

3418 of 1969)

BENACHITY HOUSE
DURGAPUR - 713 204
Phone DGP 82393

অবিস্মরণীয় ছিয়ানব্বইয়ের ২৯শে জুলাই

বাসুদেব চ্যাটার্জী

"জুলাই! জুলাই! আবার আসুক ফিরে
আজকের কলকাতার এ প্রার্থনা;
দিকে দিকে শুধু মিছিলের কোলাহল·
এখনো পায়ের শব্দ বাজে শোন।"

কবি বন্দিত সংগ্রাম মুখর ছেচল্লিশের জুলাই ২৯শে জুলাই ১৯৯৬ পঞ্চাশতম বছরকে পেছনে ফেলে এক পঞ্চাশতম বছরে পা রাখবে। আমরা স্মরণ করব ১৯৪৬ সালের ভারত ব্যাপী ডাক-তার ধর্মঘটকে যা ভারতবর্ষের ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা বলেই বিবেচিত হবে। শ্রমিক আন্দোলনে সে দিন যে ব্যাপক সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছিল তারই চেতনার ফলশ্রুতি ২৯শে জুলাই মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে এক নতুন প্রেরণা যুগিয়েছে। ভারতবর্ষের বহুত্ব বিস্তৃত শ্রমিক আন্দোলনে তাই ২৯শে জুলাইকে স্মরণ করা বিশেষ জরুরি।

বর্তমানের অনেক ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যরা তো বটেই এমনকি কর্মকর্তা, সংগঠকও সক্রিয় কর্মীরা ২৯শে জুলাই-এর ঐতিহাসিক ধর্মঘটের সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, ঐ সময় যে কোন অর্থনৈতিক সংগ্রামই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ত শক্তির সোভিয়েত জনগণের হাতে পরাজয়ে সমস্ত পৃথিবীতে গণ বিক্ষোভ ও গণ আন্দোলনের জোয়ার বয়ে আসে। ভারতবর্ষও তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট, কলকাতার রশিদ আলি দিবস, আই এন এ সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে সারা ভারতে ব্যাপক গণ জাগরণ দেশের স্বাধীনতা ও গণ আন্দোলনকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করে। ২৯শে জুলাইকে এই প্রেক্ষাপটেই বিচার করা আবশ্যক।

মাইনে ও মহার্ঘভাতা বাড়ানো, যুদ্ধ কালে নিযুক্ত হাজার হাজার কর্মচারীর অবৈধ ছাঁটাই বন্ধ করা, ছুটির দিনে কাজ করাতে হলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া, এক বছরের উপর যারা কাজ করছেন তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণ প্রভৃতি ১৮ দফা দাবির ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের ১১ই জুলাই 'পোস্টম্যান লোয়ার গ্রেড স্টাফ ইউনিয়নের' আহ্বানে ধর্মঘট শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ঐ ধর্মঘটকে বে-আইনি করা সত্ত্বেও ধর্মঘট সারা ভারতে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ঐ সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস', যার মধ্যে কমিউনিস্টরাও কাজ করতেন। ২১শে জুলাই থেকে বাংলা ও আসামের ডাক-তার কর্মীরা ধর্মঘটে সামিল হন। ২২শে ও ২৩শে জুলাই ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটে সমর্থনে বোম্বাই ও মাদ্রাজে সর্বাত্মক বন্ধ পালিত হয়। ২৯শে জুলাই সারা বাংলাদেশে সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অসমেও ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। স্বতঃস্ফূর্ত এই সর্বাত্মক ধর্মঘট অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। কলকাতা কার্যত সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। দুপুরে ময়দানে ন্যুনমেন্টে (বর্তমানে শহিদ মিনার) পাশাপাশে লক্ষাধিক লোকের এক বিরাট জন সমাবেশ হয় যা জন সমুদ্রের আকার ধারণ করে।

২রা আগস্ট '৪৬ ডাক-তার ধর্মঘটের অবসান হয়। যেমন সব ধর্মঘটেই হয়ে থাকে কিছু পেয়ে কিছু ছেড়ে। এক্ষেত্রেও কিছু অর্থনৈতিক দাবির বোঝাপড়ার সঙ্গে, সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার ও ইউনিয়নটিকে সরকারি অনুমোদন যা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সারা ভারতে জুড়ে সরকারি কর্মচারিদের এটা ছিল প্রথম সর্বাত্মক ঐক্যের পরাক্ষণ।

এরপর পঞ্চাশটি বছর অতিবাহিত হতে চলেছে। দুঃখের ও অনুশোচনার বিষয় যে আজকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বহুধাবিভক্ত। অন্য দিক থেকে যখন শ্রমিক শ্রেণী আক্রান্ত, একা লড়াই করে বিশ্বে এক সবকারের শ্রমিক বিরোধী নীতিকে পরাস্ত করা যাচ্ছে না, তখনও অতি মূল্যবান শ্রেণীর শ্রমিক শ্রেণীর অভিজ্ঞতাকেই বিস্মৃত করে চলেছে ও চলছে তখন আমাদের ২৯শে জুলাই-এর ঐতিহাসিক ধর্মঘটকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করতে হবে।

এটা একান্তই জরুরি এবং আগামী দিনের পথের দিশারী। ■

- ভাণ্ডার প্রতি মাসের প্রথমার্ধে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।
- ভাণ্ডারে সমবায়মূলক লেখা পাঠাতে আগ্রহী লেখকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
- খবরের সাথে রঙিন ছবি পাঠাবেন না।
- লেখা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা টাইপ করে এক পৃষ্ঠায় লিখে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠান।
- অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।
- গ্রাম বাংলার সমবায় সমিতিসমূহের খবরাখবর পাঠান।
- ভাণ্ডার বিক্রয়ের জন্য আকর্ষণীয় শর্তে এজেন্ট হওয়ার জন্য সম্পাদকের নিকট লিখুন।

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

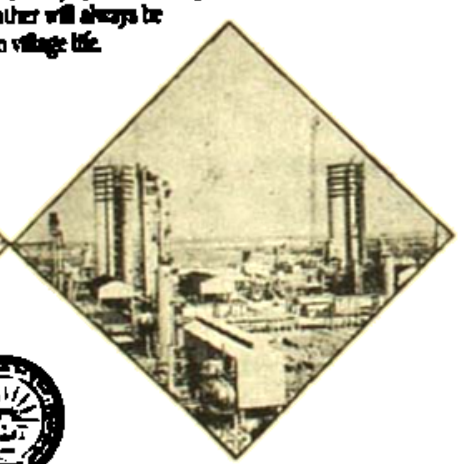

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016

NCDC. The Co-operative story.

P NCDC-4/89

ঢেঁড়সকে আর কি অবজ্ঞা করা চলে?

ড. দুলালচন্দ্র সেন

ঢেঁড়স আমাদের অতি পরিচিত এক সবজি। এর লম্বা গা এবং লম্বা ও গোল আকৃতিতে মেয়েদের হাতের আঙুলের সঙ্গে তুলনা করে ইংরেজিতে একে "লেডিস ফিঙ্গার" বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও এর জন্য কয়েকটি ইংরেজি নামও আছে। যেমন "গাম্বো", "ওকরা", "ওমেগা", প্রভৃতি। হিন্দিতে ঢেঁড়সকে "ভিন্ডি" বলা হয়। এই সবজি খুবই প্রাচীন। সংস্কৃতে একে "ভিন্দিশা" বা "গন্ধমালা" নামে অভিহিত করা হয়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই ঢেঁড়সের চাষ। উষ্ণ জলবায়ুই এই সবজির উপযোগী। সাধারণত গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে হেমন্তের শেষ অবধি এই সবজির দেখা মেলে। নরম দো-আঁশ মাটিতে এর ফলন ভাল হয়। বীজ থেকেই ঢেঁড়স গাছ জন্মায়। বীজ বপনের পর কোনও কারণে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে, সেই বীজ থেকে আর গাছ জন্মাতে পারে না। অর্থাৎ বীজ লাগানোর পর তাপমাত্রা সর্বদা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকা চাই। এই সবজির আদি বাসস্থান সেই আফ্রিকা এবং এটি *Malvaceae* পরিবারের সদস্য। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Abelmoschus esculentus* এবং এর ৮৪ শতাংশ জোজা।

ঢেঁড়স কচি অবস্থাতেই খেতে ভাল। গ্রীষ্ম থেকে হেমন্তকাল অবধি ডাঙের পাতে অন্যান্য শাক-সবজির সঙ্গে ঢেঁড়সের স্থান হলেও আমাদের অনেকেরই ধারণা, এই আনাজটির বুঝি তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও গুণ নেই। কিন্তু ঠিকমতো খতিয়ে দেখলে, বোঝা যায় যে এই ধারণা অমূলক। অথচ এরই বশবর্তী হয়ে, বহু মানুষ এখনও এই আনাজটিকে অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। এইজন্য ঢেঁড়স নিয়ে সময়-সময় অনেককে উপমা দিতেও শোনা যায়। যেমন "লোকটা একটা ঢেঁড়স"। অর্থাৎ লোকটা কোনও কাজের নয়। বছরের পর বছর বিনা দোষে অবহা বুক ও বহির ঢেঁড়সকে এই বদনাম সহ্য করে যেতে হচ্ছে দেখে, এখানে এই সবজিটির কিছু গুণাবলী আপনাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করা হল।

খাদ্যগুণ

ঢেঁড়স প্রোটিন, আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড এবং পটাসিয়ামের ভাল উৎস। প্রতি ১০০ গ্রামে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ২.০ গ্রাম, ১.৫ গ্রাম, ১০২ মাইক্রোগ্রাম এবং ১০৩ মিলিগ্রাম। আয়রন ও ফোলিক অ্যাসিডের মাত্রা ভাল থাকায়, এটি খেলে মেয়ে রক্তের সঞ্চার হয়। আর প্রোটিন শরীরের শক্তি ও ক্ষিপ্রতা জোগাতে সাহায্য করে। এই সবজিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, কার্বোহাইড্রেটস ও ফাইবারের পরিমাণও কম নয়। প্রতি ১০০ গ্রামে এদের মাত্রা যথাক্রমে ৮৩ মিলিগ্রাম, ৫৬ মিলিগ্রাম, ৪৩ মিলিগ্রাম, ৭ মিলিগ্রাম, ৩.৪ গ্রাম এবং ১.২ গ্রাম। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস আমাদের দেহের হাড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে। মানুষের দেহকোষের ভিতরে ও বাইরে যে জলীয় রসে থাকে তার অন্যতম দুই উপাদান হল সোডিয়াম ও পটাসিয়াম। শরীরে এই দুই উপাদানের ঘাটতি দেখা দিলে আমরা সহজেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ি। গরমকালে ঘামের সঙ্গে আমাদের শরীর থেকে যখন প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নির্গত হয়ে যায় তখন আমরা এটি খেলে অনুভব করতে পারি। আর আমাদের শরীরের সব কলার (tissue-র) মধ্যেই ম্যাগনেসিয়াম উপস্থিত থাকে। এটি দেহের নানা বিপাকের কাজে সহায়তা করে। তাছাড়া ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলে ম্যাগনেসিয়াম শরীরের হাড় তৈরিতেও সাহায্য করে। অন্যদিকে ফাইবারের উপস্থিতির ফলে ঢেঁড়স খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, ব্লাড সুগার ও ব্লাডপ্রেসার কমতে থাকে। এছাড়া এই আনাজটিতে যথেষ্ট মাত্রায় ফ্যাট, ক্যারোটিন (ভিটামিন-এ-র প্রাক অবস্থা), ভিটামিন-এ-ওয়ান, ভিটামিন-বি-টু, নায়াসিন ও ভিটামিন-সি বর্তমান। প্রতি ১০০ গ্রামে এদের পরিমাণ যথক্রমে ০.২ গ্রাম, ৫২ মাইক্রোগ্রাম, ০.৭ মিলিগ্রাম, ০.১০ মিলিগ্রাম, ০.৬ মিলিগ্রাম এবং ১৩ মিলিগ্রাম। এদের মধ্যে অবশ্য ভিটামিন-সি রান্না করার সময়ই নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এই ভিটামিন ঢেঁড়সের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। অন্য ভিটামিনগুলি কম বেশি আমরা পেয়ে থাকি। এই সবজির মধ্যে শতকরা ৮৯.৬ ভাগ জলীয় অংশ বিদ্যমান হলেও এর থেকে ৩৫ কিলো-ক্যালরি মতো এনার্জি পাওয়া যায়, যেটি নেহাত মন্দ নয়। আর এতে ফাইটিন অনুপস্থিত ও অক্সালিক অ্যাসিড প্রতি ১০০ গ্রামে মাত্র ৮ মিলিগ্রাম থাকায় এই সবজির মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অণুখাদ্যকে (micronutrients), আমাদের শরীর সহজেই গ্রহণ করতে পারে।

ঔষধিগুণ

ঘরোয়া ক্ষেত্রে ঢেঁড়সের ঔষধিগুণ কিন্তু একেবারে কম নয়। এই আনাজটি কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করলে কী ফল পাওয়া যায়, তা নিম্নে বর্ণিত হল:

কাশিতে : ঢেঁড়সকে কেটে, দুধের সঙ্গে মিশিয়ে, ফুটিয়ে সিদ্ধ করে কয়েকদিন খেলে, কাশির প্রকোপ কমবে।

ব্লাড সুগারে : কারও এই রোগ হলে, এক গ্লাস জলের বিটি গুঁড়ো ও ৫/৪টি কচি ঢেঁড়স কেটে, একসঙ্গে জলে সিদ্ধ করে, ওই জল কিছুদিন ধরে খেলে উপকার পাবেন।

প্রস্রাব অপরিষ্কারে : অনেক বেশি জল খেলেও প্রস্রাব ঠিক মতো পরিষ্কার হয় না। তারা যদি ৫০ গ্রাম মতো ঢেঁড়স কেটে জলে সিদ্ধ করে, ওই জল ৬/৭ দিন ধরে খায় তা হলে প্রস্রাব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

পায়খানা অপরিষ্কারে : যারা এই রোগে ভুগছেন, তারা যদি বীজ বাদ দিয়ে ৩০ গ্রাম

মতো কচি ঢেঁড়স ও কাল জলে সিদ্ধ করে, সেই জল ছেঁকে নিয়ে, দিনে ৩ বার করে কয়েকদিন খান তবে ওই দোষ কেটে যাবে।

এ-ছাড়া কচি ঢেঁড়স, রক্ত পরিষ্কার রাখতে এবং মূত্র-নালীর জ্বালা দূর করতেও ভাকে দেয়। আর ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসকেরা ঢেঁড়সের মধ্যে যে এক ধরনের আঠালো ও পিচ্ছিল পদার্থ থাকে, সেটিকে গনোরিয়া রোগের ভাল ওষুধ বলে উল্লেখ করেছেন।

বাণিজ্যিক গুণ

বিশেষজ্ঞরা ভিণ্ডি বা ঢেঁড়সের গাছকে সুগন্ধী গাছের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা এর গন্ধকে অনেকটা লবঙ্গর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ঢেঁড়স এবং এর কাণ্ডের মধ্যে এমন কিছু নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলি বিভিন্ন ওষুধ ও সুগন্ধী প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। ভিণ্ডি হতে চটচটে ও আঠালো ধরনের যে পদার্থ নির্গত হয়, সেটি গুড় উৎপাদনে কাজে লাগে। এই পদার্থটি টাটকা রসের সাথে মেশানো হয়। এটি গুড়ের সিরাপকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। যে-সব গুড় তৈরিতে এই পদার্থ মেশানো হয়, সেই সব গুড়ের রঙ হয় গাঢ় সোনালী। ঢেঁড়স গাছের পাতা থেকে যে চটচটে ও পিচ্ছিল পদার্থ পাওয়া যায়, সেটি সাবানের বিকল্প হিসাবেও কোনও কোনও দেশে ব্যবহৃত হয়। কারণ এর মধ্যে তৈলজাতীয় পদার্থ অপসারণের ক্ষমতা নিহিত আছে। পাকা ভিণ্ডির বীজ থেকে উজ্জ্বল হলদে ও সামান্য সবুজ আভাযুক্ত ভোজ্য তেল প্রস্তুত করা যায়। এই তেল অন্য রিফাইণ্ড তেলের সঙ্গে মিশিয়ে বনস্পতি তৈরি করা হয়। আর এই তেলে ভিটামিন-এ এবং আয়োডিনের পরিমাণও নেহাত কম নয়। অনেক দেশে টার্কিশ কফি বানাতেও ভাজা ঢেঁড়সের বীজ ব্যবহার করা হয়। ঢেঁড়সের চটচটে ভাবের জন্য এর থেকে গাঢ় স্যুপও তৈরি করা যায়। বিদেশ নিনবশি ঢেঁড়সের চাহিদাও কম নয়। আমেরিকা, ইউরোপ এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে এই ঢেঁড়সের চাহিদা বেশ ভাল। এমনকি কাগজ শিল্পেও ঢেঁড়স কাজ দেয়। এরপরও কি ঢেঁড়সকে আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা চলে? বোধহয় না। ■

কাউন্ট লিও টলস্টয়
(১৮২৮-১৯১০)

রাশিয়ার তুলা প্রদেশের ইয়াসনায়া পলিয়ানার বিশাল পারিবারিক খামার বাড়িতে ১৮২৮ সালের ২৮ আগস্ট কাউন্ট লিও টলস্টয়ের জন্ম। টলস্টয়ের নাম শুনে গেলেই তাঁর দুখানি বিখ্যাত বই "ওয়ার অ্যান্ড পিস" আর "আনা কারেনিনা" আমাদের মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে। সাহিত্য ও রাজদরবার উভয়ক্ষেত্রে এই পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের একটা ঐতিহ্য ছিলই, যা তিনি আরও প্রসারিত করে গেছেন। অতুল ঐশ্বর্য, অভাবিত সামাজিক প্রতিপত্তি ও পারিবারিক আরতনের বৃহত্বের ঝোরটোপে হাজারো চাষী-প্রজার ভাগ্যনিয়ন্তার কর্তা হিসাবে টলস্টয় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-বেদনার সাথে আপন সত্তাকে তিনি একান্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়েফেলেছিলেন। আর সেই ভাবনার ফসলে ভরে উঠেছে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গন।

টলস্টয়ের আবির্ভাব ও রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) তিরোধানের মাস এই আগস্ট। উভয়ের সাথে দেখা হয়েছে — কথা হয়েছে। দু-জনেই শিক্ষা ক্ষেত্রে গঠনমূলক সংস্কার সাধনে ব্রতাসী ছিলেন। উভয়েই জমিদার হিসাবে চাষিদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করেছেন। নিজের জীবনকে প্রচারিত আদর্শ অনুযায়ী সহজ করে তুলতে ও কৃষকের জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে টলস্টয় আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। "দ্য পাওয়ার অফ ডার্কনেস" বইটিতে তিনি কৃষকের জীবন কথা তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মত টলস্টয়ও "দ্য রেজারেকশন" নামে গুরুত্বপূর্ণ বইটিতে মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেছেন।

নিজের ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করে কৃষকদের মধ্যে মিশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে স্ত্রী সোফিয়া বেহর-এর সাথে মতবিরোধ পরিশেষে দীর্ঘস্থায়ী প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল। যে ট্রেনে তিনি সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন সেই ট্রেনেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক সপ্তাহ পরে ১৯১০ সালে ৮২ বছর বয়সে কাউন্ট লিও টলস্টয় পরলোকে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের মত টলস্টয়ের সাহিত্যকৃতি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। উভয়ের চিরভাবনা রূপায়ণের অঙ্গীকার আমরা টলস্টয়ের জন্ম মাস ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু মাসে নিতে পারি না কি?

West Bengal State Co-operative Union
Calendar of Courses for the Year 1996-97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period To	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. UTTARPARA	1	2nd Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	8 4 96	26 7 96	55	Institutional candidates
		Mobilisation of Deposits		30 7 96			M Dn of CADP FSCS in collaboration with WBCADC
		Management Development Course for Chairman/Secretary and Directors of PACS		5 8 96			Sponsored by Hooghly Dist Central Co-op Bank
		Course for Auditors of Coop Societies on Bank Audit					Sponsored by Directorate of Coop Audit
		Leadership Dev Course for (Weavers) Coop Societies					
		S T Course for group leaders and one additional member of DWCRA					Sponsored by DRDA Hooghly
		Workshop-cum-orientation Course for the adopted societies					For Directors & Managers of adopted Societies
	8	S. T Course for Pradhans & one Woman member of Gram Panchayet on DWCRA					Sponsored DRDA, Hooghly
	9	3rd Diploma Course on Coop Management					Sponsoredfly by Director of Coop Audit
	10.	S. T. Course for Pradhans & one woman member of Gram Panchayet on DWCRA					Sponsored by DRDA Hooghly
		S T Course for Group leaders & one additional member of DWCRA					— Do —
		Course on Urban Coop Banks/employees Coop Banks/Empl Coop Credit Soty					Sponsored by W B State Federation of Urban Credit Societies with course
		S. T Course on Salesmanship (Tantuja)	2 Weeks				Sponsored by TANTUJA
		S. T Course for Group leaders and one additional member of DWCRA			22 3 97		Sponsored by DRDA Hooghly
C. C. M. BARRUL	1.	2nd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	15.4 96	7 8 96	40	Institutional candidates
		Workshop-cum-Orientation course for the adopted societies		19 8 96			Directors & Managers of adopted Societies
		S T Course on deposit Mobilisation	1 Week	26 8 96			Employees & Directors of PACS
		S T Course on deposit Mobilisation	1 Week	9 9 96			Employees & I PACS
		Management Dev. Course for Labour Contract & Construction Society	1 Week	23 9 96			Directors of Labour Contract & Construction Coop Socs
		Leadership Dev. Course (Fishery)	1 Week	7.10 96			For non official leaders of Coop Socys
		S. T. Course on Handloom Cooperatives.	10 Days	13.11 96			Employees & Directors of Handloom Coops
	8	S T Course on Handloom Cooperatives	10 Days	4 12 96			Employees & Directors of Handloom Coops
	9.	Leadership Dev. Course for PACS of Burdwan	1 Week	30.12.96			For non official leaders of PACS In collaboration with B C C Bank
	10	Leadership Dev Course for PACS of Burdwan.	1 Week				For non official leaders of PACS In Collaboration with B C C Bank
		Management Dev. Course for Fishery Coops	1 Week				For Directors of Fishery Coops
		Management Dev Course for Industrial Coop	1 Week				Directors & employees of Industrial Coops (Sponsored by Concerned C C Bank & Coop Cell of Dir of Cottage & Small Scale Industries)

Calendar of Course For The Year 96 - 97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period to	Intake Capacity	Remarks
	13	Orientation course for the employees of PACS	1 Week	3.3.97	7.3.97	30	Employees of PACS, already completed the J.B.C
C. C. M. JHARGRAM	1	3rd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	24.6.96	11.10.96	40	Institutional Candidates
		Leadership Dev Course (Housing)		4.11.96	8.11.96	20	Non-official leaders of Housing Coops
		Workshop cum orientation Course for the adopted societies		19.8.96	23.8.96		Directors & Managers of adopted Societies
		Leadership Dev. Course for Women Urban Credit Coop Societies	1 Week	18.11.96	22.11.96	25	For leaders of women Urban Credit Coops
		Leadership Dev Course - normal	1 Week	2.12.96	6.12.96	30	For non-official leaders of Coop Movement
	6	Workshop on Coop Statistics	1 week	9.12.96	13.12.96		In collaboration with Cooperation Directorat (Statistics Cell)
		4th Diploma Course on Coop Management	16 Weeks	16.12.96	4.4.97	40	Institutional candidates
C. C. M. KALIMPONG	1	Pradhan & Lady G P Members	4 Days	22.7.96	25.7.96	25	In collaboration with DRDA Darjeeling
		Pradhan & Lady G P Members	4 Days	26.8.96	29.8.96	25	-Do-
		D W C R A Course	6 Days (1Week)	9.9.96	14.9.96	25	-Do-
		BDP Course for Managers/ Secretaries of the PACS	1 Week	5.8.96	9.8.96	25	For PACS affiliated of Darjeeling DCCB
		Leadership Development Course	1 Week	26.8.96	30.8.96	25	Non-official Leaders
		Pradhan & Lady G P Members	4 Days	23.9.96	26.9.96	25	-Do-
		Leadership Dev Course for Urban Coop Bank and Employees Credit Society.	1 Week	7.10.96	11.10.96	25	In collaboration with W B Urban Credit Federation
	8	2nd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	4.11.96	21.2.97	25	For institutional candidates
	9.	Leadership Dev Course for women	1 Week	10.3.97	14.3.97		Women leaders of Coop Socys
	10	Leadership Dev. Course for Industrial	1 Week	17.3.97	21.3.97	25	Leaders of Coop Societies
C. C. M. ILAMBAZAR	1	2nd Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	24.6.96	11.10.96	40	Institutional candidates
	2	S T Course on banking for employees & Directors of Urban Banks & Empls or Societies	1 Week	14.10.96	18.10.96	30	In collaboration with Federation of Urban Banks
		L D Course for Housing Cooperatives	1 Week	4.11.96	8.11.96	20	In collaboration with C M A Housing.
		S T Course on Deposit Mobilisation	1 Week	18.11.96	22.11.96	30	Employees of PACS
	5.	Leadership Dev Course - Normal	1 Week	2.12.96	6.12.96	30	Non-official leaders of Coop Socys.
	6	S T. Course on consumer Business	1 Week	16.12.96	20.12.96	30	For employees of Consumer Cooperatives & PACS
	7	S.T. Course on deposit Mobilisation	1 Week	6.1.97	10.1.97	30	For employees of PACS
	8	S T Course on Fertiliser business	1 Week	3.2.97	7.2.97	30	For employees of PACS and PAMS.
	9.	S T Course on Fertiliser business	1 Week	17.2.97	21.2.97	30	For employees of PACS and PAMS.
		S.T course on Consumer business	1 Week	3.3.97	7.3.97	30	For employees of Consumer Cooperatives and PACS.

Calendar of Course For The Year 96 - 97

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period From	Period To	Intake Capacity	Remarks
C. C. M. JALPAIGURI	1	Orientation Course for the newly recruited DCEOs	1 Week	1 7 96	5 7 96	1	WBSCU Course
		Course of Deposit Mobilisation by PACS (Mini Bank)					In collaboration with CCB Jalpaiguri
		S T Course for DWCRA group leaders and one additional member					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S T Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S T Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	6	S T Course for Pradhans and one woman member of Gram Panchyet on DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S T Course for group leader on DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
	8	S T Course for Engineers Cooperatives					Non-official leaders of Engineers Cooperative Societies
	9.	ST Course on Banking Audit.					In collaboration with Audit Directorate
		S T Course for group leaders and one additional member of DWCRA	6 days				In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S T Course for group leaders and one additional member of DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		S T Course for group leaders and one additional member of DWCRA					In collaboration with DRDA Jalpaiguri
		Leadership Dev Course - Normal					Leaders of Co-op Societies
		2nd Diploma Course in Coop Management					Institutional Candidates

যে সকল বই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে পাওয়া যাচ্ছে

	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী (৩য় সংস্করণ)	অসীম বাগ	১০০.০০
২।	সমবায় হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি (২য় সংস্করণ)	হরিপদ লাহিড়ী ও অরুণ চক্রবর্তী	৪০.০০
৩।	অ-কৃষিঋণদান সমবায়ের নানা দিক	মণিকা পণ্ডিত	১২.০০
৪।	সমবায় বিষয়ে বিবিধ কথিকা	অসীম বাগ	২০.০০
৫।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও প্রয়োগ বিধি (২য় সংস্করণ)	অমিয় মজুমদার ও সুনীল দিন্দা	১০.০০
৬।	রি-অর্গানাইজেশন অফ রুরাল ক্রেডিট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল	ডঃ ডি ডি রায়	৫২.০০
৭।	পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন (১৯৮৩) প্রসঙ্গে		৬.০০
৮।	মার্কীয় দৃষ্টিতে সমবায়	নির্মল বসু	১৭.৫০
৯।	সমবায় আন্দোলন	অমিয় মজুমদার	১৩.৬০
১০।	সমবায়ে মহিলা	—	১.২০
১১।	সেলসম্যান সহায়ক	উষা চৌমিক	৮.৫০
১২।	বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গঠনের খরচ		প্রতি কপি ৬.০০

বই-পত্র (ডাক-বিধি) ও বই সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সিটি অফিস কাউন্টারে প্রতি কাজের দিন ৫টা পর্যন্ত বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

"আবার যদি ইচ্ছাই হয় তবে ফেলে এ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বল্প ভোগ্য প্রেম নদী, গাঙশালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"
— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭৯৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১৩৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায় ভূমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় শক্তি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- চলতি আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ কোটি — তার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ১৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ, প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১,১১৭ উপকৃত হয়েছে ঋণ চক্রবিভাই।
- ঋণদান ও হিসাব প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এস সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আদায়ী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এস এইচ বি ৫ এইচ ইউ ডি সি ও (হাউকো)-র সহায়তা আবাসন প্রকল্পে ঋণের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এন এ আর ডি (ইকনার্ড) কলকাতার (উল্টাডাঙা) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রদ্যোত-দুল ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫১৭, স্থাপিত : ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিস্তার ঋণ, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও মুরারই পুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

সি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯৩১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।

বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ অর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাগ্রস্থিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় তাজা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

পঃ বঃ ফিশারিজ বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act. 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTEPS.

সমবায় সমাচার

সমবায় ব্যাঙ্কের সুদ বাড়ল

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় সুদের হার বৃদ্ধি করলো রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও রাজ্যে অবস্থিত ১৭টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। ১৭ই জুলাই ব্যাঙ্কগুলির কর্তৃপক্ষ এক বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত করে। ঐ তারিখ থেকেই সমস্ত ব্যাঙ্কে সেভিংস আমানতের ক্ষেত্রে সুদের হার হবে ৫.৫ শতাংশ, ৩০-৪৫ দিনের বেশি মেয়াদি আমানতের সুদের হার হবে ৮.২৫ শতাংশ। আর ৩ বছরের বেশি মেয়াদি আমানতে সুদের হার হবে ১০.২৫ শতাংশ। এছাড়া ৬৩ মাসে মেয়াদি আমানত দ্বিগুণ করার প্রকল্প পূর্বের ন্যায় চালু থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ঋণদান সমিতিকে ব্যাঙ্কে রূপান্তরের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন

ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড সংক্ষেপে 'ন্যাফকাব'-এর সাপ্তাহিক টাবলয়েড — কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কিং এর ২৪ নং সংখ্যায় (১৫ জুন '৯৬) খবরটি এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে -

"ন্যাফকাব এবং শহরাঞ্চলীয় সমবায় ঋণদানের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত সুখের যে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার প্রসবান্দ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক রূপান্তরের অনুমোদন দিয়েছে।" পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্ত সমবায় ঋণদান সমিতি খুবই দক্ষতার সঙ্গে চলছে এবং যারা সমবায় ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে এটা একটা ভাল সূচনা। অদূর ভবিষ্যতে আগ্রহী সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন পাবে বলে আশা করা যায়। যে ঋণদান সমিতিসমূহ সঠিকভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অবশ্যই সমবায় ব্যাঙ্কে রূপান্তরের মাধ্যমে উৎসাহ দেওয়া উচিত যাতে তারা সদস্যদের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণদান সহ অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিতে পারে

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ন্যাফকাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিপোজিট স্ট্যান্ডিং অ্যাডভাইসরি কমিটির সভায় বর্তমান নিযুক্ত সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহকে সমবায় ব্যাঙ্কে রূপান্তরের সময়সীমা ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সময়সীমা ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ (RBI সার্কুলার BR 21A 1/92-93 of 11. 6.93)

■

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স পেল

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শহরাঞ্চলীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অতিসম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা করার লাইসেন্স পেয়েছে। এই তিনটি ব্যাঙ্কই উত্তর কলকাতায় ব্যাঙ্কগুলি হোল :—

১) খড়দহ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

২) বরানগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

৩) রাজহাট ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ।

❑ সুবীর ব্যানার্জি

বাঁকুড়ায় "আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস" উদযাপিত

পূর্ব নির্ধারিত সূচনায় বাঁকুড়ায় গত ৬ ৭-১৬ তারিখে "আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস" উদযাপিত হয় বাঁকুড়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সমবায়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সে তিনি বলেন, সমবায় ব্যবস্থার এমন ইতিহাস ভিন্ন রাজ্যে যা আছে সেখানে সেই ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে অনেক কথা-টথা হয়েছে নতুন প্রজন্মের কাছেদের এই ব্যবস্থা বোঝাতে হবে, প্রতিষ্ঠানের মান বজায় রাখতে হবে সফল ব্যবস্থার দিকগুলি তুলে নিয়ে প্রয়োগ করতে হবে সমবায় মন্ত্রকের ঘটনাবলির কাছাকাছি করিগরী করার ব্যাপারে তাঁর চিন্তা

জিলা পরিষদের সভাধিপতি জনাব মিঠু বাগদি সমবায়ে ভিত্তিভূমি প্রসারের উদ্দেশ্যেই এই দিবস উদযাপন সমবায়ের ওপর অনেক বেড়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরো অনেক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। ইদানিং বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কৃষি ঋণের দিকে প্রসার ঘটিয়েছে অনেক সমবায় সংগঠনের বিস্তার চাইছি অবশ্য সদস্য স্বার্থে সমাজ গড়া হয়েছে তবে সমবায় সংগঠনকে যেন সব সময় নিজের মনে করতে পারে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে

প্রধান অতিথি বাঁকুড়া সভাপতি শ্রী হিমাংশু সিংহ বলেন সমবায় আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলার একটি বিশেষ স্থান আছে। জেলায় অনেক সমবায় রয়েছে।

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অজিত গাঙ্গুলি বলেন জেলার সরকারি বেসরকারি ও পঞ্চায়েত নেতৃত্বের এক করে অনেক সফলতা এসেছে জেলার কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা তিনি সবার সামনে

করেন। জেলার সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিষেবাগত মান উন্নয়নে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তিনি সভায় জানান।

রাষ্ট্রসংঘের এশিয়া আঞ্চলিক বিভাগের পূর্বতন প্রধান প্রভাতকুমার ঘোষের শুভেচ্ছা বার্তা সভায় পাঠ করেন ইউনিয়ন সম্পাদক অধ্যাপক বাচ্চা রায়।

"উদারনীতি : সমবায়ে প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক এই আলোচনাচক্রে মূল বক্তা ছিলেন রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ। তাঁর মনোমুগ্ধকর বক্তব্য শ্রোতারা শেষ অবধি শ্রবণ করেন। ভারতের ও গোটা বিশ্বের বর্তমান সমবায় ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও গতিপ্রকৃতি সবিস্তারে তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেন যে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলনে প্রথম শ্রেণীর রাজ্য নয় বলা হলেও "ভারতশ্রেষ্ঠ সমবায়ী" এবার ঘোষিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবার "ভারতশ্রেষ্ঠ সমবায়ীর" সম্মান অর্জন করেছেন।

সমবায় শিক্ষাকে পাঠক্রমে আনার বিষয়টি তিনি ভোলেননি। চেষ্টা চলছে। অন্যান্য রাজ্য এ ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছে। তিনি বলেন অধিকাংশ উন্নয়ন বিভাগের সমবায়ের সাথে সংযোগ আছে কিন্তু সেভাবে গঠনমূলক প্রভাব আছে সমবায়ের। বাঁকুড়া জেলায় এই সমবায় সংগঠনের বিষয়টি যাতে হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে তিনি সভাধিপতির নিকট অনুরোধ করেছেন। কর্মচারী প্রতিনিধি, রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিল অন্য রাজ্যে নেই যা এরাজ্যে আছে। কো-অপারেটিভ কোম্পানি গঠনের উপর সমালোচনা করে বলেন মডেল অ্যাক্টের ভালমন্দ দুই দিকই আছে। আমরা ভাল দিকটা নেব।

রাষ্ট্রসংঘ এতদিন পর কেন "সমবায় বিভাগ" ঘোষণা করল? ধনী রাষ্ট্রগুলোতে (জি-৭) মুক্তবাজার অর্থনীতির তাণ্ডব শুরু হয়েছে। বিকল্প খুঁজতে চাইছে তারা সমবায়ে। সমাজতন্ত্রের পতন ও ধনতন্ত্রের উত্থান সব দেশকে ভাবাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত দেশেই সমবায়ের নিজস্ব চরিত্র আছে। সমবায়ের মূল্যবোধ, সমষ্টির জন্য ভাবনা যা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত। তাদের প্রচার মানুষকে বিভ্রান্ত হতে বলে।

কেন্দ্রের বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে সমবায় সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে পৃথক কো-অপারেটিভ প্ল্যানিং কমিশন গঠন করার। আগামী দিনের সমবায় আন্দোলনকে তিনি শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য নয় গোটা সমাজ নিয়ে ভাবতে বলেন। পানীয় জল, স্বাস্থ্য এসব নিয়ে সমবায় অনেক কিছু করতে পারে। কর্মসংস্থানমুখী পরিকল্পনা নিতে তিনি সমিতিগুলোকে আহ্বান জানান। উৎপাদন ইউনিট স্থাপনে জোর দিতে বলেন। তিনি কতকগুলি সফল সমবায়ের কার্যক্রম তিনি বর্ণনা করেন যা শ্রোতারা গভীর মনযোগ দিয়ে শোনেন। মূলত শ্রীঘোষের বক্তব্য সভার উদ্দেশ্য সার্থক করে।

অন্যদের মধ্যে এ আর সি এস গৌরাঙ্গ কবিদাস, ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি চিত্ত মিত্র, আরবান্ ক্রেডিট কেডারেশনের সভাপতি দীনেশ গুপ্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বাঁকুড়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি কল্যাণ গুপ্ত।

❑ সন্তোষ ভট্টাচার্য

হুগলিতে জেলা পরিষদ সভাকক্ষে সমবায় কর্মশালা

সমবায় শিক্ষা সহযিলের সহযোগিতায় এবং জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় গত ২৬-৬-১৯৯৬ হুগলি জেলা পরিষদের চুঁচুড়া সভাকক্ষে বিভিন্ন সমবায় সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও ম্যানেজারদের নিয়ে ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং সভাপতিত্ব করেন হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়নের গোবিন্দ ব্যানার্জি। তিনি তাঁর ভাষণে এই কর্মশালার গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি সমবায়কে শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরে জেলার আন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করতে হবে। সকলে মিলে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করে কবির মানুষদের কল্যাণে ব্রতী হতে হবে। কিছু কায়েমি স্বার্থের মানুষ আছেন যারা ভাল কাজে বাধার সৃষ্টি করেন এবং সুযোগ বুঝে মামলা দায়ের করেন। এদের থেকে আমাদের সতর্ক থেকে সব কিছু কাটিয়ে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বলাই সাঁতুই বলেন সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক জনমুখী কাজ করা যায়। এ সম্পর্কে তিনি কিছু জনমুখী কাজের উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন কৃষকদের চাষের প্রথা পরিবর্তন হওয়া দরকার। এজন্য কৃষক ভাইদের উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ সম্পর্কে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সমবায়ের মাধ্যমে ব্যবহার করার ট্রেনিং এর জন্য বলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ বলেন সমিতিগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যবসার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জমির চাষবাস সম্পর্কে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে কল্যাণী এবং বালবপুর থেকে বিশেষজ্ঞ এনেও শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন এধরনের বি ডি পি কর্মশালার একান্ত প্রয়োজন। আপনারা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে সমিতির ব্যবসাকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন বলে আশা রাখি। সবশেষে তিনি রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘের অন্যতম পরিচালক শঙ্করী গুহ বলেন এখানকার আলোচনাগুলো খুবই ভাল লাগল। মহিলাদের সমস্যার কথা জেলা পরিষদ পর্যায়ে ভাববার খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগোতে হবে। হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মধুসূদন ঘোষ বলেন ভারতবর্ষে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষে ১ কোটি ১৫ লক্ষ কর্মচারী আছে যারা সমিতি থেকে বেতন পেয়ে জীবন ধারণ করেন। তিনি সমিতিগুলোকে স্বনির্ভর করে

ভোলার ওপর জোর দেন। হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিদ্যুৎ বিশ্বাস জানান হুগলি জেলার ৬০০ সমিতি এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন। এছাড়া সভায় উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের সুন্দর এবং যথাযথ উত্তর দেন। সুন্দরবন বিকাশ প্রকল্পের (আই সি ডি পি) জেনারেল ম্যানেজার কালিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও জানান এই জেলার ছয়টি ব্লককে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। জেলার সমবায় উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প চলছে ১লা মার্চ '৯৪ থেকে ৩০শে জুন '৯৯ পর্যন্ত ৪,৬৪,৫৯,০০০ টাকা এই প্রকল্পের ব্যয় নির্দিষ্ট হয়েছে। হুগলি জেলা সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক গণেশ কর্মকার জেলা সমবায় ইউনিয়নের বিভিন্ন কর্মধারা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন জমির মূল্য বাড়াতে হলে জমির ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। জমির ফসল বাড়লে ব্যাঙ্ককেও ও অধিক ঋণ দানের জন্য বলা যায়। তিনি সকলকে ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হওয়ার জন্যও বলেন।

কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন বিকাশচন্দ্র চন্দ্র-সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক ও কো-অর্ডিনেটিং অফিসার-বি ডি পি এবং সুদর্শন দত্ত, ফিল্ড এক্সিকিউটিভ অফিসার, হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

❑ দেবজ্যোতি সেন

পরলোকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

গত ১৩-৭-৯৬ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভাণ্ডার পত্রিকার এক সময়ের কার্যকরি সহ সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত অশীতিপর অকৃতদার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পরলোক গমন করেন।

রাজা সমবায় ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ে এ উপলক্ষে ১৫-৭-৯৬ এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি সুনীল ঘোষ প্রয়াত দাশগুপ্তের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এবং তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তথ্যপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সহকর্মী তথা আত্মীয় প্রতীম সহকর্মীদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন তুলসী মুখার্জি, পরিমল চৌধুরী, সৈবালেন্দু ব্যানার্জি এবং দীপালি ঘোষ।

সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সভাপতি সুনীল ঘোষ। সভার প্রারম্ভে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

শোক প্রস্তাব

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের কর্মীবৃন্দ প্রাক্তন সহকর্মী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। রাজ্যের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র ভাণ্ডার পত্রিকা তাঁর বিশেষ অবদানে সমৃদ্ধ। আমরা অকৃতদার স্বাধীনতার সংগ্রামী, অজাতশত্রু জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর আত্মার শান্তি কামনা করি।"

সংযোজন : প্রসঙ্গ : জ্যোতিদা স্মরণে :

চাকুরী জীবনের শুরুতেই জ্যোতিদার সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর সুখে দুঃখে কখন যে তিনি শুভার্থী জ্যোতিদা রূপে আমার মনে স্থান করে নিয়েছেন বলতে পারি না।

বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি জ্যোতিদার প্রচার বিমুখ পান্ডিত্য, সকলকে আপন করে নেবার সহজ ক্ষমতা, সরল ব্যবহার, কর্মনিষ্ঠা ও রসবোধ।

বৌথ পরিবারে 'মেজদা', রাজনৈতিক জীবনে 'দাদুভাই' এবং সহকর্মীদের কাছে জ্যোতিদার পরিচিতি অনাবিল সহৃদয়তা ও সহজ ভালবাসার প্রতীক হিসাবেই। তাঁর কাছে ছোট বড় ভেদ ছিল না। ভালবাসা দিতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না বলেই সব বয়সের সহকর্মীদের কাছে তিনি পেয়েছেন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।

অফিস কর্তৃপক্ষের তিনি সম্মান ভাজন ছিলেন। আমার অভিজ্ঞতায় তাঁকে একাকীত্ব ভোগ করতে দেখিনি। অফিস তাঁর কাছে সমবায়ের বৌথ পরিবারের মতই ছিল। সবাই জ্যোতিদার আপন, সবাই বন্ধু।

প্রেসের কম্পোজিটার থেকে শুরু করে মালিক, সবাই যেন জ্যোতিদার ঘরের লোক। ভাণ্ডারের কাজের সূত্র যতক্ষণ তিনি প্রেসে থাকতেন (অনেক সময়ই দশটা-পাঁচটার বাইরে, রাত আটটা-নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত) ততক্ষণই একটা আনন্দের পরিবেশ গড়ে উঠতে দেখেছি। জ্যোতিদার সঙ্গে কাজ করার সুবাদে মানুষকে নতুন করে চিনতে শিখেছি, ভালবাসতে শিখেছি, মানুষের সমবায়ের প্রতি মনোভাব অনুভব করতে পারি।

নিজের চাকুরী জীবনের দীর্ঘ বিরতির সময়ে তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতি আমাকে দৃঢ় থাকতে শক্তি যুগিয়েছে আর, আমার ব্যক্তিগত সংসার জীবনের অনেক সুখের মুহূর্তেও জ্যোতিদাকে পেয়েছি বড় ভাই-এর মত কোনরকম স্মৃতিতর্পণেই অসামান্য জ্যোতিদাকে তথা প্রকাশ করা যা কম স্বীকার আমার পক্ষে নিতান্ত অভিক্ষিংকর প্রয়াস।

❑ দীপালি ঘোষ

একটি সমিতির প্লাটিনাম জয়ন্তী

কলকাতার 'দি গ্রেন্স অ্যান্ড সীড মার্চেন্টস কো-অপারেটিভ সোসাইটি' ১৯২১ সালের ১১ জুলাই নিবন্ধিত হয়েছিল মাত্র ১২ জন সদস্য নিয়ে। ১৯৯৬ সালের ১১ জুলাই তারিখে পরিচালিত নিরীক্ষা শুদ্ধ মোতাবেক ৮৮৯৭ জন সদস্যের একটি শক্তিশালী সমিতি হিসাবে কলকাতার কলুটোলার তারঘরস্থ আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সভায় তার বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জুবিলীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এখন তার কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মত। তার সর্বিক মালিকানায় রয়েছে সমিতির সদস্যবর্গ। কারখানার কর্মচারীর সংখ্যা ৩৬ হাজার মত। তাই সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ থাকলেও কর্মীদের অবসর গ্রহণের ফলে সদস্য সংখ্যা ক্রমশ কমের দিকে। তবে লাভের পরিমাণ মোটেই কম নয়। সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পরিষেবার পরিধি বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে এদের বিপণি বিভাগ ও ঋণ বিভাগ দুই-ই খুব

তৎপর। তার ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্জনের ক্ষেত্রে ১৯৯৪-৯৫ সালের পরীক্ষিত নিরীক্ষা পত্রের প্রেক্ষিতে বিপণি বিভাগ (১২,৭০৯) ও ঋণ বিভাগের (১২,৪২,৪৭৪) সম্মিলিত অবদান, যাকে হিসাব শাস্ত্রের পরিভাষায় নিটলাভ বলে তার মোট পরিমাণ ১২ লক্ষ ৫৫ হাজার, ১৮৩ টাকা। একটি প্রাথমিক সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ বৈষয়িক সাফল্য সকলের সমীহ ও শ্রদ্ধা আদায়ের পক্ষে নেহাত কম নয়। শুধু অর্থ নয় — বর্ষব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি পরিশীলিত রুচিরও পরিচয় সমিতিটি রাখলো।

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুশান্ত বেদজ্ঞ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সমিতির কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন। উদ্বোধনী ভাষণে সমবারমন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল সমবায় মানসিকতা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, সমবায় ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের যে অনুপাতে আগ্রহ আছে সে অনুপাতে উপলব্ধি নেই। তা অর্জনের জন্যে তিনি সমবায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান জানান। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির অবস্থা সার্বিকভাবে ভাল না হলেও অকৃষি সমবায় ঋণদান সংস্থার অবস্থা যে বেশ ভাল সংশ্লিষ্ট সমিতিটিই তার একটি উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কাশিপুর ও সমসন ব্যাঙ্কটির দুটির জেনারেল ম্যানেজার যথাক্রমে পি কে ঘোষ চৌধুরী ও টি ভেঙ্কটেশ্বরলু সমিতিটির অগ্রগতির সন্তোষে উল্লেখ করে আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস্ অ্যান্ড ক্রেডিট সোসাইটিজ-এর সভাপতি দীনেশ গুপ্ত বলেন, নতুন আর্থিক নীতির প্রতিআহ্বান গ্রহণ করে বহুজাতিক গোষ্ঠীর মোকাবিলা করার জন্য সমবায় ক্ষেত্রে পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে। বিশিষ্ট সমবায়ী চঞ্চল চ্যাটার্জী বলেন, অকৃষি সমবায় ঋণদান সংস্থাগুলির প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা ভারতীয় অর্থনীতিতে খাটলেও সরকারের কাছ থেকে সেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ তিনটি দাবির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : (১) সমবায় আইনের ৫৮ ধারাকে আরও প্রয়োজনোপযোগী করতে হবে, (২) সমবায় সংস্থার সঞ্চিত আমানতকে আয়কর ছাড়ের আওতায় আনতে হবে, (৩) বিভিন্ন সমিতির পরিচালক ও কর্মকর্তাদের সমবায় সমিতিতে কাজের সুবিধার্থে বিশেষ ছুটি দেওয়ার আইনগত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ বলেন, শিল্প বিপ্লবের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াতে যে মানবিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তার প্রতিরোধ করে গড়ে উঠেছিল সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন। বর্তমানে নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন যে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছে তার প্রভাব থেকে মানবকল্যাণকে সুরক্ষিত করার জন্য আরও ব্যাপক ও নিবিড়ভাবে সমবায় ব্যবস্থার সুযোগ নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি বলেন, কৃষিতে গড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন ভারতশ্রেষ্ঠ। যদিও আমরা জানি অবিভক্ত বাংলার ৫ ভাগের ৩ ভাগই চলে গেছে বাংলাদেশে। এই শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে রাখতে গেলে সততা ও গতির সাথে সমবায় পরিকাঠামোর সদ্ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে যখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনেক বেড়েছে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, জাপান, ইটালি ও কানাডা — এই সাত দেশের চক্র সারা পৃথিবীর ওপর আর্থিক কর্তৃত্ব কায়েম করছে। ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংরক্ষণাত্মক নিয়ন্ত্রণের হাত গুটিয়ে ফেলেছে। পূর্বে সমবায় যে আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পেত তাও প্রত্যাহৃত হওয়ায় সমবায় আন্দোলনকে এখন অনেক বেশি তৎপর, সজাগ ও সংহত হতে হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও সমিতির সভাপতি প্রিয়রঞ্জন সিংহ রায় সমিতির সকল অগ্রগমণের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন আর প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব কমিটির সম্পাদক অজয় কুমার ঘোষ অনুষ্ঠানের সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রকাশিত ও প্রচ্ছন্নভাবে যারা সহায়তা দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সভামণ্ডপের শিক্ষামূলক সাজসজ্জা, নৃত্যকেন্দ্রিক অভিনিবেশে, সঙ্গীতের সংবেদনশীল সমারোহে ও সংযোজকের সম্মোহনী সঞ্চালনের প্রেক্ষিতে আরোপিত সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে সকলের মনেই অনুষ্ঠানটি দাগ কেটেছিল।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

৪৩তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

(১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৬)

১৪-১১-৯৬	সমবায় অভিজ্ঞান দিবস।
১৫-১১-৯৬	সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস।
১৬-১১-৯৬	সমবায় বিপণন, প্রকরণ এবং উপভোক্তা দিবস।
১৭-১১-৯৬	সমবায় ঋণ, সঞ্চয় এবং গ্রামোন্নয়ন দিবস।
১৮-১১-৯৬	সমবায় আবাস দিবস।
১৯-১১-৯৬	মহিলা-পুরুষ সংহতি এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস।
২০-১১-৯৬	সমবায় গণতন্ত্র, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস।

সমবায় ব্যাঙ্ক এবার শহরেও ঋণ দেবে

রাজ্য কৃষি সমবায় ও গ্রাম উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবার কলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে বাড়ি তৈরি ও স্বনিযুক্ত প্রকল্পে ঋণ দেবে। এতদিন পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কের কাজকর্ম গ্রামীণ এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাঙ্কের নতুন চেয়ারম্যান সরল দেব শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর জানান। একই সঙ্গে কলকাতার মানুষও এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে পারবেন। শেয়ালদহর সরলিতে ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরে ও উল্টোডাঙার নতুন বাড়িতে টাকা নেওয়া হবে। এই কাজগুলি পুজোর আগেই শুরু হবে।

সরলবাবু জানান, তাঁদের ব্যাঙ্কে জমা টাকার উপর সুদের হার অন্যান্য ব্যাঙ্কের থেকে ১ শতাংশ বেশি। এবং সুদের ওপর কোনও অতিরিক্ত দিতে হয় না। বাড়ি তৈরির জন্য নেওয়া ঋণের ওপর সুদের হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের থেকে কম।

তিনি জানান, প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি ও পরিবহণ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার জন্য 'নাবার্ড'-এর অনুমোদন পেয়েছে। স্বল্পমেয়াদি ঋণ দেওয়ার জন্যও অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। ৯৬-৯৭ আর্থিক বছরে ব্যাঙ্ক কৃষি, অ-কৃষি ও আবাসন ক্ষেত্রে ৭১ কোটি টাকা ঋণ দিতে মনস্থ করেছে। ঋণ পাওয়ার পদ্ধতিও সরলীকরণ করা হচ্ছে। বকেয়া ঋণ আদায়ের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে ৬০ শতাংশ বকেয়া ঋণ আদায় করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান আরও জানান, উল্টোডাঙার ব্যাঙ্কের ১০ তলা বাড়িটির ৪টি তলা ফাঁকা অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখানকার ২টি তলা কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি দপ্তরকে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে ব্যাঙ্কের মাসে ৩ লক্ষ টাকা আয় হবে।

আনন্দবাজার

৬.৬% হারে বাড়বে জাতীয় আয়

সরকারি হিসাবে চলতি আর্থিক বছরে মোট জাতীয় আয় (জিডিপি) বৃদ্ধির হার ৬.৬% হবে। এর আগে অবশ্য এই বৃদ্ধির হার ৬.২% হবে বলে আশা করা হয়েছিল। ১৯৯৫-৯৬ সালের সংশোধিত হিসাবে ওই বছর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৭% বলে জানানো হয়েছে।

চলতি আর্থিক বছরে কৃষি, মৎস চাষ, খনি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২.৩% ধরা হয়েছে। শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ এবং নির্মাণ কার্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৮.৫% হবে বলে আশা করা হয়েছিল

আনন্দবাজার

হলদিয়া ফার্টিলাইজার্স : দুর্গাপুর ইউনিট চাঙ্গা করতে চায় কৃভকো

দুর্গাপুরের রুগ্ন হয়ে পড়া হলদিয়া ফার্টিলাইজার্স লিমিটেডের ইউনিটটি পুনরুজ্জীবনের জন্য নতুন একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করল কৃষক ভারতী কো-অপারেটিভ লিমিটেড বা কৃভকো। সংস্থার পক্ষে প্রায় ২০০ কোটি টাকার নতুন একটি পরিকল্পনার দুর্গাপুর ইউনিটটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো বা ওই খানেই কৃভকোর একটি নতুন প্লান্ট তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নতুন প্লান্ট বসানো হলে দুর্গাপুর ইউনিটে বেশ কর্মীদের জন্য স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুরের ওই ইউনিটটির মোট লোকসানের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে এবং বর্তমানে সার উৎপাদন হচ্ছে মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৩৫ শতাংশে। ওই ইউনিটের কর্মী-সংখ্যা প্রায় ১২০০। কেন্দ্রীয় সার মন্ত্রক দুটি প্রস্তাব সম্পর্কে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই বছর 'কৃভকো' প্রায় ২৮৭ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। তাদের হাতে জমা থাকা মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা । ১৯৮৬ সালে চালু হওয়ার পর থেকে এই সংস্থাটি মোট ১৬০০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে।

হাতে জমে থাকা এই বিপুল অর্থের সদ্ব্যবহার করতে সারের ভর্তুকির পাশাপাশি ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে এই সংস্থা। প্রায় ৮০০ কোটি টাকার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোথায় হবে তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে তা ধারস্থল, কর্নাটক বা গুজরাত এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে কোথায় হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এ কে মুখোপাধ্যায়। বিদ্যুৎ ব্যবসায় নেমে তাঁরা সফল হবেন বলে আশা করছেন কারণ এটিকে 'ফার্স্ট ট্রাক' প্রকল্প হিসাবে গণ্য করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। তবে সার উৎপাদনের মূল রসদ প্রাকৃতিক গ্যাসের এখেত্রে ঘাটতি থাকায়, কৃভকো ইরান এবং ওমানে দুটি সার উৎপাদন প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে ইরানের কাসাম ফ্রি জোন এলিয়াতে নাইট্রোজেনাস ফার্টিলাইজার কমপ্লেক্স গড়ার জন্য ইতিমধ্যেই ইরান সরকারের সঙ্গে সমঝোতাপত্র সই করেছে। এই কারখানায় বিপুল পরিমাণে অ্যামোনিয়া ও ইউরিয়া উৎপাদন হবে। কিন্তু কী দরে প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান নেওয়া হবে, তা নিয়ে ইরানের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। তবে ওমানে ১১২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে প্রস্তাবিত সার প্রকল্পের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

❑ আনন্দবাজার

দণ্ডবতে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হলেন

নবগঠিত যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হলেন মধু দণ্ডবতে। বাজেটের প্রাক্কালে নতুন কমিশন গঠন ও তার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া। বিশ্বব্যাঙ্কে ভারতের প্রতিনিধি ও বিমল জালানকে ১৫ সদস্যের নবগঠিত কমিশনের সদস্য-সচিব পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান দেবগৌড়ার নেতৃত্বাধীন যোজনা কমিশনের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, কৃষিমন্ত্রী চতুরানন মিশ্র

ও যোজনা-প্রতিমন্ত্রী ওবাই কে জলদ। পূর্বতন কমিশনের তিন সদস্য অর্থনীতিবিদ জে এস বাজাজ, অর্জুন সেনগুপ্ত এবং চিত্রা নায়েক নতুন যোজনা কমিশনেও রয়েছেন। কমিশনে নতুন মুখদের মধ্যে রয়েছেন 'ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ'-এর অধিকর্তা এস পি গুপ্ত এবং কর্নাটক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বি সিংহাইয়া।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও জনতা পার্টি সরকারের রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে আজই তাঁর নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করলেও বিশ্বব্যাঙ্কে ভারতের প্রতিনিধি বিমল জালানকে সম্ভবত আগামী সপ্তাহে কমিশনের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব নেবেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রের বারাপুর কেন্দ্রে হেরে যাওয়ার পর যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে অত্যন্ত দণ্ডবতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে বিমল জালানকে কমিশনে নিয়ে আসার খবর পেয়েই দণ্ডবতে ঠিক মত করলাম বলে জানা গিয়েছে। দণ্ডবতে কেন্দ্রে মন্ত্রী থাকাকালীন জালানই ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থসচিব। পর্যবেক্ষকদের মতে, বিশ্বস্ত জালানকে পাশে পাওয়ার প্রতিশ্রুতি মেলার পরেই দণ্ডবতে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়ে যান।

অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার সময়েই ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পূর্বতন যোজনা কমিশনের সদস্যরা ইস্তফা দেন। নতুন কমিশন গঠিত না-হওয়া পর্যন্ত বাজপেয়ী পূর্বতন কমিশনকেই কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু গত তিনমাসে তেমন কোনও কাজই হয়নি যোজনা কমিশনের দফতরে। ওই সময় কমিশনে রাজ্যগুলির অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলি তাঁদের বাজেট পেশ করে দেন।

সেই বকেয়া কাজ থেকে ফেলাটাই যে নবগঠিত যোজনা কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য হবে, ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে দণ্ডবতে আজ তা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী। চাই রাজ্যগুলির হাতে আর্থিক ক্ষমতা তুলে দিতে।' দণ্ডবতের কথায়, নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'অ্যাপ্রোচ পেপার' তৈরি করাই হবে নতুন যোজনা কমিশনের আশু কর্তব্য। যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি (সি এম পি)-র সুপারিশগুলি যে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, তারও আভাস দিয়েছেন দণ্ডবতে। তাঁর কথায়, সরকারি নীতিগুলিকেই কমিশন বাস্তবায়িত করবে।

কমিশনের এক সূত্র জানান, শীঘ্রই জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের (এন ডি সি) বৈঠক ডাকবে নতুন যোজনা কমিশন। এছাড়াও রাজ্যগুলির বার্ষিক অর্থবরাদ্দের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আনন্দবাজার

হাঁস-মুরগি পালন করে পেটের ভাত জুটল, গ্রামে এল শান্তি

এক বছর আগেও নবগ্রামের চরননগরের বৃদ্ধিন হেমব্রম, সরস্বতী হেমব্রমদের পরের জমিতে কাজ করে দু' বেলা আধপেটা ভাতও জুটত না। এখন ঘরে বসেই এঁদের রোজগার মাসে প্রায় ১ হাজার টাকা। প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের হিসাবে চরননগরে এক বছর আগে গৃহপালিত পশুপাখির সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শটি। বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। আর মূলত এর ফলেই বদলে গিয়েছে বৃদ্ধিন, সরস্বতীদের জীবনযাত্রা। তাছাড়া আর্থিক সচ্ছলতার পাশাপাশি পরিবর্তন হয়েছে এখানকার আদিবাসীদের চিন্তাভাবনারও। গ্রামের মেয়েরাই ভেঙে দিয়েছেন বহু দিনের পুরনো চারটি মদের ভাটি। বন্ধ হয়ে গিয়েছে আদিবাসীদের মধ্যে চালু নানা কুসংস্কার।

এদের কাজকর্ম দেখে রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশমন্ত্রী আনিসুর রহমান চরননগরে এসে বিস্মিত হয়েছেন। এই গ্রামটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "প্রাণিসম্পদ যে একটি গ্রামের কী বিপুল পরিবর্তন আনতে পারে চরননগর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" রাজ্য সরকার এই গ্রামটিকে আদর্শ গ্রাম হিসাবেও ঘোষণা করেছেন। জেলার ডি আর ডি এ এই গ্রামের সমৃদ্ধি ভিডিও ক্যামেরায় তুলে বিভিন্ন গ্রামে প্রদর্শন করছে।

চরননগর-খাগড়াডাঙা এলাকার এই সমৃদ্ধির পিছনে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেনারি অ্যাসোসিয়েশনের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার একটি সিদ্ধান্ত। ইউনিয়নের কাজকর্ম ছাড়াও 'সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পশুচিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত নেন, প্রতি দু' বছরে স্বেচ্ছাশ্রম ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে জেলার কোনও একটি অনুন্নত গ্রামকে বেছে নিয়ে তাঁরা আদর্শগ্রামে পরিণত করবেন। অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক অসিত সাহা জানান, "এই সিদ্ধান্তের পরে আমরা চরননগরে আসি। আদিবাসী এই গ্রামটিতে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় এখানকার ১০১টি পরিবারের মধ্যে ৯৭টি পরিবারই ভূমিহীন খেতমজুর। গ্রামটির বেশিরভাগ মানুষই ভাল করে খেতে পর্যন্ত পান না। আমরা এঁদের কাছে গিয়ে পশুপালনের উপকারিতা বোঝাতে লাগলাম।"

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য, জীবিকায় খেতমজুর মালতী কিস্কু বলেন, "প্রথম প্রথম ওই ডাক্তারবাবুদের কথায় আমরা বিশেষ কান দিইনি। প্রতি রবিবার ওঁরা গ্রামে এসে আমাদের উন্নত জাতের হাঁস, মুরগি, ওষুধ ইত্যাদি বিলি করতে লাগলেন। শিশুদের পোলিও ভ্যাকসিন এবং পশুপাখিদের ওষুধও ওরা নিয়ে আসতেন। এ সব নিয়ে ওরা মিটিং করতেন। প্রথমে মিটিংয়ে লোক হত না। পরে ঘরের মেয়েরা এগিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবুরা আমাদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে আমাদের অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল।"

মেয়েরা এগিয়ে এলেও সমস্যা দেখা দিল গ্রামের পুরুষদের নিয়ে। কারণ গ্রামের চারটি মদের ভাটিতে সারা দিন চোলাই মদ খেয়ে চুর হয়ে পড়ে থাকাই ছিল এদের নিত্যদিনের কাটিন। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সাহায্যে গ্রামের মহিলারাই এক দিন ভেঙে দিলেন ভাটিখানা চারটিকে। এই গ্রামের বাবুলাল সোরেন, জয়রাম মুর্মু, ধনেন হেমব্রমরা

জানান, "গ্রামে পালাপার্বণের মেলায় পর্যন্ত কেউ মদ খেয়ে আসে না। এ ছাড়া এত দিন গ্রামে মেয়েদের জোর করে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ার প্রথা (ছাড়ুয়ি) চালু ছিল। এখন তা-ও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, গ্রামটির সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারিগর কার্তিকচন্দ্র দে জানান, "প্রথমে আমরা হোয়াইট ইয়র্কশায়ার জাতের ৪টি পুরুষ শুয়োর, ১২টি খাকি ক্যাম্পবেল পুরুষ হাঁস এবং ১৮টি রোড আইল্যান্ড রেড মোরগ গ্রামে বিলি করি। এদের মিশ্রণে উন্নত জাতের সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করা হল। দু' বছর পরে এই গ্রামের প্রতিটি পরিবার এই হাঁস, মুরগি, শুয়োর বিক্রি করে মাসে প্রায় দু' হাজার টাকা আয় করছেন।"

❑ আনন্দবাজার

রূপনারায়ণ সাউ, অধ্যক্ষ ; অবসর গ্রহণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গত ৩১-৭-৯৬ তারিখে বড়তল সমবায় ব্যবস্থাপনার (শিক্ষা) কেন্দ্র-এর অধ্যক্ষ শ্রী রূপনারায়ণ সাউ, অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৪ বৎসরেরও বেশি সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে কর্মরত ছিলেন। জ্ঞানের সুবাদে তিনি রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। সমবায় শিক্ষা নির্দেশক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে সর্বোচ্চ অধ্যক্ষ পদে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। অধ্যক্ষ হবার আগে বি অব ও পদে তিনি প্রায় ৯ বৎসর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের দিনে সমবায় ব্যবস্থাপনা (শিক্ষা) কেন্দ্র, বড়তলের কর্মীরা সংক্ষিপ্ত একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। সামান্য স্মারক উপহারের সঙ্গে তিনি এবং কর্মীরা পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় করে তোলেন। বড়তল কেন্দ্রের দ্বিতীয় ডিপ্লোমা কোর্সটির, সমাপ্তি পরীক্ষার লিখিত অংশ ৩১-৭-৯৬ তারিখে শেষ হয় এবং শিক্ষার্থীরা ২রা আগস্ট ফিরে গ্রহণ করে। সেই কারণেই শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ২রা আগস্ট তাঁদের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষককে সম্বর্ধনা জানান। একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি অবশ্য বর্ষিত হয়ে ওঠে। তাঁদের নামাঙ্কিত একটি রৌপ্য নির্মিত পদক তাঁরা স্মারক উপহার হিসাবে শ্রী সাউকে প্রদান করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। সব শেষে মধ্যাহ্ন আহারের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

❑ নিজস্ব প্রতিনিধি

"যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে যতক্ষণ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ-সীমায় না আইসে, ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে অন্তর থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম : ২০ অগাস্ট, ১৮৬৪ মৃত্যু : ৬ জুন, ১৯১৯

মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দি গ্রামে জন্ম। পিতা গোবিন্দসুন্দর। ১৮৮৭ সালে এম এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুবর্ণপদক ও পুরস্কারসহ প্রথম স্থান ও পরের বছরে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুকাল পরে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় প্রবন্ধ-পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিতকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'শব্দকথা', 'জগৎকথা', 'যজ্ঞকথা', 'নানাকথা' প্রভৃতি। উদ্ধৃতাংশটি 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

১৪০৩ শারদ ভাণ্ডারে লিখছেন :

আনন্দ ঘোষ হাজরা, কৃষ্ণ ধর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অপরাজিতা গোয়ী, প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কাজী মুরশিদুল আরেফিন, ধীরেন সাহা, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শেখর বসু, তরুণ সান্যাল, নজরুল ইসলাম, মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামল মৈত্র, দিব্যেন্দু পালিত, নবকুমার ঘোষাল, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বসু, সুনীল ঘোষ, অসীম রায় এবং আরো অনেকে।

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

Mem.-430 &282

Mem.-533

Mem.-376; Stag - 70368

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** **&** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২ ১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪১)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাসে সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায়ভুক্ত গ্রাম সংখ্যা	অনুমোদিত মূলধন	আদায়কৃত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকায় অঙ্কে			
৩০-৬-৮৬	৪৫১	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪১
৩০-৬-৮৭	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.১১	১২০৫.৪২	৪৫৫.১৫	(+) ২০.৩০
৩১-৩-৯৫	১০৪০	১০৮	১২	২০৮.০৯	৩৯৫৫.১২	২৫১১.৪৮	(+) ৮৬.১১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। স্বর্ণালঙ্কার ঋণ শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি

মৃণালকান্তি ঘোষ
সভাপতি

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF UBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION
GIVES YOU SAFETY
AND SECURITY

HENCE GROWN YOUR SAVINGS WITH -

THE BURDWAN CENTAAL COOPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 76 years by a net work of 34 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries. etc.

SAVE WITH

BARDHAMAN BANK

FOR

YOUR SAFETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর

ফোন : ৬২৪১১ / ৬২৭৫৯ / ৬২৬১৭ / ৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

★ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।

★ ৩৪ টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।

★ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।

★ মেদিনীপুর, কাঁড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।

★ সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

বীরেন্দ্রনাথ দেব
চেয়ারম্যান

পুস্তিকাটি শেখ সরাফত আলি কর্তৃক ২৩৫, নেতাজি সুভাষ রোড (জটিয়া), কলিকাতা - ৭০০ ০৪১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং অর্ডার প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত ফোন : ২৪১-৭৭৭০।

এই সংখ্যার মূল্য ঃ পঁচ টাকা

ভাণ্ডার

নভেম্বর ১৯৯৬

এই সংখ্যায় লিখেছেন

দেখে এলাম জাপানের কৃষি সমবায়	সুনীল ঘোষ
সাত সাগর, সাত সুর আর সাত রঙা সমবায় পত্রিকা	অসীম রায়
জাতি সংগঠন ও সমবায়	বিপিনচন্দ্র পাল
ও	
অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ	

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে
এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

প্রধান শাখা অফিস ঃ

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস ঃ

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা ঃ

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

আচন্ত সর্বত স্বাহা : সকলে আসুক
সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

শুভস্য বিদ্বে : শুভক বিদ্বের লোক।
বেদায়ন্ : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৫ বঙ্গাব্দ

নভেম্বর ১৯৯৬

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	সদস্য
সুভাষ রাহা	সদস্য
ধীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	সম্পাদক

সম্পাদক : সুধাংশুকুমার ব্যানার্জি

(ভাণ্ডারে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব)

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

দেখে এলাম জাপানের কৃষি সমবায় : সুশীল ঘোষ

চাষ সাফাই, সাত সুন্দর ভাত খাওয়া

সমবায় পত্রিকা : অমীয় রায়

জাতি সংগঠনে ও সমবায়ে : বিপিনচন্দ্র পাল

কম ফ্যাট ও কম কোলেস্টেরল খাদ্য

থেকেও সতর্ক হন : ড. দুলালচন্দ্র ভৌমিক

সমবায় সমাচার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

সমবায় নীতি

- স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ
- সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
- আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ
- স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার
- সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা
- সমষ্টির জন্য ভাবনা

জহরলাল নেহরু ও সমবায়

১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর জহরলালের জন্ম। সমবায়মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল বলে প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর থেকে পরপর সাতদিন ভারত জুড়ে পালিত হয় সমবায় সপ্তাহ। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) যেমন এ ই (জর্জ রাসেল) রচিত "ন্যাশনাল বিইড্" বইখানি পড়ে সমবায় জীবিকার একটা বৃহৎ বাস্তবরূপ স্পষ্ট চোখের সামনে দেখেছিলেন তেমনি টি ওয়ার্ড মার্সার-এর লেখা "সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্রের পথে" বইখানি (টুওয়ার্ডস কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ) নেহরুকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। সমবায় সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে নেহরু বলেছিলেন, "আমার দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল, সমবায় আন্দোলন বা সমবায়ের শক্তি দিয়ে সারা ভারতকে আলোড়িত করা। ..... সমবায়ই হবে ভারতের সব কাজের মূল বনিয়াদ। সমবায় প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য।" সমবায় খামার সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহের কথা সকলেরই জানা। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, "আমি মাঠ থেকে মাঠান্তরে ও এক চাষীর কাছ থেকে আর এক চাষীর কাছে যাবো। তাদের বুঝিয়ে বলবো, সমবায় খামার সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র্য ও অর্থাহার সমস্যার সমাধান হতে পারে। কাজেই সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাদের সম্মত হওয়া উচিত।" সমবায় সমিতিতে সরকারি হস্তক্ষেপের তিনি খুব বিরোধী ছিলেন। নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির (১৯৫১-১৯৫৪) সরকারি হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত সুপারিশে সরকারি অনুমোদনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে ১৯৫৮ সালে তৃতীয় সর্বভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির, সব নয়, কিন্তু কিছু সুপারিশ গ্রহণ করে আমাদের সরকার ভুলই করেছে। নেহরু প্রায়ই বলতেন, 'জনগণ যদি ভুল করে, করুক। ভুল করতে করতেই তারা শিখবে ও সঠিক পথের সন্ধান নিজেরাই করে নেবে।" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সমবায় আন্দোলনে আস্থা হারান নাই। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে লক্ষ্ণৌতে সমবায় সম্মেলনে তিনি বলেন, "ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায় মতবাদকে গ্রহণ করবে ও পরিণামে সমবায়মূলক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সফল করবে, যা কংগ্রেসের সংবিধানে আছে।" ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৬৪ সালের ২৭শে (মৃত্যুর তারিখ) পর্যন্ত জহরলালের ১৬ বছর ৯ মাস ১২ দিনের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে ভারতীয় সমবায় আন্দোলন বহু শাখায় শাখান্বিত হওয়ার যে সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল নেহরু পরবর্তী ভারতীয় অর্থনীতি সমবায় নীতিকে সে আনুকূল্য আর কোনদিনই দেয়নি। তাই ভারতবর্ষের সমবায় ও সমবায়ী কোনদিনই নেহরুকে ভুলবে না।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম — ১০ নভেম্বর,১৮৪৮

মৃত্যু — ৬ আগস্ট, ১৯২৫

কলকাতার তালতলায় জন্ম। বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খানদানী চিকিৎসক। ১৮৬৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ আই সি এস পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৭১ সালে দেশে ফিরে শ্রীহট্টের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু একজন আসামীকে ফেরারী আসামীভুক্ত করার ত্রুটি দেখিয়ে তাঁকে ১৮৭৩ সালে পদচ্যুত করা হয়। সম্ভবত এই পদচ্যুতি কৃষ্ণজ বলেই ঘটেছিল। ১৮৭৬ সালে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) তাঁকে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করেন। ১৮৮২ সালে সুরেন্দ্রনাথ নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এই বিদ্যালয়টি পরে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) নামে খ্যাত হয়। নিজস্ব মালিকানায় "বিদেশী" পত্রিকায়, ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আদালত অবমাননার জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাই নির্বাচিত দেশপ্রেমিক রূপে তাঁকে বিখ্যাত করে। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে (১৮৯৫) এবং আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯০২) সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গভঙ্গ রোধের জন্য তাঁরই নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি হয় (১৯০৫) এবং দেশবরেণ্য নেতারূপে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপলক্ষে তাঁর নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে "সারেন্ডার নট" সুরেন্দ্রনাথ বলা হত। সুরেন্দ্রনাথ বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান পুরোধা ছিলেন। ১৯২০ সালে মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ স্বরাজ্য দলের প্রার্থীর (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) কাছে নির্বাচনে পরাজিত হন ও রাজনীতি থেকে অবসর নেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই কর্পোরেশন বা স্বায়ত্তশাসন বিভাগে কিছুটা জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রভাবেই বাংলায় জাতীয় অবমাননার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাঁর রচিত "A Nation In Making" গ্রন্থটি ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি বিশেষ মূল্যবান দলিল। গৌরবিত গ্রন্থকার ও নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিক সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতাতেও শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। ইংরেজী ভাষার একজন প্রসিদ্ধ বক্তারূপে তিনি বিলাতেও প্রসিদ্ধি পান।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

সম্পাদকীয়

সমবায় সপ্তাহ

প্রতি বছরের মত এবারও 'সমবায় সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হবে ১৪ই নভেম্বর থেকে। সমবায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে এসময় অবাধ আলোচনা হয়। আলোচনা হয় সমবায় নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে। সমবায়ীদের মধ্যে এসময় একটা প্রাণবন্ত উদ্দীপনা দেখা যায়।

আগেকার সমবায় নীতির কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে নতুন একটি সমবায় নীতি "সমষ্টির জন্য ভাবনা"। যদিও ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলনে "সমষ্টির জন্য ভাবনা" আগাগোড়া অগ্রাধিকার পেয়ে এসেছে, তবু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নীতিটি সংযোজিত হওয়ার ফলে বিষয়টির গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে।

দেশ এখন একটা অস্থির অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন মধ্যবিত্ত মনে আবর্তিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ওদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এরকম একটা আবহাওয়ায় "সমষ্টির জন্য ভাবনা" সমবায় আন্দোলনকে আরো বেশি জনমুখী, গতিশীল ও নৈরাশ্যমুক্ত করতে পারে। সমবায় সপ্তাহে এই নীতিটির রূপায়ণে কি কি কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে — তা নির্ধারণে বিশেষ গুরুত্ব দেবার জন্য সমবায়ীদের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

❑

৪৩ তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপন

(১৪ই নভেম্বর থেকে ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৬)

১৪-১১-৯৬	সমবায় অভিজ্ঞান দিবস।
১৫-১১-৯৬	সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস।
১৬-১১-৯৬	সমবায় বিপণন, প্রক্রমণ এবং উপভোক্তা দিবস।
১৭-১১-৯৬	সমবায় ঋণ, সঞ্চয় এবং গ্রামোন্নয়ন দিবস।
১৮-১১-৯৬	সমবায় আবাস দিবস।
১৯-১১-৯৬	মহিলা-পুরুষ সহযোগিতা এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য সমবায় দিবস।
২০-১১-৯৬	সমবায় গণতন্ত্র, ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দিবস।

ইউনিয়ন সভাপতি জাপান থেকে ফিরলেন

ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুশীল ঘোষ জাপানের ইডাকা (IDACA-Institute for the Development of Agricultural Cooperatives in Asia) পরিচালিত একটি আলোচনাচক্রে যোগদান করে গত ১৫ অক্টোবর '১৬ কলকাতায় ফিরেছেন। আলোচনাচক্রের বিষয়বস্তু ছিল কৃষি বিষয়ক সাধারণ নির্দেশনা। তবে বিশেষ গুরুত্ব ছিল কিভাবে কৃষি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষিত রাখা যায়। কুড়িদিন স্থায়ী (২৩ সেপ্টেম্বর — ১২ অক্টোবর '১৬) এই আলোচনাচক্র জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে গত ২৩ সেপ্টেম্বর '১৬ শুরু হয়েছিল।

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সমবায় সম্বন্ধে পাঠ প্রচলনের প্রচেষ্টা বেশ পুরনো

১৯২১ সালে বীরভূমের অন্তর্গত সুরুল গ্রামে প্রথম বর্ধমান বিভাগীয় সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল :

"সমবায়ের ভাব ও আদর্শ দেশমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বর্তমান বিদ্যালয়ের ও কলেজের পাঠ্য তালিকায় সমবায় সম্বন্ধীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হউক।"

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার উদ্বোধন করেন।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

ডাণ্ডারের বিজ্ঞাপনের হার

৪র্থ প্রচ্ছদ (সংরক্ষিত)	১০০০ টাকা
দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা (সংরক্ষিত)	৮০০ টাকা
ভিতরে এক পৃষ্ঠা	৬০০ টাকা
ভিতরে অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০ টাকা
ভিতরে এক-চতুর্থাংশ পৃষ্ঠা	২৫০ টাকা

গ্রাহক মূল্য

প্রতি সংখ্যা	৫ টাকা
বাৎসরিক চাঁদা	৫০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা	৬০০ টাকা

PRIME MINISTER

MESSAGE

I am indeed very happy that the National Co-operative Union of India will be observing 43rd All India Cooperative Week during 14-20 November 1996. It is heartening to know that the main theme of the week will be "Cooperatives Cocern for Community."

My best wishes to you and all those who are engaged in promoting Cooperative Movement.

H. D. DEVE GOWDA

New Delhi
September 25, 1996

SPEAKER LOK SABHA
6 Sep 1996

Shri B. S. Vishwanathan,
President,
National Cooperative Union of India,
3, Siri Institutional Area, Khel Gaon Marg,
New Delhi-110 016.

Dear Shri Vishwanathan,

I thank you for your letter dated 23rd August, 1996 and am happy to learn that your apex institution will be celebrating the 43rd All India Cooperative Week from 14th to 20th November 1996.

It is also heartening to learn that the main theme of the 43rd All India Cooperative Week will be "Cooperatives Concern for Community"

I send my best wishes for the success of the Indian Cooperative Movement and their 43rd All India Cooperative Week celebrations.

With best wishes,

Yours sincerely,

PURNO A. SANGMA

ICA President's Message to the 43rd All India Co-operative Week

Poverty, unemployment and deficiencies in infrastructure are today the most acute problems facing many countries in Asia. It was Pandit Jawaharlal Nehru, a great statesman but also a remarkable Co-operative visionary who argued that the basic cause of India's poverty was the burden on land. He made it his ambition to emancipate the rural population from feudalism to create a modern India, self-reliant and self-dependent, through the application of Co-operative principles to meet people's social and economic needs and the progress of the Co-operative Movement in India is testimony to Nehru's vision.

While India can take pride in the success of 353,000 Co-operative Societies, with 164 million members, active in all sectors of the economy, the ever increasing globalisation of markets is bringing with it new challenges. Co-operatives must be flexible and adapt to economic change by building their competitive strength. An essential factor is that they are controlled by and run for their members- **Democratic Member Control** providing better services so that members may develop more faith in and reliance on their Co-operatives. Nehru believed strongly that this could only be achieved through **Autonomy and Independence**. "Government can and should help Co-operatives, but their growth should arise out of public appreciation, public opinion and public Co-operation. I am entirely opposed to the dependence of the Co-operative Movement on officialdom."

In rural areas Nehru had a vision of each individual working in consort with fellow villagers binding them all, through their mutual obligations, into one large family. By this principle of **Concern for Community** we as Co-operators believe that our Societies should serve not only the interests of our members but also promote social progress, and safeguard and realise the interests and aspirations of working people.

As an International Movement we can promote **Co-operation amongst Co-operatives** and aspire to create a Co-operative commonwealth; to use the motto of your President and my ICA Board colleague and friend, B. S. Vishwanathan "Vasudhaivkutumbham" we should see "the whole world as one family" Yet the test of our Movement's success remains how far it can help, and provide benefits to, the socially and economically weaker sections of the community.

Graham Melmoth

13th September, 1996

FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110 001

No 704/FM/P/94

September 24, 1996

MESSAGE

I am happy to know that the 43rd All India Cooperative Week is being celebrated by the National Cooperative Union of India during the period from November 14-20, 1996.

The theme chosen for this year's celebration "Cooperatives Concern for Community" is of utmost importance in the present context. I hope that the week -long celebrations will achieve its objective effectively.

I convey my good wishes to the organisers for the success of the Cooperative Week.

P. CHIDAMBARAM

মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

নং ১৮৫ পি/সি এম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে ৪৩-তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ আগামী ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর, ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। সমবায় আন্দোলনকে দৃঢ়ভিত্তিক করে তোলার লক্ষে আয়োজিত সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের এই বার্ষিক কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

জ্যোতি বসু

CHATURANAN MISHRA

MINISTER OF AGRICULTURE
INDIA
NEW DELHI-110 001
September 5, 1996

MESSAGE

I am glad to know that the National Cooperative Union of India is celebrating "All India Cooperative Week" from 14th November to 20th November, 1996 through out the country. The theme of the week is "Cooperatives Concern for Community". The week long celebrations provide an opportunity to look into the prospects of Cooperation and to plan future action programme. I hope that the 43rd All India Cooperative Week will encourage and inspire people in general and more than 160 million cooperators all over the country in particular.

I wish all success to the 43rd All India Cooperative Week.

CHATURANAN MISHRA

Bhakti Bhushan Mandal
Minister-in-charge
DEPARTMENT OF CO-OPERATION
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-1

Direct 25-9644
Telephone : 25-3371
25-5601 (Ext.— 793)
Rajbhaban (Res) — 248-6194

Calcutta, 4th November, 1996

MESSAGE

I am glad to learn that West Bengal State Co-operative Union is going to celebrate 7-days Co-operative Week simultaneously to the tune of observing it by National Co-operative Union of India as earmarked 43rd All India Co-operative Week '96 which will begin from 14th to 20th November, 1996.

To mark the occasion Co-operative Union has taken different programmes to reach the people benefit of co-operation on grass-root level.

I wish its all success

B. B. MANDAL

The Chairman,
West Bengal State Co-operative Union,
4, Gangadharbabu Lane
Calcutta-700 012

ASIM KUMAR DASGUPTA

Minister-in-charge Vice-Chairman
Finance, Excise
Development & Planning Departments
and
State Planning Board
Govt. of West Bengal
Calcutta-700 001

MESSAGE

It is a pleasure to know that the West Bengal State Co-operative Union is going to celebrate the 43rd All India Co-operative Week, 1996, on November 14, 1996, in Calcutta.

I wish the occasion every success.

ASIM KUMAR DASGUPTA

Shri S. K. Ghosh,
Chairman,
West Bengal State Co-operative Union,
23A, Netaji Subhas Road, 7th Floor
Calcutta-700 001

KIRANMAY NANDA
MINISTER-IN-CHARGE
DEPARTMENT OF FISHERIES
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CALCUTTA , 1. 11. 96

MESSAGE

I am glad to learn that the 43rd All India Co-operative Week, 1996 will be observed by the West Bengal State Co-operative Union in a befitting manner and it will organise a function on the 14th November 1996.

The movement of co-operation is such a movement through which people can be drawn nearer to this movement. The socio-economic set up can be greatly changed with the help of co-operative movement. Besides, the role of co-operation is very much felt in all spheres of our life. The results of co-operative movement need be brought to the doors of the common people particularly in terms of the consumer items.

I wish the occasion all the best.

KIRANMAY NANDA

Sri S. K. Ghosh,
Chairman,
West Bengal State Co-operative Union,
4, Gangadharbabu Lane, (4th Floor)
Calcutta-700 012.

Minister
Land & Land Reforms and Panchayat &
Rural Development Departments
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700 001.

30th Oct., 1996

MESSAGE

It is a matter of rejoice that the 43rd All India Co-operative Week '96 is going to be observed throughout the country from 14. 11. 1996 to 20.11.1996. The week-long programme is designed to focus on every facet of the Co-operative Movement like Co-operative Identity, Social Justice & Alleviation of Poverty, Co-operatives for Gender Integration & Youth etc.

Here in our State, the West Bengal State Co-operative Union will celebrate the occasion by organising a function on November 14, 1996 at the Calcutta University Centenary Hall.

On this occasion, I convey my greetings to the organisers of the function and all concerned, and wish the Celebration a success.

DR. S. K. MISHRA

Shri S. K. Ghosh,
Chairman,
West Bengal State Co-operative Union,
4, Gangadharbabu Lane (4th floor),
Calcutta-700 012.

PRALAY TALUKDAR
MINISTER-IN-CHARGE
Department of
Cottage & Small Scale Industries
Government of West Bengal
Calcutta-700 001

Calcutta, the Nov '5, 1996

MESSAGE

I am glad to know that the 43rd All India Co-operative Week is going to be observed from 14th-20th November, 1996 and West Bengal State Co-operative Union is celebrating the occasion through an attractive function to be held at Calcutta University Centenary Hall on 14th November, 1996.

I wish the function a success.

PRALAY TALUKDAR

Shri Sunil Kumar Ghosh,
Chairman,
West Bengal State Co-operative Union,
Calcutta.

DINESH CHANDRA DAKUA

Minister-in-charge
Government of West Bengal
Scheduled Castes and Tribes
Welfare Department
Writers' Buildings, Calcutta-700 001

D. O. No 1044/MIC. SCTW

5th November, 1996.

MESSAGE

I am happy to learn that a function on the occasion of 43rd All India Co-operative Week is going to be held at Centenary Hall of Calcutta University from 14th to 20th November, 1996 by the West Bengal State Co-operative Union.

Co-operatives have a very significant role in developing the economy of the country in general and members of the Co-operatives in particular, most of whom are not financially well off.

I wish the organisers of the Conference all success.

DINESH CHANDRA DAKUA

The Chairman,
West Bengal State Co-operative Union,
4, Gangadharbabu lane,
Calcutta-700 012

দেখে এলাম জাপানের কৃষি সমবায়

সুনীল ঘোষ

প্রথম পর্ব :

ইডাকো অর্থাৎ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট অফ এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভস্ অফ এশিয়া জাপানের সমবায় ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক স্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গত ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল — পরিবেশ সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে কৃষি কাজ পরিচালনা। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপিনের তিন জন করে সমবায় প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সমবায় সমিতিগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শনের সময় অবশ্য ভিয়েতনামের দু'জন প্রতিনিধি এই নয় জনের সঙ্গী হন। ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম হিসাবে আমাকে মনোনীত করে।

এই প্রতিনিধিদের যাতায়াত সহ জাপানে থাকার সমস্ত খরচই ইডাকো কর্তৃপক্ষ বহন করেন। নরিতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর থেকে উক্ত বিমানবন্দরে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি দিন যাবৎ ওদের আতিথেয়তা ছিল তুলনাবিহীন; প্রতিটি দিনের খাওয়া-দাওয়া, ক্লাস রুম আলোচনা, শিক্ষা ভ্রমণ, দ্রষ্টব্য স্থান দেখা প্রভৃতি প্রতিটি কর্মসূচি ওরা প্রায় এক সপ্তাহ আগে লিখিতভাবে জানিয়ে দিত এবং ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক ঠিক সময়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত। পরিচ্ছন্নতা, সময়নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা ওদের জাতীয় চরিত্র। বিমান বন্দর থেকে হস্টেল পর্যন্ত দীর্ঘ ১২০ কিমি রাস্তা বাতানুকূল ট্যুরিস্ট বাসে যাওয়ার সময়ে (ওখানকার রাত ১০টা থেকে ১২টা) মাঝে মাঝে জ্যাম পেয়েছি, কিন্তু কোনো গাড়ির একটাও হর্নের আওয়াজ কানে আসেনি। হস্টেলে আমাদের প্রত্যেকের আলাদা ঘর, কেন্দ্রিকভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, নিজের সুবিধামত কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া যেত; রেডিও, টেলিফোন, বাথরুম ছিল। প্রতি তিনদিন অন্তর সাবান, তোয়ালে, বিছানার চাদর, দেশের ওয়াড় পালটে দিত। হস্টেলের

জাপানে পরিভ্রমণ কালে সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে (সিটে বসা বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)।

প্রতিটি ব্লকে ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ার, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি থাকত; যে যার সময় মত ব্যবহার করে নাও। এমনকি জুতোর পালিশ, ব্রাশ ইত্যাদিও একটা নির্দিষ্ট স্থানে রাখা থাকত। কে আমিষ, কে নিরামিষ খাবে, আমিষ খেলে কি কি মাসে খাবে না প্রত্যেকের কাছ থেকে লিখিতভাবে জেনে নিয়ে সেই মত খাবারের ব্যবস্থা করত। স্টাডি ট্যুরের সময়ে সেই অঞ্চলের সবচেয়ে ভালো হোটেলে রেখেছে। সেমিনার শুরুর প্রথম দিনে সরকার, ইনস্টিটিউট এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পদাধিকারীদের ডেকে সান্ধ্য পার্টির আয়োজন করেছে। হস্টেলের বাইরে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন রেস্তোঁরাতে প্রাচীন জাপানি পদ্ধতিতে কেরোসিনের ডিনার দিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়েছে। ছুটির দিনগুলিতে প্রচুর পয়সা খরচ করে টোকিও শহর, ডিসনিল্যান্ড ও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলি ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। ওদের এই আতিথেয়তা বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের মন জয় করে নিয়েছিল।

জাপানের কৃষি সমবায়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা, বর্তমান প্রজন্মকে ওরা কৃষি খামারে ধরে রাখতে পারছে না। তারা শহর মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্রেনে, বাসে বা হোটেল-রেস্তোঁরায় কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা, উচ্ছলতা কিংবা কোনো অশালীন আচরণ চোখে পড়েনি। ওরা বেশবাসে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত, ব্যবহারে নম্র-ভদ্র, ট্রেনে ভিড়ের মধ্যেও পেরাম্বুলেটরে বাচ্চা নিয়ে যে মহিলারা উঠছে তাদের জায়গা করে দিতে কোনো কার্পণ্য কিংবা অনীহা-বিরক্তি নেই। ১০ই অক্টোবর ওদের জাতীয় ছুটির দিনে টোকিওতে ঘুরেছি, দেখেছি কিছু কিছু রাস্তা বন্ধ করে ওরা বাচ্চাদের খেলাধূলার আয়োজন করেছে, তরুণ-তরুণীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। কিন্তু তার মধ্যেও যেন একটা ছন্দ আছে। পশ্চিমের ভক্ত হয়েও নিজেদের সংস্কৃতিকে ওরা জলাঞ্জলি দেয়নি।

ওরা এমনভাবে জাপানের অর্থনীতি ও সমবায় সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করত অথবা ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি দেখাত যার সবকিছুরই শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বছরগুলি থেকে। একটা নতুন দেশে গিয়ে স্বাভাবিক-ভাবেই আমাদের কৌতূহল অনেক, কিন্তু আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত ব্যাপারে প্রশ্নে ওরা খুব আগ্রহ দেখাত না। জাপানের টিভি, রেডিও এমনকি সংবাদপত্রেও ভারত একরকম অনুপস্থিত। মাত্র দুদিন খুব ছোট করে নরসিমা রাওয়ের আদালত সংক্রান্ত খবর দেখেছি। কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ-এর নির্বাচনের খবর কলকাতা, দিল্লিতে ফোন করে জানতে হয়েছে।

পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে ওরা দৃঢ় সংকল্প। সরকার থেকে শুরু করে গ্রামীণস্তর পর্যন্ত পরিবেশ সচেতনতা লক্ষণীয়। গাড়ির সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু ট্রাক, বাস অথবা ট্যাক্সিগুলো থেকে কালো ধোঁয়ার উদ্গীরণ নেই। বাড়া ঘাটে কোনো বর্জ্য পদার্থ যত্রতত্রভাবে নিক্ষিপ্ত হয় না। কল-কারখানা ও ও গৃহস্থালীর বর্জ্যপদার্থ বাইরের জলাশয়ে ফেলা হয় না। টোকিও উপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চল কয়েক বছর আগেও আনবিক তেজস্ক্রিয়তায় দুষ্ট ছিল বর্তমানে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। সমুদ্রের মাছ এখন আর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। ঘর গৃহস্থালীতে, দোকান, বাজার, হোটেল-রেস্তোঁরাতে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পলিথিনের প্যাকেট, ক্যান, কৌটো ইত্যাদি অন্যান্য আবর্জনা থেকে যথাসম্ভব আলাদা জড়ো করে রেখে সেগুলিকে রি-সাইক্লিং করা হয়। এই সমস্ত কর্মসূচিতে সমবায়ও সরকার ও স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির সহযোগিতা রয়েছে।

ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত জল যাতে দূষিত না হয়ে পড়ে সেজন্য কৃষি সমবায়গুলি চাষের কাজে নাইট্রোজেন এবং কেমিক্যাল সার ব্যবহার কমানোর জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, ওরা এখন জৈব সার প্রয়োগের পক্ষে। যে সমস্ত সবজি ও ফলের চাষে সার প্রয়োগে নাইট্রোজেন অথবা কেমিক্যাল ব্যবহার হচ্ছে সেক্ষেত্রে ওরা কনটেনার ক্যালটিভেশনের ব্যবস্থা নিয়েছে কনটেনারগুলির আকার সাধারণত ২ X ১০ মিটার।

'৬০ এবং '৭০ -এর দশকে জাপানে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে যার ফলে চাষের জমি বহুল পরিমাণে কমে যায়। এর ফলে ৮০-র দশকে সরকার একদিকে যাতে চাষের জমির রূপান্তর না ঘটে তার দিকে নজর দেয় এবং অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে সচেষ্ট হয়। ঐ দশকেরই শেষের দিকে অজৈব সার প্রয়োগের পরিবেশগত কুফল সম্পর্কে অবহিত হয়ে জৈব সার প্রয়োগের উপর জোর দেয়। এর ফলে অবশ্য জমির উৎপাদিকা শক্তির বেশি তারতম্য ঘটেনি।

চাষের জমি কমে গেলেও ১৯৯২ সালে জাপানে ধানের উৎপাদন হয় ১২০%, অর্থাৎ জাতীয় প্রয়োজনের থেকে ২০% বেশি। কিন্তু নয়া অর্থনীতি এবং গ্যাট চুক্তির অন্যতম রচয়িতা জাপানও এর কুফল থেকে রেহাই পায়নি। বেশি বিদেশি কোম্পানিগুলি অত্যন্ত সস্তায় চাল, সবজি, ফল ইত্যাদি অন্য দেশ থেকে আমদানি করছে এবং আমদানিকৃত দ্রব্যাদির দাম স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যাদির থেকে অনেক কম। এদিকে নতুন প্রজন্ম শহরমুখী হওয়াতে চাষের কাজে লোক পাওয়াও সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য ওরা কতকগুলি জরুরি ভিত্তিক ব্যবস্থা নিয়েছে। সরকার ধানচাষের জমি যাতে ক্রমশ কমানো যায় তার জন্য 'ফুড কন্ট্রোল অ্যাক্ট' পাশ করেছে। ধানচাষ কমিয়ে কৃষি সমবায়গুলি ফল, সবজি, ফুল চাষ ও পশুপালনে জোর দিয়েছে।

১৯৯৫ সালে জাপানের মোট জনসংখ্যার ১২.১% কৃষি কাজে নিযুক্ত ছিল, এদের মধ্যে ৩৯.৬% ৬৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে। এদের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য জমি তৈরি, বীজ বোনা, বপন, সার প্রয়োগ, ধান কাটা, ধান ঝাড়াই ইত্যাদি প্রতিটি কাজই হয় যন্ত্রের সাহায্যে যাকে বলা হয় মেকানাইজড ফার্মিং। তরুণ-তরুণীরা যাতে শহরমুখী প্রবণতা ত্যাগ করে, তার জন্য গ্রামীণ এলাকাগুলিতে নগর জীবনের সুযোগ সুবিধাগুলিকে প্রসারিত করা হচ্ছে। কৃষি সমবায়গুলি আমদানির ফলে মার খাচ্ছে বলে সেগুলিকে বহুমুখীতে রূপান্তরিত করে পরস্পর সংযোজনের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা কমানো হচ্ছে এবং ব্যবসার পরিধি বাড়ানো হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদনের খরচ কমছে এবং কৃষি খাতে লোকসানের পরিমাণ অন্য ব্যবসার মাধ্যমে পুষিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ২৮০৫টি বহুমুখী কৃষি সমবায় এবং ৩,৭৩৮টি ছোট একক কৃষি সমবায় সমিতি আছে। ২০০০ সালে সবগুলি মিলিয়ে ৫৪৯ টি বহুমুখী সমিতিতে এই সংখ্যা নামিয়ে আনা

হবে। জাপানে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে, এদেরকেও কৃষি সমবায়ের সহযোগী সদস্য করা হচ্ছে। এদের ভোটাধিকার নেই, কিন্তু নানারকম গ্রুপ তৈরি করে এদের মতামত নেওয়া হয় ও কিছু কিছু পার্ট-টাইম কাজও দেওয়া হয়। সমিতির অধীনে মহিলা ও যুবকের ও সংগঠিত করা হচ্ছে এবং তাদের নানারকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। বিবাহ, যৌথ ভ্রমণ, পারলৌকিক কাজকর্ম ইত্যাদি ক্রমশ সমিতির আওতায় চলে আসছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনবার জন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা সহ বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করা হচ্ছে।

জাপানের সমবায় কাজকর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচটি আইন বলবৎ আছে — (১) কৃষি সমবায় আইন (১৯৪৭), (২) ক্রেতা সমবায় আইন (১৯৪৮), (৩) ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সমবায় আইন (১৯৪৯), (৪) মৎস্য সমবায় আইন (১৯৪৮) এবং (৫) জনভূমির মালিকদের সমবায় আইন (১৯৫১)। সমবায় কাঠামো মূলত ত্রি-স্তর — প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় (প্রি-ফেকচারাল) এবং জাতীয় (জেন-নো)। প্রিফেকচারাল অর্থাৎ রাজ্যস্তরের সমিতির সংখ্যা ১১৫টি।

স্টাডি ট্যুরে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে জমির চরিত্র বিশ্লেষণ, সার ব্যবহারে বিজ্ঞান কেমিক্যালের প্রয়োগ হ্রাস, কম খরচে বেশি উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ইত্যাদির উপর সরকারি দপ্তরগুলি ও সমবায় সমিতিগুলি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে কাজ করে চলেছে।

জাপানে সমবায় রেজিস্ট্রারের কোনো পদ নেই। কোনো সমিতি রেজিস্ট্রি করতে হলে ব্যুরো অফ ইকনমিকসের কাছে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত ব্যুরোর কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেবে।

অধিকাংশ কৃষকের ঘরে পার্সোন্যাল কম্পিউটার আছে যার মাধ্যমে তারা আবহাওয়া সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য পেয়ে থাকে। বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে সরকারি আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জাপানের কৃষকরা তাদের কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের অর্থেই করে থাকে, কোনো ঋণই নেয় না এবং ঋণ দেবার কোনো সংস্থাই নেই। তাদের আর্থিক সংগঠিও ভাল। ইনস্যুরেন্স, ক্রেডিট ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় তাদের আয় খুবই ভাল। জাপানে এখন একটা আর্থিক বন্যায় চলছে যার ফলে এক বছরের ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার ০.৫% এবং তিন বছরের বেশি হলে ২.৬%।

সমবায় সমিতিগুলিতে ২০ থেকে ৯০ জন নির্বাচিত ডাইরেক্টর নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী। এর মধ্যে চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছাড়াও আরও ২/৩ জন সর্বক্ষণের কর্মী এবং তাঁরা বেতনভোগী। অডিটরের সংখ্যা ৪ থেকে ৮জন। এঁরাও নির্বাচিত। এঁরা বোর্ড মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন, কিন্তু ভোটাধিকার নেই।

(ক্রমশ)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতার জন্মালেও আদি বাড়ি ছিল ঢাকার তেলিরবাগ-এ। বাবা ভুবনমোহন দাশ ছিলেন অ্যাটর্নী। ১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ পাস করার পর ১৮৯৩ সালে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে স্বদেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ছাত্রজীবনেই প্রেসিডেন্সি কলেজে সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বরাবর রাজনৈতিক মামলায় অংশগ্রহণ করতেন। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী (বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ) পক্ষ সমর্থনের ফলে ব্যারিস্টার ও দেশপ্রেমিক রূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। গান্ধীজির ডাকে বহু সহস্র টাকা মাসিক আয়ের ব্যারিস্টারী পেশা ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করার জন্য তিনি সাহেব অ্যাডভোকেট জেনারেল অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক যুক্ত সরকারি কৌঁসুলির পদও ত্যাগ করেন। তাঁর অসামান্য ত্যাগের ফলে সারাদেশ অনুপ্রাণিত হয় ও বাংলার মানুষ তাঁকে "দেশবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২১ সালে নিজে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফলে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও অনুপস্থিত ছিলেন। পরের বছর কারামুক্ত হয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন ও আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে অভিমত দেন। গান্ধীজি কারাগারে ছিলেন। তাঁর অনুগামীদের বিরোধিতায় এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ করে "স্বরাজ্য দল" গঠন করেন মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। তিনিই কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র প্রথম প্রধান অফিসার। অত্যধিক পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে দেশবন্ধু দুর্বল হয়ে পড়েন। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দার্জিলিং-এ মৃত্যুর পূর্বে দৈবক্রমে বসতবাটি জনসাধারণকে দান করেন। এখন তাঁর নামাঙ্কিত "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন" সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। কবি ও লেখক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) লেখেন —

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

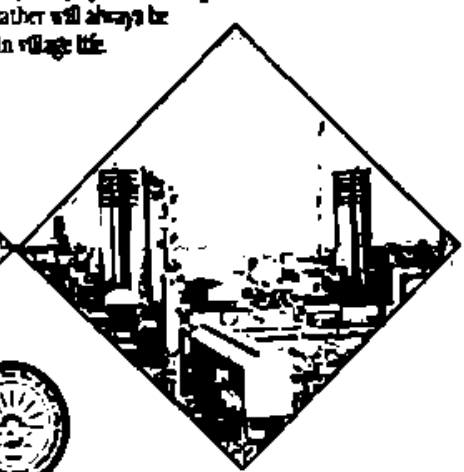

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

সাত সাগর, সাত সুর আর সাত রঙা সমবায় পতাকা

অসীম রায়

'সাত' শব্দের মধ্যে বেশ একটা সম্ভ্রমতা আছে। সমস্ত বৈচিত্র্যকে ছাপিয়ে তাদের সামিল করে এই সম্ভ্রমতার প্রাপ্তিষ্ঠা। সাত সমুদ্রের এই পৃথিবীতে সাত সুরের সঙ্গীত বাজে। সাত রঙা সমবায় কেতনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে সপ্ত সমুদ্রধারী পৃথিবীর প্রসারতা আর থাকে সপ্ত সুরের সমন্বয়ে সাধা সঙ্গীতের শ্রী ও সৌন্দর্য। সমবায় সপ্তাহের এই নভেম্বর মাসে সারা ভারত জুড়ে উড়বে রামধনু আঁকা সমবায় পতাকা। তাই এই নিবন্ধ।

পতাকা নিছক এক টুকরো কাপড় নয়। তাতে থাকে কিছু প্রতীকী ব্যঞ্জনা। আরোপিত বৈশিষ্ট্য ও বর্ণবৈচিত্র্যের রঞ্জনে একটা পূর্ণতায় সে থাকে অনন্য। প্রতীকের এই মাধ্যমে সংগঠনের ভাবাদর্শকে প্রকাশ ও প্রচার করার প্রয়াস প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই প্রতীকধারী এই আধার, তা কাপড়-কাগজ-কাঠ যাই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও তার ভাবাদর্শের অনুসারীদের কাছে অতি পবিত্র ও শ্রদ্ধার প্রেক্ষিতে পতাকার নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই আদর্শগত দিক থেকে পতাকা অতি পবিত্র এক সত্তায় পরম শ্রদ্ধার এক আসনে অধিষ্ঠিত থাকে। 'পতাকা' শব্দ কানে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে হয় জাতীয় পতাকার কথা। তারপর আসে রাজনৈতিক দলের পতাকার সারি। এরপর মনের জানালায় এসে দাঁড়ায় আর আর সংগঠনের পতাকা। তাদের পাশাপাশি অনেক ভিড়ের মধ্যেই কেন সমবায় পতাকা সাধারণ মানুষের মনে উঁকি দিয়ে যায়।

অন্যান্য সংগঠনের মত সমবায় পতাকার মধ্যেও থাকে তার পরিচিতি বা আইডেন্টিটি। গত সেপ্টেম্বর ১৯৯৫-তে ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের শতবার্ষিকী মহাসম্মেলনে অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে 'সমবায় পরিচিতি'-রও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমবায় পরিচিতির পরিধির মধ্যে রাখা হয়েছে তিনটি মূল উপাদান। যথা (১) সমবায়ের সংজ্ঞা, (২) সমবায় মূল্যবোধ ও (৩) সমবায় নীতি। সমবায় পতাকার সার্বিক বিশ্লেষণে এই তিনটি উপাদানই প্রচ্ছন্ন আছে।

সমবায় পরিচিতির প্রথম প্রকাশ তার রামধনুর বর্ণ সুষমায়। প্রবাদ আছে, রামধনু দেখা গেলে সোনার ফসলী পাওয়া যায়। তাই সে আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনা পূর্ণ করার বার্তা নিয়ে আসে। তার উল্টোয় থাকে বৃষ্টির সঙ্কেত তাই দেখে চাষী জমি চাষ শুরু করে। সোনার ফসলকে রূপক হিসাবে মেনে নিলে ব্যাখ্যা করা যায় যে, সমবায়ের যথার্থ প্রয়োগে, প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সোনার ফসলসিরাপী সম্পদের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ইতিহাস"। সমবায় পতাকার বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্যেও সেই সুর প্রতিফলিত। এখানে প্রতিটি রঙই তার স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে মিলিতভাবে অষ্টম শক্তিকে অর্থাৎ একতার সুরে সমন্বয়ে পতাকা সৃষ্টি করেছে। সমবায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি যে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বৃহদায়তন উৎপাদনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ নিতে পারে তা খুবই স্পষ্টভাবে সমবায় পতাকায় প্রকাশিত।

প্রিজমের (তিনপলা কাঁচ) মাধ্যমে আলোকের বিচ্ছুরণের ফলে সূর্যের যে সাতটি রঙ দেখা যায় তা হল বেগুনী (ভায়োলেট), নীল (ইন্ডিগো), আসমানী (ব্লু), সবুজ (গ্রিন), হলুদ (ইয়েলো), কমলা (অরেঞ্জ) ও লাল (রেড)। সাতরঙা এই বর্ণালীই প্রতিদিন সূর্যের শরীরী পরিচয় নিয়ে আসে। নিছক অস্তিত্বের তাগিদে সূর্যের ওপর যেমন প্রাণীজগৎ নির্ভরশীল তেমনি সার্থক বৈষয়িক অস্তিত্বের জন্য সমবার অপরিহার্য। আবার সূর্যের সাত-সংখ্যার সমীকরণ থেকে বেরিয়ে আসে সাদা রঙ।

পৃথকভাবে রামধনুর সাতটি রঙ সমবায়ের ওপরও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে। (১) ভায়োলেট বা বেগুনীর মধ্যে আছে পশ্চাদবর্তী মানুষের একান্তই বাস্তব সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অনুভূত বাধা অপসারণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে বেগুনী রঙের মধ্যে। (২) ইন্ডিগো বা নীল রঙের মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, প্রভু ও ভৃত্য আর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে তফাৎ ঘুচে গিয়ে মিলনের বন্ধনে উভয় শ্রেণীকে আবদ্ধ করে। (৩) ব্লু বা আসমানী একটা প্রক্রিয়াকে তুলে ধরে যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মজুতদারি, কালোবাজারি ও একচেটিয়া কারবার প্রতিরোধের প্রেক্ষিতে ন্যায়ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে। (৪) গ্রিন বা সবুজ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির বার্তা বহন করে সমস্যা হিসাবে নিতানতুন যুব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির ফলে সবুজের সাহসী উদ্দীপনার ভরপুর থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমবায়ের নীতিকে প্রসারিত করার ভাবনাই সবুজ ভাবে. (৫) ইয়েলো বা হলুদ রঙ উন্নত জীবন যাপনের জন্য উন্নততর পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে। (৬) অরেঞ্জ বা কমলা বৌদ্ধিক চিন্তা ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের সমাবেশকে প্রতিফলিত করে। বহুদেশ অধ্যুষিত ও পরবর্তীকালের সমবায়ীদের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মকুশলতার মিলিত শক্তি সমবায় আন্দোলনের সাহসী চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। (৭) রেড বা লাল রঙের মধ্যে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে সাথে সাদারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের একটা আকৃতি সমাজের প্রত্যয় এই লাল রঙই সৃষ্টি করে। (৮) সূর্যের সাত রঙের বর্ণালীকে

একটি চক্রে দ্রুত আবর্তন করালে শুধু হোয়াইট বা সাদা রঙ দেখা যাবে। শুভতা পবিত্রতার প্রতীক। সমবায় সততা, শান্তি ও শুচিতার বাণীই প্রচার করে। নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংগঠনিক সব দিক থেকেই সমবায় সকলকে সততা, সমৃদ্ধি, শ্রী, শুচিতা ও শান্তির বলিষ্ঠ বাঁধনে বেঁধে রাখে।

সমবায় পতাকার সাতটি রঙ সমবায়ের শুদ্ধতর বৈশিষ্ট্যের সীমানা ছাড়িয়ে কর্মকাণ্ডের পরিধিও প্রকাশ করে। বহু শাখায় আবারিত সমবায় সংগঠনের বিভিন্ন উদ্যোগভিত্তিক কাজকর্মের প্রেক্ষিতেও বর্ণ সমষ্টির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন (১)কেওনী — উৎপাদন ও প্রকরণ (২) নীল — শিল্প (৩) অসবানী — মৎস্য (৪) সবুজ — কৃষি (৫) হলুদ — ভোক্তা ও বিপণন (৬) কমলা — শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (৭) লাল — শ্রম, নির্মাণ ও নিযুক্তি (৮) সাদা — দুগ্ধ ও পশুপালন।

এত তথ্যের বিশিষ্টতা ও কর্মপ্রসারতা উভয় দিক থেকেই রামধনু পতাকা সমবায়ের পরিচিতিকে যথেষ্টভাবে প্রতিফলিত করে থাকে। এবার এই পতাকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

এই পতাকার উদ্ভব সুদূর অতীতে ফ্রান্সের মহান সমবায় নেতা চার্লস ফোরিয়ার-এর (১৭৭২-১৮৩৭) হাতে। তিনি তাঁর আদর্শ সমাজ ফ্যালানাস্তিয়ার-এর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যরূপে রামধনু রং গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নিষ্কর্ষ বছরের পর বছর ধরে যখনই জমায়েত হয়েছেন তখনই এই চিহ্নকে বরণ করেছেন। ১৮৯৬ সালে সমবায় মৈত্রী সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে প্যারিসে ফ্যালানাস্তিয়ার দ্য ওইসার-এর প্রতিনিধি এক বার্তাযোগে প্রথম এই চিহ্নকে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের পতাকারূপে গ্রহণের কথা উত্থাপন করেন। অবশ্য তখনই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। কিন্তু মহান ফরাসি অর্থনীতিবিদ ও সমবায়ী চার্লস জিদ এই প্রস্তাবকে বাঁচিয়ে রাখেন। "সমবায়ের স্বাদশ তথ্যাবলী" শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "নবজাত কন্যারূপা আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘকে নিজের পতাকা হিসাবে এমন কিছু গ্রহণ করতে হবে, যার রঙ হবে সাতটি, ঠিক যেমনটি ফ্যালানাস্তিয়ারগণ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চিহ্ন ধারণ করেছিলেন।"

১৯২১ সালে সুইজারল্যান্ডের বেসিল-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় সম্মেলনে পৃথিবীর সমবায় আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে রামধনু রঞ্জিত সমবায় পতাকা স্বীকৃত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে ব্রিটেনে প্রথম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালনের অনুষ্ঠানে এই পতাকা প্রথম তোলা হয়েছিল। তারপর তোলা হল ১৯২৪ সালে ভেনেটে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে। সাদা পটভূমিকার উল্লম্বভাবে (ভার্টিকেল) রামধনুর সাতটি রঙকে বিন্যাস করে মাঝখানে বাঁধা হয়েছিল একটি তারা। ১৯২৬ সালে মৈত্রী সংঘের কার্যনির্বাহক কমিটি পতাকার সন্নিবেশকে পরিবর্তন করে রঙগুলিকে অনুভূমিকভাবে (হরাইজন্টাল) সন্নিবেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেভাবে পতাকার বিন্যাস ধারাবাহিকভাবে আজও চলছে। মাঝখানের তারাটি এখন আর নেই। ভারতীয় সমবায়ীগণ রামধনু পতাকার মাঝখানে সঙ্ঘের স্মারক হিসাবে ধ্রুবকুরু বা লক্ষ্মীর ভাঁড়ের একটি প্রতিরূপ সন্নিবেশন করেছিলেন। এখন সমবায়ের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে রামধনু পতাকা তোলা হয়। তবে তার মধ্যে তারা বা ধ্রুবকুরু কোনটাই থাকে না।

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাঞ্চেস্টারে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত লোগোর মধ্যেও আছে রামধনু পতাকার সাতরঙের রামধনু। সেই রামধনু থেকে উড়ে যাচ্ছে শান্তির পায়রাযুগল। এই লোগো আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের স্থায়ী লোগো হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

মাটি-পাথর-কাঠের ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার সামনে আমরা আত্মশক্তিকে সংহত করি, আত্মোন্নয়ন জানাই আমাদের আচরণে। শুভবুদ্ধিপ্রসূত মঙ্গলজনক ঐক্যের প্রতিভূ হিসাবে আমরা সমবায় পতাকাকে একই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারি। দেবতা মন্দির-মসজিদ-গির্জা কোন ঘরেই নেই। নেই বাইরে ঘুরে কোথাও। দেবতা আছে ঐক্যের সম্মিলিত শক্তির মধ্যে প্রণম্য হয়ে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত তেজে আবির্ভূত হল মহাশক্তি। সমস্ত দেবতার মিলিত শক্তিরূপী অস্ত্রের দানে সজ্জিত হল সেই মহাশক্তি। ঐক্যের সেই শুভমূর্তিই জয় করল সমস্ত প্রতিকূলতার অশুভ শক্তিকে। এই ঐক্যের বাস্তবের প্রতিরূপ ও প্রতীকই হল আমাদের আরাধ্য সমবায় পতাকা। প্রতি বাড়িতে যেমন উপাসনার একটি স্থান নির্দিষ্ট থাকে তেমনি প্রত্যেক সমবায় সমিতিকে একটি করে সমবায় পতাকা সংগ্রহ করে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখতে হবে। সমবায়কেন্দ্রিক যে কোন অনুষ্ঠানে আমাদের আবশ্যিকভাবে সমবায় পতাকা তুলতে হবে। সমবায়ের অনুষ্ঠান আমাদের কম হয় না — যেমন, বাৎসরিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী, হীরকজয়ন্তী, প্ল্যাটিনামজয়ন্তী, শতবর্ষ ও অন্যান্য সমবায়কেন্দ্রিক নানান অনুষ্ঠান। আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে যেমন শপথ নিতে হয় "সত্য বই মিথ্যা বলিব না", তেমনি সমবায়ের যে কোন অনুষ্ঠানে সমবায় পতাকার সামনে শপথ নিতে হবে "সমবায়ের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হব না"।

কোন বিশিষ্ট সমবায়ীর মৃত্যু হলে প্রত্যেক সমবায় সমিতিতে সমবায় পতাকা অর্ধনমিত রাখার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। আবার কোন সমবায়ীকে পুরস্কৃত করতে ও সম্মান জানাতে হলে তাও আমরা করবো সমবায় পতাকার সামনেই। সমবায় আন্দোলন যদি বিভিন্নভাবে সমবায়ীদের উপযুক্ত স্বীকৃতি দেয় তাহলে রাজনীতির উচ্চতর স্তরে যাওয়ার জন্য সমবায়কে মধ্যবর্তীস্তর হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা অনেকটা কমতে পারে। ইদানীংকালে এ ধরণ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যা সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ। এতে উচ্চশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরনির্ভর সমবায়ীদের সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল আনুগত্য স্থায়ীভাবে সমবায়ের অনুকূলে অনেকটাই থাকবে। সমবায় পতাকার ব্যবহার সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থার দিক থেকে বিশেষভাবে ঘোষিত হওয়া দরকার।

সমবায় পতাকা তোলার ক্ষেত্রে কিছু কিছু

ত্রুটি সাধারণত দেখা যায়। কোথাও দেখি অনুভূমিকভাবে (হরাইজন্টাল) রঙগুলির অবস্থান না রেখে রাখা হয়েছে উল্লম্বভাবে (ভার্টিকেল)। এটা ঠিক নয়। বাঁ থেকে ডাইনে না রেখে ওপর থেকে নীচে রঙগুলিকে রাখতে হবে। আর একটা মারাত্মক ত্রুটি আমরা দেখি। সেটা হল লাল রঙকে ওপরে না রেখে বেগুনী রঙকে ওপরে রাখা। পতাকার লাল রঙটি নীচের দিকে রাখা হয়েছে এরকম দৃশ্য আমার চোখে অনেক পড়েছে। এরকম ঘটনার স্মৃতিচারণে সব থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে খড়্গপুরের একটা অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে।

আজ থেকে ২০ বছর আগেকার কথা। ১৯৭৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি খড়্গপুরের কাছে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটির কারখানার উদ্বোধন হবে। সভা শুরুর মিনিট পনেরো আগে আমি পৌঁছেছিলাম। গিয়ে দেখি সমস্তর পতাকা উড়ছে। তার লাল রঙটি নীচে আর বেগুনী রঙটি ওপরে রয়েছে। মেদিনীপুর ১নং ব্লকের সহকারী নিবন্ধক কাছেই ছিলেন। খুব আস্তে তাঁকে বললাম, 'পতাকার লাল রঙটা ওপরে হবে, নীচে কেন?' কথাটি সম্মানিত কর্তৃপক্ষের কানে গেল। কেন একটু উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি? হয়েছেটা কি?' নির্ভরতার সাথেই বললাম, 'আমি ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টারের প্রিন্সিপ্যাল। বিশেষ কিছু হয়নি, তবে টাঙানো পতাকার ওপরের বেগুনী রঙটা নীচে আর লালটা থাকবে ওপরে।' একটু ক্ষুণ্ণ মনেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই যে সঠিক বলছেন তার প্রমাণ কি?' আমার ব্রিফকেসে তখন বৈকুণ্ঠ মেহতা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের একটা কার্ডে সমবায় পতাকা আঁকা ছিল, তা দেখালাম। দেখে অনুযোগের সুরেই বললেন, 'তা আপনি আগে বলেননি কেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন'। ইত্যাদি প্রশ্নের মুখোমুখি হলাম। সপ্রতিভভাবেই বললাম, 'আমি তো স্যার সভা শুরুর পনেরো মিনিট আগেই এসেছি, তখন পতাকা তোলা হয়ে গেছে। আমি এসেই এটা বলেছি।' শুনে শুধু বললেন, 'অ্যা। কৈ, কে আছেন! পতাকা নামিয়ে আবার ঠিক করে তুলুন।' সহনিবন্ধক তখন হন্তদন্ত হয়ে নির্দেশ পালনে এগিয়ে এলেন। আর আমায় চুপিসারে বললেন, 'অসীম, তুমি যে কি কর, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না'।

সমবায় আন্দোলনের যারা অনুসারী তাদের প্রত্যেকেরই উচিত সমবায় পতাকাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের একটা মাত্রায় ঘিরে রাখা। পতাকার ক্ষেত্রে কোনরূপ অবহেলা আসলে একটা আদর্শ — একটা মূল্যবোধ ও একটা গণআন্দোলনের প্রতি অবহেলারই নামান্তর। শুধু তাই নয়, সমবায় পতাকার সামান্যতম অসম্মানের দায়ে সেই আন্দোলনের যারা ধারক ও বাহক তাদের প্রতিও অসম্মান করা হয়। সমবায় পতাকার প্রতি শিক্ষিকার ও ছাত্র জানাতে আমরা যেন কখনও কার্পণ্য না করি। সাত-রঙা সমবায় পতাকার মধ্যে আছে সারা পৃথিবীর ব্যাপ্তি, ঠিক যেমনটি ব্যাপ্তি নিয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীর সাতটি সমুদ্র। সমবায়ের এ ব্যাপ্তি শুধু ভৌগোলিক এলাকা নয় — সমস্ত পেশার প্রয়োজন ও উদ্যোগের উদ্দেশ্য সাধনের প্রেক্ষিতেও সাতটি রঙ সকল দিক থেকে সবাইকে সামগ্রিকভাবে সামিল করে। সাতটি সুর সমস্ত সঙ্গীতকে ধরে রাখে — প্রকাশ করে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সংবেদনশীল মনস্কিতা। সাত সুরের সঙ্গীতের মধ্যে যে আনন্দ, যে মহিমা ও যে ঐশ্বর্য আছে তা পাওয়া যায় একনিষ্ঠ সাধনা, একাগ্রতা ও আন্তরিক অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে। সাতরঙা সমবায় কেতন-যে সম্ভাবনার প্রতীক তাও সাধনা ও আন্তরিক প্রয়াসসাপেক্ষ। সমবায় আন্দোলনের সীমাহীন সম্ভাবনাকে সম্ভাবিত করতে পারিনি বলেই তাকে আমাদের দৃষ্টির পরিধিতে পাচ্ছি না। সে কিন্তু আমাদের মনের প্রান্তসীমায় ডাকের অপেক্ষায় আছে। সাত সমুদ্র ঘিরে, সাতরঙা সমবায়ের পতাকাতলে, সাত সুরের আনন্দ-সঙ্গীত না গেয়ে আমরা আরও কতকাল সুধা সাগরের পাড়ে বসে শুধুই হলাহল পান করে যাব?

❑

আপনার, আমার, সকলের ব্যাঙ্ক :-

বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

৩১৬, জি টি রোড, বালি, হাওড়া।

দূরভাষ — ৬৫৪-২১০৮

সকাল ও সন্ধ্যা উভয় সময়েই লেনদেনের সুযোগ, এমনকি রবিবার সকালেও।
বিভিন্ন জমা প্রকল্পে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক সুদ।
সহজ শর্তে এন এস সি, আই ভি পি, কে ভি পি এবং ফার্ম বন্ডকি অগ্রিমের সুবিধা।
লিফট চেক, পে-অর্ডার ও "লকার"-এর সুবিধা আছে।
একটা পূর্ণ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণে আজই আসুন।

মনে রাখবেন, এই এলাকার আমানত, এলাকার আর্থিক মানোন্নয়নেই ব্যয়িত হয়।

দেবকুমার বসু
সভাপতি

নিরঞ্জন গুপ্ত
সম্পাদক

সুধীরকুমার চ্যাটার্জি
চিফ এক্সিকিউটিভ

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

৫ি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯৩১/৩৪-৫৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা চালু ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও কলিঙ্গ জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

মৎস্য কেনাকিনা বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সামগ্রিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

জাতি সংগঠন ও সমবায়

বিপিনচন্দ্র পাল

(১৮৫৮ সালের ৭ নভেম্বর শ্রীহট্টের টাপল গ্রামে বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম। পিতার নাম রামচন্দ্র পাল। ১৮৭৪ সালে হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন বছর পড়ে ছাত্রজীবন শেষ করেন। ১৮৭৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৭-১৯১৯) প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে ভাজনঘাট হন। ১৮৮১ সালে বোম্বাইয়ে এক ব্রাহ্মণ বাল-বিধবাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। ভারতের কলিকাতা, শ্রীহট্ট, কলিকাতা ও বারাণসীতে শিক্ষকতা করেন। ১৮৯৮ সালে বৃত্তি পেয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়ার জন্য বিলাত গিয়ে এক বছর অক্সফোর্ডে কাটিয়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে যান। ভারতে ফিরে ১৯০১ সালে "নিউ ইন্ডিয়া" নামে সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৮–১৯২৫) অনুগামী হয়ে বিভিন্ন সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ১৯০৬ সালে ইংরেজি দৈনিক "বন্দেমাতরম" পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে তিনিই প্রথম সম্পাদক হন। ১৯০৮ সালে দ্বিতীয়বার ও ১৯১৯ সালে তৃতীয়বার তিনি বিলাত যান। রাজনৈতিক জীবনে তিনি লালা লাজপৎ রায় ও লোকমান্য তিলকের অনুগামী এবং চরমপন্থী 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতম ছিলেন। লোকমান্য তিলকের 'স্বরাজশাসন' আন্দোলনের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী এবং স্ত্রীশিক্ষা ও জাতীয় শিক্ষার উৎসাহী ছিলেন। ১৯০৪ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) চরমপন্থী সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে অ্যানি বেসান্তের "হোমরুল আন্দোলন"-এ সহযোগিতা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশই তাঁকে স্বাধীনতার দিশে বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিষ্ক্রিয় হন ও সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেন। বিভিন্ন ইংরাজি ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহু ইংরাজি ও বাংলা গ্রন্থেরও রচয়িতা ছিলেন। দেশনেতা ও বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। তবু শেষ জীবনে আর্থিক অনটনে কষ্ট পেয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের ২০ মে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের খুবই আগ্রহ ছিল। বর্তমান সংখ্যায় সাহাজাদপুর সমবায় সম্মিলনে সভাপতি হিসেবে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা প্রকাশ করা হল। এই ভাষণ ১৩৩৬ সালে 'ভাণ্ডার'-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।)

আমি সত্য বলিতেছি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে বেশি উপকৃত করিয়াছি কি আমি নিজে বেশি উপকৃত হইয়াছি এ-বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। জন্মভর শহরে থাকিয়া প্রায় জন্মভর ১৭/১৮ বৎসর হইতে আজ ৭২ বৎসর চলিয়াছে এই দীর্ঘকাল শহরে বাস করিয়া গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক একরকম চুকিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে যাই : আপনারা যেমন ডাকিয়াছেন তেমন যখন কেহ ডাকেন তখন গ্রামে যাই। ছেলেবেলা হইতে যে স্বপ্ন দেখিয়া জন্মটা কাটাইলাম — দেশের উন্নতি হউক — গ্রামের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় নাই সে স্বপ্ন কখনও সফল হইবে। দুনিয়ার অনেক দেশ ঘুরিয়াছি, আমাদের রাজার জাতির দেশে গিয়াছি, তাহার আশেপাশের দেশ দেখিয়াছি। আমেরিকায় গিয়াছি। গিয়া সেই সকল দেশের লোকের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, সৌষ্ঠবিতা, সম্পদ ও শৃঙ্খলার যে পরিচয় পাইয়াছি, এ-দেশে তাহা পাই নাই। তাহাতে সর্বদাই এ প্রশ্ন মনে হইয়াছে — কেন হয় নাই? আমরা ত কাহারো চাইতে কম নই, তবে হয় না কেন?

বিলাত হইতে বোম্বাই আসিয়া একদিন আমি বাজার করিতে গেলাম। অনেকদিন পর দেশে আসিয়াছি, ছেলেপিলেদের জন্য কিছু কাপড়-চোপড় বা ফলমূল — বোম্বেতে অনেক রকম ফল পাওয়া যায় — কিনিব সেই আশা করিয়া বাজারে গেলাম। এক দ্বিপ্রহর বাজার ঘুরিতে হইল, প্রাণ তিতিবিরক্ত হইয়া গেল — কেহ খাঁটি দর বলে না, কেবল দর-দস্তুর করে। ক্রেতা ও বিক্রেতা কে কাহাকে ঠকাইবে কেবল এই চেষ্টা। একটা জিনিসের দাম দেড় টাকা, বিক্রেতা বলিয়া বসিল ৩ টাকা। যদি বলি জিনিস পছন্দসই নয়, ভাল জিনিস বাহির কর, দু'আনা বেশি দামের জিনিস বাহির করিয়া বলিল দাম ৯ টাকা। যদি বলি ইহার চাইতেও ভাল জিনিস বাহির কর, কিছুতেই করিতে চাহে না, ২ ঘণ্টা অত্যাবস্তির পরেও ভাল জিনিস বাহির করিল না। বিলাত হইতে আসিবার দুই দিন আগে সেখানে জুতা কিনিতে গেলাম। ইচ্ছা ছিল জুতার জন্য তিন টাকা খুব জোর চার টাকার বেশি খরচ করিব না। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম — "জুতা আছে?" "কত দামের?" "তিন টাকার ভিতর।" সে ঐ দামের এক জোড়া জুতা আনিয়া হাজির করিল, সঙ্গে সঙ্গে ৯ টাকা দামের আর এক জোড়া জুতা আনিল। দুই জোড়া জুতার পার্থক্য যখন চোখে পড়িল তখন আমি আর তিন টাকা দিয়া জুতা কিনিতে পারিলাম না। ৯ টাকা দিয়া জুতা কিনিয়া আনিলাম। কোন কষ্ট হইল না, তর্কাতর্কি করিতে হইল না, সময় খরচ করিতে হইল না, কথা খরচ করিতে হইল না। আমাদের দেশে তা হয় না, এখানে তিন টাকা দামের জুতা পাঁচ টাকায় বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। বিলাতে এক ঘণ্টার মধ্যে হাজার টাকার জিনিস কিনিতে পারা যায়। আমার কাপড়ের দরকার ছিল, এক দোকানে গেলাম। দোকানদার কাপড় বাহির করিল, এক দাম দিল — লাটসাহেবের কাছে যে দাম আমার কাছেও সেই দাম। আমার পরসা কুলায় এইভাবে পছন্দ করিয়া বলিলাম — এতটা কাপড় আমি লইব। বেশ! সেই মাপের কাপড় আলাদা করিয়া রাখিয়া দিল। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি

যখন বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম, দেখি জগদ্ধ আগেই বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছে। আমাকে মুটে করিয়া আনিতে হইল না, টাকা দিয়া আমি খালাস হইলাম। তাহারা এতটা আয়োজন করে বলিয়াই তাহাদের কারবার এমন ভালভাবে চলে। তাহারা ঠকায় না তা নয়। "পাই ত যুতি দুধি ত ভাতার" — বড় বড় ব্যাপারে ঠকায়, ছোট-খাট ব্যবসায়ে ঠকায় না, কেন না তাহারা জানে গ্রাহকের সঙ্গে কচকচানি করিতে যে সময় নষ্ট হইবে তাহার মূল্য আছে। একজন গ্রাহককে শীঘ্র বিদায় করিয়া ১০ জনের সেবা করিলে তাহাতে লাভ আছে। দেখিয়া দুঃখ হইল — হায়, হায়, আমার দেশের এই অবস্থা কবে হইবে! তখন মনে হইয়াছিল বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া ছোট ছোট কথা বলিতে আরম্ভ করি — দোকানী এবং দোকানদার — যাহারা জিনিস কিনে এবং বেচে তাহাদিগকে ইচ্ছা হইল বলি — ভাই, দাম লইয়া কচকচানি করিও না। তোমার ন্যায্য দাম ঠিক করিয়া রাখ যাহার কমে বিক্রয় করিবে না। তুলিয়া দেখ। দেখিবে সময়ও নষ্ট হইবে না, গ্রাহকও বাড়িয়া যাইবে। তারপর দেশে আসিয়া নিজের উপর আইন জারি করিলাম, কখনও কোন জিনিসের দাম করিব না। যদি কেহ জবরদস্তর করিবার অভিপ্রায়ে বলে কোন জিনিসের এই দাম — আমি বলি, আমার সময় নাই, কত দরে বিক্রয় করিবে ঠিক করিয়া বল। তখন সে আরেকটা দাম বলে। আমি বলি — পারিব না। দোকানদার বলে — তবে আপনি বলুন। আমি বলি, তোমার জিনিস তুমি জান, আমি কেমন করিয়া তাহার দাম বলিব। মাছ তরকারি কিনিবার আমার সখ ছিল, এখন বয়সে হয় না। নিজে বাজার করিলে টাটকা মাছ, তরকারি, শাকসব্জি পছন্দমত কিনিতে পারি, দু'আনা বেশি দিয়া ভাল জিনিস কিনিতে চাকরের সাহস হয় না। আমি কিনিতে পারি। যেমন বলিলাম, বাজার করিতে গিয়া দু'একদিন ঐভাবে ফিরিয়া আসি, তারপর দেখিলাম — আমি বাজারে গেলেই দোকানদারেরা আর আমার সঙ্গে জবরদস্তর করে না। যেমন ৬ পয়সা সের, আপনি নিন, পঁচশ দু'আনা — নিন। দেশে এই অবস্থা কবে হইবে? একজনের দ্বারা হইবে না। যদি সমবায় সমিতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তবে তাহার ভিতর দিয়া যে শিক্ষা আসিবে তাহাতে হইবে। কলিকাতায় ৩/৪ বৎসর হইল দুধ সরবরাহ করিবার সমিতি হইয়াছে — কো-অপারেটিভ মিল্ক ইউনিয়ন। কলিকাতায় যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা জানেন — সেখানে দুধ পাওয়া কত কষ্টকর। কলের জল যদি মেলায় সে ত বাপের ঠাকুর — সে ত ভাল জল। অনেক সময় খালের ধারের পচা পুকুরের জল মিশায়, তাহাতে দুধ পাই না — শুধু তা নয়, তার সঙ্গে কলেরার বিষ, ম্যালেরিয়ার বিষ হাজার রকম ব্যারামের বিষ পাই। ৫/৭ বৎসর আগে কলিকাতায় ভাল দুধ পাওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার পরিবারে আমি টাকায় আড়াই সের করিয়া দুধ নিতাম। গোয়ালার বাড়ি গিয়া দুধ দোহাইয়া আনিতে হইত; চাকরের দুধ আনিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় কাটাইয়া আসে, বাড়িতে যাহারা কষ্ট করে তাহারা বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিলে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে চাহে না, জানে বাড়ি গেলেই গিন্নী বলিবেন, জল দিয়ে যা, নেড়ে বলিবেন, ঘর ঝাঁট দিয়ে যা। কাজেই তাহারা ছটায় দুধ আনিতে গেলে সাতটায় ফিরিবে। তারপর গোয়ালারা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। আমার একটা বস্তীতে বামুন ঠাকুর আছে, খুব সাধু প্রকৃতির। এমন নির্লোভ বামুনের মধ্যে হয় না। একদিন সে গিন্নীকে বলিল— 'মা, গোয়ালা বলে, তুই ঘোল করিস কেন, তোকে অত দিব।' সে দুধ যদি খাঁটি দুধ হইত তা হইলেও ভাল ছিল, তাও বিশুদ্ধ নহে। কেন না দুধ বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে গাইয়ের বাঁট পরিষ্কার করিতে হয়, জল দিয়া ধুইলেই হয় না, সাবান দিয়া ধুইতে হয়। মা যেমন ছেলেকে পরিষ্কার করিয়া সন্তানের মুখে দেয়, সেইরূপ কেন মরলা না থাকে সেজন্য বাঁট পরিষ্কার করিয়া দোহাইতে হয়। সাধারণ গোয়ালা তা করে না। এখন কো-অপারেটিভ মিল্ক সোসাইটি হইয়াছে, তাহাদের প্রসাদে আড়াই সেরের জায়গায় এখন টাকায় পৌনে চারি সের দুধ পাইতেছি। যথাসময়ে দুধ বাড়ি আসিয়া হাজির হয়। ছেলেদের মুখে টিকিট মারা থাকে, ভেজালের সম্ভাবনা নাই। দুধ বিশুদ্ধ। তাহাতে রোগের বীজাণু থাকে না। কলিকাতায় যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা খাঁটিয়া নিয়াছেন, এখন টাকায় পৌনে চারি সের পাইতেছি, কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন মাস দুই পরে তাঁহারা টাকায় 'চারি সের' করিয়া দিবে। কেমন করিয়া দিবেন জানি না তাঁহারা চারিদিকের গ্রাম হইতে বহু দুধ সংগ্রহ করেন। কোন গৃহস্থের বাড়িতে এক সের, কারো বাড়িতে দুই সের — যেখানে যাহা পান সংগ্রহ করিয়া আনেন। দুধের মধ্যে পাছে কোন বিষ বা রোগের বীজাণু থাকে এইজন্য যন্ত্রের ভিতর ফেলিয়া ঐ সকল বীজাণু নষ্ট করা হয়। এই উপকারের জন্য কলিকাতার দুগ্ধ সমবায় সমিতিকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহারা আমাদের অর্থ ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া প্রকৃত উপকার সাধন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও লাভ করিতেছেন, গোয়ালাদিগকেও সাহায্য করিতেছেন। যে সকল গোয়ালা সমবায় সমিতিকে দুধ দেয় তাহারা যদি নিজেরা বেটিত তবে তাহাদিগকে কত পরিশ্রম করিতে হইত। দুধের তাঁড়া নিয়া দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইত — কখন গ্রাহক আসিবে এই আশায়। এখন গ্রাহকের ঘরে ঘরে দুধ যাইতেছে। এখানে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক যে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও এই হিসাবে করিয়াছেন। আমি যখন তাহা দেখিতে যাই তখন মাখন তৈরি হইতেছিল। দেখিয়া আমার বৃন্দাবনের কথা মনে হইল — যদিও বালক কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাহারা মাখন তৈরি করে তাহাদের জন্য উপকার হয় — তাহাদিগকে ব্যায়াম করিতে হয় না, সকালবেলা আর দুগুর ভাঁজিতে হয় না, বহু টানিতে টানিতে বেশির ভিয়া হয়। মাখন দেখিয়া লোভ হইল, বালক হইলে বলিতাম — মে মনী, মে মনী। বালক নই, বৃদ্ধ বয়সে হাত পাতিয়া বলিতে পারি না, মে মনী, মে মনী। অবশ্য বন্ধুসমাজে মাখন খাইয়াছি। দই দেখিয়া ভয় হইল। ছেলেদের আহ্লাদ হইতে পারে, বৃদ্ধের ভয় হইল। দই না ক্ষীর? এত ঝুরঝুরি, এরা দইয়ের নামে ক্ষীর বেচে। ক্ষীর খাইতে সাহস হইল না, তবে ছেলেদের জন্য যদি এক ভাঁড় নিয়া যাইতে পারি — সেই লোভটা হইয়াছিল বটে। শুনিলাম যি আড়াই টাকা সের। আমরা তাহা কলিকাতায় পাই না। কলিকাতায় যি বলিয়া যাহা বিক্রয় হয় তাহার চৌদ্দ আনা যি নহে, কোন প্রকার উদ্ভিদের তেল। কি উদ্ভিদের তেল জানি না। যি-এর গন্ধ পাই না। যখন লুচি ভাজা হয় তখন সুগন্ধ বাহির হয়, ভক্তারা নাকি বলেন, খাইলে

অনিষ্ট হয় না। না হইতে পারে। খাওয়াটা কেবল পেটের জন্য নয়। তাহাতে সব ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হওয়া চাই। চক্ষু খাদ্যের রূপ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, নাসিকা খাদ্যের গন্ধ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবে। হাতে যখন উঠাইব, ত্বক স্পর্শ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে, রসনা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। এইভাবে খাদ্য তৈরি হইলে সত্য খাদ্য তৈরি হইল। এইভাবে যে খায় সে কেবল পশুর মত খাইতে পারে না। তাহার ভিতরে যে ঠাকুর আছেন সকলের ভিতর যে নারায়ণ আছেন, দেবতা আছেন, যে খোদাতাল্লা আছেন, যিনি প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার পরিতৃপ্তি চাই। আমি কেবল আমাকে খাওয়াইব না, আমার ভগবানকেও খাওয়াইব। তাঁহার বাসনা নাই মুখ নাই। ছেলের খাওয়া দেখিয়া বাপ যেমন আনন্দ পান, সেইরূপ ভগবান আনন্দিত হন। খাইয়া আমরা যেমন আনন্দিত হই, তেমনি ভগবান অল্লা ঈশ্বর বা নারায়ণ আনন্দিত হন। এমনিভাবে খাইতে হইবে। কিন্তু পাই কোথায়? ঘিয়ে গন্ধ নাই, দুধে স্বাদ নাই, তৃপ্তি হয় না, দইয়ে আস্বাদ পাই না, মাছে পাই না। বরফের ভিতর দিয়া রেলে মাছ আসে, তার স্বাদ থাকে না। আমি মফস্বলে গিয়া মাছের যে স্বাদ পাইয়াছি কলিকাতায় সে স্বাদ পাই না। আমি বড় মাছ খাই না। এখানে দুইদিন পাবদা মাছের ঝোল খাইয়া যে স্বাদ পাইয়াছি, কলিকাতায় সে স্বাদ পাই না। তাহা মাটির মত বলিয়া মনে হয়। এই সকল যদি দূর করিতে হয় তাহা হইলে সমবায় প্রণালী ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আপনারা মনে করিবেন না — সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাথান হইতে ঘুষ আনিয়া নিজেরা খুব লাভ করিতেছেন। তাহা নয়, বাথান গোয়ালাদের উপকার করে, যাহারা ঘুষ কিনে তাহাদের উপকার করে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক নিজেদের কোন লাভ করেন না। তবে অতটা খরচ করিতে হইলে কিছু লাভ না রাখিলে চলে না, সুতরাং তাহারা সামান্য কিছু লাভ রাখেন। যদি আপনাদের মনে হয় তাহারা বেশি লাভ করিতেছেন, প্রতিবিধান আপনাদের হাতে। আপনারা সমবায় সমিতির সভ্য হউন। তাহা হইলে ঘুষের দাম ঠিক করিতে পারিবেন। নিজে ব্যবসায় করিলে যেমন করিতে পারেন, সেইরূপ এখানেও করিতে পারিবেন।

এইভাবে যদি দেশের ভাল করিতে হয়, দেশকে সুন্দর করিতে হয়, দেশের লোককে সুস্থ সবল ও সুশ্রী করিতে হয়, জাতিটাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। ২৫ বৎসর আগে যখন স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা আসিয়াছিল তখন আমরা বলিতাম — নিজে কর, গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন নিবেদন করিলে চলিবে না। নিজের চেষ্টায় নিজে কর। কেহ তখন বুঝি নাই, নিজে করিতে হইলে একেলা করিতে পারা যায় না। দশ জনে মিলিয়া করিতে হইবে। কেবল সভা করিলে চলিবে না। আইনের বিধান চাই। তাহা না হইলে সভা-সমিতি টিকে না। আমি এই মাসে ২ টাকা চাঁদা দিলাম, আগামী মাসে দিলাম না, আপনি কি করিবেন? আইনের বিধান থাকিলে জোর থাকে। প্রত্যেক সভ্যের উপর সমিতির জোর আছে — সে আইনের জোর। আইন তাহাকে অধিকার দিয়াছে। হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করিয়াছেন। ২৫ বৎসর আগে দেশের লোককে যে কথা বলিয়াছিলাম — তোমরা নিজেদের কাজ নিজে কর, সে কথা এইভাবে সফল হইতে চলিয়াছে।

সমবায় সমিতির ইতিহাস ও কার্যপ্রণালী কিছু কিছু দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। জানিতাম না অতি নীরবে এটা বাড়িতেছে। ঢাক-ঢোল না বাজাইয়া সমবায় সমিতি বাংলাদেশে যে কাজ করিতেছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। ছোট ছোট কাজ। অথচ ছোট কাজ না হইলে দেশ বাঁচিবে না, জাতি গড়িবে না, মানুষ জন্মিবে না। সে কাজ ইহারা করিতেছেন। আমি শুনিলাম সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার, ইহার সভ্য সংখ্যা ৬ লক্ষ। এই ৬ লক্ষ লোককে একত্র করিয়া দেশের কাজে লাগান ছোট কথা নয় — খুব বড় কথা। দেশ ত হাওয়ায় নয়, দেশ ত আকাশে নয়। দেশ জমি। দেশ মানুষ। দেশের কাজ করিতে হইলে জমির সেবা, মানুষের সেবা করিতে হইবে। কেবল বাহির হইতে সেবা করিলে হইবে না, সেবা শিখাইতে হইবে। আমরা কি ছেলেমেয়েদের কেবল সেবা করিয়া দাসত্ব করি? মা-বাপ কি ছেলেপিলেদের কেবল সেবা করিয়া তৃপ্ত হন? হন না। তাহারা সেবা শিখুক, আমরা সর্বদা সে চেষ্টা করি। মেয়েটাকে বলি — আয় আয়, মেয়ে, তরকারি কুটে দে, ছেলেটিকে বলি — যা যা বাগানের ফুল গাছে জল দিয়ে আয়, বোনকে কোলে নে। শুধু সেবা করিয়া তৃপ্তি হয় না, সেবা শিখাইতে হয়। দেশের লোককে সেবা শিখাইতে হইলে সমবায় প্রণালী ভিন্ন অন্য কোন পথ আছে বলিয়া মনে হয় না।

অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন — এটা সরকারের অধীন। আমি সমিতির কর্মচারী নই, সুতরাং তাহাদের কথা বলিতে পারি না। আপনারা বলুন সরকারের অধীন থাকিয়া কি আপনারা কাজ করেন, না স্বাধীনভাবে কাজ করেন? সরকার আইন বাঁধিয়া দিয়াছেন কিন্তু কাজ তো আপনারা করিতে পারেন, এ বিষয়ে হাত দিবার অধিকার ত সরকারের নাই। গভর্নমেন্ট কি ঠিক করিয়া দেন —এখনকার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কোন্ বৎসরে কত টাকা কি হিসাবে খরচ করিবেন? ব্যাঙ্ক হইতে সূদের বাবদ যদি ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়, আপনারা যদি বলেন তার মধ্যে ৪৯ হাজার টাকা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীনস্থ গ্রামে মহোৎসবের জন্য ব্যয় করিবেন, কিম্বা মৌলুদশরিফের জন্য খরচ করিবেন, তাহা হইলে গভর্নমেন্টের সাধ্য নাই তাহা উল্টাইয়া দিতে পারে (জনৈক শ্রোতা — এ সম্বন্ধে কতকটা আইন আছে)। কতক আইন ত থাকিবেই। রিজার্ভ ফান্ডে কিছু দিতে হইবে। কোম্পানির অডিটারেরা যেমন তাঁহাদের হিসাব দেখেন সেইরূপ অডিটারেরা সমবায় সমিতির হিসাব দেখেন। রিজার্ভ ফান্ডের টাকা রাখিয়া বাকি টাকা নিজের জন্য নয় — দেশের কাজে লাগাইতে পারেন, ভুল করিতে পারেন। ইহার উপর গভর্নমেন্টের হাত নাই সুতরাং এখানে স্বাধীনভাবে দেশের কাজ করা যাইতে পারে — নিয়ম অনুযায়ী, বেনিয়মে নয়।

তারপর আর একটি বড় শিক্ষা আছে। সমবায় সমিতি যাঁহারা করেন তাঁহারা যদি তাহা না বুঝিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। বিধাতার রাজ্যে কেহ মানুষ শুধু নিজের লাভ না বুঝিতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে অপরের লাভ না বুঝিয়া। কেহ মানুষ নিজের স্বার্থ সাধন করিতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীর স্বার্থ সাধন না করিয়া। আমি যদি ধন চাই, প্রতিবেশীকে দরিদ্র রাখিলে আমার ধনের মর্যাদা কিছু হইবে না। ধনী সমাজে

অন্নের সংস্থান হয়। আমি যদি ব্যবসা করিতে চাই, দেশের লোক যদি দরিদ্র থাকে আমি ব্যবসা করিতে পারি না। কেন না তাহারা আমার জিনিস কিনিবে, আমি তাহাদের কাছ হইতে আমার জিনিস কিনিব। আমি যদি বিদ্বান হইতে চাই, আর দেশের লোক যদি মূর্খ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার বিদ্যার মূল্য কে বুঝিবে? আমার বিদ্যার গৌরব কে করিবে? আমি যদি শিল্প সৃষ্টি করিতে চাই, আর দেশের লোকের যদি সৌন্দর্যবোধ না থাকে তাহা হইলে আমার শিল্পকলার আদর করিবে কে? সুতরাং আমি যদি শিল্পী হই দেশের লোককে শিল্পী করিতে হইবে, তাহাদের সৌন্দর্যবোধ বাড়াইতে হইবে। আমি যদি বিদ্বান হইতে চাই, দেশের লোককে বিদ্বান করিতে হইবে। আমি যদি ধনী হইতে চাই, দেশের লোকের ধন বৃদ্ধি করিতে হইবে। আর আমি যদি সাধু হইতে চাই, তাহা হইলে দেশের লোককে সাধু করিতে হইবে। কারণ এক গ্রামে চোরের ভিতর একজন সাধু থাকা খুব কঠিন। এইভাবে বিধাতা প্রত্যেককে প্রত্যেকের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছেন। আমি যদি আমার বাড়ি পরিষ্কার রাখিতে চাই তাহা হইলে আমার প্রতিবেশীর বাড়ির দিকেও দৃষ্টি দিতে হইবে। এটা বুঝুন আমার বাড়ির সামনের খাল শুধু পরিষ্কার করিলে হইবে না, প্রতিবেশীর বাড়ির সামনের খালও পরিষ্কার করিতে হইবে, দুইজনে মিলিয়া কাজ করিতে হইবে। এই শিক্ষা আমরা এখনও পাই নাই। কলিকাতা শহরে সর্বদাই দেখিতে পাই — এক গৃহস্থ তার বাড়ির ময়লা অপর গৃহস্থের বাড়ির দরজায় ফেলিয়া আসে। মূর্খ বুঝে না — এ পর ত পর নয়, সে যে আপনার হইতেও আপনার। কেন না ঐ ময়লায় যে দুর্গন্ধ হইবে তাহাতে কেবল সে-ই যে বাড়িতে টিকিতে পারিবে না তাহা নয়, তুমিও টিকিতে পারিবে না। মহল্লাতে যে মাছি বসিবে, তাহার পায়ে করিয়া যে বিষ আনিবে তাহা প্রতিবেশীর বাড়িতে যেমন, তোমার বাড়িতেও তেমনভাবে ছড়াইয়া দিবে। সুতরাং আমার বাড়ি যেমন পরিষ্কার রাখিব, প্রতিবেশীর বাড়িও তেমন পরিষ্কার রাখিব। আমি নিজের স্বাস্থ্য যে উপায়ে রাখিব প্রতিবেশীকেও সেই উপায় শিখাইব। এইভাবে দশ জনে মিলিয়া পরস্পর যদি পরস্পরের ধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করি, পরস্পর মিলিয়া যদি পরস্পরের শিক্ষার ব্যবস্থা করি, পরস্পর মিলিয়া যদি পরস্পরের সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করি, পরস্পর মিলিয়া যদি পরস্পরের সাধুতা লাভের চেষ্টা করি তাহা হইলে বিধাতার কৃপায় আমাদের এই দেশ স্বর্গে পরিণত হইবে, বৃন্দাবনে পরিণত হইবে, খোদার পায়ের তলে যে স্বর্গ আছে তাহাতে পরিণত হইবে। একেলাটি কাজ করিলে হইবে না, হইবে না।

আপনারা স্বরাজ স্বরাজ করিতেছেন। বাহুবলের দ্বারা স্বরাজ লাভ হইলেই কি তাহারা সেটা রাখিতে পারিবে? স্বরাজ সেদিন হইবে যেদিন গ্রামের প্রত্যেক কৃষক দেশের আইন-কানুনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে, সেদিন তাহাদের ইচ্ছামত আইন-কানুন হইবে সেদিন প্রকৃত স্বরাজ হইবে। গ্রাম হইতে স্বরাজের ভিত্তি গড়িতে হইবে। উপর হইতে ইমারত হয় কি? এই যে ব্যাঙ্ক হইয়াছে, স্কুল হইয়াছে, উপর হইতে আরম্ভ করিয়া আগে কি কমিটি হইয়াছে না আগে ভিত্তি হইয়াছে? সেখানে ইট চুন সুড়কি জমাইয়া একের উপর এক করিয়া থাম করা হইয়াছে, তারপর ছাদ হইয়াছে। তেমনি গ্রামের মাটিতে, গ্রামের লোকের মনে, তাহাদের ব্যবহারে, আচার-আচরণে, তাহাদের চরিত্রে স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। তাহা যদি না হয় একমুষ্টি বাবুর দ্বারা স্বরাজ হইবে না। অসম্ভব। সুতরাং স্বরাজ যদি চান গ্রামে তার গঠন করিতে হইবে। কে করিবে? আপনারা করিবেন। আমাদের দ্বারা হইবে না। আমরা যে স্বরাজ করিব সেটা আমাদের স্বরাজ হইবে। আপনার স্বরাজ আপনাকে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশেষভাবে সহরবাসীর সমিতি দ্বারা এই কাজ হইবে — অন্য উপায়ে হইবে না।

আপনাদের এখানে আসিয়া আমি ধন্য হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি। আমি দেখিতেছি এই একটা কাজ পড়িয়া আছে কেহ করিতেছে না। আমার মত যাহারা জন্মটা স্বরাজ স্বরাজ করিয়া চেঁচাইয়া মরিল, তাহাদের কেহ তেমনভাবে এই কাজটা করিতেছে না। অনেকে বলিতেছে কাজটা অস্পৃশ্য — গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ইহার স্পর্শদোষ আছে। অস্পৃশ্যতা অস্পৃশ্যের দুর্বলতার পরিচয় নয়। যে অস্পৃশ্য করে তার দুর্বলতার পরিচয়। আমি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে টক্কর দিতে পারি, সুতরাং আমি নন-কোঅপারেশন করি না। এইজন্য টক্কর দিতে পারি — গভর্নমেণ্টের কাছে আমি প্রার্থী নই, জন্মে কখনও প্রার্থী হই নাই, অন্যের কাছে কখনও ভিক্ষা করি নাই, প্রথম যৌবনে নিজের জন্য করি নাই, বন্ধুবান্ধবের জন্য করি নাই। তাই বুক ফুলাইয়া চলিতে পারি। আমি যখন লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে ছিলাম গভর্নমেণ্ট আমাকে যত খাতির করিয়াছেন, যাঁহারা বাহিরে চেঁচামেচি করিতেন ও ভিতরে ভিক্ষা চাহিতেন তাঁহাদিগকে ততটা করিতেন না। আমি নিজের সম্মান রাখিয়া চলিয়াছি। কখনও মাথা হেঁট করি নাই। এই ধুতি নিয়া বড়লাটের দরবারে গিয়াছি, খানা খাইয়াছি, পেন্টুলুন পরি নাই। ইংরেজের গলায় যেমন এক একটা 'টাই' থাকে আমি তাহা পরি নাই। ধুতি আর পাঞ্জাবী নিয়া গিয়াছি। আমি যদি প্রার্থী হইতাম তাহা হইলে স্পর্ধার সহিত আমার কথা বলিতে পারিতাম না। আমি প্রার্থী নই, সুতরাং মাথা উঁচু করিয়া, বুক ফুলাইয়া, সোজা দাঁড়াইয়া, বড়লাট হউন, ছোটলাট হউন, ম্যাজিস্ট্রেট হউন, কালেক্টর হউন — সকলের কাছে আমার দেশের ন্যায্য দাবি নির্ভয়ে ব্যক্ত করিয়াছি। আপনারা যদি কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যান, ভিক্ষার জন্য যান, ছেলেকে চাকুরি দিন, শালাকে রেজিস্ট্রার করুন, ভগ্নীপতিকে কেরাণীগিরি দিন — এইভাবে যদি যান তাহা হইলে চোখে চোখে চাহিতে পারিবেন না। তাহা হইলে আপনারা হইবেন অনুগ্রহ-ভিখারি, তাঁহারা হইবেন অনুগ্রহ-দাতা। দুনিয়ার নিয়ম এই — যে যার কাছে অনুগ্রহ চায় সে তার কাছে চোখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। সুতরাং নিঃস্বার্থভাবে যদি দেশের সেবা করিতে চান তাহা হইলে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া আগে নিজের সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি যখন শিক্ষা-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী হইলেন, তখন শিক্ষা-বিভাগের উর্ধ্বতন এক ইংরেজ সাহেব — তাহার নাম যেমন, বয়সও তাই — ইয়ং সাহেব একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেছিলেন এইভাবে কাজ করিলে শিক্ষা-বিভাগের ভাল হইবে, ইয়ং সাহেব বলিল — না, না, আমি যাহা বলি

তাহাই করিতে হইবে। দুই তিনবার বলিলেন "you must do it", তেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ইয়ং সাহেবের টেবিলের উপর হইতে একটুকরো কাগজ লইয়া কাজে ইস্তফা দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন — এখন তুমি must বলিতে পারিবে না। চাকর আর মুনিবের সম্বন্ধ চাকরের উপর নির্ভর করে। চাকুরি করিলেই চাকর হয় না। আমি যদি আমার ইজ্জত রক্ষা করিয়া চলিতে পারি তাহা হইলে চাকুরি করিলেও চাকর হইব না। যে কাজ করিবে সেটা যদি আমার ভাবিয়া করিতে পারি, তাহা হইলে চাকর হইব না। মাসে মাসে বেতন নিলেই চাকর হয় না। সাহস যদি থাকে তাহা হইলে গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করিলে কোন অন্যায় হয় না। তাহাতে দেশের অকল্যাণ হয় না। বুক ফুলাইয়া জোর করিয়া বলিতে পারি — এটা তোমাকে করিতেই হইবে। আমার প্রাপ্য তোমাকে দিতেই হইবে। তা না করিলে গোঁসা করিলে কি হইবে? তাহাতে ভিতরের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়, ভিতরে ভিতরে জিঘাংসা বৃত্তি জাগরিত হয়, তাহাতে আত্মার অকল্যাণ হয়।

সমবায় সমিতির সঙ্গে গভর্নমেন্টের যোগ আছে বলিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। যে সকল জায়গায় কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট হইয়াছে, আমি যতদূর জানি গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই হইয়াছে। গভর্নমেন্ট যে আইন করিয়াছেন সেই অনুসারে হইয়াছে। গভর্নমেন্ট কিছুদিন তাহার তত্ত্বাবধান করিয়াছেন — এখন তাহা করিতা দিয়াছে। ক্রমে ক্রমে সভ্যদের হাতে সমবায় সমিতির অধিকার আসিয়া পড়িতেছে। আপনারা যদি বিশ্বস্ততা সহকারে সমিতির কাজ করেন তাহা হইলে গভর্নমেন্টের অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হইবে এবং আপনাদের অধিকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এইভাবে নিজেদের স্বার্থ সাধন করিয়া অপরেরও স্বার্থ সাধন করিতে পারিবেন। আমি জানি সমবায় সমিতির শ্রীবৃদ্ধির উপর দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। গ্রামের সুখসমৃদ্ধি সমবায় সমিতির উপর নির্ভর করে। আমরা গ্রাম গঠনের কথা শুনি এবং বলি। কিন্তু সমবায় সমিতি ভিন্ন আর কাহারো দ্বারা গ্রামের গঠন হইবে না। ইহা যুক্তিরাই আপনাদের ডাক আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। আমার নিজের ও সঙ্গীদের তরফ হইতে আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা যে আতিথ্য করিয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। এমন যাঁহারা সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে রাত্রিতে খাইতে পারেন না। সন্ধ্যাবেলায় লুচি পেট এত ভার হইয়া থাকে যে রাত্রিতে খাইতে সাহস হয় না। ইচ্ছা থাকে না একথা অপথ করিয়া বলিতে পারিব না। আপনাদের কার্যের উপর বিধাতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। এই গ্রামের মেয়েরা লক্ষ্মীস্বরূপিণী হউন, পুরুষেরা শৌর্যবীর্যশালী, শক্তিশালী হউন, বালক-বালিকারা সাহস সৌন্দর্য ও শক্তি লাভ করুক — ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

With
Best
Compliments from

Summit Aluminium & Engineering Industry

BALLY, HOWRAH

"আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বচ্ছ ছোট্ট প্রবহমান নদী, গাঙপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহময় দুপুরের মধ্যেই হয়।"

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, সেক্সপিয়ার সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭১৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১০৮

আঞ্চলিক অফিস : বর্ধমান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। গুরুর সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ কোটি — তার মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ, প্রাথমিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১৭ উপকৃত হয়েছে ঋণ চরিতার্থে।
- গোষ্ঠ ঋণ ও শিল্পে ঋণের ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এস সি ডি সি-ডু ও ডি প্রকল্পে উপকৃত আলুচাষী ও প্রাথমিক সমবায় সমিতি।
- এস এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাডকো)-র সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপকতর
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এ এ আর ডি (ইকনার্ড) কনফেড (উইন্টারাজা) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ব. প্রদ্যোৎ-কুমার ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

সরল দেব
চেয়ারম্যান

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies In South-East Asia.

Stag - 70246

Stag-70388

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২ ১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায়সহ শাখা সংখ্যা	অংশগত মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৮	৪৫১	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+) ২০.৩০
৩১-৩-৯৫	১০৪০	১০৮	১২	২০৮.৩৯	৩৯০৫.৯২	২৫১১.৪৮	(+) ৮৬.৯১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। স্বর্ণালঙ্কার ঋণ শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি

মৃণালকান্তি ঘোষ
সভাপতি

কম ফ্যাট ও কম কোলেস্টেরল খাদ্য থেকেও সতর্ক হন

ড. দুলালচন্দ্র সেন (অধ্যাপক)

এতদিন ধরে আমার মতো আপনিও নিশ্চয় শুনে থাকবেন, যে সব খাদ্যে ফ্যাট এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কম থাকে, সেগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। বিশেষ করে হৃদরোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? এক কথায় এর উত্তর হল "না"। অতএব এইসব পুরনো ধ্যান-ধারনা ও বিশ্বাসগুলিকে এখন জল থেকে মুছে ফেলে দিয়ে, তার নতুন করে তোলা যাক যে "ন্যাচারাল ফ্যাট এবং ন্যাচারাল কোলেস্টেরল আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল"। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে আমরা রোজ যে সব খাদ্য খাই তাদের অনেকেরই মধ্যে সামান্য দুই উপাদানরূপে ফ্যাট এবং কোলেস্টেরল বর্তমান। এই দুই উপাদান আমাদের স্বাস্থ্যকে সুস্থ ও সবল রাখতে এবং শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সব কার্য সম্পাদন সহায়তা করে। তেতলি আমাদের অনেকেরই অজানা। এই নিবন্ধে তাই এই দুই খাদ্য উপাদানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করা হল।

শরীরে পিত্তকোষকে ঠিক মতো কাজ করতে হলে, ফ্যাট জাতীয় খাদ্য খাওয়া আমাদের জরুরি। আমেরিকার বিখ্যাত এক পুষ্টিবিদ বলেছেনযে দেহের পিত্ত এবং ফ্যাট পাচনকারী উৎসেচক (fat digestive enzyme) যেমন, লাইপেজ তৈরির জন্য কিছুটা ফ্যাট বা ফ্যাটযুক্ত খাবার খাওয়া আমাদের প্রয়োজন। ন্যাচারাল ফ্যাট যুক্ত পুরিমিল্ক (Whole milk), ঘি, মাখন, প্রভৃতি না খেলে দেহে খুব কম পিত্ত তৈরি হয়। এবং এটি পেটে পিত্তকোষের মধ্যে পাথর তৈরির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এছাড়া ফ্যাট, ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ডি, ই, কে এবং অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহের বাহকরূপে কাজ করে। এই উপাদানগুলি আমাদের শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করে, পরীক্ষার দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়েছে যে ভিটামিন-ই, কম ঘনত্ব লাইপো-প্রোটিনগুলিকে জারিত হতে বাধা দিয়ে পরোক্ষভাবে আমাদেরকে হৃদরোগের হাত থেকে রক্ষা করে। এই প্রসঙ্গে এখানে সম্ভবত বলা অযৌক্তিক হবে না যে আমাদের সনাতন দুগ্ধোজাত দ্রব্য, ঘি-র মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণ ন্যাচারাল অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দ্রব্য, ভিটামিন-ই বর্তমান। ঘি খেলে যে হৃদরোগ হবে, এমন কোনও কথা বিশ্বাসযোগ্যভাবে করে বলা যায় না। পক্ষান্তরে ঘি-তে ভিটামিন-ই-র উপস্থিতি, ঘি-র প্রাকৃতিক (natural) খাদ্যগুণকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই বলে, পূর্ণ-বয়স্ক একজন মানুষ যদি প্রত্যহ ৫০ গ্রাম করে ফ্যাট খাওয়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন, তাহলে সেটি তার স্বাস্থ্যের পক্ষে হবে উপযোগী।

প্রত্যেক সজীব কোষের জন্যই কোলেস্টেরলের উপস্থিতি জরুরি। এটি ছাড়া আমরা বাঁচতেই পারি না। কোলেস্টেরল আমাদের দেহে বেশ কয়েকটি তৈরির ভিত হিসাবে কাজ করে এবং হরমোন নির্মিত পিত্ত-অম্লাদি প্রস্তুতেও সাহায্য করে। এছাড়া এটি আমাদের হৃদরোগের সঙ্গে যুক্ত নয়, এসব রোগের হাত থেকে রক্ষা করতেও এগিয়ে আসে। উপরন্তু, যেসব প্রাকৃতিক খাদ্যে কোলেস্টেরল বর্তমান, সেখানে কোলেস্টেরলের সঙ্গে কেরিচিন নামক পদার্থও যুক্ত থাকে। এই দুই পদার্থের মধ্যে একটি সমতা বজায় থাকা আবশ্যক। কারণ লেসিথিন কোলেস্টেরলকে স্থায়ীত্ব করে এবং এই জন্য যাতে সঠিকভাবে আমাদের শরীরে আত্তীকরণ হতে পারে, সেজন্য সাহায্য করে।

এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে আরও নানা আশ্চর্যকর নব প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। যেমন যে সব মানুষ পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট অথবা অতি প্রক্রিয়াকৃত (highly processed) উদ্ভিজ তেল এবং স্নেহ খেয়ে জীবনধারণ করেন, তারা তুলনামূলকভাবে স্বাস্থ্যোচিত ধরনের সব রোগে বেশি আক্রান্ত হন। গবেষণা করে দেখা গেছে যে যারা অনেকদিন ধরে ওই ধরনের বনস্পতি তেল খেয়ে আসছেন, তারা এক ধরনের ক্যানসারের কবলে পড়েন। এর সঙ্গে এও লক্ষ্য করা গেছে, নিয়মিত পলি-অ্যান-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য গ্রহণ-কারীদের মধ্যে হৃদরোগে মৃত্যুর হারও অন্যদের তুলনায় বেশি। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকাতে দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বেশিদিন পলিআন-স্যাচুরেটেড ফ্যাট খাওয়ার ফলে তাদের মধ্যেও হৃদরোগে মৃত্যুর হার অত্যধিক বেড়ে গেছে। অনুরূপভাবে, নরওয়েতে গত ২৫ বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে এই সময়ের মধ্যে যদিও পলিআন্যাসচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস-এ ভরপুর সোয়াবিন তেলের ব্যবহার পাঁচ গুণ বেড়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মধ্যে করনারি হৃদরোগে মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে আজকাল নামি-দামি কোম্পানির মনভোলানো, চোখ ধাঁধানো এবং চটকদার সব বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদেরকে সুস্থ রাখতে বেশি মাত্রার অতি মাত্রায় শোধিত এবং পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস (বা সংক্ষেপে PUFA) সমৃদ্ধশালী তেল খাওয়ার যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পরিণাম কিন্তু মোটেই সুখকর নয়।

এই তথ্যসহ সব ঘটনার কথা মনে রেখে পুষ্টিবিদরা ফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্যগুলি সম্বন্ধে এখন তাঁদের পূর্বেকার মত পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। এবং ইদানীং তাঁরা ন্যাচারাল ফ্যাটকেই অধিক শ্রেয় বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, যে সব মানুষ খাদ্য সম্পর্কে বেশি সচেতন, এই সংবাদ তাদের উপর যে এক বড় রকমের আঘাত হানবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আজকাল করনারি হৃদরোগের মূল কারণ হিসাবে ধূমপান, বেশি মদ্যপান, অতিরিক্ত মেদ, বিপাকে গোলযোগ, বেশি উচ্চরক্তচাপ, দৈনন্দিন জীবনে অত্যধিক মানসিক চাপ, অনিয়মিত আহার, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র, মানসিক দুশ্চিন্তা, ইত্যাদির দিকেই সাধারণত আঙুল তোলা হয়ে থাকে। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে পরিশেষে এ কথা বলা চলে যে ন্যাচারাল কোলেস্টেরল আমাদের শত্রু না, বরং মিত্র। তবে এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল যে ভিটামিন-সি-র ঘাটতি যেন আমাদের শরীরে কখনও না হতে পারে, সে দিকে নজর রাখা উচিত। কারণ ভিটামিন-সি দেহে কোলেস্টেরলকে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখতে ও পিত্ত-অম্লাদি তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে এটি অবর্তমান হয়ে দেহে পাথুরি- রোগ (gall stone) বা যকৃতের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে
সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবায়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া ঃ হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

With Best Compliments From

DSP EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

(Regd. No. 3418 of 1969)

BENACHITY HOUSE
DURGAPUR - 713 204
Phone : DGP 82393

সমবায় সমাচার

পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির নেতৃত্ব বিকাশ কার্যসূচি

গত ১৩ সেপ্টেম্বর উল্টোডাঙার ইকমার্ড-এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে (অডিটোরিয়াম) ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট সমবায়ীদের জন্য একদিনের একটি নেতৃত্ব বিকাশ কার্যসূচি রূপায়িত হল। এই কার্যক্রমে সহযোগীর ভূমিকায় ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন। এই সংস্থার সভাপতি ও ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সুনীল ঘোষ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও তিনিই নিকট ও দূর হতে আগত বিশিষ্ট সমবায়ীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন। উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায়মন্ত্রী বিস্তব্যাপী অর্থনৈতিক মেরুকরণের প্রতি আহ্বান গ্রহণ করতে হলে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রচার ও প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের উপর, খুবই গুরুত্ব দেন। প্রাক্তন ভূমি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বলেন, সমবায় আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা কায়েম করে স্বচ্ছতা আনতে পারলে কায়েমী স্বার্থ দূর হবে ও সমবায় নীতি ও আদর্শের পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠা পাবে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেন, উদার অর্থনীতির সুফল পেতে হলে তাকে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক করতে হবে। আর তা করার জন্যে সমবায় আন্দোলনের সীমাহীন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েতমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র সংরক্ষণাত্মক মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে সমবায় পরিকাঠামোর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের আহ্বান জানান। অন্যান্য বিশিষ্ট সমবায়ীদের মধ্যে সভাপতি সুনীল ঘোষ সমবায় নেতৃত্ব বিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মৈনুল হাসান আধুনিক ব্যাঙ্কিং নীতি ও সমবায় আন্দোলন আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি প্রভাত ভট্টাচার্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও মৃত্তিকা পরীক্ষার ওপর বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে নাবার্ড-ইফকো-এন সি ডি সি-র পদস্থ আধিকারিকগণ ছাড়াও বিভিন্ন সমবায় সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ ভাষণ দেন। সমাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের অন্যতম ডাইরেক্টর কে অসোই স্বামী।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

সংবর্ধনা সভা

গত ১৯শ আগস্ট বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ বিস্ত নিগমের সভাপতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বর্ষসেরা সমবায়ী (১৯৯৬) নির্বাচিত হওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মৈনুল হাসান NAFSCOB-এর সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমন্ডলী ও কর্মচারিবৃন্দ এক বর্ণাঢ্য ও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন

উক্ত সংবর্ধনা সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ-এর সভাপতি সৌমানাথ মল্লিক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, ত্রাণমন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো, বনবিভাগের প্রতিমন্ত্রী বিলাসীবালা সহিস এবং জেলার প্রবীণ সমবায়ী ও জেলা কাউন্সিলের আহ্বায়ক নকুল মাহাতো। এছাড়া জেলার সহনিয়ামক বিশ্বনাথ মুখার্জি, পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নির্মলাকুমার ঘোষ সহ তিন শতাধিক সমবায়ীর সমাগমে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

সভার প্রারম্ভে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সাদরে বরণ করা হয় পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্প 'মুখোস', কেন্দিয়া উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির তৈরি চাদর ও পুষ্পস্তবক দিয়ে।

সংবর্ধনাজ্ঞাপক মানপত্র দুটি সভায় পাঠ করেন সৌমানাথ মল্লিক ও ব্যাঙ্কের কর্মচারী অশোক দত্ত। এই সংবর্ধনা সভার আলোচনার সূত্রপাত করেন প্রধান অতিথি সুনীল ঘোষ। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বর্ষসেরা (১৯৯৬) সমবায়ী হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ায় এবং মৈনুল হাসান NAFSCOB-এর সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ায় আমরা গর্বিত। কারণ এঁরা পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের সংগ্রামী নেতৃত্ব। একেবারে নীচুতলা থেকে কঠোর সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জাতীয়স্তরের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৯৫-৯৬ সালের ভারতের বর্ষসেরা সমবায়ী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নাবার্ডের চেয়ারম্যান মিঃ কোট্টাইয়ার সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উক্ত বছরের জন্য শ্রেষ্ঠ সমবায়ী নির্বাচিত করলেও এ সম্মান তাঁর সুদীর্ঘ কর্মকান্ডেরই স্বীকৃতি। তিনি ছিলেন বর্ধমান জেলা সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা থাকায় এই ব্যাঙ্ক দীর্ঘ ১২ বছর প্রশাসক কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। এই মামলার বিরুদ্ধে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে। অবশেষে ১৯৮৯ সালের জুন মাসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ব্যাঙ্কের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি এই ব্যাঙ্কে আসার আগে ব্যাঙ্কটি ক্ষতিতে চলছিল। তিনি এসে কর্মচারিদের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেন। ফলে কর্মচারিগণ সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করে ব্যাঙ্কটিকে

লাভজনক সংস্থায় পরিণত করেন।

ভারতের বর্ষসেরা সমবায়ী নির্বাচিত হওয়ার সুবাদে তিনি পুরস্কার গ্রহণের উদ্দেশ্যে পঞ্জাবের চণ্ডিগড়ে আমন্ত্রিত হন। তাঁর আসা-যাওয়ার ট্রেন ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করেন পঞ্জাব সরকার। ২০শে জুলাই এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি মানপত্র, একটি শাল ও ৫০ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

মৈনুল হাসান আজকের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হতে না পারার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের স্বার্থবিরোধী প্রশাসনিক রদবদলের কারণে তিনি বাধ্য হয়েছেন সেখানে থাকতে। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত থাকার চেয়ে ব্যাঙ্কের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি সঠিক কাজ করেছেন।

কুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী প্রণব তালুকদার বলেন, তিনি মন্ত্রী হওয়ার আগে শিল্প সমবায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি সফল সমবায় সমিতি 'হলদি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতি'র কথা উল্লেখ করেন। সমিতিটি ১৯৮০ সালে নিবন্ধীকৃত হওয়ার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য সহযোগিতায় খুব সাফল্যের সাথে কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজস্ব ব্যাঙ্ক গড়ার বিষয় দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বিকল্প হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে যথাসাধ্য মদত দিয়ে আসছে।

কনস্ট্রাকশনমন্ত্রী বিলাসীবালা সহিস তাঁর স্বল্প ভাষণে সংবর্ধনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিছু করতে হলে, তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে সমবায় আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন। সমবায় যে মানুষকে কিছু দিতে পারে একথা মানুষকে বোঝাতে না পারলে সমবায় আন্দোলন জনযুক্ত হবে না।

শ্রমমন্ত্রী সত্যরঞ্জন মাহাতো বলেন, অশোকবাবু সমবায়কে ভালবাসেন, তিনি মনে করেন সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত সেবা করা সম্ভব। তাই তিনি সমবায়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই সংবর্ধনার জন্য ও পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী ও কর্মচারিবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, এই পুরস্কার, এই সম্মান পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রাপ্য। কারণ, তাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন এক বিশেষ মাত্রায় উন্নীত হয়েছে এবং তিনি ভারতের বর্ষসেরা সমবায়ী হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন। তাই তিনি দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন তাঁর পুরস্কারের ৫০ হাজার টাকা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা পরিবারের স্বার্থে ব্যবহার না করে সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে ব্যয় করবেন। তিনি আমরণ সমবায় আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অঙ্গীকার করেন।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন নকুল মাহাতো ও ধ্রুবেশ্বর চাটার্জি। সভার অন্তিম লগ্নে সভাপতির ভাষণে সৌমেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেন অশোকদার কাছে আমাদের অনেক চাহিদা। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে চাই। অশোকদার নির্দেশিত পথ ধরে তাঁর আরব্ধ কর্মের সঠিক রূপায়ণের মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে চাই।

❑ শঙ্খর নন্দী

সমবায়ী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে সাথী —
লহো অভিনন্দন।
সম্মানের সাথে নেমে আসে
প্রত্যাশা —
আরও পথ চলা।
সমবায়ের রাজপথে,
অনেকেই জ্বেলেছে প্রদীপ।
তোমারটা মশাল
দেখা যাবে বহু দূর

বাসুদেব চাটার্জি

[অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয় সম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত। এই সংক্রান্ত সংবাদ ভাণ্ডার জুলাই '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।]

সিকোপার রেজিস চলে গেলেন

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের অন্যতম পরিচালক ও সিকোপার সভাপতি ওয়াই রেজিস গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯৬ প্যারিসে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশ্বের শিল্প সমবায় সমিতি সমূহের স্বনির্ভরতা সাধনের জন্য সিকোপা গঠিত হয়েছে (CICOPA — Committee of International Co-operation for Producers and Artisans)। শিল্প সমবায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শদানই এই সংস্থার প্রধান কাজ। ভারতের ব্যাঙ্গালোর ও দিল্লিতে এই সংস্থার দুটি প্রজেক্ট কাজ করছে। তৃতীয়টি হবে কলকাতায়। সেই উপলক্ষে রেজিস কলকাতার বাইটার্সের রোটাণ্ডায় গত ১৪ মার্চ '৯৬ একটি সভা করে গেছেন। কলকাতায় অর্জিত সুখকর অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এখানে একটি প্রজেক্ট খোলার ব্যাপারে তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলন বিশেষ করে শিল্প সমবায়গুলি একজন শুভানুধ্যায়ীকে হারালো।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকে উক্ত জেলার ৬টি বিদ্যালয়ের মোট ১১ জন নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী নিয়ে কুশমণ্ডি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে 'গ্রাম উন্নয়নে সমবায়' বিষয়ের উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন অত্র ব্লকের বিভিও সুনান্ত অধিকারী ও যুগ্ম-বিভিও এস আর কুন্ডু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলী, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলি হচ্ছে (১) মানিকোর উচ্চ-বিদ্যালয় (২) বালুরঘাট ললিতমোহন আদর্শ

উচ্চবিদ্যালয় (৩) মহীপাল উচ্চবিদ্যালয় (৪) ঢাকচোল উচ্চবিদ্যালয় (৫) কৃষ্ণমতি উচ্চবিদ্যালয় (৬) আজিমপুর উচ্চবিদ্যালয়। প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান দখল করেন মহীপাল উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী উম্মে কুলসুম বানু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেন বালুরঘাট এল এম এ ইউ বিদ্যালয়ের ছাত্র যথাক্রমে নীহাররঞ্জন সরকার ও তথাগত রায়। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার খাতা যৌথভাবে পরীক্ষা করেন কৃষ্ণমতি ব্লকের বিডিও এবং যুগ্ম-বিডিও মহাশয়গণ। প্রতিযোগিতায় সকল প্রতিযোগীদের নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন বিভিন্ন সুশান্ত অধিকারী। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন প্রতিবেদক।

❑ তপেন রায়

উত্তর দিনাজপুরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর '১৬ রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মিটিং হলে উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঁচটি বিদ্যালয়ের মোট দশ জন নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী নিয়ে 'মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধ সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব' বিষয়ের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে (১) সহ-নিবন্ধকের প্রতিনিধি বিমলেন্দু ভৌমিক, সিডিও (২) রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক হেমন্তকুমার বর্মন, সিডিও এবং (৩) রায়গঞ্জ মহা-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক হীরেন্দ্রচন্দ্র গুহ। প্রতিযোগিতার বিষয়ের বিপক্ষে বক্তব্য পেশ করে প্রথমস্থান অধিকার করেন রায়গঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী পর্ণমিতা রায়। বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রেখে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন সুদর্শনপুর হরিকিপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র তপন সরকার এবং বিষয়ের পক্ষে বলে তৃতীয়স্থান অধিকার করেন ঐ বিদ্যালয়েরই ছাত্র তন্ময়দীপ গোস্বামী। ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে যোগীন্দ্র-কুমার রায়, মোঃ খালিকদ্দিন আহমেদ, সুধীর দাস এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। বিজয়িনী ও বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে নগদ অর্থ পুরস্কার তুলে দেন এবং প্রতিযোগিতার সভাপতিত্ব করেন রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রশাসকমণ্ডলীর সভাপতি, অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা পি কে দত্ত। প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন প্রতিবেদক তপেন রায়।

সমবায়ে স্বাধীনতা দিবস পালন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা সাগর ব্লকের কৃষ্ণনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি গত ১৫ অগাস্ট '১৬ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও সমিতির সভা, স্থানীয় শিশুভবন স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে ৫০ তম স্বাধীনতা দিবসটি গুরুত্ব সহকারে পালন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্পাদক ও প্রধান সভা কমিকৃষ্ণ মাইতি ও সদস্য বিদ্যুৎকুমার মাইতি বক্তব্য রাখেন। সমিতির ম্যানেজার ও কর্মী, সভাগণ স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান নেতাদের স্মরণে ফুলমালা ও পুষ্পস্তবক উৎসর্গ করেন।

❑ প্রসন্নানন্দ বেরা

মিনি ব্যাঙ্ক উদ্বোধন

গত ১-৭-১৬ তারিখে বড়এলা ব্লকের মালিয়াদি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে মিনি ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জি। এ উপলক্ষে প্রধান অতিথি ছিলেন শেখর সাহা, সভাপতি, মুর্শিদাবাদ জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ ; বিশেষ অতিথি ছিলেন নুরুল হক, সভাপতি, বড়এলা পঞ্চায়েত সমিতি ; শিনাকী হালদার, বিডিও, বড়এলা ব্লক। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সমবায়ীবৃন্দের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে। প্রায় ১৯৬ জন সমবায়ী ব্যাঙ্কে আমানত জমা দেন এবং মোট ১,১১০৭৫ টাকা সমিতির অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস প্রশিক্ষণ শিবির

মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লকে মোট আটটি কৃষি সমবায় সমিতির পরিচালকবর্গ ও ম্যানেজারদের নিয়ে ২৪-৭-১৬ থেকে ২৬-৭-১৬ পর্যন্ত তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় আইসবাস সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাকক্ষে। এই শিবিরে মোট ৫০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সমরেশ দাস শিবিরের প্রারম্ভিক উদ্বোধন ও সমবায় সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তা ছিলেন রক্তাকর দাস, সহনিবন্ধক, মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ ও দীপঙ্করকুমার ওই, সিনিয়র অডিটর গ্রেড-১। এছাড়া স্থানীয় সমবায় পরিদর্শক, ব্লক সুপারভাইজার, সমবায় নিরীক্ষক মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ প্রদান ও শিবিরের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সহনিবন্ধক মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

গত ২৩ অগাস্ট '১৬ মুর্শিদাবাদ জেলা সমবায় ইউনিয়ন নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রবন্ধ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা যন্ত্র ইউনিয়নের সভাকক্ষে সুসম্পন্ন হয়েছে। একইদিনে প্রথম পর্বে প্রবন্ধ ও দ্বিতীয় পর্বে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রক্তাকর দাস, সহনিবন্ধক সমরেশ দাস, সভাপতি, জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও হীথেন দত্ত, পরিচালক, সমবায় ইউনিয়ন। সর্বমোট ১২ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে (১) অরুণাভ শীল, সারগাছী রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল, (২) প্রভাস ঘোষ, সারগাছী রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল (৩) মেহেবুব আলম, ওড়াপলাশ এস কে শিক্ষা নিকেতন যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সহনিবন্ধক মহাশয় অনেককে পুরস্কৃত করেন।

❑ অমিয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী

বর্ধমানে বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় এবং বর্ধমান জেলা-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে কাটোয়া-কালনা মহকুমার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে ২৬শে আগস্ট '১৬ তারিখে জেলাভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং ২রা সেপ্টেম্বর '১৬ তারিখে জেলাভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাতটি স্কুলের ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক ও অভিভাবকগণ এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় আটটি স্কুলের ১১ জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকার করেন দেবী দুর্গাদাসী চৌধুরাণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অন্তরা শিকদার, দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন ঐ বিদ্যালয়েরই দশম শ্রেণীর ছাত্রী বনশ্রী মহান্ত এবং তৃতীয়স্থান অধিকার করেন অগ্রদ্বীপ ইউ ইউ এম বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র রবীন্দ্রনাথ দত্ত।

উক্ত প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন মাননীয় সমবায় সহনিবন্ধক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কাটোয়া কলেজের অধ্যাপকদ্বয় অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার সাহা এবং রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক তারাপদ দল।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সমবায় সহনিবন্ধক মহাশয় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার প্রথমস্থান অধিকার করেন দেবী দুর্গাদাসী চৌধুরাণী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী অন্তরা শিকদার, দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন চন্দ্রপুর উচ্চ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র শুভময় মণ্ডল, তৃতীয়স্থান অধিকার করেন দেবী দুর্গাদাসী চৌধুরাণী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী বনশ্রী মহান্ত।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন কাটোয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক তারাপদ দল।

বর্ধমান জেলা-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের স্থায়ী সভাপতি আব্দুল মান্নান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

উভয় দিনেই অনুষ্ঠান দুটি পরিচালনা করেন ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রণজিৎকুমার মুখার্জি এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক।

❑ সরোজকুমার গাঙ্গুলী

পরিচালকদের প্রশিক্ষণ শিবির

গত ১০-৯-১৬ থেকে ১২-৯-১৬ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ সামসেরগঞ্জ ব্লকে কৃষি সমবায় সমিতির পরিচালকবর্গ ও ম্যানেজারদের একত্রে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সামসেরগঞ্জ ব্লক কৃষি বিপণন সমবায় সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমবায় ইউনিয়নের প্রাক্তন পরিচালক জগন্নাথ চৌধুরি এবং কৃষি বিপণন সমবায় সমিতির সভাপতি মহাশয় প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন। তিন দিনের আলোচনাচক্রে অংশ নেন উক্ত ব্লকের সমবায় পরিদর্শক, কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সমবায় সহনিবন্ধক ও সিনিয়র অডিটর গ্রেড-১। এছাড়াও ব্যাঙ্ক, মার্কেটিং প্রভৃতির প্রতিনিধিরাও বক্তব্য রাখেন। শিবিরের শেষ দিনে সহ-নিবন্ধক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন।

হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির কর্মশালা ২৩-৩০ সেপ্টেম্বর

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় অডিটর্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মসূচি অনুযায়ী অন্যান্য ব্লকের মতো মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লকেও সমবায় সমিতির কর্মচারিদের নিয়ে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর '১৬ হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের সকলের যৌথ উদ্যোগে আইসবাগ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির অফিস প্রাঙ্গণে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দুর্বলতর শ্রেণীর আর্থিক সহায়তা প্রদানে সমবায় ও পঞ্চায়েত যৌথ ভূমিকা পালন করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে সমবায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সৃষ্ট সমন্বয় সার্থকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

সমবায় চেতনা সঞ্চারে সঞ্চারীর উদ্বোধন

গত ৪ সেপ্টেম্বর '১৬ দীঘায় বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের আবাসিক সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'সঞ্চারীর' উদ্বোধন হল। উদ্বোধনী ভাষণে পঞ্চায়েত এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র জানালেন তাঁর দপ্তরের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পর্ব এখানেই পরিচালনা করবেন। ডারডভেষ্ট সমবায়ী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কই প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যারা এরূপ এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমবায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক মেরুকরণের প্রেক্ষিতে সমবায় শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। অন্যতম বিশেষ অতিথি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের জাতীয় ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি মৈনুল হাসান সমবয়কে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ব্রজেকৃষ্ণ সামন্ত, রাজ্য সমবায় নিবন্ধক এস পি পাত্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি মধুসূদন ঘোষ। বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দেব সভাপতির ভাষণে বলেন, সমবায় আন্দোলন ও সমবায় শিক্ষার উন্নয়নে এই আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করে যাবে।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

হুগলি সমবায় ব্যাঙ্কের আরামবাগ শাখার নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন

অক্টোবর, ১৬ হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আরামবাগ শাখার নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মনীন্দ্রনাথ জানা। ভক্তিভূষণ মণ্ডল ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার অধিকর্তার মন্ত্রী নিমাই-চন্দ্র মাল।অনুষ্ঠানে আরামবাগের সাংসদ অনিল বসু, স্থানীয় বিধায়ক বিনয় দত্ত এবং আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তাগণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহসভাপতি, জেলার সমবায় ও অন্যান্য দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ এবং ব্যাঙ্কের সদস্য সমবায় সমিতিগুলির কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক বিদ্যুৎকুমার বিশ্বাস। তিনি সংক্ষেপে ব্যাঙ্কের সূচনা কাল থেকে বর্তমান অবস্থায় উত্তরণের বিবরণ উল্লেখ করেন এবং ব্যাঙ্কের অগ্রগতিতে আমানতকারী ও সদস্য সমবায় সমিতিগুলির অবদান, সহযোগিতা এবং পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান ১৯৬৬ সনে হুগলি জেলার চুঁচুড়া ও আরামবাগে কর্মরত দুটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে একীভূত করে জেলায় হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নামে যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয় তা বর্তমানে জেলার বৃহত্তম কৃষিঋণ দানকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে ব্যাঙ্কের শাখার সংখ্যা ১২টি-হেড অফিস সহ। সংগৃহীত আমানত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি টাকার ওপর এবং ঋণ দাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯ কোটি টাকা। কৃষিঋণ দাদনের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক জেলার বৃহত্তম বিনিয়োগকারী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত। তিনি আগামীতে ব্যাঙ্কের পরিষেবা উন্নয়ন এবং ঋণদান ব্যবস্থা বহুমুখীকরণের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্বল সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদত্ত বিভিন্ন সহায়তার বিষয় উল্লেখ করেন। সভায় ব্যাঙ্কের বর্তমান সহসভাপতি কৃপাল ঘোষ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে ব্যাঙ্ক আগামীতে ঋণদান ব্যবস্থার প্রসার ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি এবং স্বনির্ভর ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করবে। তিনি সকল আমানতকারী এবং সদস্য সমবায় সমিতিগুলিকে ব্যাঙ্কের উন্নত পরিষেবার সুযোগ নেবার আহ্বান জানান। সভায় বক্তব্যকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সহসভাপতি তথা ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদের সদস্য মধুসূদন ঘোষ জানান যে সরকারি নীতি তথা ন্যাবার্ডের শর্ত উত্তরোত্তর পরিবর্তনের ফলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প সুদে ঋণ দাদন করার ক্ষেত্রে প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি স্থানীয়ভাবে আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলিকে স্বনির্ভর হবার পরামর্শ দেন যাতে কৃষিক্ষেত্রে স্বল্পসুদে ঋণদান ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া যায়।

রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে সমবায়ের মাধ্যমে আরো বেশি বেশি সমবায়ের ঋণের সুযোগ প্রসারিত করার ওপর দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানান। তিনি কৃষি ও অকৃষি ঋণের দাদন করার ক্ষেত্রে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত প্রয়াস নেবার পরামর্শ দেন যাতে সঠিক বিনিয়োগ ও সময়ে আদায় নিশ্চিত করা যায়।

রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী তাঁর ভাষণে সমবায়ভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থার বর্তমান সঙ্কট ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান যে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের মাধ্যমে যে অর্থ পাওয়া যায় তা প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর যখন কৃষকের হাতে পৌঁছায় তখন ঐ অর্থের ওপর সুদের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় কৃষি ও কৃষকের সার্থে স্বল্পসুদে ঋণ দাদন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে যে প্রচুর আমানত সংগ্রহ করে কৃষিক্ষেত্রে ঋণদান করে তার সামান্য অংশই। কাজেই কেবলমাত্র সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই স্থানীয় মূলধন স্থানীয়ভাবে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন যে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন হারের সুদে সুচিন্তিত বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে কম সুদে ঋণ দাদন সম্ভব হতে পারে। তিনি তাই সাধারণ মানুষকে বেশি বেশি করে সমবায় ব্যাঙ্কে অর্থ সঞ্চয় করার পরামর্শ দেন এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকেও এই আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান যাতে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ব্যাঙ্কের সভাপতি ব্যাঙ্কের তরফে কর্মতাও সম্প্রদায়ের, ঋণদান ব্যবস্থার বহুমুখীকরণ এবং সদস্য সমবায়গুলিকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস দেন। তিনি সর্বস্তরের সমবায় প্রেমী মানুষকে ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত হয়ে জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে আরো শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানান।

❑ বিশেষ প্রতিনিধি

"It is important to introduce Co-operation as a subject in our High Schools in a simple form so that it forms a part of basic training."

JAWAHARLAL NEHRU.

THE WEST BENGAL STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

24-A, WATERLOO STREET, CALCUTTA-700 069.

Ref. No. HO/GM/(Loans-Agri)/3524/3 — 28th October, 1996

The Unit Manager
West Bengal State Co-op. Bank Ltd.
24-parganas North/South, Coochbehar Unit
Barasat/Diamond Harbour

Dear Sir,

Payament of rewards to PACS, Gram Panchayets and Managers/Staff Members of PACS for good recovery of loans during the year 1994-95 and 1995-96.

This is to inform you that the competent authorities of the bank have decided like previous years for making payment of cash rewards to PACS, Managers/Staff Members of PACS and Gram Panchayets for good recovery of ST (SAO) loans during the years 1994-95 and 1995-96 as per undernoted criteria. Distribution of rewards as per eligibility and applicability in cash or kind may be made during the Co-operative Week Celebration to be held in the second week of November, 1996 at your level.

Criteria for eligibility for Rewards

	To PACS for good recovery of loans Demand & Category	% of Collection	Amount of Reward
a)	Rs. 50,000/- to Rs. 1.00 lakh	80	Rs. 300/-
		100	Rs. 500/-
b)	Rs. 1,01,000/- to Rs. 3.00 lakhs	80	Rs. 600/-
		100	Rs.1,000/-
c)	Rs. 3,00,001/-to Rs. 5.00 lakhs	80	Rs.2,000/-
		Above 80	Rs.2,500/-
d)	Rs. 5,00,001/- to Rs. 10.00 lakhs	80	Rs.3,000/-
		Above 80	Rs.3,500/-
	Above Rs. 10.00 lakhs	80	Rs.4,000/-
		Above 80	Rs.5,000/-

2. To Managers/Staff Members of PACS Demand	Category	% of Collection	Amount of Reward
upto Rs 1.00 lakh	A	80	Rs. 150/-
		81 - 90	Rs. 200/-
		91 - 100	Rs. 250/-
Rs. 1.00 lakh to Rs. 3.00 lakhs		80	Rs. 200/-
		81 - 90	Rs. 300/-
		Above 90	Rs. 400/-
Rs. 3.00 lakhs to Rs. 5.00 lakhs		80	Rs. 300/-
		81 - 90	Rs. 400/-
		Above 90	Rs. 500/-
Rs. 5.00 lakhs to Rs. 10.00 lakhs		80	Rs. 500/-
		81 - 90	Rs. 750/-
		Above 90	Rs. 1,000/-
Above Rs. 10.00 lakhs		80	Rs. 750/-
		81 - 90	Rs. 1,000/-
		Above 90	Rs. 1,250/-

3. Gram Panchayets would be eligible to get rewards of Rs. 1,500/- in kind when all the PACS under its jurisdiction had achieved 100% of recovery.

We would request you to calculate and release the Rewards strictly on the basis of above criteria and eligibility and send a statement in compliance thereof afterwards showing the name of Blocks, PACS, Managers/Staff Members of PACS and Gram Panchayets together with the respective Demand, Recovery, percentage of recovery and value of reward in cash/kind so released for our observation and office records.

Please treat this as **most urgent**.

Yours faithfully,
B. K. Choudhury
General Manager (Operation)

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি বোধ। যে
পাখী না থাক
ছাদে শাখা আছে,
পৌষ পাবন আছে
আছে পিঠে।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে **তন্তুজ**

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

CONFED WB

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ক্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় গ্রাহকবন্ধুদের সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।

২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিস্তার করা, মকদ্দমা চালান ও ছোট গাড়ি ক্রয়, স্থায়ি/চলতি ব্যবসা, ডেবিট, ক্রেডিট ইত্যাদি যেকোনো ধরনের লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।

এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আমানত বিমাকৃত করা সুনিশ্চিত।

৪। সেফ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।

৫। চিকিৎসা খাতে ঋণের বিশেষ সুবিধা আছে।

রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপালিটি এলাকায় ব্যবসাবাণিজ্যরত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকারে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৯৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য ঃ

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।

২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।

৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

In the
Changing scenario
and whirlpool of liberalization
insecurity prevails

ONLY COOPERATION
GIVES YOU SAFETY
AND SECURITY

HENCE GROWN YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
In Eastern India, rendering services
for 76 years by a net work of 34 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH BARDHAMAN BANK FOR YOUR SAFETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস ঃ মেদিনীপুর

দূরভাষ ঃ ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৪১৭

ফ্যাক্স ঃ ০৩২২৬-৬২৪১১

- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
- ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
- মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
- সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই
আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

বীরেন্দ্রনাথ দেব
চেয়ারম্যান

পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গা সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অসীম রায় কর্তৃক ২৫২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড (২য় তল), কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন নং : ২২০-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং আরতি প্রিন্টার্স, ১৮০, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৪৩১

এই সংখ্যার মূল্য : পাঁচ টাকা